SUVOM
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর
হিউ-হিউ
অর দ্য মনস্টার
রূপান্তর: সাইফুল আরেফিন অপু
সেবা প্রকাশনী
ANIK

অনুবাদ

হিউ-হিউ অর দ্য মনস্টার

মূলঃ স্যর হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

অনুবাদঃ সাইফুল আরেফিন অপু

এক ঝড়ের রাতে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল অ্যালান। গুহার গভীরে হ্যান্স তাকে নিয়ে যায় এক দানবের দানবীয় দেয়ালচিত্র দেখাতে। সেই দেয়ালচিত্র দেখে হতভম্ব হয়ে যাওয়ায় চির কৌতূহলী অ্যালান সেটার উৎস জানতে যায় জুলু ল্যাণ্ডের মহান যাদুকর, "দ্বার উন্মোচক, জিকালি"-র কাছে।
এবং বরাবরের মত জিকালির পাতা জালে পা দেয় অ্যালান।
ফলাফল, এই অভিযান। এই গল্প অ্যালান কোয়াটারমেইনের আরেকটা রুদ্ধশ্বাস অভিযানের অপ্রকাশিত গল্প। রোমাঞ্চের গল্প।
সেই সঙ্গে অন্ধকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ওয়ালু জাতির শয়তান দেবতা, আদিম মানব আর অভাগিনী সাবিলার গল্পও বটে।
তো চলুন, পাঠক, অ্যালান কোয়াটারমেইনের সঙ্গে আরেকবার রওয়ানা হই রহস্যময় আফ্রিকার অন্ধকার এবং অজানা এক দেশের পথে

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

হিউ-হিউ অর দ্য মনস্টার

রূপান্তর ■ সাইফুল আরেফিন অপু

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-3244-6

সেবা
প্রকাশনী

নিরানব্বই টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

HUE-HUE OR THE MONSTER
By: Henry Rider Haggard
Trans. By: Saiful Arefin Aupu

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

হিউ-হিউ অর দ্য মনস্টার

SUVO
11-07-13

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

অনুবাদ

হিউ-হিউ অর দ্য মনস্টার

মূলঃ হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

অনুবাদঃ সাইফুল আরেফিন অপু

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

প্রজাপতি প্রকাশন

ও

সেবা প্রকাশনীর

ক'টি কিশোর ক্লাসিক/অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
সলোমনের গুপ্তধন/রকিব হাসান
শী/নিয়াজ মোরশেদ
রিটার্ন অভ শী/নিয়াজ মোরশেদ
মর্নিং স্টার/নিয়াজ মোরশেদ
নেশা/খসরু চৌধুরী
অ্যালান কোয়াটারমেইন/খসরু চৌধুরী
স্টেলা/খসরু চৌধুরী
এরিক ব্রাইটিজ/খসরু চৌধুরী
চাইল্ড অভ স্টর্ম/কাজী মায়মুর হোসেন
এলিসা/কাজী মায়মুর হোসেন
অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার/কাজী মায়মুর হোসেন
শী অ্যাণ্ড অ্যালান/কাজী মায়মুর হোসেন
ব্ল্যাক হার্ট অ্যাণ্ড হোয়াইট হার্ট/আসাদুজ্জামান
মুন অভ ইজরাইল/বুলবুল সরওয়ার
বেনিটা/সায়েম সোলায়মান
ক্লিওপেট্রা/সায়েম সোলায়মান
জেস/সায়েম সোলায়মান
রানী শেবার আংটি/সায়েম সোলায়মান
দ্য ভার্জিন অভ দ্য সান/সায়েম সোলায়মান
দ্য লেডি অভ ব্লসহোম/সায়েম সোলায়মান
মেরি/সায়েম সোলায়মান
হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড/সায়েম সোলায়মান
মন্টেজুমার মেয়ে/কাজী আনোয়ার হোসেন
পার্ল মেইডেন/ইসমাইল আরমান
দ্য পিপল অভ দ্য মিস্ট/ইসমাইল আরমান
মিস্টার মিসন'স উইল/ইসমাইল আরমান
দ্য ব্রেদরেন/ইসমাইল আরমান
মাইওয়ার প্রতিশোধ/ইসমাইল আরমান

চার্লস ডিকেন্স/নিয়াজ মোরশেদ
অলিভার টুইস্ট
আ টেল অভ টু সিটিজ
গ্রেট এক্সপেকটেশানস

এমিলি ব্রনটি/নিয়াজ মোরশেদ
ওয়াদারিং হাইটস

মার্ক টোয়েন
পুডনহেড উইলসন/শেখ আবদুল হাকিম
হাকলবেরি ফিন/রওশন জামিল

সার ওয়াল্টার স্কট
আইভানহো/নিয়াজ মোরশেদ

রাফায়েল সাবাতিনি
দ্য ব্ল্যাক সোয়ান/কাজী আনোয়ার হোসেন
লাভ অ্যাট আর্মস/কাজী আনোয়ার হোসেন
রূপসী বন্দিনী/কাজী আনোয়ার হোসেন
দ্য সি-হক/ ইসমাইল আরমান

ব্রাম স্টোকার
ড্রাকুলা/রকিব হাসান
দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস/ইসমাইল আরমান
লেয়ার অভ দ্য হোয়াইট ওঅর্ম/ইসমাইল আরমান

ফ্রেডা ওয়ারিংটন/ইসমাইল আরমান
রিটার্ন অভ ড্রাকুলা

টমাস হার্ডি/কাজী শাহনূর হোসেন
টেস অভ দ্য ডার্বারভিল
ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড
জুড দ্য অবসকিওর
দ্য মেয়র অভ ক্যাস্টারব্রিজ

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে/নিয়াজ মোরশেদ
আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস

রবার্ট লুই স্টিভেনসন/নিয়াজ মোরশেদ
কিডন্যাপড

ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট/নিয়াজ মোরশেদ
চিলড্রেন অভ দ্য নিউ ফরেস্ট

লর্ড লিটন/নিয়াজ মোরশেদ
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই

আলেকজান্দার দ্যুমা/নিয়াজ মোরশেদ
তিন মাস্কেটিয়ার
ম্যান ইন দ্য আয়রন মাস্ক
কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো

সম্পাদকের নোট

এ গল্পের সম্পাদক জানিয়ে রাখতে চান, রোডেশিয়ায় অগণিত সংখ্যক প্রোটো হিউম্যানের ফসিল খুঁজে পাওয়ার আগে লেখা হয়েছিল গল্পটি। সম্ভবত ওগুলোর একটাই ছিল "হিউহুয়া"...গায়ে বড় বড় পশমওয়ালা জঙ্গলের বাসিন্দা। এদের নিয়ে গল্পটা শুনেছিলাম খোদ অ্যালান কোয়াটারমেইনের মুখ থেকে।

---১৯২৩

অধ্যায় ১

ঝঞ্ঝা

আমি এ গল্পের সম্পাদক মাত্র, লেখক নই। প্রিয় বন্ধু অ্যালান কোয়াটারমেইন বা মাকুমাজান অর্থাৎ রাতের অণন্দ্র প্রহরীর অনেক ঘটনা আমার হাত ঘুরে প্রকাশিত হয়েছে অনেকবার। এ গল্পটাও তার দারুণ রোমাঞ্চকর অভিযানগুলোর একটি। গল্পটা সে আমাদের বলেছিল বহু বছর আগে। অ্যালান তখন থাকত "গ্রাঞ্জ" নামে তার ইয়র্কশায়ারের বাড়িতে। স্যর হেনরি কার্টিস এবং ক্যাপ্টেন গুডের সাথে মধ্য আফ্রিকায় তার শেষ অভিযানে

যাওয়ার কিছুদিন আগে গল্পটা বলেছিল সে। সেটাই ছিল তার জীবনের শেষ অভিযান। ওখান থেকেই সে চলে গিয়েছিল না ফেরার দেশে।

এ গল্পটা ছিল অ্যালানের অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের। গল্পটা শোনার সময় প্রচুর নোট নিয়েছিলাম। কারণ এটা ছিল যেমন অদ্ভুত তেমন ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনার বর্ণনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেগুলো হারিয়ে ফেলি। গল্পটা পরে আবার নতুনভাবে কলমে আনার জন্য বহু চেষ্টা করি। কিন্তু নিজের স্মৃতির ওপর খুব বেশি ভরসা করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি।

এর বেশ অনেকদিন পর কোনো এক কাজে অফিসের বক্সরুমে ঢুকি। সেখানে চোখে পড়ে আমার বহু পুরানো একটা হাত ব্যাগ। যখন বার-এ প্র্যাকটিস করতাম (বা করার চেষ্টা করতাম) তখন এ ব্যাগটা ব্যবহার করতাম। বহুদিন পর পুরানো কোনো কিছু হঠাৎ খুঁজে পেলে মনে যেমন আনন্দ আর আবেগের দোলা লাগে, আমারও ঠিক তেমনই লেগেছিল। মনে পড়ে গেল তারুণ্যের বিভিন্ন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের কথা। ব্যাগটা নিয়ে গেলাম জানালার কাছে। খানিক চেষ্টা চরিত্র করার পর ওটার জং ধরা ল্যাচ খোলা গেল। পুরানো আবর্জনার একটা ডিপো ছিল যেন জিনিসটা। ওথেকে বের হলো সে সময়ের বিভিন্ন কেসের সাথে জড়িত কিছু বাতিল কাগজ, একটা নীল সিসের পেন্সিল এবং আরও নানান হাবিজাবি। মনে আছে, সে সময় ওই কেসগুলো নিয়ে ভীষণ খাটাখাটি করেছিলাম। তখন যে বন্ধুর সাথে মিলে কাজ করতাম আজ সে পুরাদস্তুর বিচারক বনে গেছে।

চোখ বুলিয়ে দেখলাম কাগজগুলো। যখন প্র্যাকটিস করতাম তখন নিঃসন্দেহে এর মার্জিনাল নোটগুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখন এর কোনো গুরুত্ব নেই। ছিঁড়ে ফেললাম সব।

ভিতরের সবকিছু বের করার জন্য উপুড় করে দিলাম ব্যাগটা। তখনই ভিতরের কোনো এক পকেট থেকে নীচে পড়ল চকচকে কালো কভারের চিকন একটা নোট খাতা। খাতাটা খুলে অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম, হেডিং-এ লেখা:

"এ. কোয়াটারমেইনের বলা হিউহিউ বা দৈত্যাকৃতি দেবতার গল্পের সার-সংক্ষেপ, যা অ্যালান এবং তার হটেনটট ভৃত্য হ্যান্স আবিষ্কার করেছিল মধ্য আফ্রিকায়"।

সাথে সাথে সবকিছু মনে পড়ে গেল। গল্পটা ভুলে যাওয়ার আগেই গ্রাঞ্জে আমার বেডরুমে বসে এর সার-সংক্ষেপ লিখে ফেলি। পরদিন দক্ষিণে এক জায়গায় যাওয়ার পথে ট্রেনে বসে সম্প্রসারিত রূপ লেখা শুরু করি। এবং পরে যখনই সময় পেয়েছি, লিখে গেছি।

এতক্ষণে মনে পড়েছে কেন এটা আগে খুঁজে পাইনি। খাতাটা নিরাপদ কোথাও রাখার কথা ভেবেছিলাম। শেষে এমন নিরাপদ জায়গায়ই রাখি, মানে এই ব্যাগে, যে পরে আর খুঁজেই পাইনি। পাব কীভাবে, এ জায়গার কথা মনেই ছিল না! শেষে কোথাও না পেয়ে, একেবারে হারিয়ে গেছে ভেবে খোঁজাখুঁজি পর্বটাই বাদ দিয়ে দিই। এখন খাতাটা হাতে এসে স্মৃতিতে বারবার দোল দিচ্ছে। মনে পড়ে যাচ্ছে অনেক কিছু। বিশেষু, আমার প্রয়াত প্রিয় বন্ধু, অ্যালাম কোয়াটারমেইনের জীবনের এক অজানা অধ্যায়ের না বলা ঘটনা। সে ঘটনাই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

এক রাতে শুটিঙের পর আমি, অ্যালান, স্যর হেনরি কার্টিস এবং ক্যাপ্টেন গুড বসে ছিলাম অ্যালানের বাসায়। কথা বলছিলাম নানা বিষয়ে। বা বলা ভালো, গল্প গুজব করছিলাম।

আগেই বলেছি, অ্যালানের সেই বাড়িটার নাম ছিল, দি গ্রাঞ্জ। মনে পড়ে, সেদিন আমরা কথা বলছিলাম আমেরিকা থেকে প্রকাশিত একটা পত্রিকার খবর নিয়ে। তাতে ছাপা হয়েছিল যে, কিছু শিকারি জাম্বেজীর একটা জলায় প্রাগৈতিহাসিক আমলের এণ্টিডিলুভিয়ান জাতের একটা কুমির দেখতে পেয়েছে! অ্যালানকে জিজ্ঞেস করা হয়, খবরটার সত্যতা সম্বন্ধে তার মতামত কী। কিন্তু ওর মাথা দোলানো দেখে মনে হলো, এ ব্যাপারে কথা বলার খুব একটা ইচ্ছা ওর নেই। কারণ অ্যালানের মতে আফ্রিকা অনেক বড়, অজানা এবং রহস্যাবৃত এক মহাদেশ। এখানে কোথায় কী লুকিয়ে আছে কে জানে!

যা-হোক, তারপরও বলল, 'সাপ নিয়ে একটা ঘটনা আমার সাথে ঘটেছিল'। কথা শেষ করার জন্যই যেন দ্রুত বলছিল, 'আমেরিকায় যেটাকে এনাকোণ্ডা বলে, ওটা নাকি কখনও কখনও লম্বায় এমনকী ষাট ফুট পর্যন্তও হয়। আমার দেখা সাপটা ছিল সেটার মতোই, কিন্তু আরও অনেক, অনেক বড়। আমাদের সাথের একজনকে পিষে খেয়ে ফেলার পর আমরা সেটাকে মারতে পারি। বলা ভালো, আমার হটেনটট ভৃত্য, হ্যান্স ওটাকে মেরেছিল। সাপটাকে সেখানে দেবতা হিসেবে পূজা করা হতো। এবং অতিকায় প্রাণী নিয়ে আরও একটা অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। তবে সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই না। শুধু বলে রাখি, প্রাণীটা ছিল একটা হাতি। সাধারণের তুলনায় অস্বাভাবিক রকম বড়। হয়তো সেটাকে প্রাগৈতিহাসিক বললে ভুল হবে না। হাতিটা সেখানে পরিচিত ছিল জেনা নামে।' [**দি আইভরি চাইল্ড দ্রষ্টব্য**]

'ওটাকে মারতে পেরেছিলে?' প্রশ্ন করল গুড। ওর চোখ-মুখ তখন তীব্র কৌতূহলে রীতিমত জ্বলজ্বল করছিল।

অ্যালানের বলি দাগ পড়া চামড়ার নীচে রঙ ধরল যেন একটু। যে লোকটাকে বিরক্ত করাই কঠিন, সেই ভদ্র লোকটাই

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'গুড, এতদিনেও কী এটা বুঝতে পারনি, নিজে থেকে না বললে কোনো পেশাদার শিকারিকে কখনও এ রকম প্রশ্ন করতে হয় না? যা-হোক, একান্তই যদি জানতে চাও, বলছি। হাতিটাকে আমি মারতে পারিনি। মেরেছিল হ্যান্স। মেরেছিল আমার জীবন বাঁচাতে। আর আমাকে বাঁচাতে গিয়ে বলি দিয়েছিল নিজের জীবন। মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে ওটার ওপর রাইফেলের দুটো ব্যারেলই খালি করেছিলাম, কিন্তু লাগাতে পারিনি!'

অদম্য এবং কৌতূহল রোগে আক্রান্ত গুড প্রশ্ন করল, 'বলতে চাইছ, "তুমি", মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে একটা বিশেষ হাতিকে গুলি করে মিস করেছ? মনে হয় দারুণ ভয় পেয়েছিলে সেদিন।'

'হ্যাঁ, গুড। ওটার গায়ে লাগাতে পারিনি। বাকিটুকুর ব্যাপারে হয়তো তোমার ধারণা সত্যি। হয়তো আসলেই আমি ভয় পেয়েছিলাম। জানোই তো, নিজেকে কখনোই সাহসী বলে দাবি করি না। তবে সেই হাতিটার মুখোমুখি হলে যত বড় বীরই হোক, যে কেউই ভয় পেতে বাধ্য হতো। এমনকী এই তুমিও ভয় পেতে। ভীষণ ভয়। তবে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখতে পার, তা হলে হয়তো ওই অপমানজনক ঘটনার অন্য কোনো কারণও বের হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে কথা বলতে বা চিন্তা করতেও আমার ইচ্ছা করে না। কারণ সেদিন ওটার রোষের শিকার হয়ে মারা যায় আমার খুব প্রিয়, খুব কাছের মানুষ, বুড়ো হ্যান্স। ওকে সত্যিই আমি খুব ভালবাসতাম।'

গুডের ঠোঁটের ডগায় আরেকটা প্রশ্ন চলে এসেছিল। কিন্তু দেখলাম স্যর হেনরি পা লম্বা করে গুডের হাঁটুতে খোঁচা মারলেন। তাতেই প্রায় বের হয়ে যাওয়া কথাটা সে গিলে ফেলল। দ্রুত অ্যালান আবার ফিরে এল আগের বিষয়ে। বলল, কোনো অতিকায় বা প্রাগৈতিহাসিক কুমির দেখার অভিজ্ঞতা আমার

হয়নি। তবে একবার একদল লোকের দেখা পেয়েছিলাম যারা এক দৈত্যাকার দেবতা বা রাক্ষস দেবতার পূজা করত। নিশ্চিত বলতে পারব না, তবে তাদেরকে হয়তো ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী বললেও বলা যেতে পারে।'

সে এমনভাবে থেমে গেল, যেন এ বিষয়ে আর কিছু বলতে নারাজ। কিন্তু আমি অতি আগ্রহী কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, 'ওগুলো বা ওরা, কে বা কী ছিল, অ্যালান?'

'সে কথা বলতে গেলে লম্বা ইতিহাস বলতে হবে। অত ধৈর্য তোমাদের হবে না। তা ছাড়া গল্পটা বিরক্তিকর বলেও মনে হতে পারে। এবং শোনার পর তোমরা বিশ্বাস করবে বলেও মনে হয় না। আর এক রাতে গল্পটা শেষও করতে পারব না।'

শুনে হাসতে হাসতে আমি বললাম, 'এখানে তামাক, সোডা, এমনকী হুইস্কিও আছে। কার্টিস আর গুড কী করবে জানি না, আমি এখান থেকে নড়ছি না। তোমার আর দরজার মাঝখানে বসেছি আমি। তা ছাড়া, মেহমানদের বসিয়ে রেখে মেজবানের আগেই বিছানায় চলে যাওয়া নিশ্চয়ই খুব শোভন দেখায় না? কাজেই শুরু করে দাও।'

আমাদের প্রিয় বুড়ো খোকা একবার হাই তুলল, তারপর আড়মোড়া ভাঙল। কিন্তু তখনও আমরা সবাই নীরবে ওকে ঘিরে বসে আছি। অমাদেরকে এমন নাছোড়বান্দার মতো বসে থাকতে দেখে একরকম বাধ্য হয়েই বলা শুরু করল সে:

শোনো তা হলে। তখন বয়সে ছিলাম তরুণ। ব্যবসা করার জন্য সামান্য কিছু মাল-সামানা নিয়ে রওনা হয়েছি প্রিটোরিয়ার দিকে। ড্রাক্কেন্সবার্গের ঢালে ক্যাম্প করেছি। পথে একটা দুটো প্রাণী শিকার করছি স্রেফ খাওয়ার জন্য। তেমনই একদিন শিকার করতে গিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে বেশ খানিকটা উত্তরে সরে গেছি। হঠাৎ দেখি, চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে তীব্র বজ্রঝড়। আমার দেখা

সবচেয়ে ভয়ানক ঝড়গুলোর একটা ছিল সেটা। ঠিকঠাক মনে থাকলে, সময়টা ছিল মধ্য জানুয়ারি। তুমি তো জান, বন্ধু, [আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা] ওই সময় নাটালে বজ্রঝড় কী জিনিস! এবং আরও ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে ঝড় আসলে তখন একটা ছিল না, ছিল দুটো। দেখতে পাচ্ছিলাম ও দুটোর লেজ ততক্ষণে পরস্পরকে ধ্বংস করার খেলায় মেতে উঠেছে। আর বাতাস হয়ে উঠেছে ঘন সুপের মতো ভারী। তারপরই ভেসে এল বাতাসের গোঙানির ভয়াবহ আওয়াজ। সাথে বরফ শীতল হাওয়ার দমকা। অবেলাতেই অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল চারদিক। আশপাশের পাহাড়গুলোর মাথা ঘিরে বারংবার ঝলসে উঠছিল বজ্রের চাবুক। যদিও বজ্রনাদ শুনিনি একবারও। এমনকী তখন পর্যন্ত একফোঁটা বৃষ্টিও পড়েনি। সেদিন ওখানে আমার সাথে ছিল ওয়াগনের ড্রাইভার, ভুরলুপার (ভুরলুপারঃ ওয়াগনের সামনে সামনে দৌড়ায় বা এগিয়ে থেকে পথ দেখায় এমন স্কাউট) আর ছিল হ্যান্স। এ সেই হ্যান্স, যে ছোটবেলা থেকেই ছিল আমার বেশিরভাগ অভিযানের সাথী। জুলু রাজা ডিনগান যখন পিটার রেটিফ এবং তার সাথের সবাইকে মেরে ম্যাসাকার করে, সেদিন এই হ্যান্স আর আমিই কেবল ওখান থেকে বেঁচে ফিরেছিলাম।

[**মেরী দ্রষ্টব্য**]

হ্যান্সের বয়স কত সঠিক বলতে পারব না। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ও ছিল আফ্রিকার সবচেয়ে চতুর এবং ধূর্ত লোক। এবং ওর মতো জ্ঞানী আর প্রভুভক্ত মানুষও আমি আর কোথাও, কখনও দেখিনি। তবে হটেনটটিয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কিছু বদ স্বভাবও ছিল তার। যেমন, যখনই সুযোগ পেত, মাছের মতো ডুব দিত মদের সাগরে। এবং বেহেড মাতাল হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকত যেখানে-সেখানে। তবে ভালো গুণেরও ওর কমতি ছিল না। ওর প্রভুভক্তি আর বিশ্বস্ততা ছিল এক কথায়

অতুলনীয়। আমার জন্য করতে পারত না এমন কিছুই ছিল না। মিথ্যে বলা, প্রতারণা করা, আমার জন্য এমনকী খুন পর্যন্ত করতেও বাধু না ওর। এসব কাজকে মোটেও দোষের কিছু বলেও ভাবত না। বরং ভাবত, আমাকে রক্ষার জন্য, দরকারের সময় এসব করা হচ্ছে ওর পবিত্র দায়িত্ব। আমার জন্য যে কোনো সময় মরতেও প্রস্তুত ছিল সে। এবং শেষ পর্যন্ত তাই ঘটে ওর ভাগ্যে!

এ পর্যন্ত বলে অ্যালান থামল। তারপর তার পাইপখানা পরিষ্কার করার জন্য দেয়ালে ঠুকতে থাকল। যদিও এর দরকার ছিল না। কারণ মাত্রই সে পাইপটা ভরেছে। তবে বাইরে থেকে যা-ই দেখা যাক, আসল উদ্দেশ্য ছিল ওর ভেজা চোখ দুটো আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করা। বুড়ো খোকা দেখতে দিতে চায় না, শিকারির শক্ত খোলসের আড়ালে একটা নরম মনও আছে তার। তারপর অভ্যাস অনুযায়ী হঠাৎই গোড়ালির ওপর ঘুরে আবার বলা শুরু করল:

আমি ওয়াগনের আগে আগে হেঁটে চলেছি। চোখ রাখছি টুকরা-টাকরা পাথর বের হয়ে থাকা চরম খারাপ মাটির ওপর। আদর করে সেটাকেই তখন ডাকা হতো "রাস্তা" বলে। তবে সত্যি কথা হচ্ছে, সেটা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যাওয়া আবছা একটা ট্র্যাক ছাড়া আর কিছু ছিল না।

হঠাৎ আমার পিছনে উদয় হলো হ্যান্স। এবং যথারীতি ছায়ার মতো নিঃশব্দে। ওর উপস্থিতি বুঝতে পারলাম নিচু স্বরে গলা খাঁকারি শুনে। কোনো ব্যাপারে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে এভাবেই নিজের ইচ্ছার জানান দিত সে। মাথা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কি ব্যাপার, হ্যান্স?'

'তেমন কিছু না, বাস। বিশাল ঝড় আসছে। দুটো ঝড়, বাস, একটা না। একটু পরই ও দুটো পরস্পরের সাথে লড়তে শুরু করবে। তখন আকাশে আগুনের বর্শাও ছুটবে। দুই ঝড়ের কান্নাই

পরে মাটিতে নেমে আসবে বৃষ্টি হয়ে। তখন শিলাও পড়তে পারে, বাস।'

'ঠিকই বলেছ। কিন্তু আশ্রয় নেয়ার মতো কোনো জায়গা তো কোথাও দেখছি না। কাজেই ভিজতে হবে। উপায় নেই।'

একটু এগিয়ে এসে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে আমার সামনে হাতের হ্যাটটা ঘুরাতে থাকল ও। অর্থাৎ ওর আরও কিছু বলার আছে। আমাদের বামে, এক থেকে দুই মাইল দূরে একটা পাহাড়ের পাদদেশে স্তূপাকারে পড়ে ছিল বেশ কিছু পাথর। সেদিকে আঙুল তাক করে ও বলল, 'অনেক বছর আগে ওখানে একটা গুহা ছিল, বাস। ছোট বেলায় কয়েকজন বুশম্যানের সাথে ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম। জুলুরা যখন নাটাল থেকে সবাইকে সরিয়ে দিয়েছিল বা মেরে ফেলেছিল এ ছিল তখনকার ঘটনা। খাওয়ার মতো কিছু না থাকায় মানুষজন শেষে নিজেদেরই খেতে শুরু করে।'

'তা হলে বুশম্যানরা বেঁচে গেল কী করে?'

'বেশিরভাগ সময়ই শামুক আর ফড়িং খেয়ে, বাস তবে ভাগ্য ভালো হলে, ওদের বিষ মাখানো তীর দিয়ে কখনও দুয়েকটা হরিণ হয়তো ধরত। তাই খেত যে ক'দিন সম্ভব। অবশ্য খাওয়ার মতো কিছু পাওয়া না গেলে, আগুনে পোড়া পোকা-মাকড়ও খেতে খুব একটা খারাপ না। মনে আছে, ক্ষুধায় কাতর হয়ে সেই দিনগুলোয় ওসবই পেট পুরে খেয়েছি।'

'বলতে চাইছ, আমাদের এখন ওই গুহাটার দিকে যাওয়া উচিত? অবশ্য তুমি যদি আসলেই নিশ্চিত হও যে, গুহাটা এখনও আছে।'

'আছে, বাস। গুহা কোথাও পালিয়ে যেতে পারে না। অনেক বছর আগের কথা হলেও, হ্যান্স একবার যেখানে থেকেছে সেটার কথা কখনও ভুলে যায় না। আর ওখানে তো থেকেছি পুরো দুই

মাস।'

আকাশের অসম্ভব ঘন কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল ঝড়টা আসলেই মারাত্মক আকার ধারণ করবে। তার ওপর আমরা যে এলাকার ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম সেটা ছিল লৌহ সমৃদ্ধ পাথুরে এলাকা। অভিজ্ঞতা থেকে জানি এসব এলাকায় বজ্রপাত আঘাত হানে অনেক বেশি। তা ছাড়া, সমতলের ওপর মানুষ আর ওয়াগন হচ্ছে বাজের তলোয়ারের জন্য বাড়তি টোপ।

এসব যখন ভাবছি তখন একদল কাফ্রি উদয় হলো পিছন থেকে। জান হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছিল সব। নিঃসন্দেহে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যাচ্ছিল সবাই। সাজ পোশাক দেখে মনে হচ্ছিল নির্ঘাত কোনো বিয়ের ভোজ থেকে আসছিল বা সেখানেই যাচ্ছিল ওরা। দলে মেয়ে আর শিশুর সংখ্যাই ছিল বেশি। ওদের একজন চিৎকার করে বলল, 'তাড়াতাড়ি চলুন, মাকুমাজান।' জানোই তো, জুলুরা আমাকে এ নামে ডাকে। 'এ জায়গাটা বাজের খুব প্রিয়।' আকাশের ঘন কালো মেঘ আর নীচের পাথুরে মাটির দিকে হাতের বাঁকাচোরা লাঠিটা তাক করে কথাগুলো বলল সে।

সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। দৌড়ে ওয়াগনে ফিরে এসে ভুরলুপারকে বললাম হ্যান্স যেদিকে বলে সেদিকে যেতে। আর ড্রাইভারকে বললাম ষাঁড়গুলোকে তাড়া দিতে। আমি ওয়াগনের পিছনে উঠে বসতেই সচল হলো গাড়ি। ছুটলাম আমরা পাহাড়ের ঢালের সেই গুহার উদ্দেশে। সৌভাগ্যবশত ওখানকার মাটি ছিল প্রায় সমতল এবং শক্ত। যদিও হ্যান্স ওই গুহায় অনেকদিন আগে থেকেছে, তবুও ওর স্মৃতি এত ভালো ছিল যে, ওর ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়। ও যদি মনে করে গুহাটা ওখানে আছে, তা হলে সেটা আছেই। কারণ হ্যান্স একবার যা দেখণ তা কিছুতেই ভুলত না। তবে মাটি ভেঙে পড়ে গুহামুখ বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

দেখলাম, হ্যান্স ভুরলুপারকে বলছে ডানে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে। তবে কারণটা তখন বুঝতে পারিনি। তবে একটু পরই বুঝতে পারি। দেখি, সামনে প্রায় এক একরের মতো জায়গা জুড়ে বয়ে চলেছে একটা ঝিরি। সেটা গিয়ে পড়েছে একটা জলার ভেতর। অন্য অনেক ছোট-খাটো বাধার মতো এর বর্ণনাও আর দিচ্ছি না।

বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ততক্ষণে। একেবারে সামনের ষাঁড়টাকে রীতিমত আবছা দেখাচ্ছিল। সাথে ঠাণ্ডাও নেমেছিল ভীষণ। আর বজ্রের চাবুক আগের মতোই ঝলসাচ্ছিল। কিন্তু বজ্রনাদ বা বজ্রপাত হয়নি একটাও। প্রকৃতি সেদিন বড় অদ্ভুত আচরণ করছিল! আর সেটার আছর পড়ছিল আমাদের ষাঁড়গুলোর ওপর! কোনো রকম জোর খাটানো ছাড়াই হঠাৎ খুব দ্রুত ছুটতে শুরু করে ওগুলো। যেন শয়তানের ধাওয়া খেয়েছে! অবশ্য তখন সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ শ্বাস নিতে পারে এমন প্রতিটা প্রাণীরই সহজাত প্রবৃত্তি আছে। এমন পরিবেশ সেই প্রবৃত্তির কানে কানে বলে যায়, সামনে মহাদুর্যোগ আসছে! আর আমার কথা যদি বলি, মনে হচ্ছিল যত দ্রুত সম্ভব সেই গুহায় গিয়ে পৌঁছাতে পারলেই হয়।

এখন তো খুব সহজেই কথাটা বলে ফেললাম। কিন্তু তখন এই কথাগুলোই মনে মনে রীতিমত প্রার্থনা বাক্য হয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল। ঝড় দুটির মেঘের কিনারা পরস্পরকে স্পর্শ করল। সাথে সাথেই হাজারটা কামানের শক্তিতে বিকট বিস্ফোরণ সহ ঝলসে উঠল বজ্রের তলোয়ার। সেই সাথে বজ্রপাতের শিখা নেমে এসে বিস্ফোরিত হতে শুরু করল মাটির বুকে। বজ্রপাতের ধাক্কায় থরথর করে কাঁপছিল পায়ের নীচে মাটি। আফসোস হচ্ছিল যে, এ জায়গার পরিবর্তে তখন অন্য কোথাও যদি থাকতে পারতাম! ওই চিন্তা করার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দুনিয়াদারী ঝলসে দিয়ে

একটা বাজ এসে পড়ে ঠিক এক মিনিট আগে আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে। সাথে সাথেই ধেয়ে আসে কানের পর্দা ফাটানো বিকট বজ্রগর্জন। ধরে নিলাম কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে!

এ যেন নাচের শুরু মাত্র। পরিবেশিত হলো প্রথম সঙ্গীতের বিস্ফোরণ! আকাশ যেন উদ্দাম নাচের খোলা ময়দান, আর নাচুনেরা হচ্ছে এঁকে বেঁকে আকাশ চিরে দেয়া তীব্র আলোর বজ্র ঝলক। ওগুলো সেখানে ইচ্ছেমতো নেচে চলেছে বাউল নাচ।

এর হুবহু বর্ণনা দেয়া এক কথায় অসম্ভব। কারণ, তুমি তো দেখেছ, বন্ধু (আমাকে লক্ষ করে বলা), ওই সময় অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়। কোনো লেখকের লেখনীর দ্বারা হয়তো তার ছিটেফোঁটা বর্ণনা দেয়া যেতে পারে। কিন্তু অমন অবস্থায় যে না পড়েছে, সে কখনও অনুভব করতে পারবে না যে তখন আসলে কী ঘটতে থাকে। চারদিকে শুধু বজ্রপাত আর অন্ধ করে দেয়া তীব্র আলোর ঝলকানি। মনে আছে, একটা বাজ দেখেছিলাম, মুকুটের মতো চারপাশ থেকে ঘিরে ছিল বিশালাকার মেঘরাশিকে। মনে হচ্ছিল মেঘ যেন একই সঙ্গে স্বর্গ থেকে নেমে আসছিল নীচের দিকে, আবার নীচ থেকেও উঠছিল আকাশপানে। ফলাফল, অবিশ্রান্ত গর্জন।

'তোমার গুহাটা গেল কোথায়?' হ্যান্সের কানের সামনে মুখ নিয়ে চিৎকার করলাম। ও ওয়াগনে উঠে আমার পাশে এসে বসেছে। আমাদের দুইশ গজ সামনে, পাহাড়ের গোড়ায় পাথরের একটা স্তূপের দিকে আঙুল তাক করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছু একটা বলল। কিন্তু বাতাসের প্রচণ্ড শব্দে কিছুই শুনতে পাইনি।

ওদিকে আতঙ্কিত ষাঁড়গুলো শুরু করেছে ইচ্ছা মাফিক দৌড়। ড্রাইভার প্রাণপণে চেষ্টা করছিল ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। কিন্তু ওর চেষ্টার কোনো ফল আসছিল না। তবে ভাগ্য ভালো, ষাঁড়গুলো তখন ঠিক দিকেই দৌড়াচ্ছিল। ড্রাইভার বারবার

বাতাসে চাবুক ফোটাচ্ছিল। ডাচ এবং জুলু ভাষায় শাপ দিচ্ছিল আর গালাগাল করছিল বোবা জানোয়ারগুলোকে। চেষ্টা করছিল ওগুলোকে একদিকে চালাতে। ওর ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে এগুলো ধারণা করেছিলাম। তবে ও আসলে কী বলছিল তার একটা বর্ণও আমার কানে পৌঁছেনি। একসময় একটা খাড়াইয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে ষাঁড়গুলো। বেচারারা ওদের বোঝা আর টেনে তুলতে পারছিল না। আমরা লাফিয়ে নীচে নামলাম। চেষ্টা করলাম যতটা সম্ভব দ্রুত ওগুলোকে জোয়াল থেকে মুক্ত করতে। কিন্তু কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। কারণ ছিল মূলত দুটো। প্রথমত, ওগুলো প্রচণ্ড ওজন বইছিল। খাড়াইয়ে দাঁড়িয়ে সেই ওজন থেকে ওগুলোকে মুক্ত করা ছিল ভয়ানক কঠিন একটা কাজ। তার ওপর আমরা আক্ষরিক অর্থেই ছুটোছুটি করছিলাম আগুনের নীচে। একবার ধরেই নিয়েছিলাম, বাজগুলোর কোনো একটা তখনই আমাদের ওপর এসে পড়বে এবং সেই সাথে সাঙ্গ হবে আমাদের ইহলীলা।

ওদিকে প্রচণ্ড আতঙ্কে ষাঁড়গুলো তখন রীতিমত উন্মাদ হওয়ার পথে। ফলে ওগুলোর কোনো সহযোগিতাই পাওয়া যাচ্ছিল না। একসময় মনে হচ্ছিল, জাহান্নামে যাক সব ষাঁড়! ওগুলোর ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। গুহায় ঢুকে নিজের জান আগে বাঁচাই।

সত্যি বলতে, অমন কাজ করা থেকে তখন আমাকে বাঁচায় আমার অহংবোধ। মনে হচ্ছিল, আমিই যদি অমন কিছু করি, তা হলে আমার সাথের কাফ্রিরা বিপদের মুখে দাঁড়াবে কেমন করে। যত ইচ্ছা ভয় পাও, অসুবিধা নেই। কিন্তু কাফ্রিদের সামনে সেটা শুধু প্রকাশ করে ফেলো না। তা হলে ওদের ওপর তোমার আর কোনো প্রভাব থাকবে না। তুমি তখন আর তাদের থেকে উচ্চ-স্থানীয়, উচ্চবংশীয় সাদা সর্দার থাকবে না। হয়ে যাবে তাদের মতোই সাধারণ। এমনকী হয়ে যেতে পার তাদের চেয়েও নীচের

একজন। কারণ ওদের বেশিরভাগই সাহসী। এবং ওরা সম্মানও করে শুধু সাহসীদের।

তাই ভাব দেখালাম বজ্রপাতকে আমি থোড়াই পরোয়া করি! এমনকী যখন আমাদের থেকে মাত্র ত্রিশ কদম দূরে একটা কাঁটা গাছের ওপর বজ্রপাত হলো, সেটার দিকে একবার তাকালাম মাত্র। দেখলাম, এক পলকে ওটার প্রতিটা ডাল ঢেকে গেল আগুনের চাদরে। পর-মুহূর্তেই ধুলোর একটা ঢেউ উঠল। সাথে সাথেই সব আড়াল হয়ে গেল ধুলোর মেঘের নীচে। বিস্ফোরিত সেই ধুলোর মেঘের ভেতর থেকে একটা পাথর স্প্লিণ্টারের মতো ছুটে এসে বিঁধে গেল আমার হ্যাটে।

সর্বশক্তিতে টানাটানি করে বেশিরভাগ ষাঁড় ছাড়ালাম। ওগুলোর কিছু তখন ছুটে গিয়ে আশ্রয় নেয় ঝুলে থাকা পাথরের নীচে। বা যেটার যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে। শেষ এবং সবচেয়ে মূল্যবান দুটো ষাঁড় তখনও ছিল জোয়ালের সাথে বাঁধা। ওগুলোও চাইছিল অন্যগুলোর সাথে পালাতে। ওদিকে টানাটানির ফলে জোয়ালের বাঁধন আরও শক্ত হয়ে এঁটে বসছিল। কোনোমতেই বাঁধন আলগা করতে পারছিলাম না। শেষে বাধ্য হয়ে জোয়াল সহই ষাঁড়গুলোকে গাড়ি থেকে আলাদা করে দিই। বেচারা ষাঁড় দুটো জোয়াল কাঁধে নিয়ে প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারেনি। কয়েক কদম এগুতেই বজ্রপাত হয় ঠিক ওগুলোর ওপর। একটা সাথে সাথেই শেষ। অপরটাও এক কদম এগিয়ে ধড়াস করে লুটিয়ে পড়ে মাটির ওপর। দুবার পা ছুঁড়ে জোয়ালে বাঁধা সঙ্গীর মতো স্থির হয়ে যায় চিরতরে।

গুড তখন প্রশ্ন করল, 'তুমি তখন কী বললে, অ্যালান?'

জবাব না দিয়ে অ্যালান পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি হলে কী বলতে? যেখানে আরেকটা ভালো ষাঁড় কেনা দূরের কথা, পকেটে

ছয় পেন্সও অবশিষ্ট নেই? যা-হোক, শক্ত শক্ত কথা বলার ব্যাপারে তুমি যে একটা প্রতিভা সেটা আমরা সবাই জানি। কাজেই, জবাব দেয়ার দরকার নেই।'

'আমি হলে তখন বলতাম...' গুড বলা শুরু করতেই হাতের এক ঝাপটায় গুডের কথা উড়িয়ে দিয়ে অ্যালান নিজেই বলল, 'কোনো সন্দেহ নেই জুপিটার বা টোনাস সম্বন্ধে কিছু একটা বলতে।'

অ্যালান আবার গল্প শুরু করল:

আমি কী বলেছিলাম সেটা শুধু আমাদের ওপর থাকা ফেরেশতা হয়তো শুনেছিল। আর হয়তো অনুমান করে নিয়েছিল হ্যান্স। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার দিকে ফিরে ও বলল, 'বাস, এবার মনে হয় আমাদের পালা। ঝড়টা মনে হচ্ছে রাগের চোটে পাগল হয়ে গিয়ে বলি চাইছে। তবে আমাদের চেয়ে ষাঁড়ের বলি চড়াই ভালো হবে।'

'গুহাটা কোথায়, আহাম্মক কোথাকার? মুখ বন্ধ করে ওদিকে চলো তাড়াতাড়ি। শিলাপাত শুরু হলো বলে।'

দাঁত বের করে হেসে একবার নড করল হ্যান্স। ঠিক তখনই বড়সড় একটা শিলের টুকরা এসে পড়ল ওর মাথার ওপর। সাথে সাথে ছুটতে শুরু করল ও। এবং ওর পিছনে ছুটলাম আমরা। দৌড়ে গিয়ে পৌঁছুলাম এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা একটা পাথরের স্তূপের কাছে। অন্ধকারে এ পাথর টপকে, ও পাথরের পাশ দিয়ে দৌড়ে আমরা পৌঁছাই ছোট্ট একটা ঝোপ মতো জায়গার সামনে। ততক্ষণে পুরোদমে শিলাপাত শুরু হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় পাথরটার কাছে পৌঁছে হ্যান্স ঝাপিয়ে পড়ল ওটার পাশের ঝোপের ওপর। সাথে আমাকেও টেনে নিয়ে গেল দুটো পাথরের মাঝ দিয়ে। ওখানে দুটো পাথর একটা আরেকটার সাথে

মিলে গুহামুখে সুন্দর একটা প্রাকৃতিক খিলান তৈরি করে রেখেছে।

শিলের আঘাতে ওর কপালে ভালোই ক্ষত হয়েছিল। ক্ষত থেকে রক্ত নেমে আসছিল কপাল। রক্তের ধারা মুছতে মুছতে হ্যান্স বলল, 'এটাই সেই গুহা, বাস।'

ও যখন বকবক করছে তখন বজ্রপাতের আলোয় খেয়াল করি, আমাদের আশ্রয়দাত্রী গুহাটা ছিল সত্যিই বেশ বড় একটা গুহা। মনে হচ্ছিল, পাহাড়ের অতল গভীর থেকে উঠে আসছে বজ্রগর্জনের প্রতিধ্বনি আর কম্পনের ঢেউ!

অধ্যায় ২

দেয়াল চিত্র

আমার সাথের লোকগুলো গুহার ভেতর ঢোকামাত্র শুরু হলো প্রবল শিলাপাত। আফ্রিকার শিলাপাত কী জিনিস সে তো জানই। বিশেষ করে এই বার্গ পাহাড়ের ওপর কী রকম শিলা পড়ে তা-ও শুনেছ। আমি এমনও দেখেছি যে, শিলাগুলো গ্যালভানাইজড লোহার টিনকে বন্দুকের গুলির মতো ফুটো করে চলে গেছে। ক্ষেত্র বিশেষে অমন দুটো টিনের আস্তরণও ভেদ করেছে জাহান্নাম থেকে আসা শিলার টুকরো। খোলা ময়দানে অমন ঝড়ের কবলে পড়লে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায়ই থাকে না। তখন স্যাডল দিয়ে মাথা ঢাকতে হবে অথবা আশ্রয় নিতে হবে ওয়াগনের নীচে। নইলে ঝড়ের পর নীল আকাশ দেখার সৌভাগ্য আর হবে না।

আমার সবচেয়ে দামী ষাঁড় দুটোর নাম ছিল ক্যাপ্টেন আর ডাচম্যান। বজ্রপাতের আঘাতে ও দুটো মারা পড়েছিল সেটা আগেই বলেছি। আমার ড্রাইভার সে সময় প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল। ভাবছিল বাকি ষাঁড়গুলোও শিলার আঘাতে মারা পড়বে। ওর মাথায় তখন ভূত চেপে গিয়েছিল। চাইছিল ওই শিলাপাতের মধ্যেই বাইরে গিয়ে ষাঁড়গুলো জড়ো করে একটা আশ্রয়ের দিকে নিয়ে যেতে। ওকে তখন বলেছিলাম বোকামি না করে চুপ করে বসে থাকতে। কারণ ওই ঝড়ের মাঝে ষাঁড়গুলোকে সাহায্য করার কোনো উপায়ই ছিল না।

ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় ধার্মিক হয়ে ওঠার প্রবণতা হ্যান্সের সবসময়ই ছিল। বিশেষ করে আশপাশে যখন প্রবল প্রতাপে নিজের অস্তিত্ব জাহির করছে বজ্রপাতের আগুনে চাবুক। তো, হ্যান্স তখন বলল যে, আকাশে থাকা মহান আত্মা অবশ্যই আমাদের ষাঁড়গুলোকে দেখে রাখবে। কারণ আমার রেভারেন্ড বাবা তো আগেই বলে গেছেন যে, হাজার পাহাড়ের সব গবাদি পশুই আসলে আকাশে থাকা সেই মহা-মহিম আত্মারই সম্পদ। আর এই বার্গ পাহাড়ও হাজার পাহাড়ের অংশ না। (বলে রাখি, আমার বাবা হ্যান্সকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু বেচারা নিজের আগের ধর্মও পুরোপুরি ছাড়েনি, আবার খৃষ্টান ধর্মও পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারেনি। ফলে ওর চিন্তাটা হয়ে গেছে অদ্ভুত এক শঙ্কর ধর্ম। যেখানে ওর কাছে গডের পর পরই ছিল আমার প্রয়াত রেভারেন্ড বাবার অবস্থান)।

আমার জুলু ড্রাইভার ছিল নিখাদ জংলী। তখনও সে "সঠিক ধর্মের" দেখা পায়নি। হ্যান্সের কথা শুনে সে বলল, তাই যদি হতো তা হলে সেই "মহা-মহিম" নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন এবং ডাচম্যানকে রক্ষা করত। কিন্তু সে মোটেও তা করেনি। বরং অবহেলা করেছে অবলা জানোয়ার দুটোকে। এই বলে সে বুগড়াটে মহিলাদের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে হ্যান্সকে গালাগাল করতে থাকল। শেষে বলল, হ্যান্স হচ্ছে একটা হলুদ শেয়াল। মৃত ষাঁড়গুলোর যে কোনোটার একটা লেজের দামও হ্যান্সের পুরো শরীরের চেয়ে অনেক বেশি। এবং শিলার আঘাতে ষাঁড়গুলোর অমূল্য চামড়ার পরিবর্তে হ্যান্সের মূল্যহীন চামড়া ক্ষত-বিক্ষত হলেই সে বেশি খুশি হতো।

কথাগুলো হ্যান্স ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নিল। দেখি, প্রচণ্ড রাগে কুকুরের মতো উল্টে গেছে ওর ঠোঁট। তারপর শুরু হলো ড্রাইভারের কথার উপযুক্ত জবাব। কথার তোড়ে ড্রাইভারের বংশ

উদ্ধার করে ফেলল। শেষে আমার মনে হতে লাগল, ঘটনা শেষ হবে ঘুষোঘুষি অথবা কেরির কোপ দিয়ে। কাজেই তখন বললাম, যার মুখ দিয়ে আর একটা কথা বের হবে তাকেই গুহা থেকে বের করে দেব। তারপর সে শিলাপাত আর বজ্রঝড়কে যত ইচ্ছা সঙ্গ দিক। তখন দু'জনের মধ্যে শান্তি ফিরে এল।

অনেক লম্বা সময় ধরে ঝড়টা চলে। যখনই মনে হয় এবার বোধহয় ঝড় কমে আসবে, তখনই আবার পূর্ণ উদ্যমে ফিরে আসতে থাকে সেটা। এভাবেই চলে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর একসময় শিলাপাত কমে আসে। কিন্তু শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। একসময় বজ্রের গর্জনও কমে আসে। কিন্তু ততক্ষণে আর ও জায়গা ছেড়ে নড়ার উপায় ছিল না। কাজের লোকেরা বাইরে গেল গরুগুলোর অবস্থা দেখতে। ফিরে এসে বলল, কোথাও ষাঁড়গুলোকে দেখতে পায়নি ওরা। খুবই খারাপ খবর। এদিকে গুহার ভেতর ছিল অসম্ভব ঠাণ্ডা। আর ওয়াগনটা ছিল বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে। ওতে রাত কাটানোর প্রশ্নই আসে না।

এখানে আবার আমাদের সাহায্য করে হ্যান্সের স্মৃতি। ও আমার কাছ থেকে ম্যাচটা চেয়ে নিয়ে গুহার ভিতরের দিকে ঢুকে যায়। এবং কয়েক মিনিট পরই ফিরে আসে সাথে অনেকগুলো শুকনো লাকড়ি নিয়ে। লাকড়িগুলো ছিল অত্যন্ত নোংরা আর পোকায় কাটা। তবে শুকনো। সন্দেহ নেই ওগুলো ছিল আগুন জ্বালানোর জন্য খুবই উপযোগী জ্বালানী।

'ও জিনিস পেলে কোথায়?' আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'বাস, বুশম্যানদের সাথে এখানে যখন থাকতাম, সেটা অবশ্য, এই কালো শিশুদের (এবার ও ইন্দুকা আর মাভুন নামের আমার ভুরলুপার আর ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলছে) জন্মেরও আগের কথা। তখনই এগুলো শীতের জন্য এখানে জমা করে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, যদি কখনও আবার ফিরে আসি তখন

কাজে লাগবে। দেখুন, বাস, কাঠগুলো এখনও আছে। হোক নোংরা বা ঘুণে খাওয়া, কাঠ তো। পিঁপড়াও একই কাজ করে, বাস। যাতে ওদের বাচ্চারা নিরাপদ থাকতে পারে। এখন এই কাফ্রিরা যদি আমাকে সাহায্য করে তা হলে আরও কিছু কাঠ এনে আগুনের তাপে আমরা একটু উষ্ণ হতে পারি।'

হ্যান্সের দূরদর্শিতায় অত্যন্ত অবাক হলাম। কখন কী করতে হবে না হবে, সেটা সম্ভবত বংশ পরম্পরায় বয়ে চলেছে ওর হটেনটট রক্তের প্রতিটি কণায়। অন্যদের বললাম ওকে সাহায্য করতে। ওরা গজগজ করতে করতে কাঠ বইল। ফলে চমৎকার একটা আগুন পেলাম আমরা। সৌভাগ্যবশত সেদিন সকালে একটা ডুইকার হরিণ মারতে পেরেছিলাম। সেটা দিয়েই আয়োজন করা হলো ডিনারের। আগুনে পোড়ানো হলো হরিণের মাংস আর ওয়াগন থেকে আমদানি করা হলো স্কয়ার ফেস জিনের একটা বোতল। এই দিয়ে তোফা একটা ডিনার সারলাম। জানি, লোকে বলবে আদিবাসীদের কখনও লিকার বা স্পিরিট (মদ) খেতে দেয়া উচিত না। কিন্তু ওরা যখন ঠাণ্ডায় কাবু থাকে বা ওদের মেজাজ খারাপ থাকে তখন এক-আধ চুমুক ও জিনিস ওদের ঠাণ্ডা তো দূর করেই, মেজাজেরও চমৎকার উন্নতি করে। তবে সমস্যা ছিল আসলে হ্যান্সকে নিয়ে। ওকে ও জিনিস অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত রাখতে বোতলটাকে সাথে করে বিছানায় নিয়ে যেতে হয়েছিল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে হ্যান্সের সাথে কথা বলা শুরু করলাম। কয়েক চুমুক মদ পেটে পড়ায় ও তখন হয়ে উঠেছে বাচাল কিন্তু চমৎকার একজন মানুষ। ও নিজেই জিজ্ঞেস করল গুহাটার বয়স কত হতে পারে। বললাম, বার্গের বয়স যত এর বয়সও ততই হবে। শুনে বলল, ও-ও তেমনটাই ধারণা করেছিল। কারণ একটু নীচের দিকে অনেক পুরানো কিছু পায়ের ছাপ

আছে। সেগুলো পাথুরে মেঝের ওপর পাথরের মতোই জমাট বেঁধে আছে। ছাপগুলো ওর জানা-শোনা কোনো প্রাণীর পায়ের ছাপের সাথে মেলে না। এগুলো ছাড়াও ওখানে কিছু অদ্ভুত আকৃতির হাড়গোড় পড়ে আছে। সেগুলোও ওর পরিচিত কোনো প্রাণীর নয়। এবং সেগুলোও জমাট বেঁধে আছে পাথরের মতো। ওর ধারণা ওগুলো নির্ঘাত কোনো দানবের হাড়গোড়ের অবশিষ্ট হবে। আরও বলল, পরদিন সকালে সূর্য উঠলে সে ওই হাড়গুলোর দুয়েকটা তুলে আনতে পারবে।

আমি তখন হ্যান্স আর কাফ্রিদেরকে বললাম, লাখ লাখ বছর আগে পৃথিবীর বুকে কীভাবে অতিকায় সব প্রাণী চরে বেড়াত। আরও বললাম, তখন এমন সব ভীমকায় হাতি ছিল, যেগুলো ছিল এখনকার চেয়ে অনেকগুণ বড়। এখনকার একশ কুমিরকে একত্র করলে যত বড় হবে, তখনকার এক একটা কুমির ছিল তত বড়। তখন কোনো মানুষ ছিল না। ছিল বিশাল সব "এপ"। সেগুলো ছিল এখনকার যে কোনো গরিলার চেয়েও অনেক গুণ বড়। আমার কথা শুনে খুব মজা পেল ওরা। হ্যান্স তখন মন্তব্য করল যে, আমার এপের গল্প সত্যি। ও এমন একটা প্রাণীর ছবি দেখেছে, যেটা এপ হতে পারে। বা হতে পারে তেমনই কোনো একটা জানোয়ার।

'কোথায় দেখছ? কোনো বইতে?'

'না, বাস। এখানে দেখেছি। এই গুহার মধ্যে। বুশম্যানেরা দশ হাজার বছর আগে ছবিটা এখানে এঁকে রেখেছিল।' দশ হাজার বলতে ও আসলে বোঝাতে চাইছে অনেক অনেক কাল আগের সুদূর অতীতের কথা।

ওর কথা শুনে নগোলোকো নামে আরেকটা প্রাণীর কথা মনে পড়ে গেল। জনশ্রুতি অনুযায়ী ওটাও ছিল একটা "প্রাগৈতিহাসিক" প্রাণী। ওটা নাকি চরে বেড়াত পূর্ব উপকূল এবং

তার আশপাশের এলাকায়। ওটা লম্বায় ছিল আট ফুটেরও বেশি। সারা শরীর ছিল লম্বা ধূসর লোমে ঢাকা। এবং পায়ের পাতার জায়গায় ছিল থাবা। তবে এই গল্পটা আমার মোটেও বিশ্বাস হয়নি। ধরে নিয়েছিলাম, এটাও আফ্রিকার আদিবাসীদের আরেকটা অতি কল্পনা। আমার সাথে এক পর্তুগিজ শিকারি ছিল। কীরা-কসম কেটে সে বলত যে ওই প্রাণীর পায়ের ছাপ নাকি সে দেখেছে। এমনকী এ-ও বলত যে, ওর একজন লোককে ওই জানোয়ার ঘাড় মুচড়ে মেরে ফেলেছে। হ্যান্সকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, অমন কিছুর কথা ও কখনও শুনেছে কি না। জবাবে ও বলেছিল, শুনেছে, কিন্তু ভিন্ন নামে। নামটা ছিল সম্ভবত "মিলহয়"। এবং সেটা ছিল গুহায় আঁকা সেই ছবিটার চেয়েও বড়।

শুনে মনে হলো নেটিভদের মত ও-ও আমাকে গাল-গল্প গেলানোর চেষ্টা করছে। তাই বললাম, ওর কথা ঠিক হলে ছবিটা আমাকে দেখাক। ও তখন বলল, 'ভালো হবে যদি সূর্য ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, বাস। তখন পর্যাপ্ত আলো থাকবে। তা ছাড়া রাতে দেখার পক্ষে ছবিটা খুব একটা রুচিকরও নয়।'

'দেখাও তো। আমাদের কাছে লণ্ঠন আছে। ওয়াগন থেকে আনিয়ে নিলেই হবে।' কাজেই প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও, গুহার পঞ্চাশ কদম মতো গভীরে সে আমাদের নিয়ে যায়। ওর হাতে ছিল একটা লণ্ঠন। আরেকটা ছিল আমার হাতে। আর আমাদের পিছন পিছন মোমবাতি হাতে এগিয়ে আসছিল জুলুরা। গুহার দেয়ালে ছিল বুশম্যানদের আঁকা অনেক দেয়ালচিত্র। কয়েকটা বিচিত্র ছবিও দেখতে পেলাম। চিত্রগুলোর কয়েকটা বেশ ভালো অবস্থায় ছিল। তুলনামূলক নতুন বলেই মনে হয়। কিন্তু অন্যগুলোর অবস্থা ছিল বেশ খারাপ। রঙ মলিন হয়ে গেছে। হতে পারে, প্রাচীন চিত্রকর যে রঙ ব্যবহার করেছিল, তা দীর্ঘস্থায়ী

কোনো রঙ ছিল না। সাধারণ সব ছবি। কোথাও শিকারিরা ইল্যাণ্ড শিকার করছে। কোথাও বা বর্শাধারী শিকারি নিজেই সিংহ বা হাতির ধাওয়া খেয়ে ভাগছে, এসব। তবে একটা ছবি ছিল অন্যগুলোর চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল আর ভালো অবস্থায়। সত্যি বলতে, আমাকে ভীষণ চমকে দিয়েছিল সেই ছবিটা। ছবিতে কিছু লোকের চেহারা ছিল সাদা রঙে আঁকা। তাদের মাথায় ছিল অদ্ভুতদর্শন সূচালো টুপি এবং গায়ে চড়ানো ছিল এক ধরনের বর্ম। আমার জানা মতে এদেরকে ফ্রিজিয়ান (Phrzgian) বলা হয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছিল, ওরা নলখাগড়ার বেড়া দিয়ে ঘেরা এক আফ্রিকান ক্রালের ওপর হামলা করেছে। এবং বাম দিকের ছবিতে দেখা যাচ্ছিল, ওদের কয়েকজন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকটা আফ্রিকান মহিলাকে। আর ওদের সামনে ছিল কয়েকটা ঢেউ খেলানো এলোমেলো লাইন। স্পষ্টতই সেগুলো নির্দেশ করছে সাগরের ঢেউকে!

ছবিটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। প্রাচীন চিত্রকর এখানে যে ছবিটা এঁকে রেখেছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, এটা ছিল ফিনিসিয়ানদের নারী অপহরণের দৃশ্য। আর, এ কথা তো সবারই জানা যে, এই বদ স্বভাব ওদের অনেক আগে থেকেই ছিল। কিন্তু এটা সত্যি হলে, যে এই ছবিটা এঁকেছে সে সম্ভবত দুই হাজার বছর বা তার চেয়েও বেশি সময় আগে এখানে ছিল! বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! তবে এসব বিষয়ে হ্যান্সের কোনো আগ্রহ ছিল না। ও সামনে এগিয়ে চলল। আমিও ওর সাথেই চলতে থাকলাম। ভয় পাচ্ছিলাম, ওর সাথে না থাকলে অন্ধকারে এই বিশাল গুহার অন্য কোনো গলি-ঘুচির ভেতর হারিয়ে যেতে পারি।

তখন হ্যান্স একটা ফাটলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি হলে নির্ঘাত এটাকে পার হয়ে চলে যেতাম। কারণ পিছনেও এমন অসংখ্য ফাটল দেখেছি যেগুলো দেখতে ছিল ঠিক এরই মতো।

'এই সেই গুহা, বাস। ভিতরে মেঝেতে অনেক ফাটল আছে। ভিতরে ঢুকে আমাকে অনুসরণ করবেন।'

আমি নিজে রোগা পটকা মানুষ। কিন্তু গুহার মুখে সেই আমারই অবস্থা হয়েছিল বোতলে কব্জি ঢোকানো বানরের মতো! বহু কষ্টে ওর ভেতর নিজেকে ঠেসে ঢুকালাম। গুহার মুখটা ছিল সরু একটা টানেল। ধারণা করি, লক্ষ লক্ষ বছর আগে পানির তীব্র স্রোতের ধাক্কা বা ভূ-অভ্যন্তরস্থ গ্যাসের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। তখনই তৈরি হয় এই ফাটল। তবে গুহার ছাদের এবড়ো-খেবড়ো অংশগুলো দেখে মনে হয়নি পানির স্পর্শ সেগুলো কখনও পেয়েছে। সত্যি কথা হচ্ছে, আফ্রিকার সেই রহস্যময় বিশাল গুহা কীভাবে তৈরি হয়েছিল তার বিন্দু মাত্র ধারণাও আমার ছিল না। যা বললাম তা ছিল শুধুই অনুমান। কাজেই এই ব্যাপারে আর কিছু বলব না। তবে গুহার মেঝেটা ছিল তুলনামূলক ভাবে অনেক মসৃণ। যেন অনেক শতাব্দী ধরে মানুষের পদাঘাতে তৈরি হয়েছে মেঝের এই মসৃণতা। সন্দেহ নেই ঘটনা আসলেও ছিল তাই।

হামাগুড়ি দিয়ে আরও দশ থেকে পনের কদম পরিমান জায়গা এগিয়ে গেলাম। তখন হ্যান্স হঠাৎ বলল, একদম স্থির হয়ে যেতে। কোনো কারণেই যেন নড়াচড়া না করি। তাই করলাম। ভাবছিলাম, ঘটনা কী! দেখি, হ্যান্স ওর লণ্ঠনটা উঁচু করছে। ওর লণ্ঠনে চামড়া দিয়ে বানানো একটা লুপ ছিল যাতে দরকারের সময় সেটা ওয়াগনে ঝুলিয়ে রাখা যায়। অথবা একান্ত প্রয়োজনের সময় যাতে সেটা পিঠে ঝুলিয়ে কাজ করা যেতে পারে। যা-হোক, ও দেয়ালের সাথে প্রায় মুখ লাগিয়ে এগোতে লাগল। দেয়ালের রুক্ষ অংশগুলো হাতে খামচে ধরে, অত্যন্ত সাবধানে চিংড়ি বা কাঁকড়ার মতো পাশ ফিরে ত্রিশ চল্লিশ ফুটের মতো জায়গা পাড়ি দিল ও। এমনভাবে গেল যেন, পিছনে কী আছে সেটা কোনো

মতেই দেখতে চায় না। জায়গাটা পার হয়ে গিয়ে আমাকে ও বলল, 'এবার আসুন, বাস। কিন্তু আমি যেভাবে এসেছি ঠিক সেভাবেই আসবেন।'

'কেন?'

'নীচে লণ্ঠনটা একবার ধরুন, তা হলে নিজেই দেখতে পাবেন, বাস।'

নীচে তাকিয়ে দেখি এক গা শিউরানো দৃশ্য। আমার সামনে মুখ ব্যাদান করে আছে অতল গভীর এক ফাটল। এর তলা অবধি লণ্ঠনের আলো পৌঁছায়নি। কতো নীচে গিয়ে ফাটলটা শেষ হয়েছে খোদা মালুম। লক্ষ করলাম, এর প্রান্ত ধরে সরু একটা তাক তৈরি হয়ে আছে। সেটা কোথাও ছিল বারো ইঞ্চি, আবার কোথাও ছিল ছয় ইঞ্চিরও কম চওড়া। ওটার ওপর দিয়েই ওভাবে শরীর মুচড়ে মরণ ফাঁদটা পার হয়েছে হ্যান্স!

'বেশি গভীর নাকি, হ্যান্স?'

জবাব না দিয়ে ও একটা পাথর ছুঁড়ে ফেলল সেই গর্তে। ওটা নীচে পড়ার শব্দ ফিরে আসতে আসতেও অনেকটা সময় লেগে গেল। 'বলেছিলাম না, সকাল হোক। দিনের আলোয় এখানে ঢোকা যাবে। কিন্তু না, বাস তো আমার কথা শুনবেন না। সন্দেহ নেই তিনিই ভালো বোঝেন। এখন, বাস কী পিছন ফিরে বিছানায় যাওয়ার কথা ভাববেন? কারণ সেটাই হবে প্রকৃত জ্ঞানীর কাজ। সকালে আলো ফুটলে আবার ফিরে আসা যাবে।'

সন্দেহ নেই, বিছানায় ফিরে যাওয়াই হতো বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ওর হুল ফোটানো কথাগুলো বড় বেশি বিষাক্ত লেগেছিল আমার কাছে। মেজাজ এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, ভাবছিলাম ঘাড় ভেঙে মরলে মরব তবুও আমাকে নিয়ে মস্করা করার সুযোগ শয়তানটাকে কোনোমতেই দেব না। তাই, খুব শান্তভাবে বললাম, 'না। তোমার সেই দানবের ছবি দেখার পরই বিছানায়

যাব। তার আগে নয়।'

তখন হ্যান্স সত্যি ভয় পেয়ে গেল। কাতর স্বরে ও অনুনয় করতে থাকল যেন আমি ওই মরণ ফাঁদ পাড়ি দেয়ার চেষ্টা না করি। ব্যাপারটা বাইবেলে বলা ইব্রাহীম আর ডেভিসের ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। তবে বাইবেলের ওই ঘটনার মতো আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম না। আর হ্যান্সকেও কোনো হিসাবেই নবী ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে তুলনা করা সম্ভব না।

তারপর বললাম, 'আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার সাথে মস্করা করার জন্য মিথ্যা বলেছ। তাই ছবিটা পরীক্ষা করে দেখতে ওপাশে আমি যাবই। আর গিয়ে যদি দেখি ছবিটা ওখানে নেই, তা হলে তোমার কপালে দুঃখ আছে।'

জবাবে গম্ভীর কণ্ঠে ও বলল, 'আমি যখন তরুণ ছিলাম তখন ছবিটা ওখানেই ছিল। আর বাকি যা বললেন, তা বাসই ভালো জানেন। কিন্তু ওই ফাটল পার হতে গিয়ে যদি নীচে পড়ে হাড়গোড় সব ভাঙেন, তা হলে যেন আমাকে দোষ দিতে যাবেন না। পরে বলবেন না আমি সাবধান করিনি। আর যদি মারাই যান, তা হলে ওপারে গিয়ে আপনার রেভারেন্ড বাবা, যিনি আপনাকে আমার জিম্মায় রেখে গিয়েছিলেন, তার কাছে সব সত্যি কথা বলবেন। বলবেন, হ্যান্স খুব অনুনয় করেছিল যে আপনি যেন এই গুহা পার না হন। কিন্তু আপনি নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করেননি এবং আমার কথাও শোনেননি। আর একটা কথা। পাড়ি যেহেতু দেবেনই, বুট জোড়া খুলে ফেললেই ভালো হয়। কারণ বুশম্যানদের ভূতেরা ওই জায়গাটাকে ভীষণ পিচ্ছিল বানিয়ে রেখেছে। ফাটলটা পাড়ি দেয়ার সময় সারা শরীরে যেন ওদের স্পর্শ পাচ্ছিলাম।'

শান্তভাবে বসে আমার বুট জোড়া খুলে নিলাম। ভাবছিলাম, এই দুঃস্বপ্নটা কোনোভাবে এড়িয়ে যাওয়ার বিনিময়ে ডারবানে

ব্যাংকে জমানো আমার সমস্ত টাকা দিয়ে দিতে রাজি। অথচ কী করছি আমি! বড় আজব জিনিস সাদা মানুষদের অহংকার। আর অ্যাংলো স্যাক্সন হলে তো কথাই নেই। অহংকার তাকে আসমানে তুলে রাখে। আমাকেই দেখ। কোনো দরকারই ছিল না এই বিপজ্জনক ঝুঁকি নেয়ার। তবুও শুধুমাত্র হ্যান্স আর অন্যান্য কাফ্রিদের তামাশার পাত্র না হতে এবং মূলত, নিজের অহংকার বজায় রাখতেই সেদিন ওই কাজ করেছিলাম। তখন, যে সব কারণে আমাকে এই গুহায় ঢুকতে হয়েছিল, যেমনঃ হ্যান্স, বজ্রঝড় এবং অন্যান্য যে-সবের কথা মনে আসছিল, তার সব কটাকে মনে মনে ধুমসে গালি আর অভিশাপ দিচ্ছিলাম আমি।

আমার লণ্ঠনটায় হ্যান্সের মতো ঝোলানোর ব্যবস্থা ছিল না। ফলে বাধ্য হলাম দুর্গন্ধময় টিনের কৌটোটা দাঁতে কামড়ে ধরতে। তারপর এগুলাম ফাটলের পাড়ের পুল-সীরাত পাড়ি দিতে। বাইবেলের শ্লোক যা জানা ছিল, মনে মনে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে পড়ছিলাম সব। তবে বাইরে এমন ভাব করছিলাম যে, ওই সরু তাকের ওপর দিয়ে পাড়ি দেয়াটা আমি দারুণ উপভোগ করছি।

সে সময় জুলুরা ওদের স্বভাবজাত বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে আমাকে এমনভাবে বিদায় দিয়েছিল যেন আমার শবযাত্রা যাচ্ছে। বলছিল, আমিই ওদের বাবা মা। ওরা পরবর্তী চার পুরুষ ধরে বংশ পরম্পরায় আমার কথা মনে রাখবে আর গান গাইবে আমার নামে।

সত্যি বলতে, ফাটলের পাড়ের সাক্ষাত সেই পুল-সীরাতটা কীভাবে যে পাড়ি দিয়েছিলাম তার খুব বেশি কিছু মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, জায়গাটুকু পাড়ি দিতে তিন ঘণ্টার মতো লেগেছিল। খোদা মালুম, কীভাবে ওই জায়গাটা সেদিন পাড়ি দিয়েছিলাম! যতটুকু মনে আছে, পেট যতটা সম্ভব দেয়ালের সাথে

চেপে রেখে, দেয়ালের গিঁঠ খামচে ধরে একচুল একচুল করে আগে বেড়েছিলাম। ওভাবে এগুতে গিয়ে নখ ভেঙেছিলাম দুটো। যা-হোক, শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই ওপারে পৌঁছাই। তবে একদম শেষ প্রান্তে এসে একবার পা পিছলে যায়। তখন আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেই বসেছিলাম প্রায়। তবে চিৎকারটা শেষ পর্যন্ত বের না হলেও, মুখ খোলায় দাঁতে কামড়ে ধরে রাখা লণ্ঠনটা পড়ে যায় নীচের অন্ধকার গুহায়। সাথে নিয়ে যায় আমার সামনের পাটির আলগা হয়ে থাকা একটা দাঁত। সাথে সাথেই আমার কোটের কলার ধরে টান দেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় হ্যান্স। কিন্তু ওর হাত কলার নাগালে না পেয়ে আঁকড়ে ধরে আমার কান। যন্ত্রণাময় সাহায্য পেয়ে শেষ পর্যন্ত ওপারে পৌঁছাই!

হ্যান্স তখন মন্তব্য করে, 'দাঁত নিয়ে চিন্তা করবেন না, বাস। ওটা আপনাকে না জানিয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। ওটার জন্য তো এতদিন শক্ত কিছু খেতে পারছিলেন না। এখন বিলটং তো খাবেনই, ক্রাস্টও অনায়াসে খেতে পারবেন। তবে লণ্ঠনের ব্যাপার আলাদা। ওটা দরকার ছিল। তারপরও চিন্তা নেই। প্রিটোরিয়া গিয়েই আরেকটা কিনে নেয়া যাবে। বা কেনা যাবে যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকেও।' একটু ধাতস্থ হয়ে নীচের দিকে তাকালাম। অনেক অনেক নীচে সাদা রঙয়ের কিছু একটার ওপর লণ্ঠনটাকে পড়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছিলাম। এত ওপর থেকে পড়ায় ওটার তেলের আধার ফেটে গিয়েছিল। বিস্ফোরিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল লণ্ঠনের ভিতরের তেল। তারপরও ওপর থেকে ওই আলোটাকে দেখাচ্ছিল এত্তটুকু। হ্যান্সকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নীচে সাদা ওগুলো কি? চুনা পাথর না কি?'

'না, বাস। ওগুলো ভাঙা-চোরা হাড়গোড়। মানুষের হাড়। অনেক আগে, আমি যখন তরুণ ছিলাম তখন বুশম্যানদের সাহায্যে দড়ি দিয়ে ঝুলে ঝুলে গুহায় নেমেছিলাম। তখনই বুঝতে

পারি, ওপর থেকে দেখে যা-ই মনে হোক, ওগুলো আসলে মানুষের হাড্ডি। ওই গুহার নীচেও আরেক গুহা আছে। কিন্তু তখন দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই আর নীচের গুহায় ঢোকার সাহস পাইনি।'

'হাড়গুলো ওখানে গেল কীভাবে? ওখানে তো অনেক পড়ে আছে দেখতে পাচ্ছি!'

'হ্যাঁ, বাস। শত সহস্র। যে জায়গাটা আপনি পাড়ি দিলেন, ওরা সে পথেই নীচে গেছে। অনেক অনেক আগে ...কেই বুশম্যানেরা এ গুহায় থাকত। ওরা তখন এর ওপর লতা-পাতা বিছিয়ে ঢেকে রাখণ। আর তার ওপর ছিটিয়ে দিত বা... ...তে ওগুলোকে দেখতে পাথরের মতো দেখায়। ঠিক শিকারের ম... মতো। ওরা এমনটা করত সেটাও খুব বেশিদিন আগে... কথা নয়। বোয়ের আর জুলুদের গবাদি পশু ওরা চুরি করত ...দের হাতে শেষ বুশম্যান মারা যাওয়া পর্যন্তও এই ফাঁদ পাতা ছিল যখনই ওরা বুশম্যানদের ধাওয়া করত তখনই বুশম্যানেরা এসে এই গুহায় ঢুকে বসে থাকত। জানেনই তো, সবসময়ই বুশম্যানদের "মেরে ফেলা" ছিল ন্যায্য। যে ফাটলটা আপনি দারুণ কষ্ট করে পাড়ি দিলেন, ওটা বুশম্যানরা চোখ বন্ধ করেও পার হতে পারত। কিন্তু ওদেরকে ধাওয়াকারী কাফ্রিরা বোকার মতো দৌড়ে এসে পড়ত এই ফাটলের ওপর। আর প্রাণ খোয়াত বুশম্যানদের পেতে রাখা ফাঁদে পড়ে। মনে হয় অনেক আগে থেকে এবং অনেকবার এমনটা হয়েছে। কারণ নীচে অনেক খুলি পড়ে আছে। কতগুলো এত পুরানো যে কালো হয়ে গেছে। আর কিছু রীতিমত পরিণত হয়েছে পাথর খণ্ডে।'

'মনে হয় কাফ্রিরা এতদিনে এই ফাঁদ চেনার মতো জ্ঞানী হয়ে উঠেছে।'

'হয়তো, বাস। কিন্তু নীচের মৃত কাফ্রিরা তাদের জ্ঞান

নিজেদের কাছেই রেখেছে। বাইরে বলার সুযোগ কেউ পায়নি। কারণ সামনে চলে যাওয়া আক্রমণকারী কাফ্রিরা যখন গুহার ভেতর পড়ে টপাটপ পটল তুলত, তখন গুহা থেকে কেউ যাতে পিছিয়ে আসতে না পারে, সেজন্য একজন বুশম্যান পিছনে রয়ে যেত। সে বিষ মাখানো তীর দিয়ে শিকার করতে থাকত পিছনের লোকগুলোকে। ফলে শুধুমাত্র সামনে এগুতে বাধ্য হতো ওরা। পিছাতে আর পারত না কেউ। বুশম্যানেরা আমাকে বলেছিল এই ছিল ওদের বাবাদের (পূর্বপুরুষ) পরিকল্পনা। তবে তারপরও কেউ যদি বের হয়ে গিয়েও থাকে, তা হলেও তাদের দুএক প্রজন্মের মধ্যেই এই গুহার কথা সবাই বেমালুম ভুলে গেছে। এবং তারপর আবার আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। বাস, দুনিয়ায় বোকার অভাব নেই। আর যারা তাদের পূর্বপুরুষদের মতো এই গুহায় এসে ঢুকেছিল, তারাও ছিল তাদের বাপ-দাদাদের মতোই গর্দভস্য গর্দভ। বালির ওপর পানি পড়লে সেটা যেমন হারিয়ে যায়, তেমনি জ্ঞানও হারিয়ে যায় মৃত্যুর পর্দার পিছনে। তা না হলে, বাস, বারবার শিক্ষা পাওয়ার পরও পুরুষ কখনও নারীর প্রেমে পড়ত না। দেখুন, এমনকী আপনার মতো মহান একজনও প্রেমে পড়েছেন!'

"জ্ঞানীর মতো" বক্তব্য দেয়ার পর, উত্তরে কিছু যাতে শুনতে না হয়, সেজন্য ও সাথে সাথেই ফাটলের ওপাশে থাকা ভুরলুপারের সাথে কথা বলা শুরু করল। বলল, 'তাড়াতাড়ি এপারে চলে এসো সাহসী জুলু। তুমি তোমার সর্দারকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছ। সেই সাথে আমাকেও।'

"সাহসী জুলু" তখন তার হাতের মোমবাতি বাড়িয়ে ধরে নীচের দিকে তাকাল। সাথে সাথে ওদের মুখ দিয়ে বের হলো আঁতকে ওঠা ধ্বনি, 'ও-ও! আমরা কী বাদুড় নাকি যে, অমন একটা ফাটল উড়ে পাড়ি দেব? নাকি, ভেবেছ আমরা বেবুন। অত্ত

বড় গর্তটা লাফিয়েই পার হয়ে যাব, যেটার পাড় একটা বর্শার ফলার চেয়েও কম চওড়া। না ভাবছ, আমরা মাছি? দেয়ালের গা বেয়ে হেঁটে হেঁটে ওপারে চলে যাব? 'ও-ও', ওই ফাটল আমরা পার হতে পারব না। এই পথ শুধু তোমার মতো হলুদ বাঁদরের জন্য। অথবা তাদের জন্য যারা মহান সর্দার মাকুমাজানের মতো হতে পেরেছে।'

জবাবে দার্শনিকের মতো মন্তব্য করল হ্যান্স। বলল, 'নাহ্, ওগুলোর কোনোটাই তোমরা নও। এ প্রাণীগুলোরও নিজস্ব কিছু ভালো গুণাগুণ আছে। কিন্তু তোমরা হচ্ছ নিচু জাতের দুটো কাফ্রি কাপুরুষ। তোমাদের কালো চামড়াটাই শুধু বড় হয়েছে, যাতে তোমাদেরকে একটু হলেও মানুষের মতো দেখায়। আমি, হলুদ শেয়াল, ওই ফাটলের মুখ ধরে হাঁটতে পারি। পারে বাসও। কিন্তু তোমরা, দুটো বাতাস ভরা থলে, তোমরা পার না। ভাবছ, ভয়ের চোটে আধ রাস্তায় এসেই তোমরা বাতাস ভরা বেলুনের মতো ফেটে যাবে। ঠিক আছে, বাতাস ভরা নষ্ট থলে, ওয়াগনে ফিরে যাও। ওখানে ভুরকিসেতে রশি রাখা আছে। ওটা তৈরি রাখোগে। ফেরার সময় আমার আর বাসের ওটা দরকার হতে পারে।'

ওদের একজন তখন অত্যন্ত স্বস্তিভরে এবং ভদ্র স্বরে বলল যে, ওরা হ্যান্সের কাছ থেকে হুকুম নেবে না। তখন আমি বললাম, 'যাও, ওয়াগন থেকে রশি এনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করো।'

আমার কথা শুনে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ওরা প্রস্থান করল। বেচারারা ভাবছিল, তর্ক-বিতর্কে শেষ পর্যন্ত হ্যান্সই প্রতিবার জিতে যায়। তবে সত্যি কথা হচ্ছে, জুলুরা আসলে কাপুরুষ নয়। একজন জুলুর পক্ষে যতটুকু সাহসী হওয়া সম্ভব ওরা ছিল ততটাই সাহসী। কিন্তু কোনো জুলুই মাটির নীচের গুহা, বিশেষ অন্ধকার কোনো গুহায় তার স্বাভাবিক সাহস ধরে রাখতে

পারে না। কারণ ওরা ভাবে অন্ধকার হচ্ছে ভূত-প্রেত আর আত্মার রাজত্ব। এরাও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

হ্যান্স তখন বলল, 'এখন, বাস, আমরা গিয়ে ওই ছবিটা দেখব। তবে যদি ভাবেন যে আমি মিথ্যা বলিনি আর ছবিটাও কোথাও পালিয়ে যায়নি, তা হলে না হয় এ যাত্রা ফিরে চলুন। ততক্ষণে মাভুন এবং ইন্দুকা রশি নিয়ে ফিরে আসবে। ওরা আসতে আসতে আপনার ভেঙে যাওয়া নখটাও কেটে ফেলতে পারবেন।'

'চলতে থাকো তো, বিষাক্ত কীট কোথাকার!' বলে কষে লাথি হাঁকালাম ওর পশ্চাৎদ্দেশে। এখানেই আমি একটা ভীষণ ভুল করে বসলাম। ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার বুট জোড়া ওপাশে রয়ে গেছে। ওদিকে হ্যান্সের প্যান্টের পিছনের পকেটে ছিল শক্ত এবং সূচালো কিছু একটা। এবং ওর পিছন দিকটাও ছিল পাথরের মতো শক্ত। ফলে লাথি খেয়ে ওর কিছু না হলেও বারোটা বেজে গিয়েছিল আমার পায়ের। লাথিটা বেমালুম হজম করে মিষ্টি করে হেসে শয়তানটা বলল, 'বাস, আপনার মনে থাকা উচিত ছিল, আপনার রেভারেন্ড বাবা আমাকে শিখিয়ে গিয়েছিলেন যে, কাঁটা গাছে লাথি মারার আগে পায়ে জুতো পরে নিতে হয়। আমার পিছনের পকেটে কাঠ ছিদ্র করার একটা যন্ত্র আর বেশ কিছু পেরেক ছিল। আপনার ভাঙা বাক্সটা মেরামত করার জন্য সকালে ওগুলো পকেটে নিয়েছিলাম।'

বলেই গুলির মতো সামনে ভাগল। ভয় পাচ্ছিল, ওর মাথায়ও কোনো পেরেক আছে কি না, আমি সেটা পরখ করে দেখতে পারি। তবে যেহেতু একটা মাত্র লণ্ঠন ছিল আমাদের এবং সেটা ছিল হ্যান্সেরই হাতে, ফলে আমিও বাধ্য হলাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে বা বলা ভালো লাফাতে লাফাতে ওকে অনুসরণ করতে।

গুহার মসৃণ মেঝের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেলাম প্রায় দশ

কদম বা পঁচিশ ফুট মতো। তারপর তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিলো হ্যান্স। আমরা তখন পাহাড়ের পশ্চিম ঢালের একদম প্রান্তে চলে এসেছি। হঠাৎ দেখি কোথা থেকে যেন আলো আসছে! প্রথমে বুঝতে পারিনি সেটা কীভাবে সম্ভব। পরে দেখেছি যে পাহাড়ের গায়ে তৈরি হয়ে ছিল বিশাল বড় এক ফানেল। যার সরু মুখটা ছিল আমাদের ওপর। আর আশি বা একশ ফিট উপরে ছিল ফানেলের চওড়া মুখ। কীভাবে অমন জিনিস ওই পাহাড়ের গায়ে তৈরি হয়েছিল তার বিন্দুমাত্র ধারণাও আমার ছিল না। ডিক্যাণ্টারে বিয়ার ঢালার জন্য যেমন ফানেল ব্যবহার করা হয়, ওর আকৃতিটাও ছিল ঠিক তেমন। শুধু চার ইঞ্চির জায়গায় একশ ফুট কল্পনা করে নিতে হবে। আর ওই পথে যে আলোটা আসছিল সেটা ছিল আকাশ থেকে আসা তারার আলো। ঝড় ততক্ষণে কেটে গেছে। এমনকী, আকাশে ফুটে থাকা তারাও দেখতে পাচ্ছিলাম। ঠিক তখনই একটা ঘন কালো মেঘখণ্ড এসে আকাশ ঢেকে দিল। ওটা ছিল ঝড়ের পিছনে রয়ে যাওয়া মেঘের লেজের অবশিষ্ট। আকাশের সাথে অন্ধকার হয়ে গেল গুহার ভেতরটাও। এরপর আমরা এগুলাম আরও প্রায় পঁচিশ কদমের মতো। যতই এগিয়েছি, গুহার পথ ততই সরু হয়ে এসেছে। শেষে পথটা পাহাড়ের দেয়ালের দিকে প্রায় খাড়া ঢালের মতো নীচে নেমে গেছে।

দেয়ালের এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে হ্যান্সকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার ছবিটা গেল কোথায়, হ্যান্স? কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

উত্তরে ডাচে ও বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন, বাস। মেঘ এসে চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছে। আলো ফুটলেই দেখতে পাবেন অবশ্য এতদিনে কেউ যদি ছবিটাকে মুছে দিয়ে না থাকে।'

মেঘের দিকে তাকালাম। এমন দৃশ্য মনে হয় অনন্তকাল ধরে

দেখা যায়! চোখ-মন কোনোটাই ক্লান্ত হবে না। মেঘ যেন গোপনীয়তা আর রহস্যের আধার। তার পেছন থেকে রাজকীয় ভঙ্গীতে বের হয়ে আসছে আফ্রিকার উজ্জ্বল চাঁদ। চাঁদের উজ্জ্বল রূপালী আলো ইতোমধ্যেই ম্লান করতে শুরু করে দিয়েছে তারার আলো। তারপর হঠাৎ করেই চাঁদের রূপালী প্রান্তটা অন্ধকার মেঘের ওপর বেরিয়ে এল। তারপর উঠতেই থাকল। এক সময় মনে হতে থাকল, বাষ্পাচ্ছন্ন অন্ধকার রেখার ওপর যেন ঝুলে আছে চকচকে রূপালী থালাটা। মেঘের সীমায় চন্দ্রারোহণ আক্ষরিক অর্থেই নিখাদ বিস্ময়কর এক প্রাকৃতিক দৃশ্য। মুহূর্তেই আমাদের গুহাটা আলোয় ভরে উঠল। এত আলো ছিল যে অনায়াসে চিঠি পড়া যেত। হ্যান্স আমাকে ডাক না দেয়া পর্যন্ত সবকিছু ভুলে পুলকিত হয়ে তাকিয়ে ছিলাম অপূর্ব সুন্দর এই দৃশ্যটার দিকে।

'এবার ঘুরে দেখুন, বাস। চমৎকার ছবিটা এখানেই আঁকা আছে।'

ওর বাড়ানো হাত অনুসরণ করে তাকালাম গুহার পুব দিকের দেয়ালে। অতিরঞ্জন করছি না বন্ধু, পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছিল হাঁটু ভেঙে পড়ে যাব। কখনও এমন কোনো ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছ, যাতে জাহান্নামে গিয়ে তোমার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব খোদ শয়তানের ভয়াবহতম রূপের সামনে পড়ে গেছে? আমি যেন তখন ঠিক ওই অবস্থায় পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, খোদ শয়তান দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। পার্থক্য শুধু, ওটা ছিল ছবিতে। তারপরও, বদ হজম হওয়ার জন্য ছবিটা এক পলক দেখাই ছিল যথেষ্ট।

কল্পনা কর, প্রমাণ সাইজের দ্বিগুণ, প্রায় এগারো-বারো ফুট উঁচু একটা দানব। ছবিটা আঁকা হয়েছিল বিভিন্ন রঙয়ের উৎকৃষ্টতম গিরিমাটি দিয়ে। ব্যবহার করা হয়েছিল সাদা, লাল, কালো এবং হলুদ রঙের মাটি। চোখ দুটোর জায়গায় বসিয়েছিল

পাথুরে ক্রিস্টাল। চিন্তা করো, এর তুলনায় আমাদের দেখা সবচেয়ে বড় গরিলাকেও মনে হবে একদম বাচ্চা। তারপরও যতটা না বনমানুষ তারচেয়েও বেশি মানবীয় ছিল ওর আকৃতি। কিন্তু ওটা কোনোমতেই মানুষ ছিল না। ছিল ভীমকায়, কুৎসিত এবং ভয়াবহ এক দানবের ছবি।

বন মানুষের মতো সারা শরীর ছিল ধূসর লোমে ঢাকা। চিবুকে ছিল মানুষের মতো বড় বড় এবং প্রায় লাল দাড়ি। প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল বিশাল। গরিলার মতো অস্বাভাবিক বড় আকারের হাত। এবং হাতের শেষে ছিল থাবা। খেয়াল কর, থাবা। পাঞ্জা নয়। হাঁসের পায়ের পাতার মতো সবগুলো আঙুল ছিল জোড়া লাগানো। তবে পরে খেয়াল করেছিলাম, থাবা হলেও কোনো কিছু ধরার মতো যথেষ্ট নমনীয়তা সেই থাবায় ছিল। এদেশে লোকেরা তারকাঁটার বেড়া কাঁটার সময় যেমন আঙুলের ফাঁক ছাড়া এক ধরনের হাত মোজা পড়ে, ওটার থাবাও ছিল দেখতে অনেকটাই তেমন। অন্তত ছবিতে অমনটাই দেখাচ্ছিল। পায়ের বেলায়ও একই কাহিনি। ওটার দানবীয় পায়ের নীচে যেখানে পায়ের পাতা থাকার কথা, সেখানেও ছিল থাবা। দানবীয় থাবা। ওটার শরীর ছিল বিশাল। যে প্রাণীটাকে দেখে এটা আঁকা হয়েছে, বাস্তবেও সেটা এমন হয়ে থাকলে তার ওজন ন্যূনতম ত্রিশ স্টোন হতে বাধ্য। স্ফীত এবং বিশাল বুকের খাঁচা দেখলেই বোঝা যায় ওটার বলি দাগ পরা চামড়ার নীচে রয়েছে আসুরিক শক্তি। এবং এবার আসছে সবচেয়ে অবাক করা এবং মানবীয় অংশ। দানবটা লেঙটির মতো করে কোমরে জড়িয়ে রেখেছিল একটুকরো চামড়া। অর্থাৎ, এর পোশাক জ্ঞান আছে!

শরীরের বর্ণনা অনেক দিয়েছি। এবার মুখের কথা বলি। যদিও বুঝতে পারছি না কীভাবে বলব। যতটা সম্ভব ভালোভাবে চেষ্টা করছি। দানবটার ঘাড় ছিল মদ্দা ষাঁড়ের মতো চওড়া। ওই

আসুরিক গর্দানের ওপর ছিল বেমানান ছোট্ট মাথা। চোয়ালে দাড়ির কথা তো আগেই বলেছি। ছবিতে দেখা যাচ্ছিল ঠোঁট উল্টে রেখেছে সে। তাতে ছিল, বেবুনের মতো হলুদ শ্বদন্ত। কিন্তু আদিম মানুষের মতো চেহারায় নির্বুদ্ধিতার ছাপ ছিল না। এবং মজার ব্যাপার হলো, ছবিটাতে আঁকা দানবীয় চেহারায় নারীত্বের ভাব ছিল প্রবল। অস্বাভাবিক ঘন এবং মোটা ভ্রু যুগল ছিল পরস্পরের থেকে অনেকখানি দূরে। এবং ভ্রুর নীচে জ্বলছিল গনগনে একজোড়া চোখ। এখানেই শেষ নয়। ছবিতে দানবটা কুটিলভাবে হাসছে। এবং দাঁড়িয়ে ছিল একটা মানুষের বুকের ওপর পা তুলে দিয়ে। পায়ের থাবা ঢুকে ছিল লোকটার বুকের গভীরে। আর হাতে ছিল বেচারার মাথা। সন্দেহ নেই, মাত্রই ওটা লোকটার ধড় থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। অপর হাতে, চুলে ধরে টেনে আনছিল একটা নগ্ন নারীদেহ। তবে এ ব্যাপারগুলোতে চিত্রকরের আগ্রহ ছিল বলে মনে হয়নি।

'দারুণ ছবি। তাই না, বাস? এখন, বাস নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, হ্যান্স মিথ্যা বলে না। অন্তত এক সপ্তাহ পর্যন্ত তো বলবেনই।'

অধ্যায় ৩

পথ উন্মুক্তকারী

তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ ধরে। তারপর একসময় হুঁশ এলে বসে পড়লাম মাটির ওপর।

হাসছ দেখি? [কথাটা আমাকে উদ্দেশ করে বলা] নিশ্চয়ই ভাবছ ছবিটা কোনো কল্পনাপ্রবণ বুশম্যান স্বপ্ন দেখে এঁকে রেখেছিল? আমিও সেদিন ঘুম থেকে ওঠার পর এটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ভাবনাটা আর ধোপে টেকেনি। ঘটনা পাল্টে গিয়েছিল।

জায়গাটা ছিল একেবারে গা ছমছমে। ভৌতিক, আর কী বলব... জঘন্য। আশপাশের গর্তগুলো ছিল হাড়গোড়ে ভরা। অদূরেই কোথাও চাঁদের দিকে মুখ তুলে হাঁক ছাড়ছিল হায়েনা বা শেয়াল। তার ওপর আমাকে যেতে হয়েছিল নানা "ঘটনার" মধ্য দিয়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মৃতের হাড়গোড়ে ভরা গর্তের পাশ দিয়ে স্নায়ু পীড়নকারী একটা পথ পাড়ি দেয়া। জায়গাটা আমাকে অব্লিটসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল বারবার। (অব্লিটস: ফ্রেঞ্চ শব্দ। অর্থ, শুধুমাত্র উপরের দিকে ট্র্যাপ ডোর আছে এমন ডানজন বা পাতাল ঘর) যেখানে তিলে তিলে মরার জন্য বন্দীদের ফেলে রাখা হতো বলে পড়েছি। হয়তো খেয়াল করেছ, সূর্যালোকের চেয়ে চাঁদের আলো অনেক ভিন্ন। আমাদের ওপর তার প্রভাবও হয়ে থাকে ভীষণ বিচিত্র। সাধারণত চাঁদের

আলোতেই আমরা অদ্ভুত এবং ব্যাখ্যার অণীত সব ঘটনার সম্মুখীন হই। যেমনটা সাধারণত সূর্যালোকে বিরল। যা-হোক, আমি বসে পড়লাম। ভীষণ দুর্বল লাগছিল তখন। মনে হচ্ছিল, যে কোনো সময় বমি করে ফেলব।

'কী জিনিস ওটা, বাস?' হ্যান্স প্রশ্ন করল। তবে খোঁচা দিতেও ছাড়ল না। বলল, 'পেটের ভিতরের সব কিছু উগরে দিতে চাইলে দিতে পারেন। আমি দেখব না। আপনার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে রাখব। মনে আছে, প্রথমবার যখন হিউহিউকে দেখি তখন আমারও এমন লেগেছিল।'

'ওটাকে হিউহিউ নামে কেন ডাকছ, হ্যান্স?' মাথার ভেতর ঘুরতে থাকা দুনিয়াটাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে প্রশ্ন করলাম। 'কারণ, বাস, নামটা সুন্দর। তা ছাড়া শয়তানটা যখন ছোট ছিল তখন ওর মা ওকে এই নাম দিয়েছিল। সম্ভবত।' এ পর্যায়ে এসে আমার ভীষণ অসুস্থ লাগছিল। মাঝ সাগরে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার কবলে পড়ে জাহাজ যখন উথাল পাথাল দুলতে থাকে, তখন শূকরের মাংসের শুকনো শুঁটকি দেখলে আর সেটার গন্ধ নাকে গেলে, পেটের ভেতর থেকে সব যেমন বের হয়ে আসতে চায়, ঠিক তেমন লাগছিল আমার!

'তুমি সেটা কেমন করে জানলে?'

'বুশম্যানরা বলেছিল, বাস। বলেছিল হাজার বছর আগে থেকেই ওরা হিউহিউ সম্পর্কে জানত। ওটার ভয়ে ওরা এক রাতও নাকি শান্তিতে ঘুমাতে পারত না। তাই ওই এলাকা ছেড়ে চলে এসেছিল। এক বোয়ের যেমন অন্য বোয়েরের ছয় মাইলের মধ্যে ঘর বাঁধতে ভয় পেত, ঠিক তেমন। আমার মনে হয়, বাস, ও ব্যাটা বলতে চেয়েছে, ওরা হিউহিউর আওয়াজ শুনত। ওরা অবশ্য বলেছিল যে, হিউহিউ যখন বুকে দমাদম হাত পিটিয়ে ঢাকের মতো আওয়াজ তুলত, ওদের দাদার দাদার দাদারা সেটা

কয়েক মাইল দূর থেকে শুনতে পেত। তবে আমার মনে হয়, ওরা আসলে হিউহিউ সম্বন্ধে কিছুই জানত না। এবং এই ছবি কে এঁকেছে সে সম্বন্ধেও ওদের কোনো ধারণা ছিল না।'

'আমিও জানি না কে এঁকেছে। এক রাতের জন্য তোমার বন্ধু, হিউহিউর গল্প অনেক শুনেছি। আর না। এখন বিছানায় যেতে হবে।'

'হ্যাঁ, বাস। আমারও একই মত। তবে, চলে যাওয়ার আগে ছবিটা আরেকবার দেখে নিলে ভালো হতো না? কারণ প্রতি রাতেই তো আর এমন ছবি দেখার সুযোগ পাবেন না। তা ছাড়া, এগুলো দেখার জন্যই তো এখানে এসেছিলেন।'

তখনই ওকে কষে আরেকটা লাথি মারতাম। কিন্তু মনে পড়ে গেল যে, ওর পিছনের পকেটে অনেকগুলো পেরেক রাখা আছে। তাই স্রেফ একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি উপহার দিয়ে বললাম রাস্তা দেখাতে। গুহার ভেতর তখনই শেষবারের মতো হিউহিউ বা রাক্ষসের ছবিটা আমি দেখি। চেয়েছিলাম দিনের আলোয় সেটাকে আরেকবার পরীক্ষা করতে। কিন্তু সকাল হতেই সেই চিকন শৈলশিরাটা আবার পাড়ি দেয়ার ইচ্ছা উবে যায়। প্রথমবার দেখে যে অনুভূতি হয়েছিল সেটাই জমা রাখলাম স্মৃতি হিসেবে। হ্যান্সকে যখন বললাম, ও বলল, এ-ই ভালো। প্রথম চুমুর স্মৃতির মতো এ স্মৃতিও সব সময়ই মনে রয়ে যাবে।

সত্যি তাই হলো। তারপর থেকে হিউহিউ আমার মাথায় জেঁকে বসেছিল বললেও ভুল হবে না। "জংলীদের অতি কল্পনা" বলে গুহায় দেখা ছবিটা মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারছিলাম না। কারণ ছবিটার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখে আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, আর যাই হোক, এ ছবি কোনো বুশম্যানের কল্পনা থেকে বের হয়নি। যে এটা এঁকেছে সে অবশ্যই একে সামনে থেকে দেখেছে। অন্তত ভেবেছে যে, ওটাকে সামনাসামনি দেখতে

পেয়েছে সে।

আমার এ ধারণার পিছনে অনেকগুলো যুক্তি আছে। যেমন, ছবিটায় দানবের বাম হাতটা দেখা যাচ্ছিল বেশ ফোলা। ওখানে বড় কোনো আঘাত লেগেছিল। দানবীয় প্রাণীটার বাম হাতটার থাবাও ছিল ভাঙা। এবং কপালের একটা অংশ, ঠিক যেখান থেকে চুলের পর দানবীয় নারী সদৃশ চেহারাটা শুরু, সেখানেও অনেকটা জায়গা ছিল ফোলা। চিত্রকর দানবটার চেহারার এসব ক্ষতগুলো মনে রেখেছে এবং নিখুঁতভাবে সেগুলো জায়গা মতো বসিয়েও দিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, এসব কোনোমতেই স্রেফ কল্পনা হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কল্পনা যদি না হয়, তা হলে প্রাচীন চিত্রকর ছবি আঁকার জন্য এমন মডেল পেয়েছিল কোথায়? একটু আগেই বলেছি, পূর্ব উপকূল এবং তার আশপাশের এলাকায় নগোলোকো নামের একটা প্রাণী বিচরণ করত বলে স্থানীয়দের মাঝে গুজব আছে। তবে সেটা যদি থেকেও থাকে, তা হলেও নির্ঘাত ওটা আমাদের অজানা কোনো প্রজাতির বন-মানুষ বা এপ। হিউহিউ হয়তো সেই জাতি থেকে উদ্ভূত বৃহত্তর কোনো প্রজাতি! তবে এমনটা হওয়ারও সম্ভাবনা কম। কারণ এটা দেখতে বানরের চেয়ে বরং অনেক বেশি মানবীয় এর দানবাকৃতি হাতের থাবা আর পায়ের পাতাও আমার ধারণারই সাক্ষ্য দেয়। অথবা আমার হয়তো বলা উচিত, এর আকার আকৃতি মানুষ বা বানরের চেয়ে অনেক বেশি দানবীয়।

আরেকটা ধারণা তখন আমার মাথায় এল। মনে হলো, এমনও হতে পারে যে, দানবটা হয়তো ছিল বুশম্যানদের কোনো দেবতা। কিন্তু সমস্যা হলো, নিজেদের পেট পূজা ছাড়া বুশম্যানেরা আর কোনো বস্তুর পূজা করেছে বলে কখনও শুনিনি। হ্যান্সকে জিজ্ঞেস করলাম। ও বলল, এখানে থাকা বুশম্যানেরা

কখনও এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। স্বাভাবিক। কারণ, যেখানে ছবিটা ছিল বা এখন আছে, সেখানে ওরা হয়তো সহজে আসত না। এলেও আসত প্রাণের ভয়ে। ধারণাটা সত্যি হলে এ সম্বন্ধে বুশম্যানদের কিছু না জানাই ছিল স্বাভাবিক। তখন হ্যান্স ওর স্বভাবসুলভ জ্ঞানী তত্ত্ব দিল যে, হয়তো এটা এমন কোনো জাতির দেবতা ছিল, যাদের সম্বন্ধে বুশম্যানদের কিছুই জানা ছিল না।

তবে আরেকটা প্রশ্ন জাগে ছবিটা এখানে আঁকা হয়েছিল কেন? এমন সুরক্ষিত জায়গায় থাকার কারণে ছবির রংগুলো তখনও ছিল উজ্জ্বল এবং জীবন্ত। অথচ ছবিটা আঁকা হয়েছিল অনেক, অনেক আগে। হ্যান্স যেমনটা বলেছিল, ছবিটা কে বা কেন এঁকেছিল, বুশম্যানেরা সে সম্বন্ধে তাকে কোনো ধারণাই দিতে পারেনি। তবে তারা বলেছিল, ছবিটা "অনেক, অনেক, অনেক" পুরানো।

গোনা-গুনতিতে একেবারেই কাঁচা একটা জাতির কাছে "অনেক, অনেক, অনেক" মানে, 'অনেক কিছুও' যেমন হতে পাওে, তেমন আবার 'কিছুই না ...এমনও হতে পারে। তবে যারা চার পাঁচ প্রজন্মের ভেতর লেখা-লেখির ধারে কাছেও যায়নি, তাদের কাছে "অনেক অনেক অনেক" মানে সুদূর অতীতে হারিয়ে যাওয়া কিছু একটা হবে সেটাই স্বাভাবিক।

ছবির ব্যাপারে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ছবিটা ছিল পুরানো। কারণ ওখানে একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছিল, ফিনিশিয়ানরা একটা ক্রালের ওপর আক্রমণ করেছে। সেটা যীশুর আবির্ভাবের আগের বৈ পরের ঘটনা নয়। এটার বয়সের ব্যাপারে আমি ছিলাম পুরোপুরি নিশ্চিত। কারণ পরদিন সকালে ছবিটা আমি ভালো করে পরীক্ষা করেছিলাম। এটা সেই দানবের ছবির চেয়ে মোটেও ম্লান ছিল না। তবে মনে হয় ছবিটা আঁকা শেষ হয়নি। একটা পাথর বাধা সৃষ্টি করেছে। আরেকটা ব্যাপার এখানে মনে রাখতে

হবে, ফিনিশিয়ানদের নিয়ে আঁকা ছবিটা ছিল আবরণের নীচে। কিন্তু দানবেরটা ছিল খোলা। কাজেই ওতে বয়সের ছাপ পড়েছে দ্রুত।

সে রাতে আমি বারবার হিউহিউকে স্বপ্নে দেখলাম। দেখলাম ওটা আমাকে লড়তে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। আবার দেখলাম, একটা নারী কণ্ঠ বারবার বলছে, আমি যেন তাকে উদ্ধার করি। ওদিকে আমি হিউহিউর সাথে লড়াই করেছি এবং ওটা আমাকে হারিয়েও দিয়েছে। তারপর ছবিতে যেমন আঁকা, ঠিক সেভাবে আমার মাথা ধরেছে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলবে বলে। তখন কী যেন হলো, ঠিক বুঝতে পারলাম না। ঘেমে নেয়ে উঠে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। অনুভব করছিলাম, তখনও প্রতিটি রোমকূপ প্রচণ্ড আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠছিল বারংবার।

এই গুহাটা থেকে জুলুল্যাণ্ডের সীমানা খুব একটা দূর ছিল না। ওদিকে যাওয়ার কারণ ছিল আদিবাসীদের সাথে ব্যবসা করা। আমার ওয়াগন তখন ভর্তি ছিল কম্বল, পুঁতির মালা, ছুরি, কোদাল এবং এমন আরও অনেক কিছু দিয়ে। এসব জিনিসে বরাবরই ওই আদিম লোকগুলোর আগ্রহ ছিল। এবং বিনিময় মূল্য হিসেবে ওরা রাজি ছিল গরু দিতে। এ ট্রিপের শুরুতে ভেবেছিলাম, জুলুদের এড়িয়ে উত্তর প্রিটোরিয়ার দিকে যাব। ওখানে হয়তো আরেকটু কম সংবেদনশীল কোনো জাতির দেখা পেতাম, যারা আরেকটু বেশি দাম দিয়ে কিনে নিত মাল-সামানাগুলো। এটা অবশ্য ছিল ঝড়ে পড়ার আগের চিন্তা। হিউহিউকে দেখার পর দুটো কারণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করব বলে ঠিক করি।

প্রথম কারণ, আমার সেরা দুটো ষাঁড় বজ্রপাতে মারা পড়েছে। জুলুল্যাণ্ড থেকে নগদ নারায়ণ ছাড়াই দুটো ষাঁড় জোগাড় করতে পারব বলে আশা রাখি। কারণ, ওদের অনেকে আমার কাছে

ঋণী। ঋণ আদায় করব বলে ভাবছিলাম। দ্বিতীয় কারণটি ছিল হিউহিউর রহস্য উদঘাটনের তীব্র ইচ্ছার সাথে জড়িত। ভাবছিলাম, হিউহিউ সম্বন্ধে কিছু জানানোর মতো একজন মাত্র লোকই আছে। অবশ্য যদি জানানোর মতো কিছু থেকে থাকে তা হলেই। সে হলো, অন্ধকার গুহার অধিবাসী, জাদুকর জিকালি। জুলু রাজা চাকা যার নামকরণ করে গিয়েছিল... "যার জন্ম হওয়া উচিত ছিল না"।

জিকালি সম্বন্ধে আগেও কিছু কথা বলেছি। আবার কিছু বলিওনি। যেমন, ও ছিল জুলুল্যাণ্ডের সবচেয়ে সেরা এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যাদুকর। কেউ জানে না কবে ও জন্মেছিল। অনেক আগে তো বটেই। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্থানীয়দের মাঝে সে পরিচিত ছিল "পথ উন্মুক্তকারী" নামে। বলা যায়, প্রায় শৈশব থেকেই ওর সাথে আমার পরিচয় এবং এক ধরনের বন্ধুত্বও ছিল। তবে আমি সবসময়ই সচেতন ছিলাম যে, ও-ও সবসময়ই জুলু রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত চতুরতার সাথে এবং সুকৌশলে আমাকে ব্যবহার করেছে। কারণ জুলু রাজ পরিবারকে ও ভীষণ ঘৃণা করত। রাজ পরিবারের পতনের সময় ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট চেহারা নেয়। আর রাজ পরিবারের পতন ছিল ওরই করা এক চরম এবং সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের ফসল।

যা-হোক, জিকালি ছিল একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর মতো। যে তার কাজে আসত, তাকে সে ভালো মূল্য দিত। এবং মুদ্রার অপর পিঠের মতো, তাকে সে ঘৃণাও করত। আমার জন্য বিনিময় মূল্য ছিল তথ্য। সেটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বলিত কোনো তথ্যই হোক বা হোক বিস্ময়কর আফ্রিকার গোপন কোনো রহস্য। আমরা সাদা মানুষরা আফ্রিকার এসব গোপন রীতিনীতি বা আচার বা রহস্য সম্বন্ধে আসলেই খুব কম জানি এবং বুঝি তার চেয়েও অনেক কম।

যেহেতু গুহার ছবিটা সম্বন্ধে খবর দেয়ার মতো একমাত্র মানুষ ছিল জিকালি, তাই মনস্থ করলাম জিকালির কাছেই আমি যাব। সম্ভবত তোমরা বুঝে নিয়েছ, এসব অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহল ছিল আমার। কী বলব, এটাই হচ্ছে আমার একমাত্র অসুখ।

অবশিষ্ট চোদ্দটা ষাঁড় খুঁজতে সবার কাল ঘাম ছুটে যায়। কারণ, ওগুলোর অনেকগুলোই ঝড়ের আগ্রাসন থেকে বাঁচতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। গায়ের শিলার আঘাত হিসাবে না নিলে, সবগুলোকেই শেষ পর্যন্ত মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো, প্রকৃতির রুদ্র মূর্তির বিরুদ্ধে ছেড়ে দিলেও কীভাবে যেন এগুলো নিজেদের রক্ষা করেই নেয়! আরও মজার ব্যাপার, আফ্রিকার গরুর দল বজ্রপাতের সময় আশ্রয়ের জন্য ভুলেও কোনো গাছের নীচে দাঁড়ায় না। যেমনটা করা ইংল্যাণ্ডের গরুর স্বভাব। সম্ভবত ওখানে ঘন ঘন বজ্রঝড় হওয়ার কারণে বংশগতভাবে ওদের মস্তিষ্কে এ কথা গেঁথে আছে যে, বজ্রপাত গাছেই প্রথমে আঘাত হানে। এবং প্রাণ নেয় তার, যে গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছে।

জোয়ালে ষাঁড়গুলো জুড়ে নিয়ে আমরা গুহা-মুখ ছেড়ে রওয়ানা হলাম। হ্যান্সের মৃত্যুর অনেক বছর পর একা একবার ওখানে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সেই গুহাটার মুখে পৌঁছে গেছি। ভুল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও গুহাটা আর বের করতে পারিনি। আসলে ওখানে একই রকম দেখতে অনেকগুলো পাহাড়ি ঢাল ছিল। ঠিক কোনটায় সেই গুহাটা ছিল সেটা আর পরে খুঁজে পাইনি। অথবা হয়তো ওখানে ভূমিধ্বস হয়েছিল। ফলে ফানেল আকৃতির সরু সেই মুখটা আটকে গেছে। আরেকটা হতে পারে, সেদিন ঝড়ের মাঝে সে জায়গাটার সঠিক দিক নির্দেশনা নিতে পারিনি। তাই হয়তো ভুল জায়গায় গিয়ে খোঁজ করছিলাম। কে

জানে। তা ছাড়া, সেদিন রাত নামার আগেই একটা বিশেষ জায়গায় যাওয়ার তাড়া ছিল। কিন্তু অন্ধকার নামার আগে হাতে ছিল মাত্র এক ঘণ্টা। ওই সময়ের মধ্যে গুহাটা খুঁজে বের করতে পারিনি। ফলে বাধ্য হয়ে গুহা খোঁজার চেষ্টা থেকে নিরস্ত হতে হয়। এরপর আর এমন কারোও দেখা পাইনি, যে সেই গুহাটা চেনে। তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, শুধুমাত্র বুশম্যান এবং হ্যান্সেরই ওই গুহাটা চেনা ছিল। কিন্তু এখন ওরা কেউই আর বেঁচে নেই। দুঃখজনক একটা ব্যাপার। কারণ গুহাটায় এখনও হয়তো ওই ছবিগুলো রয়ে গেছে। অথচ পড়ে আছে মানব চক্ষুর অন্তরালে। বা হয়তো সবই এতদিনে ধূলোয় মিশে গেছে।

তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, বলেছিলাম, ঝড় শুরু হওয়ার আগে আমাদের সাথে একদল কাফ্রির দেখে হয়েছিল? ওরা কোনো অনুষ্ঠানে যাচ্ছিল বা সেখান থেকে ফিরে আসছিল। আমরা আধ মাইল মতো এগিয়ে যাওয়ার পর দেখি সেই দলের এক কিশোর পথে মরে পড়ে আছে। শিলার আঘাতে না হয় বজ্রপাতে মারা পড়েছিল বেচারা। কীসে মরেছে সঠিক বলতে পারব না। কারণ, এর গায়ে তেমন কোনো ক্ষত দেখা যাচ্ছিল না। ওর সাথের লোকগুলো তখন ঝড়ের তীব্রতায় ওকে ওখানে ফেলে রেখেই চলে যেতে বাধ্য হয়। সম্ভবত ভেবেছিল, ঝড় থামলে পরে এসে ওকে সমাধিস্থ করবে। বুঝতেই পারছ, গুহাটা আমাদের ভালো উপকারই করেছিল।

জুলুল্যাণ্ডের পথের বর্ণনায় আর যাচ্ছি না। শুধু বলে রাখি, সেটাও ছিল অন্য সব ট্র্যাকের মতোই। তবে খুব ধীর ছিল আমাদের গতি। কারণ, প্রয়োজনের চেয়ে কম ষাঁড় দিয়ে আমাদের মাল বোঝাই ওয়াগন টানতে হচ্ছিল। পথে সাদা উমফোলোজি নামের একটা নদী পার হতে হয়। সেখানে নগেলা টিলার পাশে নদীর পাড়েই তৈরি হয়েছিল ছোট একটা পুকুর বা

ডোবা। সেটা ছিল নদীর স্রোতের সাথে যুক্ত। এই জায়গাটাকে আমি কখনও ভুলতে পারব না। কারণ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওখানে আমাকে অত্যন্ত মর্মান্তিক একটা ঘটনার সাক্ষী হতে হয়।

ঘটনাটা ছিল, আমরা যখন একটা বাঁক ঘুরে নদীর পারে পৌঁছাই। দেখি, অপর পাড়ে বেশ কিছু লোক এসে হাজির হয়েছে। সংখ্যায় তারা অন্তত আড়াইশ তো হবেই। দু'জন মহিলাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছিল ওরা। মহিলা দু'জনের আড়ষ্ট নড়াচড়া দেখে মনে হচ্ছিল তারা অন্ধ। বা হয়তো তাদের অন্ধ করা হয়েছে! পুরুষদের একজন হাত ধরে তাদেরকে থামাল। তারপর হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলল পুলের পানিতে। বেচারিরা তীব্র আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে পড়ল গিয়ে নীচে পুলের পানিতে। সাথে সাথে জ্যান্ত হয়ে উঠল পুলের পানি। পানিতে অপেক্ষা করতে থাকা কুমিরের দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে বেচারিদের ওপর। সেই দিনগুলোতে ওই পুলটায় সবসময়ই অপেক্ষা করত বুভুক্ষু কুমিরের দল। কারণ তখন জুলু রাজা কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিলে, রায় কার্যকর করা হতো দণ্ডপ্রাপ্তকে এই পুলে ফেলে। কুমিরের দল সেই "ফাও দাওয়াত" খাওয়ার লোভে সব সময়ই অপেক্ষায় থাকত সেখানে।

সেই কুৎসিত হত্যাযজ্ঞ শেষ হওয়ার পর পনের জনের মতো লোক এগিয়ে আসে আমরা কারা জানার জন্য। এসে যখন বুঝতে পারল ওয়াগনটা আমার, অর্থাৎ মাকুমাজানের, সাথে সাথে ব্লক আর ট্যাকল নিয়ে এগিয়ে আসে সাহায্য করতে। ওদের সহায়তায় নদীটা সহজেই পার হতে পারি। তবে ওই জঘন্য হত্যাযজ্ঞ দেখার পর, ওদের দেখে রীতিমত ঘেন্না লাগছিল। প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছিলাম ভেতরে ভেতরে।

পাড়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম, ওই অভাগীরা কারা ছিল। জবাবে জানালো, ওরা ছিল পাণ্ডার, মানে, রাজার মেয়ে। যদিও

পাণ্ডার সদয় চিন্তা ভাবনা সম্বন্ধে আমার জানা ছিল, তারপরও আর কোনো প্রশ্ন করিনি। কারণ সন্দেহ ছিল এরা আসলেই পাণ্ডার মেয়ে কি না। তবে জিজ্ঞেস করলাম ওরা অন্ধ কীভাবে হলো। আর কী অপরাধই বা করেছিল। ক্যাপ্টেন বলল, রাজপুত্র কেটেওয়েওর হুকুমে ওদের চোখ তুলে ফেলা হয়েছে।

সে সময় জুলুদের রাজার আসনে পাণ্ডা থাকলেও জুলুল্যাণ্ডে আসলে চলছিল রাজপুত্র কেটেওয়েওর শাসন। এবং ওদের এ শাস্তি দেয়া হয় কারণ ওরা "সেই জিনিস দেখেছিল যা ওদের দেখার কথা না"।

আসল ঘটনা ছিল বেচারিরা দু'জন তরুণের প্রেমে পড়ে যায়। তারপর রাজা বা কেটেওয়েওর হুকুম উপেক্ষা করে ছেলে দুটোর সাথে নাটালের পথে পালায়। কিন্তু ধরা পড়ে যায় নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছার আগেই। ছেলে দুটোকে সাথে সাথেই খুন করে ফেলা হয়। কিন্তু এদেরকে নিয়ে আসা হয় বিচারের জন্য। যার ফলাফল বলেছি একটু আগেই। সেই সাথে ক্যাপ্টেন আরও জানাল, ওই ছেলে দুটোর পরিবারের যাকেই পাওয়া যাবে তাকেই মেরে ফেলার জন্যও একদল সৈন্য পাঠানো হয়েছে। কারণ এ ধরনের খোলামেলা মেলামেশা বা প্রেমের মতো ব্যাপার কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেয়া উচিত না। যে কোনো মূল্যে এসব বন্ধ হওয়া দরকার। নাটালে থাকা জুলুরাই এসব বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে। ওখানে সাদা লোকদের সাথে থাকার কারণেই বিনা শাস্তিতে এমন আচরণ করছে ওরা।

ছেলে-মেয়েদের এমন "বেলেল্লাপনায়" অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। তারপর একটান নস্যি নিয়ে আন্তরিকতার সাথে আমাকে বিদায় জানাল। এবং বাবা মা'র প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে একটা গান গাইতে গাইতে নিজের পথ ধরল। তখন মন চাইছিল, একটু আগে ঘটানো ঘটনাটার

স্যুভেনির হিসেবে ওর পিঠে দুটো বুলেট ঢুকিয়ে দিই। কিন্তু তা আসলে সম্ভব ছিল না। কারণ ওই গোঁড়া বুড়ো ভামটার দোষ আর কতটুকু। ও তো ছিল সে সময়কার লৌহকঠিন জুলু শাসনের ফলে গড়ে ওঠা এক কসাই মাত্র। কিন্তু ওকে এমন বানিয়েছে তো অন্য কেউ।

যা-হোক, এরপর আমিও আমার রাস্তা ধরলাম। এগিয়ে চললাম জুলুল্যাণ্ডের ভিতরের দিকে। সেই সাথে চলল ব্যবসা। জিনিস পত্রের বিনিময়ে পেলাম গাই-গরু এবং বলদ। সেগুলো নাটালে পাঠিয়েও দিলাম। কিন্তু ওয়াগনের জোয়ালে বাধা যায় এমন একটা ষাঁড়ও পাইনি। এমনকী কারো কাছে অমন ষাঁড় ছিল বলেও শুনিনি। তবে কানে এসেছিল, পথ চলতে চলতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বা পায়ে ক্ষত তৈরি হওয়ায় এক শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী কয়েকটা ভালো ষাঁড় ফেলে গিয়েছে। এতদিনে হয়তো সুস্থ হয়ে উঠেছে সেগুলো। কিন্তু সমস্যা হলো, ওগুলো কোথায় আছে কেউ জানে না। এক বন্ধুভাবাপন্ন সর্দার বলল যে, "পথ উন্মুক্তকারী" হয়তো ওগুলোর খবর বলতে পারবে। কারণ তার সবই জানা থাকে। তা ছাড়া ষাঁড়গুলোর বিনিময় হয়েছিল তার এলাকাতেই।

যদিও হিউহিউ নিয়ে প্রবল কৌতূহল তখনও আমার মনে ছিল, কিন্তু তারপরও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এ ট্রিপে আর জিকালির সাথে দেখা করব না। কারণ, ওর সাথে দেখা করলেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে মারাত্মক এবং ভীষণ বিপজ্জনক সব কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে হয়। এবং শেষ পর্যন্ত ঘটনা অন্য রকম হয়ে যায়।

আমার সাথের ষাঁড়গুলো ঝড়ে আহত হওয়ার পর আর পুরোপুরি সুস্থ হতে পারবে বলে তখন মনে হচ্ছিল না। এমনকী কয়েকটার মধ্যে ক্রমেই আরও অসুস্থ হয়ে পড়ার লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল। করণীয় নিয়ে পরামর্শ করলাম হ্যান্সের সাথে। ও বলল, যা করার করতেই হবে। অর্থাৎ জিকালির কাছে যাওয়াই ভালো।

সুতরাং জিকালির কালো গুহার দিকেই রওয়ানা দিতে হলো। আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে জিকালির বাসস্থান ছিল মাত্র দুই দিনের পথ।

পরদিন বিকেলে নিষিদ্ধ এবং ঘৃণিত "কালো গুহার" সামনে গিয়ে পৌঁছাই। গরুগুলোকে ইন্দুকা এবং মাভুনের দায়িত্বে রেখে আমি আর হ্যান্স রওয়ানা হলাম গুহার দিকে।

আগে যা যেমন দেখে গিয়েছিলাম, তখনও ঠিক তেমনই ছিল সব। কিছুই বদলায়নি। তারপরও বরাবরের মতোই বিস্ময়ের একটা ধাক্কা লাগল মনে! গোটা আফ্রিকায় আর কোথাও এর চেয়ে বিষণ্ন আর অদ্ভুত কোনো জায়গা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সরু পথের ওপর ঝুলে থাকা বিশাল পাথর খণ্ডটা দেখলেই মনে হতো, এই বুঝি ওটা মাথার ওপর ভেঙে পড়ল! গুহায় যাওয়ার পথের আশপাশে জন্মে থাকা ঘাসগুলো ছিল মলিন। আর আমাদের পায়ের শব্দে পালিয়ে যাচ্ছিল হায়েনা বা শেয়ালের পাল। ওখানকার পরিবেশটাই ছিল এমন যে, এদের পলায়নের দৃশ্যও মনে ভীতি সঞ্চার করে। গুহার ঘন অন্ধকার আর বাতাসের ফিসফিসানি সারাক্ষণ চাপ দিতে থাকে স্নায়ুর ওপর। এমনকী যখন কোনো বাতাস থাকে না তখনও বন্ধ হতো না অদ্ভুত সেই ফিসফিসানি। স্থানীয় লোকেরা বলে এগুলো তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মা। জায়গাটার এমন অদ্ভুত আচরণের জন্যই ওরা এমনটা বলে, নাকি এমন কিছু দেখলেই সেটাকে আত্মার সাথে জড়িয়ে দেয়া এদের স্বভাব সঠিক বলতে পারব না।

এই কালো ক্লুফ বা এর মতো অন্যান্য যে-সব জায়গায়ই আমি গিয়েছি, সবখানেই দেখেছি একই চিত্র। তবে আশ্চর্য হই এই ভেবে যে, আত্মা যদি এখানে ঘোরাঘুরি করেও, এমন বাজ পড়া জায়গায় কেমন আত্মা থাকতে চাইতে পারে! হয়তো তেমন কেউ, যার দ্বারা অতীতে বর্ণনার অযোগ্য ভয়ানক কোনো অপরাধ

সংঘটিত হয়ে গিয়েছে! হয়তো।

তবে এই কবরের মতো যায়গায় যেখানে জিকালি, "যার জন্ম হওয়া উচিত ছিল না", তার মতো একজন বাস করে, সেখানে আত্মা নিয়ে আর গবেষণা করার কী দরকার! সত্যি বলতে, তার বিশাল মাথাটার চারদিকে কত দুঃখ গাথা আর কত অপরাধের অদৃশ্য বয়ান যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। জঘন্য এই বামন লোকটার কুটিল ষড়যন্ত্রে কত মানুষ মারা পড়েছে আর কত যে মারা পড়তে যাচ্ছে তারও কোনো গোনা-গাথা নেই। তবে এক অর্থে ও ওর মতো করে প্রতিশোধ নিচ্ছিল। জুলু রাজা চাকার অপশাসনের পদতলে পিষ্ট হয়ে ওর স্ত্রী, পুত্র, পরিবার আর ওর গোটা জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। জিকালির পরিবার আর ওর জাতির প্রতি চাকার সেই বর্বরতা এতই জঘন্য ছিল যে, জিকালিকে এক অর্থে করুণাই করা চলে! জিকালিও আসলে সব অর্থে খারাপ ছিল না। অবশ্য একজন লোককে সবদিক দিয়ে বিচার করা সম্ভব হলে শেষ পর্যন্ত তাকে কি খারাপ বলা যায়? জানি না।

যা-হোক, হ্যান্সকে পিছনে নিয়ে চলেছি। ও বেচারা এখানে এলে আমার চেয়েও অনেক বেশি দুঃখী হয়ে যায় আর ভয়ে থাকে। ও বলল, 'বাস, আপনার কি মনে হয় না, পথ উন্মুক্তকারী নিজেই একসময় ছিল হিউহিউ? পরে সময়ের সাথে সাথে সে আকারে কমতে কমতে এরকম বামন হয়ে গেছে? অথবা হিউহিউর আত্মা হয়তো তার সাথেই বাস করে?'

'না, আমার তা মোটেও মনে হয় না। কারণ ওর হাত পা আমাদের মতোই। তবে হিউহিউ সম্বন্ধে কেউ যদি কিছু বলতে পারে তা হলে কেবল ও-ই পারবে।'

'আশা করি ও যেন হিউহিউর কথা ভুলে গিয়ে থাকে। অথবা হিউহিউ যেন মরে স্বর্গের সেই আগুনের ভেতর গিয়ে পড়ে থাকে, যে আগুন কোনো জ্বালানী ছাড়াই চিরকাল ধরে জ্বলছে। বাস,

আমি হিউহিউকে দেখতে চাই না। ওটার কথা মনে হতেই আমার পেটের ভেতর সব কিছু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'দরকার নেই দেখার। তুমি বরং ডারবানে গিয়ে একটা জিনের বোতল সেঁটে দাও। ওটা তোমার পেটও গরম করবে আর মাথাও ঠাণ্ডা করে দেবে। তারপর ট্রাঙ্কে (অর্থাৎ জেলখানায়) গিয়ে সাতদিন কাটিয়ে আসো,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বললাম আমি।

তারপর একটা মোড় ঘুরেই আমরা পৌঁছে গেলাম জিকালির ক্রালের সামনে। জায়গাটা পাহারা দিচ্ছিল জিকালির এক রক্ষী। ও হাতের বর্শা তুলে আমাকে সালাম দিল। ধারণা করলাম, আশপাশে জিকালির একাধিক ওয়াচ-ম্যান আছে। কে কখন আসছে-যাচ্ছে সেই খবর তারা সময়মতো জিকালির কাছে পৌঁছে দেয়। অথবা খবরাখবর সংগ্রহের অন্য কোনো তরিকা ওর জানা আছে! সঠিক জানি না। তবে, সব সময়ই দেখেছি, আমার আসার খবর ওর আগে থেকেই জানা। এমনকী কখনও কখনও ছিল উদ্দেশ্যও জানা! এ বারেও তাই হয়েছিল।

দেহরক্ষী বলল, 'আত্মাদের বাবা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, লর্ড। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এই ছোট হলুদ লোক, অন্ধকারের আলো আর আপনার সাথে দেখা করবেন।'

নড করলাম আমি। সে তারপর বর্শার হাতল দিয়ে জিকালির ঘরের বেড়ার দরজায় টোকা দিল এবং সাথে সাথেই খুলে গেল দরজা। কে খুলল বলতে পারব না। আমরা ঢোকার পর অন্ধকার থেকে এক লোক দ্রুত বেরিয়ে আসে। দরজা লাগিয়ে দিয়েই আবার সে গায়েব হয়ে যায় অন্ধকারের ভেতর। ঘরের সামনে, পশম মোড়া একটা ক্যারোস গায়ে দিয়ে আগুনের পাশে বসে ছিল জিকালি। ওর বিশাল মাথার ধূসর চুলগুলো ছবির হিউহিউর মতোই লুটিয়ে ছিল কাঁধের ওপর। আগুনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে। আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করছিল তার চোখের

মণি। পিটিয়ে দুরমুশ করে এবং কোনো বিশেষ উপাদান ব্যবহার করে চকচকে করে তোলা উঠানের মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি আর হ্যান্স। কিন্তু আধ মিনিট পর্যন্ত সে আমাদের লক্ষ করল না। তারপর আগুন থেকে চোখ না তুলেই অস্বাভাবিক গম্ভীর কিন্তু ফাঁপা কণ্ঠে বলল, 'সবসময়ই আপনি এত দেরি করে কেন আসেন, মাকুমাজান? জানেন না, সূর্য ডুবে গেলে ছায়ার ভেতর ঠাণ্ডা হয়ে যায়? আপনি জানেন, আমি ঠাণ্ডা ঘৃণা করি। একবার ভেবেছিলাম, আজ আর আপনার সাথে দেখা করব না।'

'আগে আসিনি, কারণ আগে এসে পৌছাতে পারিনি।'

'তা হলে আগামীকাল সূর্য ওঠার পর এলেই তো পারতেন। তবে যদি ভয় পেয়ে থাকেন যে রাতে আমি মারা যাব তা হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। তবে আমি মরতাম না। আরও অনেক রাতেও মরবো না। যা-হোক, আপনি পৌছে গেছেন, ঘাস ফড়িঙের মতো লাফিয়ে বেড়ানো, সাদা ভবঘুরে।'

'হ্যাঁ, পৌছে গেছি। এসেছি তোমাকে দেখতে, জিকালি। যে কোথাও যায় না, বরং একই জায়গায় পাথরের ওপর ব্যাঙের মতো বসে থাকে।'

হো হো করে হেসে উঠল সে। তার সেই হাসি প্রতিধ্বনিত হলো প্রতিটা পাথরের গায়ে। প্রতিবারই এই অদ্ভুত হাসিটা কানে ঢোকা মাত্র মেরুদণ্ড দিয়ে অস্বস্তির একটা শীতল স্রোত বয়ে যায়। এবারও তাই গেল। জিকালি বলছে, 'আপনাকে রাগিয়ে দেয়া কত সহজ। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, মাকুমাজান। নয়ত ঝড়ের রাতে পালিয়ে যাওয়া গরুগুলোর মতো মাথাটাও পালিয়ে যাবে। বলুন, কী চান। আপনি আসেন শুধু যখন এই বুড়ো প্রতারকের কাছে কিছু চাইবার থাকে তখন। অথচ দেখুন, আমি এখানেই আছি। পাথরের ওপর বসা ব্যাঙের মতো অনড়। কিন্তু এখানেই সারাক্ষণ বসে থাকি তা

কেন ভাবলেন? শুধু কি শরীরই ঘুরে বেড়ায়? আত্মা ঘুরতে পারে না? আত্মা কি কখনও কখনও এমনকী সুদূর সেই স্বর্গেও উঠে যেতে পারে না? এমনকী মাটির নীচের সেই দেশেও কি সে পৌঁছাতে পারে না? যেখানে, সবাই বলে মৃত আত্মারা বাস করে। যা-হোক, বলুন কী চান। থাক, আমিই বলছি। নয়ত আপনি এমনভাবে বলবেন যে বুঝতে সমস্যা হবে। আপনি ভাবেন আপনি জুলুদের মতো এই ভাষায় কথা বলতে পারেন। আসলে ভাষাটা আপনি এখনও ভালোভাবে শিখতেই পারেননি। কারণ আপনি চিন্তা করেন আপনাদের মূর্খ ভাষায়, যে ভাষায় অনেক শব্দই নেই। তারপর সেটা বলেন জুলু ভাষায়। এই কে আছিস, আমার ওষুধ আন্।'

এক লোক দৌড়ে বিড়ালের চামড়ার একটা ব্যাগ এনে তার সামনে মাটিতে রাখল। তারপরই আবার গায়েব হয়ে গেল ঘরের ভেতর। ব্যাগের ভেতর থেকে সে বের করে আনল একটা "মুষ্টির হাড়"। জিনিসটা ছিল, পলিশ করা, বহু ব্যবহারে জীর্ণ এবং হলুদ। জিনিসটা কিছুই না এমনভাবে ওটা সে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর আবার তাকাল ওটার দিকে। তারপর বলল, 'হাহ্, গরু নিয়ে কিছু একটা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনার ষাঁড় দরকার। পোষ মানানো ষাঁড়, বন্য নয়। আমি জানি কোথায় ও জিনিস সস্তায় পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার জন্য কী উপহার এনেছেন? সাদা লোকদের এক পাউণ্ড নস্যি নাকি?' (আমার কাছে ছিল আসলে পৌনে এক পাউণ্ড মাত্র)। 'এখন বলুন, ষাঁড়ের ব্যাপারে কি ঠিক বলেছি?'

'হ্যাঁ। ঠিক বলেছ,' অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললাম।

'এটা আপনাকে আশ্চর্য করেছে? দারুণ ব্যাপার, তাই না? বুড়ো প্রতারক জেনে গেছে আপনার কী প্রয়োজন। বলছি শুনুন, কীভাবে জেনেছি। বজ্রপাতে আপনার দুটো ষাঁড় মারা পড়েছে,

তাই না? সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই আপনার দুটো ষাঁড় দরকার। আর ষাঁড় যা আছে সেগুলোও আহত। এ পর্যন্ত বলে সে মাটিতে ফেলে রাখা হস্ত মুষ্টির দিকে তাকাল এক পলক। 'শিলাপাতে ওগুলো আহত হয়েছে। অন্যগুলোও অসুস্থতার লক্ষণ দেখাচ্ছে। সম্ভবত লাল পানির কারণে। কাজেই, আপনার যে ষাঁড় দরকার হবে বুড়ো প্রতারকের তা অনুমান করতে পারা স্বাভাবিক। এতে আর আশ্চর্যের ব্যাপার রইল কোথায়? কেবল গর্দভ শ্রেণীর যাদুকরই এই সামান্য ব্যাপার ধরতে যাদু ব্যবহার করবে। এমনকী নস্যির ব্যাপারেও অনুমানই করেছি। কারণ দেখেছি, পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করেছেন। একেবারে ছোট যদিও! আপনি আগেও আমার জন্য নস্যি এনেছেন। তাই না? কাজেই আবার কী আনতে পারেন সেটা অনুমান করা খুব কঠিন ছিল না। কাজেই ওতেও কোনো যাদু ছিল না।'

'হ্যাঁ, জিকালি, কঠিন ছিল না। কিন্তু বজ্রপাতে আমার গরু মারা পড়েছে সেটা কীভাবে জানলে?'

'আপনার জোয়ালের গরু, ক্যাপ্টেন আর ডাচম্যান কীভাবে মারা গেছে কেমন করে সেটা জানলাম? কেন, আপনি কি এদেশে একজন সম্মানিত এবং স্বনামধন্য ব্যক্তি নন? কাজেই আপনার কী হয়েছে না হয়েছে লোকজনেরা সেটা আমার কাছে বলবে তাতে অবাক হওয়ার কী আছে। হোক না সেটা এখান থেকে একশ মাইল দূরে। ওখানে পথে একদল কাফ্রির দেখা পেয়েছিলেন, যারা এক বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিল। তাই না? পরে রাস্তায় দেখেছিলেন ওদের একজন মরে পড়ে ছিল। সে কিন্তু বজ্রপাত বা শিলাপাতে মরেনি। ওর খুব কাছে বজ্রপাত হয়েছিল, সেই শকে ও পড়ে যায়। তারপর সারা রাত ধরে বাইরে পড়ে থেকে মারা পড়েছে ঠাণ্ডায়। মনে হলো, ব্যাপারটায় আপনার আগ্রহ আছে, তাই বললাম। কাফ্রিরাই ওই ঘটনা বলার জন্য যথেষ্ট, তাই না?

দেখলেনই তো, এবারও কোনো যাদুর কারবার নেই। এভাবেই শুধু চোখ-কান খোলা রেখে আমরা গরিব যাদুকররা নাম ছড়াই। বুড়ো হয়ে গেলে আপনিও হয়তো বসে থেকে আমাদের এ ব্যবসাটা শুরু করে দেবেন। আপনার চোখ কান তো সব সময়ই খোলা থাকে। এমনকী থাকে রাতেও, যেমনটা অনেকে বলে।'

আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে করতেই হাড়গোড়গুলো সে কাছে টেনে নেয়। তারপর আবার বিশেষ একটা ভঙ্গিতে ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে মাটির ওপর। হাড়গুলো একটা স্তূপ হয়ে কিন্তু যেন ভারসাম্য ধরে রেখে মাটিতে পড়ে। ওগুলোর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'এগুলো কেন বললাম? এগুলো আমার "ব্যবসায়িক চালাকি"। আপনি তো জানেন, আমাদের, মানে যাদুকরদের কাছে কিছু গাধা আসে। ওদেরকে তখন প্রভাবিত করতে এসব কৌশল ব্যবহার করতে হয়। ওরা ভাবে, কোনো গোপন খবর ওরা আমাদের দেবে, বিনিময়ে আমরাও ওদের কিছু দিব। তখন ওদের মনোযোগ অন্য দিকে ফেরাতে এই কৌশল ব্যবহার করি এবং সেই ফাঁকে পড়ে নেই ওদের অন্তরের ভেতর আসলে কী আছে। দেখুন এই পাথরগুলো। এগুলো আমাকে একটা পাহাড়ের ঢালের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ঠিক যেন পাথরের ওপর পাথর পড়ে তৈরি হয়েছে একটা গুহা মুখ।'

'ঝড়ের সময় আপনারা কী একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, মাকুমাজান? হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। দেখুন একবার, এটাও আমি অনুমান করে নিয়েছি। এবারও কোনো যাদু নেই। শুধুই একটা ভালো অনুমান। অমন ঝড়ের মুখে পড়লে ওয়াগন ফেলে গুহার মধ্যে আশ্রয় নেয়াটাই স্বাভাবিক, তাই না? এই হাড়গুলোর দিকে তাকান একবার। একটা হাড় এখানে আলাদা পড়ে আছে। এটাই বাইরে ফেলে যাওয়া ওয়াগনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো গুহায় আপনি কী দেখেছেন? ধারণা করছি অস্বাভাবিক

কিছু। কিন্তু এই হাড়ের তো সেটা আমাকে বলতে পারার কথা না। সেটা আমাকে অন্য কোনোভাবে অনুমান করে নিতে হবে। ঠিক আছে, জ্ঞানী সাদা মানুষ, করব আমি সেই চেষ্টা। শুধু মাত্র আপনাকে আরেকটা শিক্ষা দিতে যে, বোকা লোকদের আমরা কীভাবে ঠকাই! না কি আপনিই বলবেন, কি দেখেছিলেন?'

'না, বলব না,' রাগের সাথে জবাব দিলাম। কারণ শয়তানটা প্রথম থেকেই আমাকে নিয়ে মশকরা করছিল।

'তা হলে তো আমাকেই চেষ্টা করে দেখতে হয়। কিন্তু কীভাবে, কীভাবে? এদিকে এসো, ছোট বাঁদরের মতো মানুষ। এখানে আমার আর আগুনের মাঝখানে বসো। আগুনের আভা তোমার ভেতর দিয়ে যাবে। সেই আলোয় হয়তো দেখতে পাব তোমার ছোট্ট মাথাটায় কী চলছে। অন্ধকারের আলো, এটাই তো তোমার নাম, তাই না? এখন কিছু আলো দিয়ে আমার অন্ধকার দূর কর।'

প্রবল অনিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে গেল ও। গিয়ে বসল জিকালির দেখিয়ে দেয়া জায়গায়। তবে খুব সাবধান রইল, যাতে ওর শরীরের কোনো অংশ কোনোভাবেই যেন জিকালির যাদুর কোনো জিনিসপত্র স্পর্শ না করে। সম্ভবত ভয় পাচ্ছিল, ওগুলোর স্পর্শে ও নিজে কালো যাদুর প্রভাবে পড়ে যাবে। তারপর ওর তোবড়ানো হ্যাটটা পেটের ওপর চেপে ধরে বসে রইল জিকালির তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে।

বেশ কয়েক সেকেণ্ড ধরে পর্যবেক্ষণ করে জিকালি শুরু করল "হো হো" করে দেয়াল কাঁপানো হাসি। ওদিকে হাসির শব্দে আতঙ্কে কুঁকড়ে গিয়ে রীতিমতো কাঁপতে শুরু করল বেচারা হ্যান্স। ওর বলি দাগ পড়া চামড়ার নীচে একটু যেন রঙও ধরল! যেন ও একটা কুমারী মেয়ে। বসে আছে তার সম্ভাব্য স্বামীর সামনে। আর ওকে পাঁচ নম্বর স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা যায় কি না

তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করছে লোকটি। তার সেই দৃষ্টির সামনে লজ্জা আর প্রবল ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে সে!

'হো হো, তুমি তো দেখি ঝড়ে পড়ার আগে থেকেই গুহাটা চিনতে! নইলে অত তাড়াতাড়ি ওটা খুঁজে পেলে কীভাবে? এর সাথে বুশম্যানদেরও সম্পর্ক আছে দেখছি। অবশ্য এ এলাকার সব গুহার সাথেই কোনো না কোনোভাবে ওদের সম্পর্ক আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গুহায় ছিল কী জিনিস? না, না, বলবে না। আমি নিজেই উত্তরটা খুঁজে বের করতে চাই। আরে, অবাক কাণ্ড, কতগুলো ছবির চিন্তা দেখতে পাচ্ছি! নাহ্, অবাক হওয়ার কিছু নেই আসলে। কারণ বুশম্যানরা প্রায়ই গুহার দেয়ালে ছবি এঁকে রাখণ। হলুদ মানুষ, তুমি সায় দিয়ো না। তা হলে ধাঁধা আর ধাঁধা থাকে না। তুমি শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকো। কিন্তু মাথায় কোনো চিন্তাই এনো না। অনেক ছবি। অনেক, অনেক ছবি। কিন্তু আসল হবে একটাই। সেটা খুঁজে পাওয়া কী খুব কঠিন হবে? এইতো পেয়েছি। বিপজ্জনক একটা ছবি। তুমি যখন কম বয়স্ক আর হ্যাণ্ডসাম ছিলে তখন কোনো বুশম্যান দেয়ালে তোমার ছবি এঁকে রেখেছিল নাকি, হলুদ মানুষ? আবার মাথা নাড়ছ। স্থির থাকো। নড়লে তোমার চিন্তাগুলো পানিতে ঢেউ ওঠার মতো দুলতে থাকে আর অস্পষ্ট হয়ে যায়। এই তো আসছে। ভয়াবহ কিছু একটা। তোমার থেকে অনেক বেশি কুৎসিত আর অনেক বড় তো বটেই। বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি। মাকুমাজান, আমার কাছে আসুন। হলুদ মানুষ, তুমিও ঘুরে আগুনের দিকে মুখ করে বসো। আগুনটা ভালোভাবে জ্বলছে না। ঠাণ্ডা লাগছে, খুব ঠাণ্ডা! এটাকে বড় করতে হবে। এসেছেন, মাকুমাজান? এ জিনিসটা দেখুন। কী চমৎকার আগুন ছড়াতে পারে এটা' বলে একটা ব্যাগে হাত দিল সে। পাউডারের মতো কিছু একটা বের করল ওথেকে। এক চিমটির মতো হবে। সেটা

ফেলল ছোট হয়ে আসতে থাকা আগুনের ওপর। তারপর যেন আগুনের তাপে উষ্ণ করার জন্য নিজের হাড়-চামড়া সর্বস্ব হাত দুটো বাড়িয়ে দিল আগুনের দিকে। এবং ধীরে ধীরে সেটাকে ভাসিয়ে নিল উপরের দিকে। হাতের নড়াচড়ার সাথে সাথে আগুনও উপরে উঠতে থাকল, অবাক কাণ্ড! প্রায় তিন চার ফুট উঠে গেল সেই আগুন। আবার সে হাত ওঠালো, একই সাথে আগুনও উঠল। তবে এবার অনেক বেশি। তৃতীয়বারের মতো সে হাত ওঠালো। এবার আগুন পুরো পনের ফুট উঁচুতে ওঠে ওই উচ্চতায়ই জ্বলতে থাকল তীব্রভাবে!

'তাকান আগুনের দিকে, মাকুমাজান। তুমিও দেখো, হলুদ মানুষ,' তন্দ্রালু গম্ভীর ও একঘেয়ে কণ্ঠে বলল জিকালি। 'ওতে কিছু দেখতে পেলে আমাকে বলুন। কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

তাকালাম। প্রথমে কিছুই দেখতে পেলাম না। এক মুহূর্ত পর দেখি, উজ্জ্বল আগুনের পটভূমিতে কিছু একটা আকৃতি নিতে শুরু করেছে। টলমল করতে করতে ছবিটা কয়েকবার করে পরিবর্তিত হলো। তারপর ধীরে ধীরে একটা আকৃতি নিতে শুরু করল সেটা। শেষে এসে একটা ভয়ানক আকৃতি নিল এবং স্থির হয়ে থাকল তাতেই। গুহায় দেখা হিউহিউর ছবিটাই দেখতে পাচ্ছিলাম আগুনের পটভূমিতে! পার্থক্য শুধু, এটাকে মনে হচ্ছিল একদম জ্যান্ত! মনে হলো, আমার দিকে তাকিয়ে একবার পলকও ফেলল ওটা। যেন জাহান্নাম থেকে খোদ শয়তান তাকিয়ে আছে আমার দিকে। অনড় দাঁড়িয়ে থাকলেও ভিতরে ভিতরে তখন রীতিমতো খাবি খাচ্ছিলাম আমি।

হ্যান্স তখন ওর বিশ্রী ডাচে বলে উঠল, "*এলেম্যাগেটর, ডি ইস ডিয়ে লিলিকার অউল্ড ডেভিল।*" অর্থাৎ, 'ও খোদা, ওই তো শয়তানটাকে সামনে দেখতে পাচ্ছি।' বলে সে প্রচণ্ড আতঙ্কে

একদম জায়গার ওপর জমে গেল।

ঠিক তখন ভৌতিক কণ্ঠে হো হো করে হেসে উঠল জিকালি। গুহার চারদিকের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ওর সেই গা শিউরানো হাসি।

অধ্যায় ৪

হিউ হিউ'র ইতিহাস

হাসি থামিয়ে জিকালি এক মুহূর্ত জরিপ করল আমাদের। তারপর বলল, 'কে প্রথমবার বলেছিল যে, পুরুষ মাত্রই বোকা? নির্ঘাত কোনো মহিলা। সুন্দরী মহিলা অবশ্যই। এ কথা বলেছিল, কারণ সে পুরুষদের নিয়ে খেলত। এবং পরে সে বুঝতে পারে তারা আসলেই তেমন! আমার ধারণা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে বলব সেই মহিলা ছিল জ্ঞানী। অবশ্য, সব মহিলাই তাদের মতো করে এবং সংকীর্ণ অর্থে জ্ঞানী (!) যা-হোক, ওই কথার সাথে আরও একটু যোগ করতে চাই আমি। সেটা হলো, সব লোকই আসলে কোনো না কোনো ব্যাপারে কাপুরুষ। তবে বাকি সব কিছুর বেলায় হয়তো তার সাহসের অভাব নেই। সেটুকুর জন্য সবাই সমান। এখন বলুন, মাকুমাজান, জ্ঞানী সাদা মানুষ, যে নির্দ্বিধায় মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শতবার, আপনার পাশে বসা হলুদ বানরটার সাথে আপনার পার্থক্য কোথায়?' মাটিতে শুয়ে থাকা হ্যান্সকে দেখিয়ে বলল সে। ওদিকে হ্যান্স তখন ঠকাঠক কাঁপতে থাকা দাঁতের ফাঁক দিয়ে অজানা কোনো দেবতার কাছে পুরোদমে প্রার্থনা করছে। 'আপনারা দু'জনেই ভয় পেয়েছেন। দারুণ ভয়। কেউ কারও চেয়ে একটুও কম ভয় পাননি। পার্থক্য শুধু আপনি ভয়টাকে নিজের ভেতর লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। আর হলুদ বানরটা নিজের ভয়কে উগরে

দিয়েছে। যেমনটা করা বানরের স্বভাব। কেন ভয় পেয়েছেন? কারণ আমি আপনাদের একটা সাধারণ কৌশল দেখিয়েছি। যা আপনাদের মনে ছিল তাই বের করে এনে ছেড়ে দিয়েছি আপনাদের চোখের সামনে। খেয়াল করুন, যাদু নয়। সাধারণ একটা কৌশল। একটা শিশু বাচ্চাও এটা পারবে। অবশ্য যদি কেউ শিখিয়ে দেয় তবেই। তবে হিউহিউকে যখন সামনা-সামনি দেখবেন, আশা করি তখন এমন ভয় পাবেন না। নিজেকে সামলে রাখবেন। নয়ত ওটার গুহায় আরও দুটো খুলি যুক্ত হবে। সম্ভবত তখন আপনি সাহসীই থাকবেন। হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। কারণ ওভাবে মারা পড়লে, সেটা শুনে আমি কতক্ষণ ধরে আর কত জোরে হাসব তা নিশ্চয়ই আপনি জানতে চাইবেন না?'

ওভাবেই বুড়ো যাদুকর অর্থহীন কথার হুল ফুটিয়ে কৌতুক করত। এবং তার ভেতরই ঢুকিয়ে দিত কোনো না কোনো চিন্তার খোরাক। যা-হোক, তখন জিকালি এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। তারপর আমার দেয়া নস্যি থেকে একটান নস্যি নিল।

আমার সাথে যখন কথা বলছিল, (পড়ুন, আমাকে নিয়ে যখন মস্করা করছিল), তখন ওর হাত ব্যস্ত ছিল পোঁটলাটার মুখ খুলতে। একই সাথে আমাদের দেখছিল সে। যেন আমাদের মনের ভেতর কী আছে সেটাও সে জেনে নিচ্ছে।

তখন চাইছিলাম কিছু একটা বলতে কারণ, বোঝাতে চাইছিলাম আমি আসলে ওর দেখানো কূট-কৌশল বা উল্টোপাল্টা কথা শুনে মোটেও ভয় পাইনি। তাই বললাম, 'আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ, জিকালি। সব পুরুষই বোকা। আর, তুমি হচ্ছ তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আহাম্মক।'

'আমিও মাঝে মাঝে তাই ভেবেছি। তবে কেন ভেবেছি সেটা না হয় নিজের কাছেই থাকুক। কিন্তু আপনি কেন ও কথা বলছেন সেটা বলুন। শুনি, আমি যা ভাবছি, আপনার মতও তাই কি না।'

জবাবে বললাম, 'প্রথমত, তুমি বলছ হিউহিউ এখনও আছে। যেখানে তুমি ভালো করেই জান, ও জিনিস আসলে বাস্তবে নেই। বা থাকলেও বহু আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, বলছ যে হ্যান্স আর আমি ওটার মুখোমুখি হব। তা-ও আমাদের কখনো হতে হবে না। কাজেই এসব আবোল তাবোল বলা বন্ধ করো। আর আগুনের মাঝে অমন ছবি কীভাবে বানালে, সেটা দেখাও। তুমিই বলেছ, ও জিনিস এমনকী একটা বাচ্চাও পারবে।'

'যদি তাকে শেখানো হয়, মাকুমাজান, যদি শেখানো হয়। কিন্তু ও কৌশল আপনাদের দেখিয়ে দিলে, সন্দেহ নেই, আসলেই আমি হতাম গাধাদের সেরা। নাহ্। তারচেয়ে বরং আমরা নিজেদের জন্য যে জ্ঞান অর্জন করেছি, তা নিজেদের কাছেই থাকুক। কিন্তু এ কথা কেন ভাবছেন যে ছবির দানবের সাথে আপনাদের মুখোমুখি দেখা হবে না?'

অবহেলার সাথে আমি জবাব দিলাম, 'কারণ বাস্তবে এর অস্তিত্ব নেই। আর যদি ওটার অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তা হলেও ওটার বাড়ি নির্ঘাত এখান থেকে অনেক, অনেক দূরে। তাজা ষাঁড় ছাড়া ওই পথে যাওয়ার আমার কোনো সম্ভাবনাই নেই।'

'আহ্, এ কথা শুনে মনে পড়ল, কীভাবে আপনি গুহার ভেতর আশ্রয় নিয়েছিলেন। অন্যরা অবশ্য বলেছিল, আপনার গরু দরকার হবে। হিউহিউর সাথে মোলাকাত করতে আপনার ব্যস্ততা দেখে মনে পড়ে যাচ্ছে তরুণ ছেলেদের কথা। ওরা প্রথম স্ত্রী খুঁজে নিতে আপনার মতোই তাড়া দেখায়। যা-হোক, আপনার জন্য গরুর ব্যবস্থা করে রেখেছি। সাদা লোকের গরু ফেলে যাওয়ার যে গল্প আপনি শুনেছিলেন সেটা সত্যি। ওই গরুগুলো মাস তিনেক বিশ্রাম পেয়ে এখন সুস্থ-সবল অবস্থায় আছে। কাল সকালে ওগুলো আপনার জন্য আনিয়ে রাখব। আর আপনি যখন থাকবেন না, তখন আপনার গরুগুলোকে আমি দেখেশুনে রাখব।'

'নতুন গরু কেনার মতো টাকা আমার এখন নেই।'

'মাকুমাজানের কথার মূল্য কী টাকার চেয়ে বেশি নয়? এমনকী ইংলিশদের লাল স্বর্ণের চেয়েও তার কথার দাম বেশি- এ তো পুরো দেশই জানে।' তারপর সে মৃদু কণ্ঠে আরও একটু যোগ করল, 'মাকুমাজান যখন হিউহিউর সাথে মোলাকাত করে ফিরবেন, তখন তাঁর কাছে অনেক টাকা বা অনেক টাকার হীরে থাকার কথা। এবং সম্ভবত বেশ অনেকগুলো আইভরিও। তবে সঠিক জানি না, আইভরিগুলো বয়ে আনতে পারবেন কি না। আমার কথা যদি সত্য না হয় তা হলে নতুন ষাঁড়গুলোর দাম আমার নিজের কাছ থেকে দিয়ে দিব।'

"হীরে" শব্দটা শুনে খাড়া হয়ে গেল আমার কান। গোটা আফ্রিকা তখন ছুটছে হীরের পিছনে। বা বলা ভালো, ওই শব্দটার পিছনে। এবং দুনিয়াবি কথা শুনে হ্যান্সও গা ঝাড়া দিয়ে উঠল আবার।

'ভালো বলেছ। এখন আজে বাজে কথা বাদ দিয়ে যা বলতে চাইছ অন্ধকার নামার আগেই বলো। এবং সোজা করে বলো। অন্ধকারে এই গুহাটাকে ঘেন্না লাগে। হিউহিউ আসলে কী? ওটা কি এখনও বেঁচে আছে না মারা গেছে? বেঁচে থাকলে কোথায় আছে? আর ওই জিনিস থাকুক বা না থাকুক, তুমি কেন চাইছ আমি ওটাকে খুঁজে বের করি? আমি জানি, তোমার সব ইচ্ছার পিছনেই কোনো না কোনো কারণ থাকে।'

'আপনার শেষ প্রশ্নটার উত্তর প্রথমে দিচ্ছি, মাকুমাজান। যেমনটা বললেন, আমার সব ইচ্ছার পিছনেই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে।'

এ পর্যন্ত বলে সে থেমে গিয়ে একবার তালি বাজাল। সাথে সাথেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ওর এক খাস চাকর। জিকালি তাকে কিছু একটা হুকুম করতেই সে দৌড়ে চলে গেল।

এবং ফিরে এল কয়েকটা চামড়ার থলে নিয়ে। সাধারণত যাদুকররা এ ধরনের থলে বহন করে। জিকালি ওটা খুলে আমাকে দেখাল। ব্যাগটা প্রায় খালিই বলা চলে। তলায় সামান্য একটু বাদামি রঙের গুঁড়ো পড়ে আছে।

'এ জিনিস নেশার খুব ভালো অষধু। সবচেয়ে ভালো। এমনকী তাদুকী, যেটা কি না অতীতের দরজা খুলে দিতে পারে, যার সাথে একদিন আপনারও পরিচয় ঘটবে, [**দি আইভরি চাইল্ড এবং নেশা দ্রষ্টব্য**] তার চেয়েও ভালো এ জিনিস। এটা দিয়েই আমি বেশির ভাগ "খেল" দেখাই। উদাহরণ হিসেবে, একটু আগে এই গুঁড়োর এক ছিটা দিয়েই আপনাকে আর হলুদ মানুষ হ্যান্সকে আগুনের মাঝে দেখিয়েছি হিউহিউর ছবি।'

আমি বললাম, 'বলতে চাইছ, এটা একটা বিষ?'

'আরেকটা ওষুধ এর সাথে মেশালে এটাও অত্যন্ত শক্তিশালী একটা বিষে পরিণত হবে। এতই শক্তিশালী যে, একটা কাঁটার ডগায় ওই বিষের এক ছিটা দিয়ে সেটা সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধার গায়ে ফুটিয়ে দিলে, তাকেও নির্ঘাত মরতে হবে। অথচ কোথাও কোনো প্রমাণ থাকবে না। কিন্তু মন এবং আত্মার ওপর এর কিছু ভালো প্রভাবও আছে। তবে সেটা আপনাদের বলব না। কারণ বললেও কিছু বুঝবেন না। যা-হোক, গোটা আফ্রিকাতে এই ওষুধের গাছ আছে শুধু একটা জায়গাতেই। সেটা হলো হিউহিউর বাগান। এদিকে এ জিনিস শেষবার পেয়েছি অনেক অনেক আগে। এমনকী আপনার জন্মেরও আগে। জানতে চাইবেন না কী করে।'

'ও জিনিস না পেলে, জুলুরা যাকে বলে "যাদু" আর আপনার মতো সাদা জ্ঞানী লোকেরা যাকে বলেন, "কৌশল", সেটা শেষ হয়ে যাবে। লোকেরা তখন বলবে, পথ উন্মুক্তকারীর শক্তি শেষ হয়ে গেছে। তারা তখন অন্য কোনো যাদুকরের কাছে যেতে

চাইবে।'

শুনে আমি বললাম, 'তা হলে কাউকে পাঠিয়ে ওই জিনিস আনিয়ে নিচ্ছ না কেন?'

'হিউহিউর বাগান থেকে চুরি করার মতো সাহসী লোক কোথায় পাব? একমাত্র, আপনারই সেই সাহস আছে। আপনার মনের কথা পড়তে পারছি। ভাবছেন, ওই পাতা নিয়ে আসার জন্য ওখানকার লোকদের হুকুম করছি না কেন? কারণটা হচ্ছে, মাকুমাজান, ওই দেশের অধিবাসীরা কখনোই তাদের দেশ ছেড়ে বের হয়ে আসতে পারবে না। কারণ সেটা তাদের ধর্ম এবং আইন বিরুদ্ধ। আর যদি কোনোভাবে বের হয়-ও, তবুও একমুঠোর বেশি পাতা কোনোমতেই আনতে পারবে না। তাও আনতে হবে বিশাল চড়া "মূল্যের" বিনিময়ে। একবার প্রায় একশ বছর আগে, (ধরে নিচ্ছি, একশ বছর বলতে ও অনেক লম্বা একটা সময় বোঝাচ্ছে) তেমনই এক চড়া মূল্যের বিনিময়ে ও জিনিস আনিয়েছিলাম, যার সামান্য অবশিষ্ট আপনি এখন দেখলেন। তবে সেই গল্প বলে আপনাকে বিরক্ত করব না। অনেক লোক গিয়েছিল সেদিন। কিন্তু ফিরেছিল মাত্র দু'জন। তাও পাগল হয়ে। অবশ্য এমনটাই হবার কথা। হিউহিউকে সামনাসামনি দেখে জীবিত যে ফিরেছে তার পাগল হবারই কথা। আপনি যদি হিউহিউর দেখা পান তা হলে ওকে সুদ্ধ ওর সবকিছু ধ্বংস করতে ছাড়বেন না। নইলে ওর অভিশাপ আপনাকে তাড়া করে বেড়াবে সারা জীবনভর। অবশ্য মরে গেলে আর অভিশাপের ক্ষমতা থাকবে না। কিন্তু জীবিত অবস্থায় ওর ঘৃণা কোনো সীমা মানে না। ওর অভিশাপ যে কোনো জায়গায় পৌঁছাতে পারে। বা পারে ওর পুরোহিতেরা।'

'যত সব আজগুবি কথা। হিউহিউ যদি আসলেও থেকে থাকে, তা হলেও সেটা একটা বড় আকারের বনমানুষ বই কিছু

নয়। জীবিত হোক বা মৃত, কোনো বনমানুষকেই আমি ভয় পাই না।'

'শুনে খুশি হলাম, মাকুমাজান। আশা করি, সবসময়ই আপনার বুকের মধ্যে এমন সাহস থাকবে। সন্দেহ নেই, শুধু দেয়ালের গায়ে আঁকা বা আগুনে ফুটে ওঠা ছবিই আপনাকে ভয় পাইয়েছিল। যেমনটা হয়ে থাকে স্বপ্নে। স্বপ্ন অবশ্য বাস্তবের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কোনো একদিন হয়তো আপনি আমাকে বলবেন, কোনটা বেশি ভয়ানক ছিল, বাস্তবের হিউহিউ না ছবিতে আঁকা হিউহিউ। আপনি আরও প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল, হিউহিউ কে? এর সঠিক উত্তর আমার জানা নেই। প্রচলিত গল্প হচ্ছে, এখান থেকে অনেক উত্তরে, অনেক আগে একদল শ্বেতাঙ্গ লোক ছিল। বা বলা ভালো, তারা ছিল "প্রায় সাদা"। তাদের-ই গল্প এটা। যে লোক তাদের শাসন করত সে ছিল বিশাল-দেহী, ভয়ানক কুটিল, ভয়ঙ্কর রুক্ষ স্বভাবের আর অত্যন্ত নির্দয় মনের এক মানুষ। একই সাথে সে ছিল বিরাট এক যাদুকর। বা আপনার ভাষায় এক ভণ্ড প্রতারক। এতই খারাপ ছিল তার শাসন যে, একসময় সেখানকার জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এবং তারা বাহুবলে বেশি হওয়ায় সেই অত্যাচারী রাজাকে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। তখন সে সাথে করে নিয়ে যায় অল্প কয়েকজন মানুষ। এরা তার কাছ থেকে পালাতে পারেনি। দক্ষিণে সে হাজার মাইল চলে যায় বসতি করার উপযুক্ত জায়গার খোঁজে। তারপর পছন্দমতো জায়গা পেয়ে সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে। শুনেছি সেই জায়গাটা ছিল একটা পাহাড়ের ছায়ায়। পৃথিবীর বয়স যখন কম ছিল, তখন ওই পাহাড়টা থেকে আগুন ঝরে পড়ত। শুনেছি এখনও নাকি সময় সময় পাহাড়টা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। ওই জাতি ওয়ালু নামে পরিচিত। তারা সেখানে পাহাড় থেকে ঝরে পড়া

কালো পাথর দিয়ে উত্তর দেশীয় কায়দায় একটা শহর গড়ে নেয়। কিন্তু সেই বিশাল-দেহী যাদুকর এদের ওপরও চালাতে থাকে তার দুঃশাসন আর নিষ্পেষণ। ওদেরকে সে তার জন্য শহর আর বাড়ি বানাতে এবং খনির জন্য অমানুষিক খাটুনি খাটতে বাধ্য করে। ওই যাদুকরকে ওখানকার লোকেরা পূজাও করত। শেষে বাধ্য হয়ে এক রাতে তারা তাকে মেরে ফেলে। কিন্তু মারা যেতে সে অনেক সময় নেয়। কারণ, কীভাবে যাদুর ক্ষমতা ব্যবহার করতে হয় তা সে জানত। যা-হোক, মারা যাওয়ার সময় সে ওদের বলে যায় যে, তার মৃত্যুতেই ওয়ালুরা মুক্তি পাবে না। সে আবার ফিরে আসবে। এবং আসবে এর চেয়ে বহুগুণ খারাপ রূপে। এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সে ওয়ালুদের শাসন করে যাবে। সে ওদের অভিশাপ দিয়ে যায়, কেউ যদি তার নির্বাচিত এই পাহাড় ঘেরা এলাকা ছাড়ার চেষ্টা করে তা হলে তাদের ওপর নেমে আসবে ভয়ঙ্কর অভিশাপ। তারা কেউ বাঁচবে না। পরবর্তীতে তেমনই হয়েছিল। অন্তত এমনটাই আমাকে বলা হয়েছে। ওই দেশ থেকে বের হতে হলে, নদী পার হয়ে একটা মরুভূমিও পাড়ি দিতে হয়। শুনেছি, ও দেশের কেউ যদি নদী পার হয়ে সেই মরুর বালিতে পা দেয়, সে অবশ্যই মারা যায়। কখনও হঠাৎ কোনো অজানা অসুখে পড়ে, আবার কখনও মারা পড়ে মরু আর নদীর সঙ্গমে তৈরি হওয়া জলাভূমিতে পানি খেতে আসা সিংহ বা অন্য কোনো শিকারি প্রাণীর দাঁতে। ওই জলায় পানি খেতে সিংহ ছাড়াও আসে হাতি, মহিষ সহ আরও হাজারো জাতের প্রাণী।'

শুনে আমি বললাম, 'হয়তো জলাভূমির জ্বরে তারা মারা পড়ে।'

'হতে পারে। অথবা হয়তো বিষ বা অভিশাপের কারণে তারা মরে। মোদ্দা কথা, কোনো না কোনোভাবে তারা মারা পড়েই। সে কারণেই এখন আর কেউ ওদেশ ছেড়ে বের হয় না।'

'নিজেদের রাজাকে মেরে ফেলার পর ওয়ালুদের কী হলো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। কারণ, গল্পটা আমাকে আকৃষ্ট করেছে। যদিও জানতাম এটা শেষ পর্যন্ত গল্পই, তবু জানতে চাইলাম। কারণ আদিবাসীদের রঙ চড়ানো গল্পের আড়ালে সরিষা সমান হলেও সত্য লুকিয়ে থাকে। তা ছাড়া, আফ্রিকা আসলেই বিশাল এক দেশ। এর ভেতর এখনও আছে অনেক রহস্যময় জায়গা আর অদ্ভুত সব লোক।

'ওদের সাথে খুব খারাপ ঘটনা ঘটে। রাজা মারা যাওয়ার সাথে সাথেই ওদের শহরের পিছনের পাহাড় জেগে ওঠে। ওটার ভেতর থেকে উথলে বেরিয়ে আসে গরম ছাই আর তরল আগুন (লাভা)। ফলে ওরা বাধ্য হয় ওদের দেশকে ঘিরে রাখা নদী পাড়ি দিয়ে পাশের জঙ্গলে আশ্রয় নিতে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া সেই নদীর পাড়ে আজও ওরা বাস করছে। এটাই সেই নদী যার কথা একটু আগে বলেছিলাম যে জলাভূমিতে গিয়ে মিশেছে এবং তারপর মরুভূমিতে গিয়ে শুকিয়ে গেছে। অন্তত, শতবর্ষ আগে আমার সংবাদবাহীরা যখন হিউহিউর বাগান থেকে পাতা নিয়ে এসেছিল তখন এমন বর্ণনাই দিয়েছিল তারা।'

'মনে হয় আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা উদগীরণের পর ওরা নিজেদের শহরে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছিল,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, মাকুমাজান, ভয় পাচ্ছিল। তবে যে জিনিসকে ওরা ভয় পাচ্ছিল, সেটার রোষের ফল আপনিও দেখবেন। সে সময় পাহাড় থেকে নেমে আসা বিষাক্ত গ্যাস ওদের অনেক লোক মেরে ফেলে। আর কতককে বানিয়ে ফেলে পাথরের মূর্তি। হ্যাঁ, মাকুমাজান, ওদের গবাদি পশু, কুকুর ইত্যাদি মূর্তি হয়ে এখনও সেখানে ওভাবেই আছে।'

শুনে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। হা, হা, করে হেসে ফেললাম। এমনকী দাঁত বের হয়ে গেল হ্যান্সেরও।

জিকালি তখন বলল, 'খেয়াল করেছি, মাকুমাজান, ঘটনার শুরুতে সব সময়ই আপনি আমার কথা শুনে উপহাস করেন আর হাসেন। কিন্তু অবশেষে আমিই আপনাকে নিয়ে হাসি। আমার বিশ্বাস, এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। ওখানে গিয়ে যদি ওই লোকগুলোকে ওভাবে বসে থাকতে না দেখেন তা হলে আপনাকে যে গরুগুলো আমি দিচ্ছি তার জন্য কোনো দাম দিতে হবে না। যদি পকেট ভরে হীরে নিয়ে আসেন তা হলেও না।'

তখন পম্পেইতে কী ঘটেছিল সেটা মনে পড়ল। হাসি বন্ধ হয়ে গেল আমার। কারণ অমন ঘটা একেবারে অসম্ভব বলা যাবে না।

জিকালি বলে চলেছে, 'আগুনে-পাহাড় ঘুমিয়ে পড়ার পরও ওই লোকগুলোর তাদের পুরানো শহরে ফিরে না যাওয়ার এটা একটা প্রধান কারণ। আরও একটা কারণ ছিল, মাকুমাজান। এবং সেটাই ছিল আসল। সেটা হচ্ছে, ওরা বুঝতে পারে যে ওরা অভিশপ্ত হয়ে গেছে।'

'অভিশপ্ত! কীসে ওদের অভিশপ্ত করল? পাথরের মূর্তিগুলো?'

'না। সেগুলো যথেষ্ট শান্ত হয়েই ছিল। যদিও তাদের আত্মারা এখন কী অবস্থায় আছে তা বলতে পারব না। ওরা অভিশপ্ত হয়েছিল তাদের রাজার দ্বারা। যাকে তারা মেরে ফেলেছিল, যে মরে হয়ে গিয়েছিল এক দানবীয় বনমানুষ, "হিউহিউ" এবং ফিরে এসেছিল ওদের মাঝে, তার দ্বারা।'

এবার আর হাসলাম না। যদিও এ গল্পটা মানুষের পাথুরে মূর্তি হয়ে যাওয়ার চেয়েও বেশি গাঁজাখুরি বলে মনে হচ্ছিল। তবে আমার জানা ছিল, এ ধারণা আফ্রিকায়, বিশেষ করে মধ্য আফ্রিকায় ব্যাপক প্রচলিত এবং খুব সাধারণ একটা বিশ্বাস। ওরা মানে, রাজা যদি জীবদ্দশায় খুব অত্যাচারী হয় তা হলে মৃত্যুর পর কোনো হিংস্র জানোয়ারের রূপে আবার সে ফিরে আসবে তাদের

কাছে। তখন সে হতে পারে বিশাল এক অত্যাচারী হাতি বা মানুষখেকো সিংহ, এমনকী কোনো ভয়ানক বিষধর সাপ! এবং অবধারিতভাবে সেটা হবে অমর। কোনো মানুষ তাকে মারতে পারবে না। অন্তত তার পরিচিত কোনো মানুষ তো নয়ই। আমার অভিজ্ঞতায় এমন অনেক ঘটনার মুখোমুখিই হতে হয়েছে। কাজেই এ কথাটা আর আশ্চর্য লাগেনি। তবে দানবের অস্তিত্বে আমার মোটেও বিশ্বাস ছিল না। কোনোভাবে ওটা যদি বাস্তবে থেকেও থাকে, তা হলেও সেটার বড় কোনো গরিলা হবার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। হয়তো সেটা ছিল নদীর পানিতে ভেসে এসে দ্বীপে আশ্রয় নেয়া এক গরিলা মাত্র।

জিকালিকে প্রশ্ন করলাম, 'তো সেই আত্মা কী করে? লোকজনের ওপর বাদাম বা পাথর ছুঁড়ে মারে?'

'না, মাকুমাজান। এটা তার চেয়েও অনেক বেশি খারাপ। কোনো একসময় এটা মূল ভূখণ্ডে চলে যায়। কেউ বলে গাছের গুঁড়িতে চড়ে। কেউ বলে, সাঁতরে। আবার কেউ বলে আত্মা যেভাবে যায় সেভাবেই সে নদী পার হয়েছিল। সেখানে গিয়ে যাকেই সামনে পায় তাকেই সে মাথা মুচড়ে মেরে ফেলে। কোনো পুরুষই ওটার সাথে লড়ার শক্তি রাখে না। আর নারীদের বেলায়, সেই নারী যদি হয় বয়স্ক এবং অসুন্দর, তা হলে তার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু সুন্দরী হলে আর যদি তাকে দানবটার মনে ধরে, তা হলে শয়তানটা তাকে দ্বীপে নিয়ে যায়। নিয়ে বাধ্য করে তার বাগানে কাজ করতে। কথিত আছে অমন মহিলাতে সেই দ্বীপ পূর্ণ। তার ওপর এ কথাও শুনেছি, দ্বীপে তাদের সন্তানও আছে অনেক। ভয়ঙ্কর-দর্শন, সারা গা লোমে ভরা, আধা মানুষ, আধা হিউহিউ। আধা মানুষ বলছি, কারণ তারা আগুন জ্বালাতে পারে, তীর-ধনুক এবং গদা ব্যবহার করতে জানে। এই বন্যদের হিউহুয়া নামে ডাকা হয়। এদের সাথে ওয়ালুদের লড়াই চলছে বহু আগে

থেকে।'

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আর একটা ব্যাপার। বছরের একটা নির্দিষ্ট পূর্ণিমার রাতে, ওয়ালুদের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে নদীর ধারে নির্দিষ্ট একটা পাথরের ওপর বেঁধে রেখে আসতে হয়। এবং পরদিন সকালে তারা সেখানে ফিরে যায়।'

'ফিরে গিয়ে কী পায় তারা?'

'দেখতে পায় মেয়েটি নেই। সেক্ষেত্রে তারা ধরে নেয় হিউহিউ তাদের ওপর খুশি হয়েছে। তখন মেয়েটির আত্মীয় স্বজন ছাড়া বাকি সবাই খুশি হয়। অথবা দেখে, আক্ষরিক অর্থেই মেয়েটিকে ছিঁড়ে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ হিউহিউ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন সবাই চিৎকার করে কাঁদে। মেয়েটির জন্য নয়, তাদের নিজেদের জন্য!'

'কিন্তু কেন তারা আনন্দ বা দুঃখ করে?'

'কারণ, মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হলে ওরা ধরে নেয়, সেই বছরের জন্য হিউহিউ বা হিউহুয়ারা তাদের ওপর খুব একটা অত্যাচার করবে না। তাদের ফসল পরিপক্ব হবে এবং তারা বড় কোনো অসুখেও পড়বে না। কিন্তু সেই মেয়েটিকে যদি মেরে রেখে যাওয়া হয়, তা হলে হিউহিউ বা তার চাকরেরা ওয়ালুদের সারা বছর চরম অণ্যাচারে জর্জরিত করে তুলবে। তাদের মেয়েদের তুলে নিয়ে যাবে। তাদের ফসল ফলবে না এবং প্রবল জ্বর-জরা তাদের ওপর পড়বে। সে কারণে কুমারী বলিদান তাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এক অনুষ্ঠান। আর তাই বলি কবুল হলে তারা আনন্দ করে। আর মৃত কুমারীকে দেখলে তারা কান্নাকাটি এবং শোক করে।'

'দারুণ সব ব্যাপার। ওয়ালুরা কী এই ধর্ম নিয়ে খুশি?'

'কোনো ধর্ম কী আদপেই মানুষকে খুশি করতে পারে,

মাকুমাজান? পৃথিবীতে জন্মানো কোনো মানুষই কী দুঃখ, কান্না, অসুখ, মৃত্যু, শোক এসব এড়িয়ে খুশি হতে পারে? এমনকী আপনারা সাদা মানুষরাও এসবে ভুক্তভোগী। এবং আপনাদেরও নিজস্ব হিউহিউ বা শয়তান আছে। সে-ও আপনাদের কাছ থেকে এমন বলি দাবি করে। কিন্তু বলি পেলেও সে আপনাদের ওপর অত্যাচার করতে ছাড়ে না। আপনারাও তার ওপর খুশি নন। তারপরও যুদ্ধ, মৃত্যু আর রক্তের বলি চড়ান আপনারা। এভাবেই সে তার ক্ষমতার জালে আপনাদেরও বন্দি করে রেখেছে। ওই জাল থেকে একটু রেহাই পাওয়ার জন্য আপনারা যা করেন আমরাও তাই করার চেষ্টা করি। আমরা কেউই এখানে ব্যতিক্রম নই। তারপরও, আপনারা আমরা সবাই যদি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, তখন হয়তো তার শক্তি কমে যাবে। হয়তো তখন সম্ভব হবে তাকে মারা। কিন্তু তারপরও কেন আমরা আমাদের কুমারীদের, আমাদের সত্যনিষ্ঠা আর চিত্তের বিশুদ্ধতা তার কাছে হারিয়ে বসি? তা হলে যারা নিজেদের জীবন বাঁচাতে হিউহিউকে পূজা করে, কোন্‌দিক দিয়ে তাদের চেয়ে ভালো হলাম আমরা?'

কথাগুলো দারুণ নাড়া দিয়ে গেল। এর মুখে এমন কথা শুনব বলে আশা করিনি কখনও। এ বিষয়ে কথা বাড়াতে চাইছিলাম না। তাই নম্র সুরে বললাম, 'আমি মনে করি না, আমরা আসলেই উন্নততর।' তারপর আরও একটু বাস্তবের দিকে কথার মোড় ঘোরানোর জন্য বললাম, 'হীরের ব্যাপারে বলো। ওই জিনিস কীভাবে খুঁজে পাব?'

'হ্যাঁ, হীরে। আমার মনে হয়, সাদা মানুষরা আপনাদের হিউহিউকে খুশি করতে এ জিনিসেরও বলি চড়ান। যা-হোক, ওয়ালুদের কাছে হীরে অনেক আছে। অবশ্য তাদের কাছে এর তেমন কোনো মূল্য নেই। কারণ ওরা বিনিময় বা ব্যবসা করে না। তবে ওদের মেয়েরা জানে এই পাথরগুলো দেখতে বেশ

সুন্দর। পাথরে ঘষে চকচকে করে চুলের জাল বানিয়ে ওটা তারা ব্যবহার করে। কারণ হীরের গায়ে ফুটো করার কৌশল তারা জানে না। ধাতুর সাথে ব্যবহারও করতে পারে না। তবে খাওয়া দাওয়া করার প্লেট বানানোর সময় সেটার গায়ে এ জিনিস বসিয়ে দেয় ওরা। এবং ছোট ছোট পাথর বসিয়ে দারুণ সব নকশা তুলতে জানে। মনে হয় পাহাড়ের কোনো গুহার ভেতর থেকে পানির স্রোতের সাথে বের হয়ে আসে হীরে এবং আরও কিছু লাল রঙের পাথর। পরে সেগুলো নদীর পানির সাথে ভেসে চলে যায় ওখানে। যেভাবেই যাক না কেন, নদীর তীরে এগুলো প্রচুর পরিমাণে খুঁজে পায় তারা। ওগুলো ছাঁকার জন্য চুল বা সে ধরনের কিছু দিয়ে ঘন করে বানানো চালুনি ব্যবহার করা হয়। এ কাজে লাগিয়ে দেয়া হয় ওদের বাচ্চাদের। দাঁড়ান দেখাচ্ছি, পাথরগুলো দেখতে কেমন। আমার দূত আসার সময় ও জিনিসও এক-দুমুঠো নিয়ে এসেছিল।'

এই বলে জিকালি হাতে তালি বাজাল। সাথে সাথে ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে এল জিকালির এক খাস ভৃত্য। তাকে জিকালি কিছু একটা হুকুম করতেই সে দৌড়ে ঘরে গিয়েই আবার ফিরে এল সাথে সাথেই। হাতে করে নিয়ে এল অতি পুরানো, কুঁচকানো চামড়ার থলে। দেখতে লাগছিল আদ্যিকালের চামড়ার গ্লাভসের মতো। তবে এর ভিতরে কিছু একটা ছিল। গেরো খুলে চামড়ার ঠোঙাটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল জিকালি। দেখি ওর ভেতর অনেকগুলো ছোট ছোট উজ্জ্বল চকচকে পাথরের টুকরো। হীরে! রঙ দেখে ধারণা করলাম, বেশ ভালো মানের হীরে ওগুলো। তবে আকাটা এবং পালিশ ছাড়া। ওর মধ্যে আবার অন্য রঙের দুয়েকটা পাথরও উঁকি দিচ্ছিল। সম্ভবত রুবী। নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। আন্দাজ করলাম, ভিতরের বস্তু সহ এই চামড়ার ঠোঙার দাম হবে দুই থেকে তিনশ পাউণ্ড। ওগুলো

ফেরত দিতে গেলাম। তখন সে হাত নেড়ে বলল, 'রেখে দিন। এগুলো আমার কোনো কাজে আসে না। হিউহিউর দেশে যখন এই জিনিস খুঁজে পাবেন তখন এর সাথে মিলিয়ে দেখবেন। বুঝতে পারবেন, এই একটা ব্যাপারে অন্তত মিথ্যা বলিনি।'

'"যখন" ওই দেশে যাব? বলো তা হলে, দেশটা আসলে কোথায়? আর কীভাবেই বা ওদেশে যাব?'

'এ ব্যাপারটা নিয়ে আগামীকাল কথা বলতে চাইছি, মাকুমাজান। আজ রাতে না। কারণ দুটো ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারলে কথা বলাটাই হবে নিঃশ্বাসের অপচয়। প্রথমত, জানতে হবে যে আপনি ওদেশে যাবেন কি না। দ্বিতীয়ত, আপনি যদি ওয়ালুদের দেশে যানও, তা হলে ওরা আপনাকে স্বাগত জানাবে কি না।'

আমি বললাম, 'তা হলে, যখন দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর জানতে পারব, তখনই প্রথম প্রশ্নটার সম্পর্কে কথা বলব। কিন্তু আমাকে বোকা বানাতে চাইছ কেন? যতটুকু বুঝেছি, এই ওয়ালু আর হিউহিউ, উভয়ই এখান থেকে অনেক দূরে বাস করে। তা হলে আগামীকালের মধ্যেই কীভাবে ওদের কাছ থেকে উত্তর জানবে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

উত্তরে তন্দ্রালু কণ্ঠে সে বলল, 'উপায় আছে, মাকুমাজান, উপায় আছে,' বলে তার বিরাট মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকিয়ে দিল। যেন নেশা ধরেছে।

বেশ কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তখন খেয়াল করলাম, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ঠিক তখনই শুনতে পেলাম মাথার ওপর তীক্ষ্ণ কিচকিচ জাতীয় শব্দ। অনেকটা যেন ইঁদুরের মতো। আকাশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভয় পাওয়া কণ্ঠে হ্যান্স বলল, 'দেখুন, বাস। আত্মারা আসছে ওর কাছে।'

আকাশের দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম, অনেক উপরে

উড়ছে তিনটা ডানা মেলা আকৃতি। সেগুলো নেমে আসছিল নীচের দিকে। বাদুড়। বিশালাকার এবং শয়তান মার্কা চেহারার বাদুড়। নীচে এসে ওগুলো আমাদের মাথার এত কাছ দিয়ে বৃত্তাকারে উড়ছিল যে, দুবার ওগুলোর ডানা বাড়ি দিল আমার মুখে। সারা শরীর শিরশিরিয়ে উঠল তখন। আর চক্কর কাটার সময় ঠিক কানের পাশে এসে তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ছিল শয়তানের দাসগুলো। ওদিকে বাদুড়গুলোর একটা হ্যান্সের মাথার চারদিক ঘুরে ঘুরে ওকে পরখ করছিল। আর হ্যান্স চেষ্টা করছিল হ্যাট দিয়ে বাড়ি মেরে ওগুলোকে দূরে রাখতে। তখন সেই বাদুড়টা হঠাৎ হ্যান্সের আঙুল কামড়ে ধরে ঝুলে পড়ে। অন্তত, ওর আর্ত-চিৎকার শুনে তেমনটাই মনে হয়েছিল আমার। এরপরই হ্যাটটা মাথায় বসিয়ে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে বসে থাকে ও। তখন বাদুড়গুলোর মনোযোগ ঘুরে যায় জিকালির দিকে। জিকালিকে ঘিরে চক্করের পর চক্কর দিতে দিতে ওর মাথার একদম কাছে চলে যায় ডানাওয়ালা শয়তানগুলো। শেষে, দুটো গিয়ে একদম জিকালির কান ঘেঁষে বসে ওর কাঁধের ওপর। এবং শুরু করে "ওদের ভাষায়" কথা বলা। (পড়ুন, স্লেটের ওপর চক ঘষার তীক্ষ্ণ চিকচিক)। ওদিকে তৃতীয় বাদুড়টা জিকালির চিবুক ঘেঁষে বসে ওটার কুৎসিত মাথাটা ঠেসে দিল জিকালির ঠোঁটের দিকে।

ঠিক এ সময় মনে হলো সচেতন হয়ে উঠল জিকালি। ওর খোলা চোখের মণি একটু বড় হলো। সে এমনভাবে ওই বাদুড়গুলোর পিঠে হাত বুলাতে থাকল যেন ওগুলো ওর পোষ মানানো পাখি। তার ওপর সে তার চিবুক ধরে ঝুলে থাকা বাদুড়টার সাথে কথা বলতে শুরু করল। তবে ভাষাটা ছিল আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এবং প্রতিবার ওর কথার জবাবে শুনতে পেলাম স্লেট পেনসিলের ঘষাঘষির তীক্ষ্ণ শব্দের প্রত্যুত্তর। তখন হঠাৎ করে একবার হাত ঝাপটাল সে। সাথে সাথে ডানা মেলে

ওগুলো। ওর মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশে মিলিয়ে গেল বদমাশ চেহারার খেচরগুলো।

ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে জিকালি তখন বলে, 'আমি বাদুড় পুষি। আর দেখতেই পাচ্ছেন, ওগুলোও আমাকে পছন্দ করে। আগামী কাল সকালে আসুন, মাকুমাজান। আশা করি, তখন বলতে পারব ওয়ালুদের দেশে গেলে ওরা আপনাকে স্বাগত জানাবে কি না। বা তাদের দেশের রাস্তা আপনাকে দেখাবে কি না।'

কাজেই আমরা ওখান থেকে কৃতজ্ঞ চিত্তে চলে এলাম। কারণ অমন বাদুড় নৃত্য আর অদ্ভুত সব কথাবার্তার পর জিকালির উপস্থিতি নার্ভের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করছিল। তা ছাড়া ততক্ষণে অন্ধকারও নেমে গিয়েছিল। জিকালির ওই বিশ্রী গুহা থেকে বেরিয়ে আসার সময় হ্যান্স আমাকে প্রশ্ন করল, 'বাস, জিকালির কাঁধে আর চিবুক ধরে ঝুলে থাকা ওগুলি আসলে কী?'

'বাদুড়। অনেক বড় বাদুড়। এই তো, আর কী?'

'আমার তো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস মনে হচ্ছে, বাস। আমার মনে হয় ওগুলো ওর আগেরই পরিচিত। জিকালি এখন বাদুড়গুলোকে পাঠাচ্ছে ওয়ালুদের দেশে, যেমনটা করবে বলে আপনাকে কথা দিয়েছে।'

'হিউহিউ আর ওয়ালুদের গল্প বিশ্বাস করে বসে আছ তুমি? করতে পার, তবে আমি বিশ্বাস করছি না,' বললাম আমি।

'আমি বিশ্বাস করি, বাস। আরও বিশ্বাস করি, ওয়ালুদের দেশে আমরা যাব। কারণ, জিকালি সেটাই চায়। এমন কেউ কী আছে, বাস, যে জিকালির ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে?'

অধ্যায় ৫

অ্যালানের শপথ

জিকালির কালো গুহার প্রতিবেশী হয়ে কখনোই রাতে আমার ভাল ঘুম হয় না। মনে হয়, আশপাশ দিয়ে সবসময়ই ঘোরাঘুরি করে শয়তানের চেলা চামুণ্ডারা। সেই রাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নির্ঘুম চোখ মেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জেগে ছিলাম। আর চিন্তা করছিলাম ওয়ালু জাতি আর ওদের দানব দেবতা হিউহিউকে নিয়ে। নিথর নিস্তব্ধ সে রাতে মাথায় শুধু ওগুলোই ঘুরছিল। হঠাৎ হঠাৎ নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিচ্ছিল রাতের শিকারি পাখির তীক্ষ্ণ ডাক। বা হয়তো সেটার থাবায় ধরা পড়া শিকারের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ। কখনও আবার পাহাড়ের ভেতর থেকে ভেসে আসছিল বেবুনের ডাকের প্রতিধ্বনি।

জিকালির গল্পটা আমার কাছে নিছক গল্প ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিল না। তারপরও বলতেই হচ্ছে, বিশাল এই আফ্রিকার বুকে এখনও এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের জীবনধারা ভীষণ রহস্যময়, অদ্ভুত এবং চরম কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সে কুসংস্কারের নিগড় এতই গভীর যে, তা উচ্ছেদ করার উপায় ভেবে কূল পাওয়া যায় না। তবে একটা ব্যাপার স্বীকার করতেই হবে, ভীষণ অদ্ভুত হলেও এই গল্পটায় কিছুটা সত্যতা আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গুহায় আমরা যে ছবিটা দেখেছিলাম, যাদু দিয়েই হোক বা হোক অজানা কোনো কৌশলে, আগুনের মাঝে সেই ছবিটা

আমাদের দেখিয়েছিল জিকালি। আবার, হীরা এবং রুবী বা স্পিনেল বা যাই হোক না কেন, সেগুলো তখন আমার পকেটে। সম্ভবত ওগুলো কোনো গোপন উৎস অথবা বহু দূরের কোনো দেশ থেকে এসেছে। এ কথা বলছি, কারণ, আশপাশের বেশ অনেকটা এলাকা জুড়েই আমি ঘুরেছি। কিন্তু কোথাও অমন কোনো পাথর পাওয়া যায় বা গেছে বলে শুনিনি। কিম্বার্লিতে হঠাৎ হঠাৎ কখনও দুয়েকটা খুঁজে পাওয়া গেলেও সেগুলো সাধারণত হয়ে থাকে খুবই নিম্ন মানের।

তারপরও একটা এলাকায় হীরা খুঁজে পাওয়ার সাথে বাস্তবে হিউহিউর অস্তিত্ব থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই হীরা বা অন্য পাথরগুলো আসলে হিউহিউর ব্যাপারে কিছুই প্রমাণ করছিল না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, হিউহিউ যদি সত্যি থেকে থাকে, তা হলে আমি আসলেই কি সেটার মুখোমুখি হতে চাই? একভাবে চিন্তা করলে, অবশ্যই না। কিন্তু আরেকভাবে ভাবলে, চাই তো বটেই!

সবসময়ই আমার কৌতূহল একটু বেশি। সেদিক থেকে চিন্তা করলে, অন্য কোনো সাদা মানুষের আগে এমন একটা দানব নিজ চোখে দেখা তো দারুণ ব্যাপার। সেই সঙ্গে এটার সাথে লড়াই করা এবং একে মারতে পারার উত্তেজনা যোগ হলে তো কথাই নেই। আমার চোখে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দাঁড়িয়ে আছে স্টাফ করা হিউহিউ! সামনে একটা প্ল্যাকার্ড, তাতে লেখা:

"মধ্য আফ্রিকা হতে অ্যালান কোয়াটারমেইন কর্তৃক শিকারকৃত ও সংগৃহীত"।

মনে হচ্ছিল, তখন এই অখ্যাত আমি রাতারাতি বিখ্যাত বনে যাব। লণ্ডন নিউজে ছাপা হবে আমার নাম। সাথে থাকবে

হিউহিউর বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি এমন একটা ছবি। আবার মনে হলো, হিউহিউর যে চেহারা-সুরত, তাতে ঘটনা পুরো উল্টে যেতেও বেশি সময় না-ও লাগতে পারে। তখন ওটার পা থাকবে আমার বুকের ওপর। এবং গুহার সেই ছবিটার মতো, মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলা আমার মাথাটা হয়তো থাকবে হিউহিউর হাতে! সেক্ষেত্রে অবশ্য নামী-দামী পত্রিকাগুলো আমাকে নিয়ে কিছুই ছাপবে না।

তা ছাড়া এই গল্পটাতে ভীত, আতঙ্কিত মানুষে ভরা একটা শহরের কথা বলা আছে। ভৌতিক কোনো ব্যাপার স্যাপারের কথা যেহেতু বলা হয়নি, কাজেই এটা সত্য হতে পারে। আবার মিথ্যাও হতে পারে। তবে এ ধরনের কোনো জায়গার কথা আজকের আগে আমার কানে কখনও পৌঁছায়নি। আর শহরটা যদি আসলেই থাকে, তা হলে এমন একটা জায়গার আবিষ্কারক হওয়াও তো দারুণ একটা ব্যাপার। তারপরই মনে হলো, ধুর, এসব কী আবোল তাবোল ভাবছি! জিকালির গল্প স্রেফ একটা কল্পকাহিনি ছাড়া কিছু না। তবে ওর গল্পটা আরেকটা ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। অনেক আগে, তরুণ বয়সে একবার একটা গল্প পড়েছিলাম। একটা ঝলকের মতো সেটা আমার মনের পর্দায় খেলে গেল। আমার বাবা ছিলেন একজন সুশিক্ষিত পণ্ডিত। তাঁর কাছে গ্রিসের ইতিহাস নিয়ে লেখা একটা বই ছিল। এতে ছিল এনড্রোমিডা নামে এক মহিলার কথা। সে ছিল সেখানকার এক রাজ্যের রাজকন্যা। তার বাবা একবার দেশ থেকে দুঃখ-দৈন্য, অসুখ-বিসুখ দূর করার জন্য এবং নিজের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে তাকে এক পাথরের ওপর বেঁধে রাখে বলি দেয়ার উদ্দেশ্যে। সেই বইয়ে বলা ছিল যে, সাগর থেকে উঠে আসবে এক মহাদানব "ক্র্যাকন"। ওটা তার মেয়েকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে। ঠিক সেই সংকটময় মুহূর্তে হঠাৎ আবির্ভাব হয় এক উদ্ধারকর্তার।

তার নাম ছিল পারসিয়াস। সে ওই সাগর দানবকে হত্যা করে এবং এনড্রোমিডাকে করে নেয় নিজের স্ত্রী।

এই হিউহিউর গল্পও কী প্রায় একই চেহারা নিচ্ছে না? এখানেও এক কুমারীকে বলির পাথরে বেঁধে রাখা হয়। এখানেও আসে এক দানব। তবে সাগরের পরিবর্তে সে উঠে আসে লেক থেকে। এবং তুলে নিয়ে যায় অভাগা কুমারীকে। গল্প দুটোয় এতই মিল ছিল যে, ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম, এটা হয়তো গ্রীসের সেই প্রাচীন উপকথার ছায়া অবলম্বনে রচিত। পার্থক্য শুধু, হিউহিউর দেশে পারসিয়াস নেই। ওই চরিত্রটা চিত্রায়ন করতে হবে আমাকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে মেয়েটিকে নিয়ে আমি কী করব? তাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেব? কারণ বিয়ে করার কোনো রকম ইচ্ছা আমার নেই। আহ্, আহাম্মকের মতো এসব কী আবোল তাবোল ভাবছি! আমার ঘুমিয়ে পড়া উচিত।

এ চিন্তা করার এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যেই সেদিন ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙে এনড্রোমিডার পরিবর্তে নবী স্যামুয়েলের চিন্তা মাথায় নিয়ে! অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কী কারণে তার চিন্তা মাথায় এল? ওল্ড টেস্টামেন্টের ছাত্র হিসেবে, মনে পড়ে গেল, বলি দেয়ার গরু থেকে সলের আলাদা করা গরুর ডাক শুনে নবীর মধ্যে কী দারুণ ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ জেগে উঠেছিল।

আমার কানেও তখন ভেসে আসছিল গরুর ডাক। হয়তো এর কারণেই অবচেতনভাবে আমার মাথায় ওই গরুগুলোর কথা চলে আসে। ভাবছিলাম, ওগুলো কার গরু হতে পারে? আমাদেরগুলো তো সামনেই ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। বাইরে তাকালাম। দেখি এক কাফ্রি দারুণ সুন্দর কিছু গরুর একটা পাল নিয়ে এদিকে আসছে। সংখ্যায় ঠিক আঠারোটা। মনে পড়ল, জিকালি আমার কাছে সহজ শর্তে গরু বিক্রি করবে বলে কথা দিয়েছিল। মনে মনে বললাম, অন্তত এ জায়গায় ও নিজেকে একজন কথা রাখা যাদুকর বলে

প্রমাণ করেছে।

ট্রাউজারে পা গলিয়ে এগিয়ে গেলাম গরুগুলো দেখার জন্য। দেখলাম, ওগুলো ক্ষুরা রোগ থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছে। প্রচুর খাওয়া দাওয়া আর উপযুক্ত পরিচর্যা পেয়ে চেহারা-নকশাও ফিরেছে বেশ। গা থেকে যেন তেল গড়িয়ে পড়ছিল। যে অবস্থার কারণে ওগুলোর মালিক গরুগুলোকে এখানে ফেলে গিয়েছিল, সেই দুরবস্থা ওগুলোর আর মোটেও ছিল না। মনে হচ্ছিল যে কোনো জায়গায় যে কোনো কিছু টেনে নিয়ে যেতে ওগুলো ছিল একদম প্রস্তুত। এমনকী হ্যান্সও তার "বিশেষজ্ঞ" মতামত দিল ওগুলোর পক্ষে। বলল, নিশ্চিতভাবেই ওগুলোকে "সল্টেড" (কঠিন পরিবেশে দীর্ঘ সময় টিকে থাকার উপযোগী করা) করা হয়েছে।

নতুন গরুগুলোকে ওগুলোর রাখালের তত্ত্বাবধানে আলাদাভাবে ঘাস খেতে পাঠিয়ে দিলাম। চাইছিলাম না, আমার গরুগুলোর সাথে ওগুলো মিশে যাক। কারণ, আমারগুলোর মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে অসুস্থতার লক্ষণ। নাশতা করতে বসলাম দারুণ ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে। ভাবছিলাম, যেখানেই যেতে চাই না কেন, আমার কাছে এখন নতুন গরু আছে, কাজেই অসম্ভব নয়। এবং সময় হয়েছে জিকালির সাথে আবার দেখা করার। তবে হ্যান্স আমার সাথে যেতে চাইছিল না। অজুহাত দেখাচ্ছিল, নতুন আনা গরুগুলোকে সে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে চায়। তা ছাড়া, পাহারা না থাকলে জুলুরা হয়তো ওগুলো চুরিও করতে পারে। মুখে যত যাই বলুক, আসল কথা হচ্ছে, একান্ত বাধ্য না হলে ও কোনোমতেই বুড়ো জিকালির মুখোমুখি হতে চায় না। তবে ওকে আসতে বাধ্য করলাম। কারণ, ওর স্মৃতিশক্তি ছিল একদম প্রথম শ্রেণীর। তা ছাড়া, যেখানে জিকালির প্রশ্ন জড়িত, সেখানে কথা শোনার জন্য দুই কানের

চেয়ে চার কান থাকা ভাল।

আমরা জিকালির আস্তানায় গেলাম। সাথে সাথেই বলা হলো ভিতরে চলে যেতে। বরাবরের মতোই জিকালি বসে ছিল ওঠানে। এবং যথারীতি সামনে জ্বলছিল আগুন। শীত-গ্রীষ্ম যাই হোক, এই আগুনটা জিকালি কখনও নিভতে দেয় না।

জিকালি হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'গরুগুলো কেমন মনে হলো, মাকুমাজান?'

সাবধানে বললাম, 'পথ চলার পর বলতে পারব, কেমন।'

'বরাবরের মতোই সতর্ক আপনি। ওগুলো খুবই ভালো জাতের। এবং যেমনটা বলেছিলাম, ওগুলোর দাম ফিরে এসে দিলেই হবে।'

'কোথা থেকে ফিরে এসে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'যেখানেই যান না কেন। তবে আপনি এখনও জানেন না, কোথায় যাবেন।'

'না, জিকালি। জানি না,' বলে নীরব হয়ে গেলাম।

লম্বা একটা সময়ের জন্য নীরব হলো সে-ও। এতই লম্বা যে, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। শেষে বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করলাম, তার বন্ধু হিউহিউর কাছ থেকে সংবাদবাহী বাদুড় কী কোনো সংবাদ এনেছে?

'হ্যাঁ, খবর পেয়েছি। বাদুড় দিয়ে না। বলতে পারেন স্বপ্নে বা "দৃশ্য" দেখে। আবার বোকামি করলেন, মাকুমাজান। গতকাল বাদুড় দেখেছেন সত্যি। তাই বলে কি ধরে নেবেন ওগুলোকে আমি খবর আনা-নেয়া করতে ব্যবহার করি? ওগুলোকে বহু বছর ধরে খাইয়ে দাইয়ে পোষ মানিয়েছি। তাই ওগুলো আমার আশপাশে থাকে, উড়ে বেড়ায়। যখন ইচ্ছা আসে, যখন ইচ্ছা চলে যায়। অথচ আপনি ধরে বসে আছেন ওগুলোকে আমি হাজার মাইল দূরে পাঠিয়েছি খবর আনতে। এ তো এক কথায়,

অসম্ভব!

'তবে এখন আপনাকে সব সত্যি বলব। যারা আমার থেকে অনেক, অনেক দূরে থাকে, তাদের সাথে সরাসরি আমি যোগাযোগ করি না। বরং আমার চিন্তা ছড়িয়ে দিই সবখানে। সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে যায় আমার ভাবনা। যাতে যে কেউ আমার চিন্তা পড়তে পারে। হয়তো তখন এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে এক কী দু'জন ধরতে পারে বা বুঝতে পারে, আমি কী বলেছি। তবে হ্যাঁ, যেসব জ্ঞানী সাদা মানুষ তা পারে না, তাদের জন্য বাদুড় ছাড়া আর উপায় কী! সাধারণ প্রাকৃতিক সব জিনিস বুঝতেও কেন যাদু খুঁজতে যান, মাকুমাজান?'

মনে মনে বললাম, তোমার কাছে "প্রকৃতির" সংজ্ঞা আর আমার কাছে "প্রকৃতির" সংজ্ঞা এক জিনিস না। বদমাশটা আবার আমাকে নিয়ে মস্করা করা শুরু করেছে। এবং ব্যাপারটাকে টেনে আরও লম্বা করতে চাইছে দেখে আমি বললাম, 'এসব এতই সাধারণ ব্যাপার যে, মনে হচ্ছে এত কথা বলে তুমি আসলে নিঃশ্বাসের অপচয় করছ। আমি শুধু জানতে চাইছি, তোমার পাঠানো খবরের কোনো জবাব পেয়েছ কি না। সেটা যেভাবেই তুমি পাঠাও না কেন।'

'হ্যাঁ, মাকুমাজান, এই সকালেই জবাব পেয়েছি। ওয়ালুদের সর্দারের সাথে আমার আত্মা কথা বলেছে। তার বিশ্বাস, তার মতো তার সব প্রজাও আপনাকে স্বাগত জানাবে। তবে যারা হিউহিউর পুরোহিত, তারা হয়তো এ ব্যাপারটায় খুশি না-ও হতে পারে। তবে ওয়ালুদের দেশে গেলে আপনাকে সাহায্য করতে তার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব, তার সবই সে করবে। হীরে আনার ব্যবস্থা করে দেবে এবং আমি যে ওষুধ চাই তারও ব্যবস্থা করতে পারবে। এবং যতটুকু সম্ভব, চেষ্টা করবে আপনাকে বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে। তবে এর বিনিময়ে একটা উপহার সে

চায়।'

'কী উপহার?'

'আপনার হাতে হিউহিউর মৃত্যু।'

'কিন্তু যদি হিউহিউকে মারতে না পারি, তা হলে কী হবে?'

'তা হলে দর কষাকষির এখানেই সমাপ্তি।'

'তাই? আচ্ছা, বলো তো, ওদেশে গেলে কী আমি মারা যাব?'

'জীবন মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেয়ার আমি কে, মাকুমাজান? তারপরও...' এ পর্যন্ত বলে সে নস্যি নিতে নিতে একটু ধীরে বলল, 'আমার মনে হয় না আপনি ওখানে মারা যাবেন। তেমন মনে হলে আপনাকে বাকিতে গরু দিতাম না। আমার মনে হয়, এখনও পৃথিবীতে আপনার অনেক কাজ বাকি। যার মধ্যে আমারও কিছু কাজ আছে। ওগুলো আর কাউকে দিয়ে করানো সম্ভব না। সে কারণেই, আপনাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।'

কথাটা সত্যি। কোনো না কোনো অদ্ভুত কারণে এই বুড়ো যাদুকরের মনে আমার জন্য একটু নরম জায়গা আছে। যতবারই এমন কোনো অভিযানের জন্য আমাদের মিশতে হয়েছে, ততবারই ব্যাপারটা সে প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাই ও আমার সাথে কোনো শয়তানী করবে না বলেই মনে হয়। আরও একটা জিনিস তখন আমার মনে এল। তা হলো এই অভিযানে হয়তো দারুণ সব জিনিস দেখার বা জানার সৌভাগ্য আমার হবে। চিন্তাটা জিকালির কাছ থেকে লুকিয়ে গেলাম। অবশ্য কোনো চিন্তা যদি জিকালির কাছ থেকে আসলেই লুকানো সম্ভব হয় তা হলে আর কী। তারপর প্রশ্ন করলাম, 'কোথায় আমাকে যেতে হবে? কত দূর সে জায়গা? যদি রওয়ানা হই তা হলে কীভাবে সেখানে পৌঁছুব?'

'আহ্, এতক্ষণে আমরা অ্যাসেগাই ধরছি, মাকুমাজান।

(বোঝাচ্ছে, এতক্ষণে আসল কথায় আসছি)। শুনুন, বলছি।'

প্রায় একঘণ্টা ধরে নানা বিষয়ে বলে গেল সে। ওসব বলে এখন আর তোমাদের বিরক্ত করব না। কারণ জায়গার বর্ণনা দেয়া বিরক্ত করারই নামান্তর। মূল গল্পে ফিরে আসছি। এ পর্যন্ত বলে অ্যালান আমাকে (সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে বলা) বলল, আগামীকাল পর্যন্ত তো তুমি এখানে আমার সাথে থাকবে। পুরো গল্প বলতে আমার ওই পর্যন্তই সময় লাগবে। অবশ্য যদি পুরোটা শুনতে চাও, তা হলেই। সম্মত হতে অ্যালান বলে চলল:

আমাদেরকে জাম্বেজী পর্যন্ত তিনশ মাইল পথ উত্তরে যেতে হবে। তারপর পশ্চিমে আরও প্রায় তিনশ মাইল। এরপর একটা নির্দিষ্ট পাহাড়ের কাছে সরু একটা পথে পৌঁছানোর জন্য উত্তর-পশ্চিমে চলতে হবে আরও অনির্দিষ্ট পরিমাণ পথ। সেই পাহাড়ের কাছে পৌঁছে ওয়াগন ছাড়তে হবে। অবশ্য ততদিনে যদি ওয়াগন বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা হলেই। তারপর দুই দিন হাঁটতে হবে জলশূন্য মরুভূমির ওপর দিয়ে। তারপর দেখা পাব জলাভূমির মতো একটা মরূদ্যানের। ওখানেই দেখতে পাব সেই নদীটাকে যেটার কথা জিকালি বলেছিল যে, মরুতে এসে মিলিয়ে গেছে। এই জলা পার হয়ে বা ঘুরে গিয়ে একটা পাহাড়ি ঢাল পড়বে। এর মধ্য দিয়েই চলে গেছে দ্বিতীয় সরু পাহাড়ি পথ। এর পাশ দিয়েই হিউহুয়া ল্যাণ্ড থেকে নদীটা এসে পড়েছে মরুভূমিতে। জিকালির ভাষ্যমতে ওখানে ওয়ালুদের একটা দল নৌকা বা ক্যানু নিয়ে অপেক্ষায় থাকবে। ওই দেশে ঢুকার পর ভাগ্যে যা আছে, হবে তাই।

আজ রাতের মতো শেষ করার আগে তোমাদের একটা ম্যাপ দিতে চাই। এটা বানিয়েছিলাম ওয়ালুদের দেশে পৌঁছে, ওখানে

বসে। কেউ যদি ইচ্ছা করো- একটা কোম্পানি দাঁড় করে ওদেশে হীরে তুলতে যাবে, তখন এটা কাজে লাগবে। এবং এটা সাথে থাকলে পথ দেখানোর জন্য আমাকে নিয়ে টানাটানিও করতে হবে না।

[সম্পাদকের মন্তব্য: অ্যালান যদি তখন কোনো ম্যাপ দিয়েও থাকে, এত বছর পর আমি আর সেটা নিশ্চিতভাবে মনে করতে পারিনি। আর দিলেও সেটা হয়তো এত গোপনে আর যত্নে রেখেছিলাম যে, কোথায় রেখেছি সেটাই ভুলে গেছি। এদিকে, গল্পটা শোনার পর আজ প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে। ম্যাপের কথা মনে পড়েনি। কাজেই এখন ওটা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। তারপরও কোনোভাবে ওটা খুঁজে পেলেও সেটা প্রকাশ করা হবে বোকামি। কারণ, অ্যালান যেসব ল্যাণ্ডমার্ক এবং অন্যান্য জিনিস চিহ্নিত করে গিয়েছিল, এতদিনে সেসব অনেক বদলে গেছে। তা ছাড়া এমন সম্ভাবনাও প্রবল যে, ওই দিক চিহ্ন অনুসরণ করতে গেলে স্রেফ গুজবের পিছনেই ছুটতে হবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না।]

অ্যালান বলে চলেছে:

জিকালি পথ নির্দেশ দেয়া শেষ করলে পরে আমি বললাম, 'এটাই পথ! আমার তো তা হলে সরাসরি বলাই ভালো, ওই অপরিচিত দেশ আর অপরিচিত পথ ধরে এতদূর গিয়ে আমি কিছুই বের করতে পারব না। গাইড ছাড়া এ পথই বা কীভাবে খুঁজে বের করব? তারচেয়ে আমি প্রিটোরিয়ার দিকে রওয়ানা হচ্ছি। তোমার গরু সহই হোক অথবা ছাড়াই হোক।'

'মাকুমাজান, নিজেকে আমার এখন দারুণ চালাক বলে মনে হচ্ছে। কারণ আগেই ভেবেছিলাম, আপনি এ-কথা বলবেন। তাই একজন লোক প্রস্তুত করে রেখেছি। সে আপনাকে সোজা

হিউহিউর ঘরে নিয়ে যাবে। সে এখানেই আছে। ডাকছি তাকে,' বলে তার এক ভৃত্যকে ডাকল। লোকটা এলে পরে কিছু একটা হুকুম করল তাকে।

'ওই লোক কখন এল? কে সে? কতদিন ধরে এখানে আছে?'

'সে যে আসলে কে, তা আমিও ভালো জানি না। কারণ নিজের সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু সে বলে না। তবে যতটুকু বুঝেছি, সে হিউহিউর আশপাশের কোনো দেশ থেকে এসেছে। অথবা হিউহিউর দেশ থেকেও এসে থাকতে পারে। সে এখানে এতটা সময় ধরে আছে যে তাকে জুলু ভাষার খানিকটা শেখাতে পেরেছি। তবে সেটা তেমন সমস্যা না। কারণ আপনি তো ভালো আরবি জানেন। তাই না?'

'হ্যাঁ। হ্যান্সও অল্পস্বল্প জানে।'

'ভালোই হলো। আরবিই তার মাতৃভাষা। বলে রাখি, লোকটা বেশ অদ্ভুত। তবে আমি তার সম্বন্ধে কিছু বলার চেয়ে আপনি নিজেই তাকে পরখ করে নিন।'

কোনো উত্তর দিলাম না। কিন্তু হ্যান্স আমার কানে ফিসফিসিয়ে বলল, 'নির্ঘাত ও ব্যাটা হিউহিউর বাচ্চাকাচ্চার একটা হবে। আর দেখতে হবে ঠিক একটা বানরের মতো।'

খুব নিচু স্বরে কথা বলছিল ও। এবং বসেও ছিল জিকালির থেকে বেশ অনেকটা দূরে। তারপরও জিকালি হ্যান্সের কথা শুনে ফেলল। সে হ্যান্সকে উদ্দেশ করে বলল 'তা হলে তো তোমার খুশি হওয়ার কথা। তুমি একটা নতুন ভাই পেয়ে যাবে। তাই না, অন্ধকারের আলো?'

হ্যান্সের এ উপাধির কথা আগে এখানে বলিনি। একটা ভীষণ সাহসিকতার কাজ করে এই উপাধি অর্জন করেছিল ও। [**অ্যালান এন্ড হোলি ফ্লাওয়ার দ্রষ্টব্য**]

যা-হোক, জিকালির মন্তব্য শুনে হ্যান্স একেবারে চুপ হয়ে

গেল। বানরের সাথে তুলনা করায় মনে ব্যথা সে নিশ্চয়ই পেয়েছে। কিন্তু পথ উন্মুক্তকারীর সাথে তর্কে জড়ানোর সাহস ওর ছিল না। আমিও তখন নীরব ছিলাম। মাথায় তখন নিজের চিন্তা ঘুরছিল। হঠাৎ করেই পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে খোলাসা হয়ে গেল। মনে হলো, অজানা কোনো দেশ থেকে একজন আগন্তুক এসে জিকালির কাছে সাহায্য চেয়েছে। কী বিষয়ে তা জানি না। তখন হাতের সামনে আমাকে পেয়ে জিকালি তার যাদুর কলা-কৌশল দেখিয়ে আমাকে প্রভাবিত করেছে, যাতে আমি সেখানে যাই। কারণ জিকালি ভেবেছে আমিই এ কাজের যোগ্য। এবং আমি পথে বিপদে পড়েছি সেটা কোনো না কোনোভাবে সে জেনেছে। এবং আগেই কৌশলে জানিয়ে দিয়েছে, তার কাছে তাজা গরু আছে। এবং ঘুষ হিসেবে আগে-ভাগেই সেগুলো আমাকে গিলিয়েও দিয়েছে। যদিও একেবারে বিনামূল্যে নয়। অর্থাৎ সবকিছুই ছিল একটা বিশদ পরিকল্পনার অংশ। তবে এটাও স্বীকার করছি, ঝড়ের রাতে ওই গুহায় না ঢুকলে হয়তো এতকিছু করা জিকালির পক্ষে সম্ভব হতো না। হতে পারে, বহু দূরের এই জাতি সম্বন্ধে জিকালি শুধুই খবর জানতে চায়। কারণ হাজারো বিষয়ে ওর জানার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। অথবা ও হয়তো খুব বড় কিছু একটা পরিকল্পনা করছে। কিন্তু ওর পরিকল্পনার মাঝে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই হিউহিউ। ফলে তাকে পথ থেকে সরানো দরকার।

সন্দেহ নেই জিকালির অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার নব্বই শতাংশই ভুয়া বা অতিকথন। তবে বাকি দশ ভাগ সত্যি। ওর চিন্তাভাবনা আর দশজন লোক থেকে একদম ভিন্ন। এবং বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার সংস্পর্শ সে অবশ্যই পেয়েছে। এসব ব্যাপারে আমরা সাদারা এখনও একদমই অন্ধকারে। এগুলো সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্রও ধারণা নেই। আমি জানি, হাজার মাইল দূরে ছড়িয়ে

ছিটিয়ে থাকা ওর শ্রেণীর বিভিন্ন লোকদের সাথে ওর যোগাযোগ আছে। কীভাবে জেনেছি সেটা বলে তোমাদের বিরক্ত করব না। হ্যাঁ, হাজারো মাইল দূরের লোক! যাদের মধ্যে কিছু ছিল তার বন্ধু আর বাকি সব শত্রু। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই ছিল তাদের মতো করে দারুণ ক্ষমতাশালী।

আমি যখন এসব ভাবছিলাম, জিকালি নিশ্চয়ই আমার চিন্তা ভাবনা পড়ছিল। কারণ ওকে দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। ওর বিশাল মাথাটা সম্মতিসূচক ভাবে একবার ওপর-নীচে ঝাঁকাল। অর্থাৎ, আমার ধারণা অবাস্তব নয়। ততক্ষণে জিকালির সেই ভৃত্য ফিরে এসেছে। সাথে করে নিয়ে এসেছে লম্বা চওড়া শরীরের অধিকারী এক লোককে। তার পুরো শরীর ছিল অদ্ভুত ধরনের চামড়ার ক্যারোস দিয়ে ঢাকা। আমাদের সামনে এসে সে ক্যারোস ফেলে দিল। তারপর, প্রথমে জিকালিকে, এরপর আমাকে বাউ করল বিনম্র সম্মানের সাথে। এমনকী বাউ করল হ্যান্সকেও! তবে একটু কম ঝুঁকে।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কারণ, লোকটা ছিল আমার দেখা সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ! ছয় ফিটের কিছু বেশি লম্বা, চওড়া বুকের ছাতি, গ্রীক স্ট্যাচুর মতো নিখুঁত গড়নের শক্তিশালী হাত-পা, চমৎকার গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা, গায়ের রঙ প্রায় ফর্সাই বলা চলে। আর তার চোখের মণি ছিল কালো। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, এই লোকের শরীরে বইছে অত্যন্ত প্রাচীন এবং উচ্চবংশীয় রক্ত। যেন কালের আবর্তে হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস বা প্রাচীন গ্রীস হচ্ছে তার জন্মভূমি। তার চুল ছিল চেস্টনাটের মতো বাদামী এবং একদম কোঁকড়া। ঝাঁকড়া চুলগুলো লুটিয়ে ছিল কাঁধের ওপর। চিবুক ছিল দাড়িশূন্য, যেন সদ্যই কামানো হয়েছে। সংক্ষেপে মানব প্রজাতির এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দেখে মনে হচ্ছিল, এ লোক সরাসরি ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা

কোনো চরিত্র। এর সাজ পোশাকও ছিল ভারী অদ্ভুত। মনে হচ্ছিল, কোনো প্রাচীন মিশরীয় ফারাওর গা থেকে খুলে নেয়া হয়েছে পোশাকটা। লিনেনের একটা রোব পেঁচিয়ে রেখেছিল তার সারা গা। এর প্রান্তভাগ (পড়ুন পাড়) ছিল পার্পল বা হালকা বেগুনী রঙে রাঙানো। এবং আরও উন্নত মানের একটা লিনেন কাপড় পাগড়ির মতো করে জড়ানো ছিল তার মাথায়। পাগড়ির আকৃতি ছিল ঠিক একটা উল্টানো সোডা বোতলের মতো। গায়ে ছিল চামড়ার অ্যাপ্রনের মতো পোশাক এবং পায়ে ছিল চামড়ার স্যাণ্ডেল। তার গলায় জড়ানো ছিল একটা সোনার নেকলেস। এবং কোমরে আড়াআড়ি করে ঝোলানো লাল খাপের ভেতর ছিল আইভরির বাট সমৃদ্ধ একটা তলোয়ার।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে তখন ভাবছিলাম, এ কী আসলেই এমন কোনো জাতি থেকে আসা লোক, যাদের সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই? না কি এ-ও জিকালির তৈরি করা আরেকটা বিভ্রান্তির মায়াজাল বা আমার দৃষ্টিভ্রম। হ্যান্স তখন আমার চেয়েও বেশি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সে ফিসফিসিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাস, এ লোক কী আসলেই মানুষ? না কোনো আত্মা?'

লোকটা দাঁড়িয়ে রইল আমাদের সামনে। তবে বিনয়ের সাথে এবং হালকা একটু মাথা ঝুঁকিয়ে। এর সৌন্দর্য দেখে মনে হচ্ছিল, এর তুলনায় আমি নিতান্তই তুচ্ছ। আমারই বরং মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়ানো উচিত। তবে লোকটি নিজে থেকে কিছু বলল না। সম্ভবত ভাবছিল, যেখানে জিকালি উপস্থিত, সেখানে আগ বাড়িয়ে কিছু বলা একেবারেই উচিত হবে না। মনে হলো কিছু একটা অর্ন্ত ত করা দরকার। তাই টুল ছেড়ে উঠলাম। এবং করমর্দন করার উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দিলাম আমার হাত। কিন্তু সে বেশ খানিকটা ইতস্তত করল। তারপর, স্বাভাবিকভাবে করমর্দন না করে বরং

আমার হাতটা টেনে নিয়ে আঙুলে আলতো করে ঠোঁট বুলিয়ে গেল। যেন আমি এক সুন্দরী নারী, আর সে ফ্রেঞ্চ সৌজন্যের ধারক-বাহক, বিনয়ের অবতার! যতটা সম্ভব ভদ্রতাভরে আমিও তারপর বাউ করলাম মাথা ঝুঁকিয়ে। এবং হাতদুটো পকেটে ভরে ততোধিক ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বললাম, 'কেমন আছ?' উত্তর নেই। তারপর জুলুতে বললাম, 'সিয়েকুবোনা!' এবারও ফলাফল লবডঙ্কা। তাই শেষমেশ যতটুকু আরবি জানি, তাতেই আরবদের নবীর নামে ওকে সম্ভাষণ জানালাম।

আমার আমেরিকান বন্ধু, ব্রাদার জন এই ভাষায় বা এর মতোই অন্য এক ভাষায় খুব মিষ্টি করে কথা বলতে পারেন। তবে আমারটা তার ধারে কাছেও যায়নি। যা-হোক, লোকটিও ওই একই ভাষায়, তবে পরোক্ষেও আরবদের নবীর নাম উচ্চারণ না করেই বলল, 'মহান লর্ড মাকুমাজান, যাঁর খ্যাতি আর দক্ষতার কথা ছড়িয়ে গেছে পৃথিবীর কোণে কোণে, যাঁর নাম ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় সারা দেশময়...' এবং আরও নানা আবোল-তাবোল। সন্দেহ নেই জিকালি ওর কাছে আমার নামে এসব বলেছে। তবে সেসব বাদ দেয়াই ভালো।

'ধন্যবাদ,' ওকে বাধা দেয়ার জন্য মাঝে বলে উঠলাম, 'ধন্যবাদ, মি. ...?'

সে বলল, 'আমার নাম, ইসিকোর।'

'সুন্দর নাম। তবে এমন নাম আগে কখনও শুনিনি। তা ইসিকোর, তোমার জন্য কী করতে পারি আমি?' সরাসরি কাজের কথায় চলে এলাম। কারণ বাস্তব দৃশ্যটা পেতে চাইছিলাম।

'অনেক কিছু, লর্ড। সবকিছু,' নিজের বুকে একবার হাত ঠুকে সে বলল। 'আপনি এক সুন্দরতম নারীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাতে পারেন, যে আপনাকে ভালবাসবে।'

'বাসবে নাকি? তা হলে তো বলতেই হচ্ছে, আমার আসলে

কিছুই করার নেই। এদের কারণে শেষ পর্যন্ত সবসময়ই উৎকট ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়।'

এখানে জিকালি কথা বলে উঠল। খুব ধীরে ধীরে জুলু ভাষায় সে ইসিকোরকে বলল, 'ইসিকোর, মাকুমাজানকে প্রেমের কথা বলে লাভ নেই। তিনি ইতিমধ্যেই অনেক নারীর ভালবাসা পেয়েছেন। তার মধ্যে আর ওই জিনিসের জন্য জায়গা নেই। শেষে তুমি এমন এক ভূতের আত্মাকে রাগিয়ে তুলবে, যে এই জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সে হচ্ছে মামীনা, যাকে একসময় মাকুমাজান খুব ভালোভাবেই চিনতেন।'

এবার জিকালির দিকে ফিরলাম আমি। ইচ্ছে ছিল কিছু জ্বালাময়ী কথা উগরে দেব। কিন্তু ইসিকোর তখন স্মিত হেসে বলল, 'সে আপনাকে ভালবাসবে আপন ভাইয়ের মতো।'

জবাবে বললাম, 'আগের চেয়ে ভালো! তবে জীবনের এ পর্যায়ে এসে নতুন একটা বোন বানিয়ে কী লাভ হবে বুঝতে পারছি না। সম্ভবত, বলতে চাইছ, সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে?'

'হ্যাঁ, লর্ড, তাই। এবং সাথে থাকবে বিশাল পুরস্কার।'

'এতক্ষণে কাজের কথা বলেছ। ঠিকঠিক বলো দেখি, তুমি আসলে কী চাও?'

সে একটু এদিক ওদিক করে জিকালির বলা গল্পটাই আমাকে আবার শোনাল। আমাকে ওর সাথে ওর দেশে যেতে হবে। তারপর ওদের দেবতা এবং ধর্ম পদ্ধতি বা ধর্মটাকেই ধ্বংস করে দিয়ে আসতে হবে। এবং সফল হলে, যতটা বইতে পারি তত হীরে দেয়া হবে আমাকে।

'তোমরা নিজেরাই এ কাজ করছ না কেন? দেখতে-শুনতে তো তোমাকেও যোদ্ধা বলেই মনে হচ্ছে,' বললাম আমি।

'লর্ড, আমি শক্তিশালী। বিশ্বাস করি, সাহসও আমার আছে। কিন্তু তারপরও এ সম্ভব নয়। কারণ, আমার কোনো লোকই

দেবতার বিরুদ্ধে লড়ে জিততে পারবে না। এমনকী একে সরাসরি অপমান করা হলেও আমাদের ওপর দেবতার অভিশাপ নেমে আসবে। তার ওপর আছে এর পুরোহিতেরা। ওরা আমাদের নির্ঘাত মেরে ফেলবে...'

'এর আবার পুরোহিতও আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, লর্ড। দেবতার সেবা করার শপথ নিয়েছে এমন কিছু লোক আছে। খুবই খারাপ মানুষ এরা। ঠিক তাদের দেবতার মতো! ও, লর্ড, আসুন। দয়া করে সাবিলাকে বাঁচান,' অনুনয় ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে।

'এ মেয়ের প্রতি তোমার এত দরদ কেন?'

'কারণ, মেয়েটি আমাকে ভালবাসে, লর্ড। ভাইয়ের মতো নয় অবশ্য। আমিও তাকে ভালোবাসি। সে আমাদের দেশের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। সম্পর্কে সে আমার কাজিনও হয় এবং বাগদত্তা। ওই দেবতা নামের শয়তানকে উচ্ছেদ করা না গেলে সাবিলাকে দেবতার কাছে বলি দিতে হবে। কারণ, ও-ই দেশের সবচেয়ে সুন্দরী।'

এ পর্যায়ে এসে লোকটা একেবারে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল। এই আবেগে কোনো খাদ ছিল না। ব্যাপারটা আমাকেও স্পর্শ করে গেল। সে মাথা ঝাঁকাতেই দেখলাম একফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার কালো চোখ থেকে।

ইসিকোর বলে চলল, 'লর্ড, আমাদের মধ্যে অতি প্রাচীন এক ভবিষ্যৎবাণী প্রচলিত আছে। সে মতে এই শয়তান দেবতার ভেতর আছে প্রাচীন কালের আমাদের এক রাজার আত্মা। যাকে কেবল মাত্র সে-ই মারতে পারবে যে আমাদের জাতির লোক নয় এবং যে রাতেও দেখতে পায়। যার এই সময় এই দেশে থাকার কথা। এবং সে গুণে হবে মহত্তর। এ বিষয়টা নিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে আমি এই মহান যাদুকর, আত্মার প্রভু, জিকালির সাথে

যোগাযোগ করি। কারণ, নির্দিষ্ট একটা সময়ে কী ঘটবে তা আমার জানা দরকার ছিল। তার কাছ থেকেই জানতে পারি, আমাদের দেশের অনেক দক্ষিণে একজন মহান ব্যক্তি আছেন, যাঁর নামের সাথে আমাদের ভবিষ্যৎবাণীতে বলা নাম মিলে যায়। অর্থাৎ, 'রাতের অণন্দ্র প্রহরী,' যিনি অন্ধকারেও দেখতে পান। তারপরই অভিশাপ এবং বিপদের ভয় থাকা সত্ত্বেও এই রাস্তায় আসার ঝুঁকি নিই। দেখুন, আপনাকে খুঁজে পেয়েও গেছি আমি।'

'হ্যাঁ, ইসিকোর। তুমি এমন একজনকে খুঁজে পেয়ে গেছ, যার স্থানীয় নামের অর্থ, রাতের অণন্দ্র প্রহরী। কিন্তু সে অন্ধকারে অন্য কারো চেয়ে একটুও বেশি দেখে না। এমনকী সে কোনো সাহসী লোক বা "মহান" উদ্ধারকর্তাও নয়। সে সামান্য একজন ব্যবসায়ী এবং বন্যপ্রাণী শিকারি। তারপরও বলছি, ইসিকোর, তোমাদের জাতিগত সমস্যা, দেবতা বা তার পুরোহিতের অত্যাচার বা তোমাদের দেবতা নামের বনমানুষের সাথে লড়ার আমার মোটেও ইচ্ছা নেই। আমার কাছে অনেকগুলো চকচকে পাথর এনে বড়লোক হওয়া বা এই যাদুকরের জন্য কিছু যাদুকরী লতাপাতা এনে দেয়ার চেয়ে বরং বেঁচে থাকাটাই বেশি জরুরী। তুমি বরং এমন কোনো সাদা মানুষের খোঁজ করা শুরু করো, যার চোখ বেড়ালের মতো। যে আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী আর সাহসী।'

'কিন্তু, লর্ড, নিঃসন্দেহে আপনিই এ কাজের জন্য দৈব চয়নকৃত। অন্য কাউকে তাহলে কীভাবে খুঁজে পাব? আপনি যদি না আসেন তা হলে আমি ফিরে যাব। এবং সাবিলার সাথে নিজেও আত্মহুতি দেব। সব ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে।'

কয়েক মিনিটের জন্য থেমে সে আবার বলল, 'লর্ড, আপনাকে দেয়ার মতো খুব সামান্য কিছুই আমার আছে। কিন্তু এর পুরস্কার-ই কি শুধু বড়? আজীবন আত্মার খোরাক হয়ে

রইবে যে স্মৃতি তা কী ফেলনা? মহৎ লোক আপনি। তাই অনুরোধ করছি, আসুন। এ জন্য নয় যে কিছু পুরস্কার পাবেন বরং এ জন্য আসুন যে, আপনার হাত দিয়ে ভীষণ বিপদ আর অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে অনেকগুলো মানুষ। বলেছি আমি যা বলার। এখন আপনি সিদ্ধান্ত নিন।'

'জিকালির ওই অভিশপ্ত লতাপাতা তুমি নিজে নিয়ে এলে না কেন?' চোখমুখ বিকৃত করে বললাম।

'লর্ড, হিউহিউর বাগানের যেখানে ওই গাছ জন্মায় সেখানে আমি কোনোভাবেই যেতে পারি না। তা ছাড়া, আত্মাদের প্রভুর ওই জিনিসের দরকার তা-ও আমার জানা ছিল না। আপনার নামের মতো মহান হোন আপনি- যে মহত্ত্বের কথা ছড়িয়ে আছে সুদূর অবধি।'

এমন তেল মাখা, ফোলানো ফাঁপানো কথা শুনতে সবারই ভাল লাগে। মনে হতে থাকে, আসলেই বুঝি আমি মহান কোনো লোক। তার ওপর এমন একটা মানুষ, যার উপস্থিতিই মনের ওপর প্রভাব ফেলতে যথেষ্ট, তার কাছ থেকে এমন প্রশংসাসূচক মন্তব্য শুনলে তো কথাই নেই। আমারও তখন মনে হচ্ছিল, এই লোক ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা এক ছদ্মবেশী রাজপুত্র। এবং তাদের জাতির হিসেবে উচ্চশিক্ষিত। যা-হোক, মানুষের ভেতরকে পড়ে নেয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল লোকটির। (তখন ভুলে গিয়েছিলাম যে জিকালিও মানুষের মনের কথা বই পড়ার মতো সহজেই পড়ে নিতে পারে। এবং তার নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সে আজ আমাদের দু'জনকে এখানে একত্রিত করেছে। হয়তো আমাকে প্রভাবিত করার জন্যই এসব তেল দেয়া কথা গেঁথে দিয়েছে ইসিকোরের মাথায়। সন্দেহ নেই, সে-ই ইসিকোরকে বলেছে এসব।)

তবে সম্ভাব্য এই অভিযানটা একই সাথে দারুণ রোমাঞ্চকর

এবং অস্বাভাবিক লাগছিল। এটা যেন আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছিল তখন। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, এমন একটা সুযোগ হেলায় হারানো কী ঠিক হবে? যেখানে কবরে যাওয়ার আগেই জানতে পারতাম হিউহিউ নামের দানবের বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি না? যে কি না পাথরে বাঁধা, এনড্রোমিডাকে, মানে সুন্দরী সাবিলাকে পাথরের বেদী থেকে তুলে নিয়ে যাবে! যে একটা জাতির চোখে পূজনীয় এক দেবতা বা দানব বা শয়তান অথবা এক দানবীয় আকৃতির গরিলা? তাকে দেখার এই সুযোগ হেলায় হারাব?

তা ছাড়া, আমার ভিতরের রোমাঞ্চ সন্ধানী আর শুটিং প্রিয় মনকে কীভাবে দমিয়ে রাখব। ভাবলাম, যখন বয়স হবে তখন এ অভিজ্ঞতার স্বাদ না নেয়ার জন্য কীভাবে নিজের সামনে দাঁড়াব। আরও অনেক কিছু ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন ওদিকে না যাওয়াই ভালো। এতকিছু ভাবছিলাম, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। তাই শেষে ঠিক করলাম, ব্যাপারটা ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দেব। এবং হ্যান্সকে ডাকলাম। কয়েন টস করে কিছু কিছু ব্যাপারে লোকে ভাগ্য যাচাই করে। চাইলাম ওর মন্তব্যকে আমার কয়েন হিসেবে ব্যবহার করতে।

হ্যান্সের সাথে ডাচ ভাষায় কথা বললাম। কারণ, এদের দু'জনের কেউই এই ভাষাটা জানে না। বললাম, 'সবই তো শুনলে, হ্যান্স। এই লোকটা তার দেশে আমাদের যেতে বলছে। এখন বলো, আমরা কী যাব, না রয়ে যাব? তোমার বিচার আমি মেনে নেব।'

শূন্য দৃষ্টিতে হাতের হ্যাটটা ঘোরাতে ঘোরাতে ও বলল, 'বুঝতে পেরেছি। বাস যখনই গাড্ডায় পড়েন তখনই আসেন হ্যান্সের জ্ঞানের সাহায্য নিতে। এই হ্যান্স, যে তাকে ছোট থেকে দেখে রেখেছে এবং শিখিয়েছে তার জ্ঞানের বেশিরভাগ। যাকে

বাসের রেভারেণ্ড বাবা খ্রিষ্টান দীক্ষায় দীক্ষিত করার পর থেকে তার ওপর লাঠিতে ভর করার মতো নিশ্চিন্তে নির্ভর করতেন। কিন্তু ব্যাপার যেহেতু গুরুতর, তাই মত দেয়ার আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।'

এই বলে, ধৈর্য ধরে বসে থাকা ইসিকোরের দিকে ঘুরে বসল। তারপর বিকৃত আরবিতে প্রশ্ন শুরু করল, 'বাঁকা নাকওয়ালা লম্বা বাস, তোমার দেশে ফিরে যাওয়ার রাস্তা কী তোমার জানা আছে? থাকলে, ওয়াগন নিয়ে তার কতটুকু যাওয়া যাবে?'

উত্তরে ইসিকোর বলল, 'রাস্তা আমার চেনা আছে। প্রথম পাহাড়ে পৌঁছার আগ পর্যন্ত পুরো রাস্তাই ওয়াগনে যাওয়া যাবে। এর পরে মরু ছাড়া বাকি পুরো পথেই প্রচুর পানি আর শিকারও পাওয়া যাবে। প্রায় তিন চাঁদ ধরে পথ চলতে হবে। যদিও আমি একা থাকলে দুই চাঁদেই এ পথ পাড়ি দিতে পারতাম।'

'ভালো। এখন বল, আমার বাস, মাকুমাজান তোমার দেশে গেলে তার উপস্থিতি কীভাবে গ্রহণ করা হবে?'

'সাধারণ লোকদের নিয়ে সমস্যা নেই। কিন্তু হিউহিউর পুরোহিতেরা তাকে ভালোভাবে না-ও নিতে পারে। আর তিনি দেবতার ক্ষতি করতে পারেন জানলে পশমি শয়তানগুলো, যারা দেবতার সন্তান বলে পরিচিত, তারা অবশ্যই তাকে ভালো চোখে দেখবে না। এবং মাকুমাজানকে অবশ্যই লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী বলে, তিনি লড়াই করেই সব জিতে নেবেন।'

'তোমার দেশে কী যথেষ্ট খাবার, তামাক এবং পানির চেয়ে ভালো কিছু কি আছে, লম্বা বাস?'

'হ্যাঁ, ওদেশে এসবই প্রচুর পরিমাণে আছে। ও, সাদা লর্ডের পরামর্শদাতা, ওই দেশে সম্পদের অভাব নেই। যদিও এগুলোর

সবই পুরোহিত এবং পশমি শয়তানগুলোর সাথে লড়াই করে জিতে নিতে হবে। এর জন্য সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে, যখন ওরা ঘুমিয়ে থাকে বা আসে পানি খেতে, তখন।'

আমার রাইফেলের দিকে দেখিয়ে হ্যান্স জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের দেশে কি বন্দুক আছে?'

'না, অস্ত্র বলতে আমাদের আছে তলোয়ার আর বর্শা। আর পশমি শয়তানগুলো ব্যবহার করে তীর ধনুক।'

হ্যান্সের প্রশ্নোত্তর পর্ব সমাপ্ত হলো। এতক্ষণ ধরে এখানে বসে থেকে আমরা সবাই ক্লান্ত। হ্যান্সও তাই। এক মুহূর্তের জন্য আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল। তখন আকাশে চক্কর দিচ্ছিল কয়েকটা শকুন।

'বাস, আকাশে কয়টা শকুন দেখতে পাচ্ছেন? সাতটা না আটটা? আমি গুনিনি, তবে মনে হয় সাতটা।'

'না, আটটা। সবচেয়ে উঁচুটা ছিল মেঘের পিছনে।'

'আপনি নিশ্চিত, বাস, আটটা?'

'নিশ্চিত। কিন্তু আজগুবি প্রশ্ন কেন করছ, নিজেই তো গুনে নিতে পার?'

'তা হলে আমরা বাঁকা নাকওয়ালা বাসের দেশে যাচ্ছি, বাস। এটাই আমার কথা।'

'খুলে বলো, কী বোঝাতে চাইছ। শকুনের সংখ্যার সাথে আমাদের যাওয়া-না যাওয়ার কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক আছে, বাস। দেখতেই পাচ্ছেন, সিদ্ধান্ত দেয়ার দায়িত্বটা আমার দুর্বল কাঁধের জন্য অনেক বেশি ভারী ছিল। তাই মাথা তুলে আপনার রেভারেণ্ড বার্বার কাছে সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করছিলাম। এবং তখনই আকাশে দেখতে পেলাম শকুনগুলো। মনে হলো স্বর্গ থেকে তিনি আমার প্রার্থনার জবাব দিলেন। যেন বললেন, "যদি শকুনের সংখ্যা জোড় হয়, তা হলে, হ্যান্স, তোমরা

যাবে। আর যদি বেজোড় হয়, তা হলে যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু হ্যান্স, তুমি নিজে গুনতে যেয়ো না। আমার ছেলে, তোমার বাস অ্যালানকে দিয়ে গুনিয়ো। তাতে পরে যদি কোনো ঝামেলা হয় সে আর তোমাকে দোষ দিতে পারবে না। বা বলতে পারবে না যে, তুমি প্রতারণা করেছ বা ইচ্ছা করে ভুল গুনেছ।"

'বাস, কথা চালাচালি অনেক করেছি। এখন ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে নতুন গরুগুলোকে পরখ করে দেখতে চাই।'

প্রচণ্ড রাগে বাক্যহারা হয়ে আমি হ্যান্সের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নিজে চিন্তা করতে না পেরে ওর অভিজ্ঞতার ওপর যাওয়া না যাওয়ার মীমাংসা করতে দিয়েছিলাম। বাহ্যত ব্যাপারটা ছিল টস করারই মতো...আগেই সেটা বলেছি। কিন্তু শয়তানটা করেছে কী! সে উল্টো আমার বেচারা বাবার নামে একটা গল্প ফেঁদে বসেছে। তারপর সিদ্ধান্ত নেয়াটা আমার মৃত বাবার নাম করে ছেড়ে দিয়েছে শকুনের ওপর! এবং পাজির পা-ঝাড়াটা আমাকে দিয়ে গুনিয়েও নিয়েছে! রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। অর্থপূর্ণভাবে পা তুললাম। কিন্তু হ্যান্স আগেই বুঝতে পেরেছিল যে, অমন কিছু একটা ওর কপালে আসছে। তীর বেগে ও আমার সামনে থেকে পালিয়ে গেল। সেদিন ক্যাম্পে ফেরার আগে ওর দেখা আর পাইনি।

হো হো করে হেসে উঠল জিকালি। আর ইসিকোর খানিকটা আশ্চর্য হয়ে দেখল এসব। আমি তখন জিকালির দিকে ফিরে বললাম, 'আগেও তোমাকে প্রতারক বলেছি, এখন আবার বলছি, তুমি একটা ভণ্ড প্রতারক। তুমি বাদুড় দিয়ে এদের সাথে যোগাযোগ করেছ, না স্বপ্ন দিয়ে বা দৃশ্য দেখে অথবা যাই তুমি বলো না কেন... এসব বলে আমার সাথে প্রতারণা করেছ। অথচ ইসিকোরকে তখন লুকিয়ে রেখেছিলে তোমারই ঘরের ভেতর।'

তারপর ইসিকোরকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'ছল করে

আমাকে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু কথা যেহেতু দিয়েছি, সেটা আর ফিরিয়ে নেব না। যাব আমি তোমার দেশে।'

'ছল, মাকুমাজান?' যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না, এমন গলায় জিকালি বলল। 'আপনি হ্যান্সের সাথে ডাচ ভাষায় কথা বলেছেন। এর বিন্দু বিসর্গও আমি বা ইসিকোর কেউই জানি না, বুঝিওনি। তবে আপনার অন্তরের সততার কারণে যা এখন বললেন তা বুঝেছি। এবং অন্য সবার মতো আমরাও জানি যে বাকি সব সাদা লোকদের সবার সম্মিলিত "লিখিণ কথার" (মানে, দলিল) চেয়েও আপনার মুখের কথার মূল্য অনেক বেশি। কেবল মাত্র মৃত্যু বা অসুস্থতা ছাড়া অন্য কিছু আপনাকে ইসিকোরের দেশে যাওয়া থেকে বিরত করতে পারবে না। ওহ্ হো হো! আমি যেমনটা চেয়েছিলাম, সব ঠিক সেভাবেই হয়েছে। তবে কেন চেয়েছি তা বলে এখন আর বিরক্ত করব না।'

তখন মনে হলো, একদিক দিয়ে নয়, আমি আসলে দুদিক দিয়ে প্রতারিত হয়েছি। একবার জিকালির হাতে। আরেকবার হ্যান্সের মূর্খ সিদ্ধান্তের দ্বারা। যদিও প্রথমে ভেবেছিলাম যে জিকালি ডাচ বোঝে না, কিন্তু পরে আবার ভুলে গিয়েছিলাম সে কথা। এবং যেহেতু মনের কথা মুখে প্রকাশ করে ফেলেছি, তাই হ্যান্সের সাথে গোপনে বা ডাচে কী বলেছিলাম তা আর গোপন থাকেনি। কিন্তু জিকালি যদি ডাচ নাও বোঝে, (যদিও এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নই) তবুও সে মানুষের প্রকৃতি বোঝে এবং মনের কথা অনায়াসে পড়তে পারে।

জিকালি বলে চলল, 'মাকুমাজান, ফুটন্ত বাটির কোনায় কাঁপতে থাকা পাথরের মতো রাগে কেঁপে কী হবে? আপনার গোপন কথা (অর্থাৎ যাওয়া না যাওয়া নিয়ে হ্যান্সের সাথে কথোপকথন) যেটা অন্য ভাষায় বলেছেন, সেটা তো সবার সামনে বলেই ফেললেন। তা ছাড়া, আমাকে বা একে কথা যা দেয়ার তা-

ও দিয়ে ফেলেছেন। কাজেই আপনার ভেতর রাগ হয়ে ফুটতে থাকা পানির নীচ থেকে আগুনে কাঠটাকে লাথি মেরে সরিয়ে ফেলুন। তারপর এগিয়ে যান সামনের দিকে। দেখুন, আপনার জন্য কী আশ্চর্য সব ঘটনা আর হতবুদ্ধিকর সত্য অপেক্ষা করছে। শয়তান দেবতা বা শয়তান মানুষের হাত থেকে উদ্ধার করুন নিরীহ্ আর নিষ্পাপদের।'

'হ্যাঁ, জিকালি, তোমার জন্য গরম পাতিলার ভেতর থেকে পরিজ উঠিয়ে আনতে গিয়ে আমার হাতখানা পোড়াই,' এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম।

'তা-ও হতে পারে, মাকুমাজান, তা-ও হতে পারে। পাতিলার ভেতর যদি পরিজই না থাকল, তা হলে আর এত ঝায়-ঝামেলা পোহানো কেন। কিন্তু আপনার হলো কী? কোথায় সেই মহান সাদা লর্ড, ছুঁড়ে দেয়া বর্শার মতো যার অন্তর খুঁজত শুধুমাত্র নির্ভেজাল সত্যকে? ওই দেশে আপনি নতুন সব জিনিসের দেখা পাবেন। সেই সাথে খুঁজে পাবেন ঘোর অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সত্যকে। আর ছুঁড়ে দেয়া বর্শা যদি শত্রুর রক্তে একটু ভিজেই যায় তাতেই বা কী। সে-ও তো পানি দিয়ে ধুলেই চলে যাবে। ইত্যবসরে অন্য অনেক কাজের মধ্যে, আপনার পুরানো বন্ধু, প্রতারক জিকালির একটা কাজ না হয় করেই দিলেন।'

এ পর্যন্ত বলে অ্যালান ঘড়ির দিকে তাকাল একবার। তারপর বলল, 'কয়টা বাজে খেয়াল করেছ? একটা বেজে বিশ মিনিট। তোমরা চাইলে বসে গল্প করতে পার। আমি চললাম। নইলে আগামীকাল শুটিঙের সময় একটা খড়ের গাদার গায়েও গুলি লাগাতে পারব না।'

অধ্যায় ৬

কালো নদী

পরদিন সন্ধ্যার কথা। সারাদিনের শুটিঙের পর উপাদেয় খাদ্যযোগে রাত্রিকালীন ভোজ শেষে আমরা চারজন, অর্থাৎ কার্টিস, গুড, অ্যালান এবং আমি (সম্পাদক) অ্যালানের বাড়িতে ফায়ারপ্লেসের আগুনের পাশে বসে আছি। 'তো, অ্যালান, তোমার গল্প আবার শুরু করো,' বললাম আমি।

'কোন্ গল্প?' অ্যালানের প্রশ্ন। এমনভাবে বলল, যেন সব ভুলে গেছে। ও আসলেই বাজে গল্প বলিয়ে। বিশেষু যে গল্পের সাথে ও নিজে জড়িত, সেটার বেলায় তো কথাই নেই।

'ওই যে, রাতে যেটা বলছিলে, বানর-মানব এবং এক লোক, যে দেখতে ছিল খোদ অ্যাপোলোর মতো সুদর্শন,' বলছে গুড, 'আমি সারা রাত গল্পটা নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি, নীল পোশাক পরা একটা কালো মেয়েকে উদ্ধার করেছি। এই ভয়ঙ্কর কাজের পুরস্কার হিসেবে অর্জিত চুমুটা যেই গাল পেতে নিতে যাব, তখনই মেয়েটা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল এবং পরিণত হলো একটা পাথরের মূর্তিতে।'

'যে মেয়েকে স্বপ্নে দেখেছিলে তার মাথায় সামান্য একটু ঘিলু থাকলে বাস্তবেও সে তাই করত,' কৌতুক করে অ্যালান বলল। সাথে যোগ করল, 'হয়তো এ স্বপ্নের কারণেই আজ অমন জঘন্য শুটিং করেছ। দেখলাম, কোনার দিকের আটটা ফেজ্যান্ট

তুমি মিস করেছ।'

'আর তোমাকে দেখেছি একাধারে আঠারোটা মারতে। গড় পড়তা সমান। এখন তোমার রোমান্সের গল্প শুরু করো। অসম্ভব অ্যাঙ্গেলে বসে থাকা ফেজ্যান্ট মারতে ব্যর্থ হওয়ার কঠিন বাস্তবতা পাড়ি দিয়েছি। এখন রোমান্সের গল্প শুনতে মোটেও খারাপ লাগবে না।'

'রোমান্স? আমাকে তোমার রোমান্টিক মনে হয়? দেখো, গুড, আমাকে তোমার চরিত্রের সাথে গুলিয়ে ফেলো না যেন।'

এ পর্যায়ে এসে আমি ওদের বাধা দিলাম। নয়তো তর্ক চলতেই থাকত। শেষে এলান আবার শুরু করল তার গল্প।

তোমরা সবাই যেহেতু দ্রুত গল্পের শেষ জানার তাড়ার মধ্যে আছ, বিশেষু গুড, ও তাড়া দিচ্ছে এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে, ও সবকিছু আমার চেয়ে অনেক ভালোভাবে সামলাতে পারত। আর, তুমি বন্ধু, তাড়ায় আছ, কারণ তুমি কাল চলে যাবে। তার গোছ-গাছ করতে হবে। তাই আমাদের যাত্রার অনেকখানি এড়িয়ে যাচ্ছি। তবে বলে রাখি, ওই যাত্রাটা ছিল খুবই ইন্টারেস্টিং। আমার পাড়ি দেয়া সমস্ত ট্র্যাকের মধ্যে এটা ছিল সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং এবং একদম নতুন। এই ট্র্যাকটা নিয়ে আস্ত একটা বই-ই হয়তো লেখা যেত।

আমাদের মালামালগুলোর মধ্যে যা যা অপ্রয়োজনীয় এবং যা জিকালির দায়িত্বে রাখা সম্ভব ছিল তার সব ওখানে রেখে দিলাম। বাকি সব নতুন করে বেঁধে-ছেদে নিয়ে রওনা হলাম আমরা। সাথে নিলাম, জিকালির কাছ থেকে ধার নেয়া গরুগুলো। এবং অতিরিক্ত হিসেবে আমার পুরানো দল থেকে নিলাম সবচেয়ে ভালো দেখে আরও চারটা। এই নিয়ে রওনা হলাম আমরা। এ যাত্রায় সাথে ছিল আমার ড্রাইভার, ভুরলুপার

এবং আরও দু'জন জুলু। এরা ছিল জিকালির ভৃত্য। বিশ্বস্তও। কারণ ওরা তাদের মালিক যাদুকরকে ভয় করে। যদিও জানতাম, ওরা সবসময়ই আমার ওপর স্পাইগিরি করবে। এবং দু'জনের একজনও যদি জীবিত ফিরতে পারে, তা হলে যা যা ঘটতে দেখবে তার সবই সে জিকালির কাছে সবিস্তারে বিবরণ দেবে।

যাত্রার বিবরণ বাদ দিয়ে যাচ্ছি। শুধু জানিয়ে রাখি, জিকালির বলা প্রথম পাহাড়শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছাতে আমাদের কোনো ঝামেলাই হয়নি। কোনো প্রকার দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা কোনো সমস্যাও না। পথে শিকার ছিল প্রচুর। কিন্তু ওই পাহাড়ের কাছে গিয়ে ওয়াগন ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। কারণ ওয়াগনগুলো কোনোভাবেই পাহাড় বা সামনের মরু পার করা সম্ভব ছিল না। সৌভাগ্যবশত, এই জায়গায় একটা বন্ধুভাবাপন্ন আদিবাসী গ্রাম পাই। এদের কাছাকাছি আর কোনো গ্রাম দেখিনি। প্রচুর পানির সরবরাহ ছিল ওদের। ওরা জীবিকা নির্বাহ করত কৃষিকাজ করে। এখানেই ইন্দুকা আর মাভুনের দায়িত্বে গরুগুলো রেখে সামনে এগুলাম। ওরা ছিল দায়িত্ববান লোক। ভরসা ছিল যে ওরা এসব ফেলে পালাবে না। এবং ভাগ্য ভালোই বলব। কারণ, পথে আমরা মাত্র তিনটা ষাঁড় হারাই। ইসিকোরের কথায় জিকালির ভৃত্যদেরও এখানে রেখে যাই। কারণ ও বলে যে, শুধু আমরাই সামনে এগুতে পারব। ভাবলাম, ভালোই হলো। জিকালির চাকররা আমার লোকদের ওপর চোখ রাখবে। আর আমার লোকেরা রাখবে ওদের ওপর। গ্রামের সর্দারকে কথা দিয়ে গেলাম যে ফিরে এসে সব ঠিকঠাক পেলে তাকে ভালো পুরস্কার দেব। লোকটা তখন বিষণ্ন হয়ে বলল, সে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করবে। কিন্তু আমরা যাচ্ছি হিউহিউর দেশে। সেটা হলো শয়তানের দেশ। ওখান থেকে কেউ জীবিত

ফিরে আসে না। আমরাও আসব না। তারপর প্রশ্ন করল, ঘটনা তেমন হলে ওয়াগন আর গরুগুলোর কী হবে। বললাম, এক বছরের মধ্যে আমরা ফিরে না এলে আমার লোকেরা গরুগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং ঘোষণা করবে, আমরা মারা গেছি। কিন্তু এমন কিছু হবে না। কারণ আমরা অনেক বড় যাদুকর। কাজেই আমরা ফিরে আসবই।

চোখে সন্দেহ নিয়ে সে একবার ইসিকোরের দিকে তাকাল। তারপর অনিশ্চিতভাবে কাঁধ ঝাঁকাল একবার। আমাদের কথোপকথন ওখানেই শেষ হয়ে যায়। পরে পাহাড় এবং মরু পাড়ি দেয়ার সময় আমাদের পানি বইবার জন্য তার কাছে তিনজন লোক চাই। এবং কথা দিই যে, জলাভূমির দেখা পাওয়া মাত্রই ওরা ফিরে আসবে। হিউহিউর দেশের ধারে-কাছেও ওদের যেতে হবে না। লোকটা আমার অনুরোধ রাখে। যা-হোক, রওয়ানা হলাম আমরা। পিছনে রেখে এলাম ইন্দুকা এবং মাভুনকে। ওরা ধরেই নিয়েছিল, আমাকে আর দেখবে না। এটা সত্যি যে, হ্যান্সের জন্য ওদের কোনো দুঃখ ছিল না। কারণ ওরা যেমন হ্যান্সকে ঘৃণা করত, হ্যান্সও ওদেরকে ঠিক তেমনই ঘৃণা করত। তবে আমার ব্যাপার ছিল ভিন্ন। আমাকে সত্যি ভালবাসত ওরা।

আমরা মালামাল নিয়েছিলাম খুব সামান্য। আমার এক্সপ্রেস রাইফেল, সেটার জন্য যতগুলো সম্ভব গুলি, কিছু সাধারণ ওষুধপত্র, কম্বল, আমার জন্য কয়েকটা করে অতিরিক্ত কাপড়, বুট, একজোড়া রিভলভার এবং যতগুলো সম্ভব পানি বইবার পাত্র। শুনতে এখন সামান্যই শোনাচ্ছে। কিন্তু আমরা অর্ধেক পথ পাড়ি দেয়ার আগেই মনে হচ্ছিল সব ছুঁড়ে ফেলে দিই। পানি বইবার জন্য লোক তিনজন যদি না থাকত, তা হলে সে যাত্রা কিছুতেই আমরা পথ চলতে পারতাম না। বিশেষ করে ওই

ভীষণ খাড়া পাহাড় পাড়ি দেয়ার তো প্রশ্নই আসত না।

পাহাড়ের মাথায় চড়তে আমাদের সময় লাগে বারো ঘণ্টা। তারপর আরও ছয় ঘণ্টা লাগে ওপাশে পৌঁছাতে। পাহাড়ের পাদদেশ ছিল তাসুকি ঘাসে ভরা। আর পাহাড়ের পর রুক্ষ সমতলে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গজিয়েছিল এক জাতের কাঁটা গাছ। এগুলো আবার একটা দুটো করে মরুতেও গিয়ে জন্মেছে। মরুভূমির আগে শেষবারের মতো পাওয়া পানির ধারে রাতের জন্য ক্যাম্প করি আমরা। ওখান থেকে সমস্ত পানির পাত্র ভরে নিয়ে শুরু করি অনিশ্চিতের পথে যাত্রা।

বন্ধুরা, আফ্রিকার মরুভূমি কী জিনিস তা তোমরা ভালো করেই জান। সলোমনের মাইনে যাওয়ার পথে খুব খারাপ একটা মরু এক সাথে পাড়ি দিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু তারপরও, এই মরুটা ছিল জঘন্য। একে তো সূর্যের তাপ ছিল অণ্যাধিক। তার ওপর মরুভূমিতে ছিল বিশাল বিশাল সব বালিয়াড়ি। আছড়ে পাছড়ে ওর ওপর একবার ওঠা, তারপর বালিয়াড়ির মাথা থেকে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে নামা। প্রচণ্ড গরমে বালু তেতে ছিল ঠিক চুলোয় চড়ানো তাওয়ার মতো। আর এর ওপর দিয়ে বারবার ওভাবে ওঠা-নামা ছিল এক কথায় ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। তার ওপর ওখানে ছিল পাতলা পাতাসহ এক ধরনের গুল্ম জাতীয় গাছ। সেগুলোর গায়ে আবার গজিয়ে ছিল ছোট ছোট কাঁটা। ওই কাঁটার খোঁচা ছিল ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক। এর সাথে ঘষা খেলে ক্ষত নিশ্চিত। এবং ঘষা খাওয়ার সাথে সাথেই ক্ষতে শুরু হতো প্রচণ্ড ব্যথা। রাতে বা কম আলোতে ওগুলো সেভাবে চোখেও পড়ত না। ফলে রাতে বা ভোরের কম আলোতে পথ চলা ছিল প্রায় অসম্ভব। ওই অভিশপ্ত মরু পার হতে আমাদের তিন দিন লেগে যায়। এর মধ্যে মরুতে এক আজব জিনিসের দেখা পাই। দেখি, এখানে-ওখানে আকাশের দিকে আঙুল তাক করে দাঁড়িয়ে

আছে মসৃণ পাথুরে কলাম। কোথাও একাকী একটা, কোথাও আবার একসাথে অনেকগুলো। ধারণা করি, ওগুলো ছিল নরম কোনো পাথরের ভিতরের শক্ত এবং শক্তিশালী কোর। মরুর বালি আর বাতাসের সম্মিলিত অণ্যাচারে পাথরের বাইরের নরম অংশটুকু পরিণত হয়েছে ধূলিকণায়। রয়ে গেছে শুধু ভিতরের শক্ত কোর। মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে মরুর রুক্ষ শুষ্ক বাতাস, ধারালো বালি আর পানির নির্দয় অণ্যাচারে ওগুলো এমন মসৃণ হয়ে গেছে। তবে এই পাথুরে স্তম্ভ বা অবিলিস্কগুলো আমাদের কাজেও এসেছিল। আমাদের সাথের গাইড তিনজন ছিল ওই এলাকায় অস্ট্রিচ শিকার এবং অস্ট্রিচের ডিম চুরি করে অভ্যস্ত। অবিলিস্কগুলো তারা পথ-নির্দেশ হিসেবে ব্যবহার করত। তবে অস্ট্রিচের কল্যাণে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয় যে, মরুটা আসলে খুব বেশি চওড়া নয়। কারণ অস্ট্রিচের খাওয়ার জন্য ওখানে কাঁটাময় প্রিকলি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবে অস্ট্রিচ ছাড়া আর কোনো জীবিত প্রাণী সেখানে দেখিনি।

সৌভাগ্যবশত এবং অতি কৃপণের মতো খরচ করায় তৃতীয় দিন বিকাল পর্যন্ত আমাদের পানির সাপ্লাই টিকে যায়। যদিও ততক্ষণে শুকনো পার্চমেন্টের মতো শুকিয়ে গেছে আমাদের ভেতরটা। তৃতীয় দিন বিকেলে দিগন্তে এক চিলতে ফিতের মতো সবুজের দেখা পাই। অর্থাৎ জলাভূমির কাছে পৌঁছে গেছি। চুক্তি অনুযায়ী, আমাদের গাইডদের এখানেই বিদায় নেয়ার কথা। এবং সে অনুযায়ী যৎসামান্য পানিও জমিয়ে রেখেছিলাম ওদের জন্য। কিন্তু সে কথা বলতেই ওরা নিজেদের মধ্যে সামান্য একটু পরামর্শ করে নিয়ে বলল, ওরা আমাদের সাথে আরও একটু এগিয়ে যেতে চায়। কারণ জানতে চাইলে ওরা পিছন দিকে দেখাল। দেখি, পিছনে আকাশে জমে উঠছে কালো মেঘের স্তূপ। অর্থাৎ ঝড় আসন্ন। ওরা বলল, প্রচলিত আছে, এই

ঝড়ের ভেতর থেকে কোনো মানুষ জীবিত বের হতে পারে না। তাই আমাদের তাড়া দিল অবশিষ্ট পথ দ্রুত পার হওয়ার জন্য। তাই করলাম আমরা। আমরা সবাই ছিলাম অত্যন্ত ক্লান্ত। কিন্তু তারপরও যথাসম্ভব দ্রুত দৌড়ে বাকি তিন মাইল মরু পাড়ি দিলাম। যেই মাত্র জলার নলখাগড়ার ভেতর পা দিয়েছি, অমনি যেন বিস্ফোরিত হলো ঝড়টা। নলখাগড়ার ঘন একটা অংশের কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত এগিয়ে যাই আমরা। ওখানে গিয়ে, হাত দিয়ে কাদামাটি সরিয়ে গর্ত করি। তারপর বুভুক্ষুর মতো ওর ভেতর জমা পানি খেলাম সবাই। তারপর ঝড়ের দাপট না কমা পর্যন্ত ওখানেই মাটি আঁকড়ে পরে থাকি।

চোখের সামনে তখন ছিল অবর্ণনীয় এক দৃশ্য। যে মরু একটু আগেই রোদের তাপে ঝলসে যাচ্ছিল, সেটা তখন বাতাসের বয়ে আনা বালু-মেঘের পিছে পুরোপুরি গায়েব হয়ে গেছে। বাতাস এমনকী এই ঘন নলখাগড়ার ভেতরও বয়ে আনছিল বালুর পাতলা মেঘ। কিন্তু, পাতলা হলে কী হবে, সেই পাতলা বালুর ওজনই ঝেড়ে ফেলার জন্য বারবার উঠে গা ঝাড়া দিতে হচ্ছিল। ভেবে শিউরে উঠছিলাম যে, মরুর ভেতর থাকলে আমাদের কী অবস্থা হত! বালির নীচে নির্ঘাত জীবন্ত কবর হয়ে যেত সবার। তবে ঝড় থেকে গায়ের চামড়া বাঁচাতে পারলেও চামড়ার ওপর নতুন এক প্রস্থ পোশাকের মতো বালুর আবরণ পড়ে গিয়েছিল।

ঝড়ের তাণ্ডব চলে ভোর পর্যন্ত। তারপর সকালে যখন সূর্য উঠল, দেখি আকাশ একদম পরিষ্কার। বালুর প্রান্তে এসে উত্তর দিগন্তে আঙুল তাক করল ইসিকোর। পরিষ্কার নীল আকাশের প্রান্তে উত্তর দিগন্তে দেখতে পেলাম মাশরুমের মতো ছোট একটা মেঘ।

'আবার দেখি মেঘ জমছে! ঝড়টা মনে হয় আবার আসছে।

চলো, নলখাগড়ার ভেতর গিয়ে ঢুকি,' বললাম আমি।

উত্তরে ইসিকোর বলল, 'না, লর্ড। মেঘ নয়, ধোঁয়া। আমার দেশের আগুনে পাহাড় থেকে বের হওয়া ধোঁয়ার কুণ্ড।'

ভাল করে দেখলাম। সত্যিই তাই। মনে মনে বললাম, অন্তত এই ব্যাপারে জিকালি মিথ্যা বলেনি। তখন আবার মনে হলো, এটা যদি হয়, তা হলে বাকি সবকিছুর ব্যাপারেও কী সে সত্যি বলেছিল? অনাবিষ্কৃত একটা আগ্নেয়গিরি যদি থেকে থাকে, তা হলে ওর নীচে প্রস্তরীভূত মানুষের শহর থাকতে সমস্যা কোথায়? হয়তো আছে হিউহিউও! নাহ্, হিউহিউর অস্তিত্বে আমার কোনোমতেই বিশ্বাস হয় না।

এরপর গ্রাম থেকে আসা আমাদের তিন গাইড ভরপেট পানি খেয়ে ভরে নিল ওদের পাত্রগুলো। বলল, এর বেশি ওরা আর যাবে না। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ঝড়টা আর এদিকে ফিরে আসবে না। আরও বলল, আমাদের যাদু খুবই শক্তিশালী! যাদুর বলেই আমরা দ্রুত মরু পাড়ি দিয়েছি। আর কয়েক ঘণ্টা দেরি করলে মরুতেই আমাদের সবার মরতে হতো। চলে গেল ওরা।

ক্লান্তিকর পথচলার পর নলখাগড়ার ঝোপের ভেতর আমরা ক্যাম্প করলাম। উদ্দেশ্য, এখানেই খানিক বিশ্রাম নিয়ে নেব। তবে সিদ্ধান্তটা খুব একটা ভালো ছিল না। কারণ অন্ধকার ঘনিয়ে আসার প্রায় সাথে সাথেই বুঝতে পারলাম, পুরো জলাভূমি হচ্ছে আশপাশের সমস্ত প্রাণীর পানি খাওয়ার জায়গা। অন্ধকার নামার সাথে সাথেই অসংখ্য জাতের প্রাণী এখানে আসে পানি খেতে। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, অন্ধকারের ভেতর থেকে ধীর কিন্তু রাজকীয় ভঙ্গিতে বেরিয়ে আসছে বিশাল হাতির পাল। তারপর এল বন্য মোষ। দিনে এরা লুকিয়ে ছিল নলখাগড়ার বনের ভেতর। অন্ধকার নামতেই পানি খেতে চলে

এসেছে। এরপর দেখলাম প্রায় সব প্রজাতির অ্যান্টিলোপ। এর মধ্যেই শুনতে পেলাম সি-কাউয়ের ডাক। এবং শুনলাম বড় আকারের কিছুর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ। সম্ভবত কুমির লাফিয়ে পড়ছিল পানিতে।

এত শিকার যেখানে আছে, স্বাভাবিকভাবেই শিকারি প্রাণীরাও সেখানে আসবে। হয়েছিলও তাই। রাতভর সিংহের কাশি আর গর্জনের শব্দ শুনেছি। সেগুলো ওদের স্বভাব এবং প্রয়োজনানুসারে শিকারও করল। যখনই সিংহগুলো তাদের শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, তখনই আশপাশের সব পশু ভয়ের চোটে শুরু করে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো দৌড়। শুরু হয় বন্য প্রাণীর স্ট্যাম্পিড। ওই শোরগোলের মধ্যে কুম্ভ-কর্ণেরও সাধ্য ছিল না চোখের পাতা এক করবে, আমি তো কোন ছার। তার ওপর, আমাদেরকে পেয়ে সিংহের রুচি পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগার সম্ভাবনাও ছিল প্রবল। আরও ভয়ের ব্যাপার হলো ওখানে বোমা বা বেড়া বানানোর মতো কোনো ঝোপঝাড় বা কাঁটা গাছও ছিল না। ফলে চারপাশে শুকনো নলখাগড়া দিয়ে বড় করে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে নজর রাখার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হই।

দুএকবার আমাদের খুব কাছ দিয়ে সিংহের লম্বা শরীরগুলো ঘুরে ফিরে যেতে দেখি। কিন্তু গুলি ছুঁড়িনি। কারণ অন্ধকারে গুলি করে কোথায় লাগাতে কোথায় লাগাব, পরে আহত পশুটা হয়ে যাবে মানুষখেকো। শখের শিকারিদের কাছে মনে হবে জায়গাটা একটা স্বর্গ বিশেষ। কিন্তু একজন পেশাদার শিকারির দৃষ্টিতে দেখলে এর কোনো উপযোগিতাই ছিল না। কারণ, এখান থেকে হাতি শিকার করা সম্ভব, কিন্তু আইভরি বয়ে আনা সম্ভব ছিল না। কাজেই নির্বোধ শিশু ছাড়া আর কে চাইবে শুধু শুধু এই সুন্দর প্রাণীগুলো হত্যা করতে? ভোরের দিকে একবার

মাত্র আমি গুলি করি। তাও আমাদের জন্য খাবার জোগাড় করতে। ওখানে আমি সেদিন এই একটা মাত্র গুলিই করেছিলাম।

যা-হোক, ওই গণ্ডগোলের মাঝে ঘুমানো যেহেতু ছিল অসম্ভব, ভাবলাম, ইসিকোরের কাছে ওর দেশ আর দেশে পৌঁছানোর পথঘাট সম্বন্ধে কিছু জেনে নিই। সেই শুরু থেকেই ইসিকোর কথা বলেছে খুবই কম। সবসময়ই নীরব থেকেছে এবং চেয়েছে আমরা যেন যতটা সম্ভব দ্রুত পথ চলি। যদিও আমাদের গন্তব্য তখনও ছিল বহু দূরের পথ, এত তাড়ার মানে হয় না। তাই মনে হলো কথা বলার সময় হয়েছে।

পথঘাট সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের জবাবে ও বলল, আমরা যদি দ্রুত পথ চলি এবং জলাভূমির পশ্চিম দিকের সরু প্রান্ত ধরে এগোই, তা হলে তিন দিনের মাথায় জিকালির বলা ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছে যাব। ওখানে গেলেই পাওয়া যাবে সেই নদী, যেটা এদেশকে ঘিরে থাকা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে।

এখানে বলে রাখি, মরুতে যখন ঢুকেছি তখনই এক চিলতে সরু কালো ফিতের মতো এই পাহাড়শ্রেণী আমাদের চোখে পড়ে। তখন মনে হয়েছিল এটা বেশ ভালোই উঁচু। ইসিকোর আশা করছিল, সে পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছাতে পারলে কিছু লোকের দেখা পাব, যারা নৌকা নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমাদের জন্য কেউ কেন অপেক্ষায় থাকবে তা ওর মুখ থেকে বের করতে পারিনি।

সে কথা বাদ দিয়ে জানতে চাইলাম, ওদের শহরে লোক আছে কত। জবাবে ও বলল, ওদের শহরটা বেশ বড় এবং এতে লোকও আছে অনেক। কিন্তু আগের প্রজন্মের মতো অত বেশি এখন আর নেই। কারণ ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে বিয়ে হওয়ার ফলে সন্তান জন্ম হার খুব কম। তা ছাড়া তাদের আদরের সন্ত

ানকে হয় পশমি শয়তানরা ছিনিয়ে নিয়ে যায় অথবা তুলে দিতে হয় খোদ দেবতার জন্য বলি হিসেবে। সে কারণে ওদের মহিলারা সন্তান জন্ম দিতে চায় না। প্রশ্ন করলাম যে ওই দেবতার অস্তিত্বে তার কি আসলেই বিশ্বাস আছে। জবাবে ও বলল, অবশ্যই আছে। সে নিজেই একবার তাকে দেখেছে। যদিও, বেশ অনেকটা দূর থেকে। আর সে দেখতে এতই জঘন্য ছিল যে এর বর্ণনা দিতে পারবে না। আরও বলল, নিজের চোখে দেখলেই বুঝতে পারব সে দেখতে কেমন। সত্যি বলতে, এই "নিজের চোখে দেখা" ব্যাপারটাই আমি যে কোনো মূল্যে এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম।

নানাভাবে প্রশ্ন করে দেবতার ব্যাপারে কিছু তথ্য বের করতে চাইলাম। কিন্তু নতুন কিছুই বের করতে পারিনি। কারণ, ইসিকোর এ ব্যাপারে তেমন কেয়ার করে বলে মনেই হলো না। বার বার ও প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। তবে এটুকু বের করতে পারলাম যে, কোনো একদিন, ইসিকোর একবার ক্যানুতে করে যাচ্ছিল, তখন একটা পাথরের ওপর সে হিউহিউকে দেখতে পায়। তখন হিউহিউকে ঘিরে ছিল অনেকগুলো মহিলা। হয়তো সেটা ছিল কোনো প্রকার ধর্মীয় আচার। ভয়ে সে ভাল করে হিউহিউকে লক্ষ করেনি। শুধু এতটুকু খেয়াল করেছিল যে হিউহিউ সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশ লম্বা এবং খুব দ্রুত হাঁটতে পারে। এবং আরেকটা ব্যাপার সে খেয়াল করে, হিউহিউর পুরোহিতরা মূল ভূখণ্ডে এলেও সে নিজে কখনও সেখানে যায় না।

তারপর হিউহিউর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুরু করল ওয়ালুদের শাসন ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলা। যা ছিল মূলত আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী সর্দারি প্রথা। পার্থক্য হচ্ছে, এখানে নারী বা পুরুষ যে কেউ সর্দারের পদ অলঙ্কৃত করতে পারে। এদের বর্তমান

সর্দার একজন বয়স্ক মানুষ। এ জাতির নামেই তার নাম ওয়ালু। এবং এটাও ওদের জাতির একটা প্রথা যে, সর্দার যেই হোক না কেন, তাকে সবসময় "ওয়ালু" নামেই ডাকা হবে। ইসিকোর মনে করে, প্রাচীন আমলে ওরা যেখান থেকে চলে এসেছিল, সেখানকার কোনো সংস্কারের সাথে এর সম্বন্ধ থাকতে পারে। যা-হোক, সর্দারের তখন একটাই মেয়ে জীবিত ছিল। নাম সাবিলা। জিকালির কালো গুহায় থাকতেই অবশ্য এর কথা ইসিকোর উল্লেখ করেছিল। বলেছিল, বলি দেয়ার জন্য একে নির্বাচন করা হয়েছে। ইসিকোর তার কাজিনও বটে। এবং সাবিলার দাদার ভাইয়ের বংশধর হওয়ার সূত্রে ইসিকোরও ছিল বিশুদ্ধ ওয়ালু রক্তের ধারক।

'সাবিলা মারা গেলে তুমিই ওয়ালুদের সর্দার হবে, তাই না, ইসিকোর?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'তাই হওয়ার কথা। কিন্তু তেমনটা সম্ভবত হবে না। এই দেশে রাজা বা সর্দারের চেয়েও বড় আরেক শক্তি আছে। পুরোহিতদের শক্তি। তারা চায় সাবিলা যেন মারা যায়। তা হলেই তারা সর্দারি দখল করতে পারবে। ওয়ালু রক্তের আরেকজন লোক আছে, নাম ডাচা। সে বর্তমানে পুরোহিতদের সর্দার। তার অনেক সন্তান-সন্ততিও আছে, যারা নির্দ্বিধায় তার হুকুম মানবে।'

'তা হলে সাবিলা মারা গেলে ডাচা লাভবান হচ্ছে, তাই তো?'

'ডাচা চায় সাবিলা এবং আমি মারা যাই। কারণ, আমরা দু'জন মারা গেলে সর্দারি পেতে তার আর কোনো সমস্যা থাকে না।'

'কিন্তু তোমাদের সর্দার ওয়ালু এ ব্যাপারে কিছু করছে না কেন? সে নিশ্চয়ই নিজের সন্তানের মৃত্যু চাইতে পারে না?'

'না, লর্ড। তা সে চায়-ও না। সে চায় আমার সাথে যেন সাবিলার বিয়ে হয়। কিন্তু আগেই বলেছি, সে বয়স্ক মানুষ এবং সন্তান হারানোর ভয়ে ভীত। সে দেবতাকে ভয় পায়, কারণ, দেবতা ইতোমধ্যেই তার এক সন্তানকে নিয়ে গেছে। সে পুরোহিতদেরও ভয় পায়। কারণ, তারা দেবতার মুখ। লোকে বলে পুরোহিতরা তার ছেলেকেও মেরে ফেলেছিল। ঠিক যেমন এখন চাইছে আমাকে মারতে। ফলে ভয় তাকে ক্ষমতাশূন্য করে রেখেছে। ওদিকে তার হুকুম ছাড়া কিছুই করা সম্ভব না। সমস্ত হুকুম বা কাজ তার নামেই হতে হবে। তারপরও, লর্ড, সে-ই গোপনে আমাকে পাঠিয়েছিল দক্ষিণের মহান যাদুকর, পথ উন্মোচকের কাছে। কারণ, এই ভবিষ্যৎবাণী তার জানা ছিল যে, দক্ষিণ থেকে আসা এক মহান সাদা মানুষই কেবল পারবে অত্যাচারী দেবতাকে উচ্ছেদ করতে। তবে এ ব্যাপারে ডাচা কিছু জানে না। অভিশাপের ভয় থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সাবিলার জন্যই আমি এই এলাকার সীমা পার হয়েছি। এখন আবার ফিরেও যাচ্ছি। সম্ভবত এ জন্য আমাকে অনেক বড় মূল্য দিতে হবে।'

'কিন্তু, ইসিকোর, তোমাদের দেবতার বাস্তব অস্তিত্ব তো আমার কাছে প্রমাণ করতে পারলে না। যা-হোক, একে কীভাবে মারা সম্ভব? গুলি করে?'

'জানি না, লর্ড। তবে কথিত আছে, প্রচলিত কোনো অস্ত্রই তার ক্ষতি করতে পারবে না। শুধু আগুন আর পানির ক্ষমতা চলবে তার ওপর। কারণ সে এসেছে আগুন থেকে আর তাকে সবসময় ঘিরে আছে পানি। কিন্তু ভবিষ্যৎবাণীতে এ কথা কোথাও বলা নেই, দক্ষিণের সাদা মানুষ কীভাবে তাকে মারবে।'

প্রবল ভয়ে আক্রান্ত একটা লোকের মুখ থেকে এমন সব

অদ্ভুত কথা শুনে, সত্যি বলতে, আমারও ভয় করতে শুরু করে। অন্তরের অন্তস্তল থেকে তখন ভাবছিলাম, এই অভিযান নিয়ে অত মাতামাতি না করলেই বোধহয় ভালো হতো। ওদিকে দেবতা সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছুই জানতে পারছিলাম না। হতে পারে এ স্রেফ পুরোহিতদের আবিষ্কার। হয়তো একজন পুরোহিতই নিজের স্বার্থ হাসিল করতে এমন বিকট-দর্শন এক দানব সেজে মানুষদের ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। তবে দেবতা যেমনই হোক, সন্দেহ নেই, এমন এক দেশে আমি যাচ্ছি, যেখানে অবাধে চলে ডাকিনী বিদ্যার চর্চা। এবং দেবতার নামে চলে যথেচ্ছ অনাচার, অত্যাচার আর খুন খারাবী। সংক্ষেপে শয়তানের লীলা ভূমিতে গিয়ে ঢুকছি। আর হ্যাঁ, আমি অ্যালান কোয়াটারমেইন ওখানে যাচ্ছি আধুনিক হারকিউলিস হিসেবে। যাচ্ছি ও দেশের সব নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করতে আর উপড়ে ফেলতে কুসংস্কারের শেকড়। হিউহিউর ব্যাপারে নতুন করে কিছু বলার নেই। হারকিউলিসের বিরুদ্ধে ছিল লড়াইকারী সিংহ। আর আমার জন্য সিংহের জায়গায় আছে হিউহিউ। যে সাধারণ মানুষের চেয়েও লম্বা এবং "দ্রুত হাঁটে"। যাকে ইসিকোর ভোরের স্বল্প আলোয় দূর থেকে দেখেছে বলে মনে করছে।

ভাবছিলাম, যেহেতু এসবের মাঝে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়ে বসে আছি, তাই এখন নিজের ভয় প্রকাশ করা হবে বোকামি। একটা কাজ করা যায়, আমি পিঠটান দিতে পারি। পারি মরুভূমির দিকে আবার ফিরে যেতে। কিন্তু আমার অহংকার আমাকে কখনোই তা করতে দেবে না। কাজেই পালাবার আসলে কোনো উপায়ই ছিল না। লাঙলে হাত যখন দিয়েছি, চাষ শেষ করতেই হবে। কাজেই ইসিকোরের এলোমেলো তথ্যে কোনো মন্তব্য না করে চুপ করে বসে রইলাম। তারপর একসময়

জানতে চাইলাম সাবিলাকে বলি দেয়ার অনুষ্ঠান কখন হওয়ার কথা। উত্তরটা সে যথেষ্ট আবেগ নিয়ে দিল। বলল, 'পূর্ণিমার রাতে, লর্ড। পূর্ণিমার আর মাত্র চোদ্দ দিন আছে। শহরে পৌঁছাতে আমাদের আরও পাঁচ দিন লাগবে। এই জলায় তিনদিন আর নদীতে আরও দুদিন। দয়া করে দেরি করবেন না। কারণ, তখন হয়তো এত বেশি দেরি হয়ে যাবে যে, গিয়ে দেখব সাবিলাই আর নেই।'

'না, ইসিকোর, দেরি আমরা করব না। ঘটনা দ্রুত শেষ হলে, আমিও তোমার মতোই খুশি হব। মনে হচ্ছে জানোয়ারগুলো এতক্ষণে একটু শান্ত হতে শুরু করেছে। দেখি একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি কি না।'

ঘণ্টা কয়েক ভালোই ঘুমাতে পেরেছিলাম। এই বিশ্রামটুকু আসলেই আমার দরকার ছিল। সূর্য ওঠার আগেই আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল হ্যান্স। তারপর শিকার করলাম কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা মোটাসোটা একটা রিড বাক। জানোই তো, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার আগেই এন্টিলোপের মাংস রান্না করা হলে সেটা থাকে খুবই নরম। এতই নরম যেন এক সপ্তাহ ধরে বাইরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। [অনেক পশ্চিমা দেশেই মাংস নরম হওয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে ফেলে রাখে যাতে জীবাণু বা পরজীবী সেটাকে খানিক পচিয়ে নরম করে দিতে পারে। ওরা সাধারণত আমাদের মতো পশু জবাইয়ের সাথে সাথে তাজা মাংস রান্না করে খায় না।] তবে আজব ব্যাপার হলো, গুলির শব্দে পশুগুলোর মধ্যে একটুও বিকার হয়নি। বুঝলাম, এমন কিছু এরা কখনও শোনেইনি। হয়তো ভেবেছে ওদের সঙ্গী কোনো কারণে স্রেফ শুয়ে পড়েছে।

একঘণ্টা পর আমরা জলার প্রান্ত ধরে এগুতে শুরু করলাম। তবে এত খোলামেলা এগিয়ে যাওয়াটা আমি ঠিক পছন্দ করতে

পারছিলাম না। কারণ দেখতে পাচ্ছিলাম, চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা জাতের পশুর তাজা পায়ের ছাপ। জানি না ওগুলো কোথায় গিয়ে খাবার জোগাড় করে। এবং সেদিনের আগে আর কখনও এত জাতের পশু এভাবে এক জায়গায় জড়ো হতে দেখিনি। সম্ভবত আশপাশে অনেক মাইলের মধ্যেও পানির আর কোনো উৎস ছিল না। ফলে বাধ্য হয়ে ওগুলো জলাভূমিতে আসত পানি খেতে।

তবে এত পশু বা শিকারের উপস্থিতি আমাদের কোনো কাজে আসছিল না। যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলাম যাতে ওগুলোর নজর এড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারি। তারপরও আমরা একটা গণ্ডারের গায়ে উঠে পড়েছিলাম প্রায়। ওটার শিং ছিল আমার দেখা সবচেয়ে বড়। গণ্ডারটা লম্বায় ছিল প্রায় ছয় ফুট। অন্য যে কোনো জায়গায় হলে এটা হতো অত্যন্ত মূল্যবান শিকার। কিন্তু ওখানে এর কোনো দামই ছিল না। সৌভাগ্যবশত তখন বাতাস বইছিল ওটার দিক থেকে আমাদের দিকে। ফলে বিরক্ত গণ্ডারটা অন্য দিকে চার্য করে গেল। জানোই তো গণ্ডার চোখে প্রায় দেখে না বলা চলে।

আমরা এগিয়ে চললাম। তবে জল-কাদার ওপর আমরা কীভাবে কষ্ট করে এগিয়েছি সে বর্ণনা দিয়ে তোমাদের বিরক্ত করব না। শুধু এটুকু বলি, জলার কাদায় আমরা পথ চলতে পারছিলাম না। দিনে রোদের প্রচণ্ড তাপে ভাজা ভাজা হচ্ছিলাম আর রাতে জর্জরিত হচ্ছিলাম রক্তচোষা মশা আর জানোয়ারদের শব্দের অণ্যাচারে। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো যে, সিংহগুলো সবসময়ই উদর পূর্তির জন্য প্রচুর খাবার পেয়েছে। ফলে আমাদের দিকে ফিরে চায়নি। তাই বলে ওগুলোর গর্জন থেকে রেহাই পাইনি মোটেও।

তৃতীয় রাতে আমরা সেই পাহাড় শ্রেণীর কাছে পৌঁছে যাই।

কাছে গিয়ে বুঝতে পারি, পাহাড়টা আসলে খুব বড় নয়। তবে ভীষণ খাড়া। এর দেয়াল খাড়া হয়ে উঠে গেছে জায়গা ভেদে প্রায় পাঁচ থেকে আটশ ফুটের মতো। অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, মরু ঘেরা এই কালো পাথুরে পাহাড়ের আদি রূপ তখনও পর্যন্ত ছিল অবিকৃত।

তবে আসল কথা হচ্ছে, জিকালির কথা ফলেছে। সন্দেহ নেই, ওর দেয়া দিক নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সেই পাহাড়টাকেই পেয়েছি। এক ঘণ্টা পরের কথা। আমরা এগুচ্ছিলাম একটা বালুময় তটরেখার মতো পথ ধরে। সেখানে জলা ছিল না। মাটি ছিল বেশ খানিকটা উঁচু। আমরা তীক্ষ্ণ একটা মোড় ঘুরলাম। এবং অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম একটা উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বর্শাধারী এক লোককে। সাদা একটা আলখেল্লা ছিল তার গায়ে। নিঃসন্দেহে লোকটা ছিল একজন পাহারাদার। আমাদের দেখা মাত্রই ক্লিপ স্প্রিঙ্গারের (এক ধরনের আফ্রিকান অ্যাণ্টিলোপ) দ্রুততায় পাথরটার ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে এগিয়ে এল সে। আমার দিকে একবার কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সোজা চলে গেল ইসিকোরের সামনে। ইসিকোরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ওর হাতটা টেনে নিয়ে কপালে ঠেকাল। বুঝলাম আমাদের গাইড তার নিজের দেশে সম্মানিত একজন মানুষ। নিচু স্বরে কথাবার্তা বলল দু'জনে। তারপর ইসিকোর আমার কাছে এসে বলল, গত রাতেই ওরা আমাদের জ্বালানো আগুন দেখতে পেয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক আছে। এবং আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে বড় একটা ক্যানু। সেণ্ট্রির পিছু পিছু এগিয়ে গেলাম আমরা। এবং একটা মোড় ঘুরতেই হঠাৎ আমাদের সামনে উন্মোচিত হলো বেশ বড়-সড় একটা নদী-মুখ। নলখাগড়ার পিছনে আড়াল হয়ে ছিল নদীটা, তাই এতক্ষণ আমাদের চোখে পড়েনি। মজার

ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের বামে নদীটা গভীর এবং ধীরে বয়ে চলেছে। কিন্তু ডানে একশ গজের মধ্যেই এটা পরিণত হয়েছে কাদা আর ঝোপে ভরা এক জলায়। সেই জলার ওপর জন্মেছিল অনেক লম্বা আর চমৎকার সব প্যাপিরাস গাছ। নদীর ওপরটা ভরে ছিল নানা জাতের বন্য হাঁস দিয়ে। এদের চিৎকার চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়।

এই নদীকে ওয়ালুরা ডাকত "কালো পানি" বলে। এর দুপাড়েই দাঁড়িয়ে ছিল খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের আকার আর রঙ এমন যে, দেখেই মনের ভেতর বেজে ওঠে শঙ্কার দামামা। মনে হয় পাহাড়টা আসলে পাহাড় নয়, রহস্যে ভরা অন্ধকারের পঙ্কিল আত্মাদের আস্তানা। এই নদীটা পাহাড় শ্রেণীকে দুভাগ করে বয়ে চলেছে হাজার বছর ধরে। দুপাশের খাড়া পাহাড়ের কারণে নদীর পানি হয়ে ছিল ছায়াময় অন্ধকার। মনে হচ্ছিল, পানিটা ভীষণ অপবিত্র! মনে হচ্ছিল, রোমানদের স্টিক্স দেখছি। কল্পনা করছিলাম, তখনই হয়তো নদীর ভেতর থেকে কুৎসিত ফেরী নিয়ে উঠে আসবে মৃত্যু নদী পারাপারকারী "চ্যারণ"। আর আমাদের ধরে নিয়ে যাবে পাতালপুরীতে, চির অন্ধকারের দেশে। (চ্যারণ বা ক্যারন হচ্ছে রোমানদের উপকথা/প্রাচীন ধর্ম তত্ত্বের এক চরিত্র। সে এক স্বর্ণ মুদ্রা ঘুষের বিনিময়ে মৃতদেরকে নিয়ে যায় পাতাল লোকের দেবতা হেইডিসের রাজত্বে।)

স্বীকার করছি, তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাকে সত্যিই ভীত করে তুলেছিল। মনে হচ্ছিল, নিষিদ্ধ এবং অপবিত্র এক এলাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। এ দেশে কখনও সূর্য ওঠে না। তখন মনের তটে বারবার আছড়ে পড়ছিল শঙ্কা আর ভয়ের প্রবল ঢেউ। মনে হচ্ছিল, না জানি এই অন্ধকারের দেশে কী অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। মন চাচ্ছিল, তখনই লেজ গুটিয়ে পালাই। অন্তত পিছনে ফেলে আসা ওই জলাভূমিতে চলে

যেতে পারলেও খুশি হতাম। ওখানে অন্তত সূর্য তো ওঠে! হ্যাঁ, হ্যান্স ছিল সাথে। কিন্তু তাতেই বা কী। ভাবছিলাম, পিছনে ফেলে আসা ওয়াগনের কাছে ফিরতে পারলে আর কিছুই চাই না। কিন্তু তখন আর তা হবার উপায় ছিল না। আমার "সাদা মানুষের অহংকার" আমাকে কখনও অমন কিছু করতে দেবে না। আমাকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই হবে। তাতে যা-ই থাকুক কপালে।

সে সময় আমার যে অবস্থা হয়েছিল, সেটাকে যদি বলি ভয় পাওয়া, তা হলে হ্যান্সের অবস্থাকে বলতে হবে, অবর্ণনীয়। দেখি আতঙ্কে ওর দাঁত কপাটি সশব্দে পরস্পরের সাথে ঠকাঠক বাড়ি খাচ্ছে। অমন কাঁপাকাঁপি করতে করতেই ও মন্তব্য করল, 'ও, বাস, ঘরের দরজার অবস্থাই যদি এমন হয়, তা হলে বাড়ির ভেতরের অবস্থা না জানি কেমন হবে।'

জবাবে বললাম, 'সামনেই দেখতে পাব। কাজেই ও নিয়ে অযথা চিন্তা করে লাভ নেই।'

তখন ইসিকোর তার সঙ্গীর সাথে কিছু কথা বার্তার পর বলল, 'আমার সাথে আসুন, লর্ড।'

তাই করলাম। আর হ্যান্স এগিয়ে এল প্রায় আমার গায়ের সাথে লেগে থেকে। একটা পাথর ঘুরে সামনে এগুতেই দেখি, নদীর পাড়ে বালুতে তুলে রাখা হয়েছে বিশাল এক ক্যানু। আস্ত গাছের গুঁড়ি কুঁদে এটা বানানো হয়েছিল। দাঁড় বাওয়ার জন্য ওতে ছিল ষোলোজন দাঁড়ি। সংখ্যাটা আমার মনে আছে, কারণ ওদের দেখা মাত্র হ্যান্স মন্তব্য করেছিল যে, ওয়াগনের গরুর সংখ্যার সমান লোক এখানে আছে। ওদেরকে সে ডেকেছিল "পানির ষাঁড়" বলে। সামনে পৌঁছাতেই ওরা হাতের বৈঠা তুলে ইসিকোরকে স্যালুট করল। এবং দ্রুত একবার কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলল আমাদের দিকে। তারপর ভাব করতে লাগল যেন

আমাদেরকে ওরা দেখতেই পাচ্ছে না।

আমাদের সামান্য ব্যাগ ব্যাগেজ যা ছিল, অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সেগুলো তুলে ফেলা হলো। ক্যানুর গলুইয়ে কাবার্ডের মতো করে বানানো একটা ক্যাবিনেটে ঢুকিয়ে রাখা হলো সব। আমাদের বসার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল ইসিকোরও। এবং সেই পাহারাদার উঠল সবার শেষে। সে উঠে ক্যানুর হাল ধরল। দাঁড়িদের ধাক্কায় পানিতে নেমে গেল ক্যানু।

মাথার ওপর আকাশটাই শুধু নজরে আসছিল। বাকি সব দিক ঢাকা পড়ে গিয়েছিল পাথুরে পাহাড়ের বিশাল অবয়বের আড়ালে। চারদিকের অন্ধকারাচ্ছন্নতা দেখে ভাবছিলাম না জানি কী আসছে কপালে। দাঁড়িদের দাঁড় বাওয়া শুরু হলো এবং রওয়ানা হয়ে গেলাম আমরা।

অধ্যায় ৭

ওয়ালু

পানিতে দাঁড় ফেলার আওয়াজটুকু ছাড়া চারপাশ ছিল একদম নীরব। শান্ত নদীর ওপর দিয়ে কোনো রকম ঝঞ্ঝাট ছাড়াই এগুতে থাকলাম আমরা। অন্তত যাত্রার প্রথম অংশটুকুতে কোনো ঝামেলা হয়নি। তবে তখন চারদিক ছিল মৃত্যুর মতো নীরব। রীতিমত কানে বাজছিল সেই নীরবতা। নদীর পানি একদম শান্তভাবে পাথুরে দেয়ালের মাঝ দিয়ে চলে যাচ্ছিল মরুর দিকে। ওখানে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছিল মরুর বালিতে। ঠিক যেভাবে ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে মৃত্যুর দিকে চলতে থাকে কিছু ভাল মানুষ। নদীর দুই পাড়ের পাথুরে দেয়াল ছিল ভীষণ খাড়া। এতই খাড়া যে, নিঃশ্বাস ফেলতে পারে এমন প্রাণীর মধ্যে শুধুমাত্র বাদুড় ছাড়া আর কিছুরই সম্ভবত ওই দেয়ালে পা রাখার জায়গা হবে না। এবং এমনকী বাদুড়ের ব্যাপারেও পুরোপুরি নিঃসন্দেহ নই। কারণ, ওগুলো দিনে বের হয় না। রাতে ওখানে গিয়ে বাদুড়, দেখার খায়েশ আমার তখনও ছিল না, এখনও নেই। মাথার ওপর আকাশের ধূসর চেহারাও ছিল একদম অপরিবর্তিত। মেঘলা আকাশের চেহারায় কোনো পরিবর্তন হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পরপর পাথুরে দেয়ালের মাঝ দিয়ে বয়ে আসছিল হালকা বাতাসের দমকা। পাথরের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বয়ে আসার কারণে এমন শব্দ তৈরি হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল, ভেসে আসছে

দূরাগত কারো আর্তনাদ ধ্বনি। বা পাতাল-লোক থেকে উঠে আসছে অতৃপ্ত কোন আত্মার কাতর আর্তনাদ!

আমার পাশে বসা দাঁড়িরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নীরবে দাঁড় বাওয়ার কঠিন কাজটা করে যাচ্ছিল। এবং যখন কথা বলার দরকার, তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল একদম নিচু স্বরে ফিসফিস করে। সব মিলিয়ে চারপাশের পরিস্থিতি মনের ওপর দারুণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলছিল। রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আমি। পুরো মরুভূমি ভারী রাইফেল আর কার্তুজের বোঝা পিঠে নিয়ে বিরামহীন পথ চলেছি। তাই, ক্লান্তি হয়তো আমার চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতাকে ঘোলা করে দিয়েছিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কানে আসছিল পানিতে দাঁড় পড়ার একঘেয়ে সম্মোহক আওয়াজ। সাথে বাতাসের আর্তনাদ তো ছিলই। আর ছিল দাঁড়িদের ফিসফিসানি। তখনকার অনুভূতিটা ছিল অনেকটা স্বপ্নের মতো। তবে সুখস্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন। চারদিকের সবকিছু যেন চিৎকার করে বলছিল, চেনা জানা সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপবিত্র এবং অজানা এক জগতে পা ফেলছি আমি!

ক্রমেই দুপাশের পাথুরে দেয়াল এত উঁচুতে উঠে গেল যে প্রায় অন্ধকার নেমে এল চারদিকে। দাঁড় টানার জন্য দাঁড়িরা শরীর ঝুঁকিয়ে সামনে গেলে তাদের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। দাঁড় বাওয়ার ছন্দোবদ্ধ আগুপিছু অর্থাৎ, একবার অন্ধকারে চেহারা হারিয়ে যাওয়া আবার এক মুহূর্ত পর দেখতে পাওয়াটা ছিল এক ভীষণ অস্বস্তিকর দৃশ্য। মনে হচ্ছিল, কালো পর্দা দিয়ে গোল করে ঘেরা একটা খাটে বসে আছি আমি। আর অন্ধকার থেকে একদল ভূত এক মুহূর্ত পরপর এসে উঁকি দিয়ে আমাকে দেখছে, তারপর আবার গায়েব হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের ভেতর।

দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঘুম ভালো হয়নি। বারবার

যে আমরা ফিরে যাব, না এগিয়ে যাব। সিদ্ধান্ত হলো এগিয়েই যাব। শুরু হলো দ্বিগুণ গতিতে দাঁড় বাওয়া। এবং তখনই অন্ধকার বনের ভেতর থেকে ভেসে এল স্নায়ু বিদারী অবর্ণনীয় এক চিৎকার। যার অর্ধেক ছিল হিংস্র জন্তুর ক্রোধান্ধ গর্জন আর বাকিটা ছিল কোনো মানুষের তীব্র আর্তনাদের মতো আওয়াজ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেটা রূপ নিল পূর্ণাঙ্গ শব্দে। অনেকটা যেন "হিউহিউ" রবে উচ্চকিত গর্জন এবং আর্তনাদের মিশ্র ধ্বনি। এর প্রায় সাথে সাথেই বনের চারদিক থেকে ভেসে এল একই রকম "হিউহিউ" গর্জন। সেই গর্জন এতই ভয়ানক ছিল যে, আতঙ্কে আমার মাথার খাড়া চুল আরও খাড়া হয়ে যায়। বুঝলাম, দেবতার নাম "হিউহিউ" কীভাবে হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। ওই গর্জনের সাথে সাথেই কানে এল পানিতে কোনোকিছুর ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ। ভাবলাম, সম্ভবত কুমির লাফিয়ে পড়েছে পানিতে। কারণ, দেখতে পেলাম গাছপালার গাঢ় ছায়ার নীচ দিয়ে সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে কতগুলো কুৎসিত দর্শন মাথা আর কতগুলো লম্বা আকৃতি।

'পশমি শয়তানগুলো আমাদের গন্ধ পেয়ে গেছে,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ফিসফিস করে ইসিকোর বলল। 'কোনো কিছু করতে যাবেন না। এরা বড় কৌতূহলী। তবে কৌতূহল মিটে গেলে ফিরে যেতে পারে।'

'যদি না যায়?' কিন্তু এ প্রশ্নের কোনো উত্তর এল না।

বাম তীরের দিকে ক্যানুর মাথা ঘুরিয়ে নেয়া হলো। এবং দাঁড়িরা শুরু করল সর্বোচ্চ শক্তিতে দাঁড় বাওয়া। পানির যে অংশটুকুর ওপর অপেক্ষাকৃত বেশি আলো পড়ছিল তাতে সাঁতাররত শ্মশ্রুমণ্ডিত, দানবীয় একটা শরীর চোখে পড়ল। এর চোখ ছিল হলুদাভ, পাতলা ঠোঁট এবং ছিল শক্তিশালী চোয়াল।

প্রাণীটি যে মানুষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অত্যন্ত দক্ষ এবং শক্তিশালী সাঁতারু ছিল সে। কারণ উল্টোমুখী স্রোতের ভেতরও সে প্রায় অনায়াসে এগিয়ে আসছিল আমাদের দিকে। কাছে এসে ক্যানুর একটা পাশ ধরে নিজেকে স্থির করল সে। হাতটা ছিল বানরের মতো আগাগোড়া বাদামি পশমে মোড়া। তখনই খেয়াল করি, এর প্রায় পুরো শরীরটাই ছিল লম্বা পশমে ঢাকা। ওখানে ভেসে থেকেই বিশ্রাম নিতে নিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে প্রাণীটা বা সে। ওটা তখন আমার এত কাছে ছিল যে ওর দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাস ঝাপটা মারছিল আমার চোখে-মুখে। এমন কোনোকিছু দেখা তো দূরের কথা, আছে বলেই কল্পনা করিনি কখনও। উত্তেজনা আর উদ্বেগে আমার দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। তবে তারপরও বেশ কয়েক মুহূর্ত অনড় বসে রইলাম।

ওই কয়েক মুহূর্তই। তারপর আর সহ্য হলো না। কেবলই মনে হচ্ছিল, ওটা এখনই লাফিয়ে ক্যানুতে উঠে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। শেষে উত্তেজনা আর সহ্য করতে না পেরে ওটার ক্যানু ধরে থাকা হাতে বসিয়ে দিই শিকারের ভারী ছোরাটা। ওটার একটা আঙুল কাটা পড়ে সেই আঘাতে। সাথে সাথেই ক্যানু ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে ভেসে গিয়ে আর্তনাদ করতে থাকে মানুষ বা জানোয়ারটা। দেখতে পাচ্ছিলাম, তীব্র ব্যথায় মাথার ওপর তুলে আহত হাতটা ঝাঁকাচ্ছিল সে।

ইসিকোর তখন ভয় পাওয়া কণ্ঠে আমাকে কিছু একটা বলতে শুরু করল। কিন্তু কিছু স্পষ্ট করে বলার আগেই ভীত কণ্ঠে আর্তনাদের সুরে হ্যান্স বলে উঠল: 'এলেম্যাগেটর, আরেকটা চলে এসেছে, বাস।'

আরেকটা মাথা ভেসে উঠল। এবার হ্যান্সের পাশে। শুনলাম ইসিকোর আর্তনাদ করে বলল, 'কিছু করো না'। কিন্তু অর কথা হ্যান্সের কানেই ঢোকেনি। ও ততক্ষণে রিভলভার বের করে দুটো

গুলি করে বসেছে প্রাণীটার গায়ে। চিৎকার করে ক্যানু ছেড়ে পানিতে গিয়ে পড়ল ওটা। তবে এর চিৎকারের সুর ছিল আগের জনের চেয়ে চিকন। এটা নির্ঘাত ছিল একটা মেয়ে।

ততক্ষণে দুই পাড় থেকে আরও অনেকগুলো "প্রাণী" পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত আমাদের ওপর আক্রমণ করতে নয়। ওদের আহত সঙ্গীদের উদ্ধার করতে। ওরা তাদের পানি থেকে টেনে তীরে তুলল। সেই সঙ্গে চলল আহত সঙ্গীদের নিয়ে বিষণ্ন আহাজারি। তবে গুলি খাওয়া জনের হাত পা ল্যাগব্যাগ করে ঝুলতে দেখে নিশ্চিত হলাম, ও বেচারি আগেই মারা গেছে। এবং সে সময় এটাও নিশ্চিত হলাম যে, ইসিকোর এদেরকে যাই বলুক বা দেখতে এরা যত জঘন্যই হোক বা হোক পশমে গা ঢাকা, এরা অবশ্যই মানুষ। কোনো সন্দেহই নেই এরা মানুষ।

এ পর্যন্ত শুনে কার্টিস বলল, 'হাতিও অমন করে আর্তনাদ করে।'

'হ্যাঁ, তা করে বটে। আমি নিজেও অমন করতে দেখেছি দুবার। কিন্তু এদের আচার আচরণ ছিল খুব বেশি মানবীয়। উদাহরণ হিসেবে মৃত সঙ্গীর জন্য তাদের সবার আহাজারির কথা বলা যায়। এ ছিল খুবই সামাজিক ব্যাপার। তা ছাড়া উদাহরণের জন্য দূরেও যেতে হবে না। আমার ছোরার আঘাতে যে আঙুলটা কাটা পড়েছিল, সেটা তখনও পড়ে ছিল আমার পায়ের কাছে। ওটা ছিল মানুষের আঙুলের মতোই। শুধু লম্বায় একটু ছোট এবং পশমে ঢাকা। আর ওটার নখগুলো ছিল জখমী। সম্ভবত মাটি খুঁড়ে শিকর-বাকর তুলতে গিয়ে বা গাছের ডাল পালা আঁকড়ে ধরতে গিয়ে অমনটা হয়েছিল।'

অ্যালান বলে চলেছে:

তখন একটা ধাক্কা লাগল আমার বুকে। শত সহস্র বছর আগে

আমাদের পূর্বপুরুষ যেমন ছিল, প্রায় তেমন একটা জাতি এখনও এই অজানা-অচেনা দেশে রয়ে গেছে। আর আমি অ্যালান তখন ওই অভাবনীয় পরিস্থিতির মাঝে বসেই ভাবছি- আমার তো গর্বিত হওয়া উচিত। কারণ, আমি হয়ে গেছি এই জাতির আবিষ্কর্তা! সত্যি কথা হচ্ছে, তখন মনে এই ভাবনাও চলছিল যে, আবিষ্কর্তা অন্য কেউ হলেই বেশি ভালো হতো। এবং তারচেয়েও ভালো হতো, যদি ওখানে তখন আমি না থাকতাম, তা হলে।

তারপর অন্যান্য বিষয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলাম। কারণ ততক্ষণে একটা বড়সড় এবড়োখেবড়ো পাথর ছুটে গেছে আমার মাথা ছুঁয়ে। এবং তার পিছন পিছন গেছে মাছের হাড় বেঁধে রুক্ষ হাতে বানানো একটা তীর। তবে আমাদের দুএক জনের হাত পা একটু ছড়ে যাওয়া ছাড়া পাথর আর তীর বৃষ্টি আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। আমরা আবার চলতে শুরু করি। তবে এবার নদীর মাঝখান দিয়ে। এরপর আর কোনো পশমি মানব আমাদের কাছাকাছি আসেনি। আমরা নিরাপদে থাকলেও শান্ত গম্ভীর ইসিকোর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। সে আমার পাশে বসে বলল, 'ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেল, লর্ড। ওরা কিছুই ভোলে না। এদের বিরুদ্ধে আপনি আজ যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই হবে।'

'আসলে কিছু করার ছিল না। ওরা কি সংখ্যায় অনেক? তোমাদের পুরো দেশেই কি ওরা থাকে নাকি?'

'হ্যাঁ, অনেক। হাজারের বেশি তো হবেই। তবে এরা সব জঙ্গলেই থাকে। জঙ্গলে কখনও ঢুকতে যাবেন না। জঙ্গলে না, আর দ্বীপে তো কোনোমতেই না। দ্বীপে হিউহিউ বাস করে। ওর সাথে সবসময় বেশ কিছু পশমি মানুষ থাকেই। হিউহিউ হচ্ছে ওদের রাজা।'

'অমন কিছু করার মোটেও ইচ্ছা নেই,' বললাম আমি।

এরপর আমরা যতই এগিয়ে গেলাম, নদীর পাড় থেকে পাহাড় সারি ততই দূরে সরে গেল। যেতে যেতে একসময় হারিয়ে গেল আমাদের দৃষ্টি সীমা থেকে। নদীটা তখন একজোড়া টিলার মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। টিলার পর থেকেই শুরু হয়েছে গাছপালার রাজত্ব। বিশাল লম্বা আর প্রাচীন সব গাছ। সে জঙ্গলে তখনও মানুষের লোভী হাতের থাবা পড়েনি। সেই সবুজের বিস্তৃতি দেখে মনে হতে বাধ্য যে, এ যেন সবুজের এক মহাসমুদ্র। আর ঠিক তখনই সবুজের সাগরের ওপর দিয়ে আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হলো "কোন" আকৃতির এক আগ্নেয়গিরির চূড়া এবং এর মাথার ওপর ঝুলে থাকা মাশরুম আকৃতির ধোঁয়ার মেঘ।

সারাদিন ধরে আমাদের ক্যানু এগিয়ে চলল। নদীর মাঝ বরাবর থাকায় আমরা নিরাপদেই ছিলাম এবং মাথার ওপর ঝুলে থাকা ডালপালার ফাঁকে দিয়ে এদিক-ওদিক কিছুটা দেখতেও পাচ্ছিলাম। অবশ্য দৃষ্টি যতটুকু চলছিল তাকে ঠিক দেখা বলা চলে না। বিকাল নাগাদ একটা বাঁক পার হওয়ার পর আমাদের সামনে উন্মুক্ত হলো কাগজের পাতার মতো স্থির, বিশাল বড় এক জলাধার বা বলা ভালো লেক। এ লেক থেকেই বয়ে চলেছে নদীটা, যেটা দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। পরে অবশ্য জানতে পারি, ওপাশ থেকে আরেকটা ধারা এসে মিশেছে এই লেকে। তবে সেটা কোত্থেকে এসেছে তা জানতে পারিনি। লেকটা ছিল বিশাল বড়। আগেই অবশ্য সেটা বলেছি। লেকের মাঝের দ্বীপটাতেই দাঁড়িয়ে ছিল দূর থেকে দেখা সেই আগ্নেয়গিরিটা। কাছ থেকে ওটাকে অবশ্য তেমন বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, নিরীহ একটা ধূসর পাথুরে পাহাড়। তবে এর মাথার ওপর ঝুলে ছিল মাশরুমের মতো ধোঁয়ার মেঘ। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, ধোঁয়াটা যে ওই পাহাড় থেকে বের হচ্ছে তা-ও মনে হচ্ছিল

না। মনে হচ্ছিল, নীচের উত্তপ্ত বাষ্পের চাপে কিছু বাষ্প কোনো ফাটল দিয়ে বের হয়ে উপরে চলে যাচ্ছিল। সেখানে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেয়ে সেগুলোই পরিণত হচ্ছিল মেঘে। যা-হোক, আমার দূরবীনের সাহায্যে দেখতে পেলাম, পাহাড়ের পাদদেশে, সমতল ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো ছোট ছোট কালো ঘর। সম্ভবত কোনো ধরনের কালো পাথর বা শুকনো লাভার চাঙর দিয়ে বানানো হয়েছিল ওগুলো।

ইসিকোর দেখেছিল যে আমি আশপাশে তাকাচ্ছিলাম। ওদিকে দূরবীন তুলতেই ও ব্যাখ্যা দিল, 'ওটাই হচ্ছে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন শহর। একসময় ওখানেই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষরা। একবার পাহাড় থেকে নেমে আসে তরল আগুনের স্রোত। তাতেই ধ্বংস হয়ে যায় সব। তারপর থেকে ওখানে কেউ আর বাস করে না।'

'কেউই না?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'শুধু হিউহিউর পুরোহিতেরা থাকে ওখানে, লর্ড। হিউহিউও থাকে। পাহাড়ের ওপাশে ওর বিশাল এক গুহা আছে। কয়েকজন পশমি মানুষ নিয়ে সেটায় থাকে সে। ওরা হিউহিউর ভৃত্য। অন্তত তেমনটাই আমরা জানি। তবে গুহাটা কোথায় বা কেমন...তা দেখতে কেউ যায়নি। শুনেছি, অনেক আগে আমার দাদা একবার ওখানে গিয়েছিল। আগেই বলেছি, লর্ড, আমি নিজেও একবার হিউহিউকে দেখেছি। তবে সে দেখতে কেমন, দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ আমি ভুলে গেছি।" এ কথাটা সে একটু দ্বিধার সাথেই বলল। তারপর যোগ করল, "সেই গুহার সামনেই আছে বাগান। ওই বাগানেই জন্মায় বিশেষ সেই গাছ...যেটার কথা দক্ষিণের সম্মানিত মহান যাদুকর, আত্মাদের বাবা আপনাকে বলেছেন। বলেছেন ওষুধের সাথে মেশানোর জন্য ওই পাতা তাঁর দরকার। ওই পাতা দীর্ঘায়ু দেয়। সেই সাথে খুলে দেয় গোপন

জগৎ দেখার রাস্তা।'

'হিউহিউ কি ওই পাতা খায় নাকি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'জানি না। তবে এটা জানি, ও মাংস খায়। কারণ আমাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে দেবতার জন্য পশু ভেট দিতে হয়। আবার শুনেছি, কখনও কখনও মানুষও নাকি সে খায়। ওর বাগানের পাশে অনন্তকাল ধরে জ্বলছে অগ্নিকুণ্ড। ওটার কাছেই এক পাথরের ওপর রেখে আসতে হয় আমাদের ভেট।'

মনে হলো, ইসিকোর ওই এলাকা সম্বন্ধে খুব কমই জানে। বা জানলেও আমাকে বলবে না। কাজেই সবচেয়ে ভালো হয় জায়গাটা নিজের চোখে একবার দেখতে পারলে।

ভাবো একবার, এক বিশাল গুহায় নিজের সন্তান বা ভৃত্য সহ বাস করে এক দানব! এবং সেখানে বাগানের পাশে অনেক আগে থেকে অবিরাম জ্বলছে এক অগ্নিশিখা। আর সেটার পাশেই জন্মে আছে যাদুকরী গুণ সমৃদ্ধ এক গাছ! আমি ভাবছিলাম, এই শিখা চিরন্তনের রহস্য কী। সম্ভবত আগ্নেয়গিরির সাথে কোনো না কোনোভাবে এর সম্বন্ধ আছে।

এসব নিয়ে ইসিকোরকে যখনই প্রশ্ন করতে যাব, তখনই দেখি আমরা নদীর মুখে বৃক্ষ শোভিত একটা জায়গা পার হচ্ছি। এখানে নদীটা চওড়া হয়ে একটা খাঁড়িতে পরিণত হয়েছে। এবং এর পাড়েই কয়েকশ একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে মোটামুটি মাঝারি আকৃতির একটা শহর।

শহরের প্রতিটা বাড়িরই চারপাশ ঘিরে ছিল ছোট বড় গাছের বাগান। ছোট আকারের কিছু ঘরও চোখে পড়ে। ওগুলো তৈরি করা হয়েছিল রাস্তার পাশে, সার বেঁধে। ঘরগুলো বানানো হয়েছিল অনেকটা পুব দেশীয় ধাঁচে। সমতল এবং নিচু করে বানানো হয়েছিল এ বাড়িগুলোর ছাদ। পার্থক্য বলতে, পুবদেশীয় ঘরগুলো অবধারিতভাবেই থাকে চুনকাম করা। কিন্তু ওখানকার

সমস্ত বাড়ির রঙই ছিল কালো। পরে আবিষ্কার করি, এগুলো বানানো হয়েছিল কালো লাভার চাঙড় দিয়ে। মোটামুটি পুরো শহরের সব বাড়িই ছিল এভাবে বানানো। মূল ভূখণ্ডের পাশে লেকের পাড়ে তৈরি করা হয়েছিল একটা প্রাচীর বা বাঁধ। তবে বাড়িগুলোর মতো এটা লাভা দিয়ে বানানো ছিল না। বরং এতে ব্যবহার করা হয়েছিল কোনো ধরনের কালো পাথর। বাঁধের ব্যাপারটা আমাকে অবাক করে। কৌতূহলী হয়ে এ ব্যাপারে ইসিকোরকে জিজ্ঞেস করি। জবাবে সে বলে, 'বাঁধটা বানানো হয়েছে পশমি মানবদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য। ওরা সাধারণত রাতে আমাদের ওপর চড়াও হয়, তবে দিনে আসে না। এ জন্যই এদিকে বাঁধ দিয়েছি। কিন্তু পিছনে ফসলের ক্ষেতের দিকে বাঁধ দেয়া হয়নি।' তারপর বলল, 'আমরা দিনের আলোতে ক্ষেতে কাজ করি। এবং রাতের আঁধার নামতে নামতেই ফিরে আসি শহরের নিরাপদ আশ্রয়ে। তবে রাতে যাদের ওপর পাহারার দায়িত্ব থাকে তারা ক্ষেতেই থেকে যায়। ওখানে মজবুত করে ঘর বানানো আছে। সেখানেই রাতে থেকে ফসল এবং গবাদি পশু পাহারা দেয় তারা।'

শহরের ঘরগুলোর দিকে তাকালাম। মনে হলো, আজকের আগে এমন "অন্ধকারাচ্ছন্ন" এলাকা আর কখনও দেখিনি। এমনকী, সেই বৃষ্টি বিধৌত বিকেলেই মনে হচ্ছিল, তখনই নেমে আসবে রাতের আঁধার। ঘরগুলোর কালো রঙ আর বিশাল কালো বাঁধ মনে করিয়ে দিচ্ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন জেলখানার কথা। লেকের পানি কালো, ঘরের রঙ কালো, বাঁধ কালো আর পিছনের ঘন বনের গাছপালার নীচে পড়া ছায়া...তা-ও ছিল কালো! সব মিলে বাধ্য করছিল আমাকে এমনটা ভাবতে।

হ্যান্স তখন বলল, 'বাস, এ জায়গায় থাকলে কয়েক দিনের মধ্যে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব।' যেন আমার মনের কথাই বের

হয়ে এল হ্যান্সের মুখ দিয়ে। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলাম আমি।

যা-হোক, আমরা পাড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। ওখানে আলগা কিছু পাথর ফেলে ছোট একটা জেটি বানানো ছিল। ওখানেই নামলাম সবাই। বুঝলাম আসার পথের ওপর অবশ্যই নজর রাখা হয়েছিল। কারণ জেটিতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জনের একটা দল দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের অপেক্ষায়। সেই দলে ছিল প্রায় সব বয়সের নারী-পুরুষ। এবং সবার চেহারাই ছিল আমাদের গাইড ইসিকোরের মতো একই রকম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তারা সবাই ছিল লম্বা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, হালকা গাত্রবর্ণের এবং দেখতে খুবই সুন্দর। সবার গায়েই ছিল এক ধরনের সাদা আলখেল্লা। তবে কিছু পুরুষের মাথায় ছিল প্রাচীন ফারাও স্টাইলের হ্যাট। যেমনটা ছিল ইসিকোরের মাথায়। এটার কথা অবশ্য আগেই বলেছি। আর মহিলাদের মাথায় ছিল খুলি আঁকড়ে থাকা, ঝালর সমৃদ্ধ এক ধরনের শিরাবরণ। ঝালরগুলো তাদের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণ। সবিস্ময়ে ভাবছিলাম, কোন্ জাতি থেকে এরা উঠে এসেছে! তবে সত্যি বলতে, সে সম্বন্ধে বিন্দু মাত্র ধারণাও আমার ছিল না। মনে হয় এমন কোনো প্রাচীন জাতির সাথে তাদের রক্তের যোগসূত্র ছিল যারা ধরার বুক থেকে বহু আগেই বিলিন হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো না কোনোভাবে ওরা তখনও রয়ে গিয়েছিল মাটির উপরে।

ইসিকোর আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেল। আমাদের সামান্য ব্যাগ ব্যাগেজ যা ছিল সেগুলো হাতে নিয়ে ওর পিছন পিছন এগুতে থাকলাম আমরা। যেন যুদ্ধে পরাজিত ক্লান্ত একদল সৈন্য ফিরে এসেছে। ইসিকোর মাটিতে নামতেই সামনের লোকগুলোর জটলা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। রাস্তার ডানে দাঁড়াল পুরুষ এবং বামে দাঁড়াল সব মহিলারা। যেন চার্চে অর্ঘ্য নিবেদন করতে যাচ্ছি আমরা। ওদের মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় সবাই একদম নির্বাক-

নিরাবেগ তাকিয়ে ছিল। একটা কথাও বলেনি কেউ! বিষণ্ন চোখে অপলক তাকিয়েই ছিল শুধু। ব্যাপারটা আমাকে বেশ নার্ভাস করে দেয়। তারা এমনকি ইসিকোরকে কোনো সম্ভাষণও জানাল না! এমন একটা বিপজ্জনক এবং লম্বা সফর থেকে ফিরে আসতে পারায় ওর অন্তত সেটা তো পাওনা হয়েছে!

তখন একটা ঘটনা ঘটে। সে সময় ব্যাপারটা চোখে পড়লেও সেভাবে খেয়াল করিনি। তাই ভুলে গিয়েছিলাম। পরে হ্যান্স আবার ঘটনাটা মনে করিয়ে দেয়। ঘটনাটা ছিল, আমরা যখন উপস্থিত লোকগুলোর মাঝ দিয়ে পার হই তখন গাড় গাত্রবর্ণের এক লোক ইসিকোরের দিকে এগিয়ে আসে এবং জোর করে ওর হাতে কিছু একটা গুঁজে দেয়। মনে আছে, এক পলক ওটার দিকে তাকিয়েই কেঁপে উঠেছিল সে এবং সেটা দেখে মলিন হয়ে গিয়েছিল তার চেহারা। কোনো কথা না বলে জিনিসটা সে দ্রুত লুকিয়ে ফেলে।

ডানে ঘুরে লেকের পাশ ঘেঁষে বানানো বাঁধ কাম রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে যাই আমরা। বাঁধটা বানানো হয়েছিল সম্ভবত বন্যার হাত থেকে বাঁচার জন্য। পরে সেটাকে রাস্তার রূপ দেয়া হয়। বাঁধটা ছিল মোটামুটি বারো ফুট মতো উঁচু। শহরের ভেতর ঢোকার ফটক বানানো হয়েছিল নিরেট কাঠের গুঁড়ি দিয়ে। আমরা পৌঁছাতেই গেটটা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে নিজেকে আবিষ্কার করলাম দারুণ সুন্দর একটা বাগানের মাঝে। গোটা শহরে একমাত্র এটাই ছিল পছন্দ করার মতো জিনিস। আর বাগানের শেষে দাঁড়িয়ে ছিল নিরেট লাভার চাঙড় দিয়ে মজবুত করে বানানো বেশ বড় একটা ঘর। ঘরটার ছাদ ছিল সমতল।

ঘরে যখন ঢুকি ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ফলে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে প্রদীপগুলো। উঁচু পাদানির ওপর রাখা প্রদীপগুলো ছিল ভীষণ অদ্ভুত। ওগুলো দেখতে ছিল বাঁকা কাস্তে বা নতুন

চাঁদের মতো। হাতির বিশাল দাঁত সুন্দরভাবে কেটে, সেটাকে এমন কুপির আকৃতি দেয়া হয়েছিল। ঘরের মাঝে ছিল আবলুশ কাঠ আর আইভরি দিয়ে বানানো দুটি চেয়ার। সেগুলোর সামনে রাখা ছিল পা রাখার জন্য দুটো পা'দানী। এবং চেয়ার দুটির একটিতে বসে ছিল একজন নারী এবং অপরটিতে ছিল একজন বয়স্ক পুরুষ। তার মাথার ধূসর চুল লুটিয়ে ছিল কাঁধের ওপর। তার বিষণ্ন চেহারায় বয়সের চিহ্ন হিসেবে স্থায়ী ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল বলি দাগ। ধারণা করলাম এ লোকই এদেশের রাজা। লোকটার বিষণ্ন চেহারায় এখনও যেন রাজকীয় গর্ব আর আভিজাত্যের ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। তার পরনের রোবের বর্ডারে বেগুনী কারুকাজও রাজকীয় আভিজাত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছিল। গলায় ঝুলছিল একটা চেইন। সম্ভবত সেটা বানানো হয়েছিল নিখাদ স্বর্ণ দিয়ে। এবং তার হাতের লাঠির ডগাও মোড়ানো ছিল স্বর্ণ দিয়ে। তবে তার দৃষ্টিতে ছিল ভয়ের ছাপ। এবং তার গোটা অবয়বে যেন প্রকাশ পাচ্ছিল সিদ্ধান্ত নিতে অসমর্থ, দ্বিধাগ্রস্ত আর আতঙ্কিত একজন দুর্বল লোকের প্রতিচ্ছবি।

পাশের চেয়ারে বসে ছিল একজন মহিলা। কুপির পূর্ণ আলো পড়ছিল তার গায়ে। দেখেই মনে হলো, এ-ই হচ্ছে ইসিকোরের ভালোবাসার পাত্রী সাবিলা। সন্দেহ নেই, যে কেউই চাইবে এর প্রেমে পড়তে। সাবিলা ছিল লম্বা এবং চমৎকার রমণীয় কাঠামোর অধিকারী। দারুণ সুন্দর ছিল তার চোখজোড়া। সে ছিল ওয়ালুদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যসহ অনিন্দ্য সুন্দরী এক রমণী। তার গায়েও ছিল হালকা বেগুনী রঙয়ের বর্ডার দেয়া রোব। কোমরে ছিল "বিছার" মতো দেখতে একটা অলঙ্কার এবং তাতে জ্বলজ্বল করছিল লাল রঙের একটা পাথর। সম্ভবত রুবী। আর চেস্টনাট রঙা অবাধ্য চুলকে বেঁধে রাখার জন্য সে মাথায় পরেছিল সোনালী রঙের একটা ব্যাণ্ড। এ ছাড়া আর কোনো অলঙ্কার সে পরেনি।

সম্ভবত সে ভালোভাবেই জানত যে, সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য বাড়তি অলঙ্কারের তার মোটেও দরকার নেই।

তো, ঘরে ঢুকে আমাকে দরজার পাশে রেখে এগিয়ে গেল ইসিকোর। গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল বয়স্ক লোকটির সামনে। সে প্রথমে তার হাতের দণ্ডটি দিয়ে ইসিকোরের কাঁধ স্পর্শ করল। তারপর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল একবার। এরপর ইসিকোর উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাটির সামনে আবার হাঁটু গেড়ে বসল। মহিলাটি ইসিকোরের দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিল তাতে চুমু খাওয়ার জন্য। এত দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছিলাম, তার চোখে-মুখে বয়ে যাচ্ছে খুশি আর আনন্দের জোয়ার। ইসিকোর ফিসফিস করে তাকে কী যেন বলল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জোরালো গলায় তার বাবার সাথে কথা বলা শুরু করল। এক সময় সে কথা থামিয়ে চলে এল আমার কাছে। তারপর আমাকে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। আমার পিছনে, বলা চলে আমার পায়ের ওপর চড়ে এগিয়ে এল হ্যান্স।

ইসিকোর বলল, 'ও, লর্ড মাকুমাজান, ইনি ওয়ালু, আমাদের প্রিন্স। এবং এ হচ্ছে, প্রিন্সেস সাবিলা তার মেয়ে। ও, প্রিন্স আর প্রিন্সেস, এই মহান সাদা মানুষটি তাঁর দক্ষতা আর সাহসের জন্য সুপরিচিত। দক্ষিণের মহান যাদুকর তাঁর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। এই মহান লোকটি আমার আবেদন শুনে সহানুভূতি বশত এবং তাঁর শুচি-শুভ্র অন্তরের ডাকে এসেছেন ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে আমাদের উদ্ধার করতে।'

ইসিকোরের মতো একই টানের আরবিতে ওয়ালু বলল, 'আমার অন্তরের অন্তস্তল তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি– আমার তরফ থেকে, আমার মেয়ের ও আমাদের জনগণের তরফ থেকে।'

এ পর্যন্ত বলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং রাজকীয় কেতায় বাউ করল আমার উদ্দেশ্যে। তবে তার বাউ করার ধরনটা

ছিল আমার একদম অজানা। আফ্রিকার আর কোথাও অমন করতে কখনও দেখিনি। তারপর প্রিন্সেসও উঠে বাউ করল। বা বলা ভালো তাদের নিজস্ব উপায়ে সৌজন্য প্রকাশ করল। রাজা ওয়ালু তারপর বলল, 'এত লম্বা ভ্রমণের পর নিঃসন্দেহে আপনারা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম নিন, খাওয়া দাওয়া করুন। তারপর কথা বলা যাবে।'

এরপর বিশাল ঘরটার অপর একটা দরজা দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো আরেকটা ঘরে। আমার থাকার জায়গা ছিল ঘরের সামনের অংশে। আর পিছনের অংশে একটা পর্দা টাঙিয়ে বানানো হয়েছিল হ্যান্সের থাকার জায়গা।

মাঝ বয়সী দু'জন মহিলা মাটির পাত্রে করে আমাদের জন্য গরম পানি নিয়ে আসে। গরম পানি দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। কারণ পানি গরম করা আফ্রিকার আদিবাসীদের মাঝে একেবারেই প্রচলিত নয়। যা-হোক, পানির সাথে এল উৎকৃষ্টতম লিনেনে তৈরি চমৎকার দুটি আণ্ডার শার্ট। কুশনের ওপর পশমি চাদর দিয়ে সুন্দর করে ঢেকে রেখে দেয়া হলো সেগুলো।

ঘরে একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর রাখা ছিল পাথরের তৈরি একটা বেসিন। সেটায় গরম পানি ঢেলে আমরা হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। এবং বদলে নিলাম ময়লা কাপড় চোপড়। তারপর পকেট কাঁচি দিয়ে হ্যান্সের সহায়তায় যতটুকু সম্ভব ছেঁটে নিলাম আমার দাড়ি এবং উষ্কখুষ্ক চুল। নাপিতগিরি শেষ করার আগেই সেই মহিলা দু'জন আবার এসে হাজির। এবার তাদের হাতে ছিল কাঠের ট্রে ভর্তি খাবার। মেন্যুতে কচি ভেড়ার রোস্ট এবং সুন্দর করে বানানো একটা মাটির জগে করে পানীয়। মজার ব্যাপার হলো জগটার গায়ে বসানো ছিল ছোট ছোট রুক্ষ হীরের টুকরো। যেমনটা নমুনা হিসেবে দিয়েছিল জিকালি। ওগুলো অবশ্য বসানো

হয়েছিল মাটি শুকানোর আগেই। আর পানীয়টা ছিল আসলে স্থানীয় কায়দায় বানানো মিষ্টি স্বাদের বিয়ার। ফলে আমাকে তখনই সাবধান হতে হয়। নইলে হ্যান্স হয়তো এ জিনিস প্রচুর গিলে ফেলত।

ভোজন পর্ব অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে সম্পন্ন করলাম আমরা। কারণ সেই ওয়াগন ছাড়ার পর থেকে সত্যিকার অর্থে রান্না করা সুস্বাদু খাবার আর খাইনি। যা-হোক, তখন ইসিকোর এসে আমাদের আগের সেই বড় ঘরটাতে নিয়ে গেল। প্রিন্স ওয়ালু আর তার মেয়ে সাবিলা বসে ছিল তাদের আগের জায়গাতেই। তবে এবার বাড়তি ছিল আরও কিছু বয়স্ক লোক। তারা প্রিন্সকে ঘিরে মাটিতে বসে নিচু গলায় কথা-বার্তা বলছিল। ওখানে একটা টুল রাখা ছিল আমার জন্য। আমরা পৌঁছাতেই শুরু হলো মূল আলোচনা।

সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিচ্ছি না। কারণ, ওরা যা বলছিল তা ইসিকোরের কাছ থেকে আগেই শুনেছিলাম। মূলত আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, দ্বীপে থাকা দেবতার জন্য বাৎসরিক বলি হিসেবে তাদের সুন্দরতম কুমারীকে ওখানে বেঁধে রেখে আসতে হবে- এটা। প্রধান পুরোহিতের মাধ্যমে দেবতা (সত্য বা মিথ্যা যাই হোক) এই দাবি জানিয়েছে। এবং এই দেবতাই হচ্ছে বনের পশমি মানবদের সর্দার। ওয়ালুদের প্রাচীন ইতিহাস বলে, অতীতে সে নাকী ছিল ওদেরও রাজা। অতীতে প্রজাদের ওপর প্রচণ্ড শোষণ-অণ্যাচারের করত সে। শেষে তার প্রজাদের হাতেই মারা পড়ে। পরে, পুনরায় জন্ম নেয় হিউহিউ হয়ে। এবং ওয়ালুদের মাঝে সে ফিরে আসে অত্যাচারী এক দেবতা হিসেবে। আরেকটা ব্যাপার এখানে স্পষ্ট হলো যে, জঙ্গলের অধিবাসী-পশমি মানবদের নাম ছিল "হিউহুয়া"।

তবে আমার মনে হয়েছে হিউহিউকে নিয়ে প্রচলিত এই

গল্পটা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ আফ্রিকায় এ ধরনের অনেক গল্প প্রচলিত আছে। এটাও তার ব্যতিক্রম নয়। ধরে নিয়েছিলাম, জঙ্গলের পশমি মানবরা আসলে ছিল অতিপ্রাচীন কোনো আদিবাসী। এবং হিউহিউ নামে কেউ যদি আসলেই থেকে থাকে, সে তাদেরই কোনো বিশালদেহী সর্দার।

এবং এই ওয়ালুরা, যাদের কথা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছে, হয়তো দূর অতীতে ছিল সভ্য কোনো জাতি। কিন্তু ওদের বলা সেই অত্যাচারী রাজার কারণেই হোক বা হোক অন্য কোনো কারণে, এরা এক সময় এ দেশে চলে আসে। তারপর তারা পশমি মানবদের ওপর আক্রমণ করে ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় এই এলাকার অধিকার। বলে রাখা ভালো যে, আমার এ সিদ্ধান্তের বিপরীত বা ভিন্ন কোনো ধারণা পাইনি। বা এমন কিছুও পাইনি যা এ ধারণাটাকে ভুল প্রমাণ করে। আফ্রিকা অনেক বড় এবং অজানা একটা মহাদেশ। সেখানে এমন অনেক জাতি ছিল যারা স্রেফ হারিয়ে গেছে। বা হয়তো টিকে থেকেছে লোক চক্ষুর একেবারে অন্তরালে। এবং সেখানেই শেষ পর্যন্ত তারা বিলিন হয়ে গেছে।

ওয়ালুদের সম্বন্ধে আমি যা ভেবেছিলাম, সংক্ষেপে দুয়েক কথায় সেগুলো বলে রাখছি।

এই ওয়ালুরাও আসলে ছিল এক সময়ের সভ্য একটা জাতি। ছিল সভ্য একদল মানুষ। কিন্তু আমি যখন ও দেশে যাই, তখন ওরা ছিল ধ্বংসের পথে। জাতিটার নাম বিচার করলে মনে হয় এ জাতির মূল ধারা ছিল পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসী। ওখানে এদের পূর্বপুরুষরা ছিল বেশ উন্নত কোনো সভ্যতার অংশ। ওয়ালুরা লিখতে জানে না। কিন্তু এক সময় এদের মধ্যে লেখার প্রচলন ছিল বলেই মনে হয়। কারণ, এখানে পাথর খোদাই করে তৈরি করা শিলালিপি পড়ে থাকতে দেখেছি। যদিও

ওগুলোর কোনোটার অর্থই বুঝিনি। তবে মনে হয়েছে ওগুলোর সাথে মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক্সের মিল আছে। এবং মোটামুটি ভালোই শিল্প জ্ঞান ছিল ওয়ালুদের। যেমন, চমৎকার লিনেন তৈরির কৌশল ওরা জানত। মার্বেল পাথর এবং কাঠের ওপর নানা রকম কাজ এবং কারুকাজ করার কৌশলও ওদের জানা ছিল। তা ছাড়াও ওরা মৃৎপাত্র বানাতে পারত। এবং ওদের জানা ছিল ধাতু গলিয়ে তা কাজে লাগানোর কৌশলও। এবং নদী দিয়ে আসা স্বর্ণ (খোদা মালুম কোত্থেকে ওগুলো আসত!) দিয়ে অলঙ্কার বানিয়ে পরতে দেখেছি ওদের। তবে আমি যখন ওদেশে যাই, তখন ওদের এসব শিল্পের বেশিরভাগই হারিয়ে যেতে বসেছিল। তখন পর্যন্ত টিকে ছিল শুধু যেগুলো জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন সেগুলো। যেমনঃ মৃৎ পাত্র তৈরি, ঘর বানানো, দেয়াল তোলা এবং কৃষিকাজ। কৃষিকাজে ওরা আসলেই ছিল দক্ষ। ওদের উন্নত শ্রেণীর শিল্পকর্মগুলো শুধু বেশি বয়স্ক লোকদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এবং অন্য কোনো জাতির সাথে যেহেতু তাদের কারো বিয়ে-থা হয়নি, সেহেতু ওদের জাতির দর্শনীয় সৌন্দর্যও ছিল সবার মধ্যে অটুট। আগেই বলেছি, ওদের সবার বিয়ে-থা নিজেদের মধ্যেই হচ্ছিল। ফলস্বরূপ জনসংখ্যা কমছিল লক্ষণীয় হারে। ওয়ালুদের প্রবীণদের মতে, আমি যখন যাই তখন ওয়ালুদের জনসংখ্যা হয়ে গিয়েছিল অতীতের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। আর আমার মতে এদের সবার মধ্যে স্থায়ীভাবে গেড়ে বসা বিষণ্নতার কারণ ছিল, ওদের চারপাশের কালো রঙ আর অন্ধকারের রাজত্ব। এবং ওরা ধরে নিয়েছিল, ওদের এক সময়ের ভৃত্য পশমি মানবদের হাতে নিশ্চিতভাবেই ঘনিয়ে আসছে ওদের ধ্বংস! এ হতাশাও ওদের মধ্যে তীব্রভাবে কাজ করত।

সবশেষে, ওয়ালুদের ধর্ম নিয়ে বলি। ওরা মূলত এক উচ্চ

শ্রেণীর নিরাকার স্পিরিট বা আত্মার পূজা করত। যা ধর্ম বিষয়ে ওদের উচ্চ জ্ঞানের পরিচয় দেয়। কিন্তু ওদের এলাকা যেহেতু এক দানবের দ্বারা কোনো না কোনোভাবে অধিকৃত হয়ে গেছে, তাই ওরা বিশ্বাস করে, বেঁচে থাকতে হলে শয়তানের কাছেও বলি দিতে হবে। না হলে শয়তান দেবতা তাদের ওপর ধ্বংস আর মৃত্যু ছড়িয়ে দেবে। এবং শয়তানীর ষোল কলা পূর্ণ করতে ওদের ওপর লেলিয়ে দেবে তার সন্তান বা ভৃত্য...হিউহুয়াদের। এ ভাবনা থেকেই ওদের একটা অংশ বা কয়েকজন হয়ে যায় দেবতার পুরোহিত। এভাবেই ওয়ালুরা পশমি মানবদের সাথে একটা আপাত শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রেখেছে।

তবে এখানেই ঝামেলার শেষ ছিল না। ইসিকোর যেমনটা বলেছিল, পুরোহিতেরা সে সময় চাইছিল ওয়ালুদের শাসন ক্ষমতা দখল করতে। এ চিত্র অবশ্য বিশ্বব্যাপীই বিদ্যমান। প্রাথমিক ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর সবাই-ই চায় সর্বময় ক্ষমতা দখল করতে। সেই লক্ষে তারা শাসন ক্ষমতার তৎকালীন অধিকারী এবং তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের সরিয়ে দেয়ার জটিল ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল।

প্রিন্সের সাথে আমাদের কথোপকথন শেষ হয় এই বলে, 'ও, লর্ড মাকুমাজান, এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন আমরা প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর এমন অন্ধ বিশ্বাস রাখি? এই বাণী আমাদের মাঝে এসেছে আমাদের বাপ-দাদাদের হাত ঘুরে। সে জন্যই আমরা দক্ষিণের মহান যাদুকরের সাথে যোগাযোগ করি। এবং তার কাছে সাহায্য চাই। অবশ্য, প্রাচীন কাল থেকেই তার সাথে আমাদের বাপ-দাদাদের যোগাযোগ ছিল। আর দেখুন, উনি আপনাকে পাঠিয়েছেন আমাদের সাহায্য করার জন্য। এখন আপনার কাছেই প্রার্থনা জানাচ্ছি, যেভাবে পারেন আমার মেয়েকে এ চরম দুর্ভাগ্যের হাত থেকে উদ্ধার করুন। জানি এ

জন্য আপনাকে আইভরি, সাদা আর লাল পাথর এবং স্বর্ণ দিয়ে মূল্য দিতে হবে। আপনার যত ইচ্ছা নিন লর্ড। অনেক পাত্র ভর্তি করে ও সব লুকিয়ে রাখা আছে। আমার ঘরের দেয়াল আর বেড়া বানানো আছে আইভরি দিয়ে। ওখান থেকেও নিন যত ইচ্ছা। কালের আঁচড়ে যদিও ওগুলো কালো হয়ে গেছে। তবে মরুভূমির ওপর দিয়ে কীভাবে ওগুলো বয়ে নেবেন তা বুঝতে পারছি না! আর আছে সোনা। আমার দাদা ওগুলো সংগ্রহ করতে বাধ্য করেছিলেন। পরে সেগুলো গলিয়ে বার বানিয়ে রাখা হয়। এগুলোও ভীষণ ভারী। বুঝতে পারছি না, ওগুলোই বা কীভাবে বইবেন। যা-হোক, এর সবই আপনার। যা ইচ্ছা নিন, শুধু আমার মেয়েকে বাঁচান।'

আমি তখন বললাম, 'পুরস্কার নিয়ে আমরা পরে কথা বলব।' লোকটার আকুতি তখন আসলেই আমার মন ছুঁয়ে গেছে। বললাম, 'এখন বলুন কী করা সম্ভব।'

'জানি না, লর্ড।' অস্বস্তিভরে নিজের হাত কচলাতে কচলাতে সে বলে চলেছে, 'আজ থেকে তিন রাত পর পূর্ণিমা। পূর্ণিমা হচ্ছে চাষাবাদ শুরু করার সংকেত। সে রাতে আমার মেয়েকে ওই দ্বীপে নিয়ে যেতে হবে। ওখানে চির প্রজ্জ্বলিত দুই অগ্নিশিখার মাঝের বলি চড়ানোর পাথরে বেঁধে রেখে আসতে হবে তাকে। তারপর সবাই যেমন বলে, সূর্যোদয়ের সময় হিউহিউ নিজে এসে তাকে তুলে নিয়ে যাবে তার গুহায়। আর আমার মেয়ে চিরতরে হারিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে। আর হিউহিউ যদি না-ও আসে, তা হলে তার পুরোহিতেরা অবশ্যই আসবে। তারাই তাকে টেনে নিয়ে যাবে হিউহিউর গুহার কাছে।'

'তা হলে তোমরা ওকে বলি দিতে রাজি হচ্ছ কেন? তোমার সব লোককে সাথে নিয়ে হিউহিউ বা তার পুরোহিতদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ শুরু করছ না কেন?'

'কারণ, লর্ড, এই ইসিকোর ছাড়া আমার লোকদের আর কেউ ওকে বাঁচানোর জন্য একটা আঙুলও তুলবে না। ওরা বিশ্বাস করে, এমন কিছু করলে আগুনে পাহাড় ওদের ওপর ভেঙে পড়বে। অনেক আগে আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথেও এমন ঘটনাই ঘটেছিল। আগুনে পাহাড় থেকে নেমে আসা ছাই আর তরল আগুন সবাইকে পরিণত করেছিল পাথুরে মূর্তিতে। ওরা বিশ্বাস করে, বলি না দিলে লেকের পানি বেড়ে সমস্ত ফসলের ক্ষেত তলিয়ে ফেলবে। তখন তারা খেতে না পেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে মরবে। আর এসবের হাত থেকে কেউ যদি বেঁচেও যায়, তবুও তাকে নৃশংসভাবে মরতে হবে জঙ্গলের পশমি শয়তানগুলোর হাতে। তাই আমি যদি এখন ওয়ালুদের বলি আমার মেয়েকে বাঁচাও, ওরা তখন প্রথমে আমাকে মারবে, তারপর আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে বেঁধে রেখে আসবে বলির পাথরে।'

'বুঝতে পেরেছি।'

ওয়ালু বলে চলল, 'লর্ড, আপনি এবং আপনার সাথী এখানে নিরাপদ। আমার লোকেরা এখানে আপনাদের কোনো ক্ষতি করতে আসবে না। কিন্তু ইসিকোরের কাছ থেকে জানতে পারলাম এক পশমি মানবকে আপনি ছুরি দিয়ে আহত করেছেন এবং ওদের একজনকে আপনাদের অদ্ভুত অস্ত্র দিয়ে মেরে ফেলেছে আপনার ভৃত্য। তাই বলছি, ওদের হাত থেকে কোথাও আপনারা নিরাপদ নন। ধরতে পারলে ওরা অবশ্যই আপনাদের মেরে খেয়ে ফেলবে।'

'দারুণ!' বলে চুপ মেরে গেলাম। কী বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তখন প্রিন্স ওয়ালু উঠে দাঁড়াল। বলল যে, সে তার পূর্বপুরুষদের আত্মার কাছে প্রার্থনা করবে। তারপর

শুভরাত্রি জানিয়ে এবং আর একটা কথাও না বাড়িয়ে চলে গেল সে। আর তার পিছন পিছন গেল বয়স্ক লোকদের দল। এরা এতক্ষণ পোর্সিলিনের তৈরি চীনা ফুলদানির গায়ে আঁকা ছবির মতো এখানেই বসে থেকেছে। আর ওয়ালুর কথা শুনে, থেকে থেকে সম্মতিসূচক মাথা দুলিয়ে গেছে।

অধ্যায় ৮
পবিত্র দ্বীপ

দরজা বন্ধ হতে জিজ্ঞেস করলাম, ইসিকোরের কোনো পরামর্শ আছে কি না। সে তার 'মহান' মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল, নেই। কারণ একই সঙ্গে পুরোহিত এবং জনতা, উভয় পক্ষের দাবি সে অগ্রাহ্য করতে পারছে না।

বিরক্ত হয়ে বলে বসলাম, 'তা হলে এতদূর থেকে আমাকে এনে লাভটা কী হলো? কিছুই কি ভাবতে পারছ না? যেমন ধর, তুমি আর প্রিন্সেস আমাদের সাথে পালিয়ে গেলে কেমন হয়? এমন কোথাও গেলে যেখানে এসব দেবতা নামের রাক্ষস-খোক্কস নেই।'

আমার কথার জবাবে বিষণ্ন কণ্ঠে সে বলে, 'তা সম্ভব নয়। রাত দিন আমাদের চোখে চোখে রাখা হচ্ছে। এখান থেকে বেরিয়ে এক মাইল পার হওয়ার আগেই ধরা পড়ে যাব। তা ছাড়া, সাবিলা কী তার বাবাকে ফেলে পালাতে পারবে? এবং তার পালানোটা হবে ধর্মদ্রোহিতা। আমার অপরাধের কারণে তখন মেরে ফেলা হবে আমার পরিবারের সবাইকে। তাদেরকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ফেলে পালানো কী আমার পক্ষে সম্ভব?'

'তা হলে সাবিলাকে বাঁচানোর জন্য তোমার মাথায় কোনো পরিকল্পনা নেই?' জানতে চাইলাম আমি।

'হিউহিউ আর তার পুরোহিতদের মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই

আমার মাথায় আসছে না। সবকিছু এখন আপনার হাতে, লর্ড। ভবিষ্যদ্বাণী বলে, দক্ষিণ থেকে আসা সাদা লোকের হাতেই তাদের মৃত্যু লেখা আছে।'

'আরে, রাখো তোমার ভবিষ্যৎ বাণী! আজ পর্যন্ত দেখিনি, এসব ভবিষ্যদ্বাণী থেকে কোনো সাহায্য পেয়েছে কেউ।' এই সুন্দর কিন্তু নিরুপায় মানুষ দুটোর কথা ভেবে ইংরেজিতে বললাম। তারপর আবার আরবিতে বললাম, 'আমি খুব ক্লান্ত। ঘুমাতে যাচ্ছি। আশা করি, তুমি যা বললে ঘুমের মধ্যে তার চেয়ে বেশি কিছু পাব।' ইসিকোরের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম। লোকটার মধ্যে তখন দেখতে পাচ্ছিলাম ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়ার অসহায়ত্ব আর নৈরাশ্য।

আমাকে রেগে যেতে দেখে প্রিন্সেস সাবিলা তখন কথা বলে উঠল। বলল, 'দয়া করে রাগ করবেন না, লর্ড। আমরা মাকড়সার জালে আটকা পড়া পতঙ্গ বৈ কিছু নই। জালের সুতোগুলো হচ্ছে হিউহিউর পুরোহিতেরা। আর যে খুঁটির সাথে জালের প্রান্তগুলো বাঁধা, সেগুলো হলো আমাদের লোকদের অন্ধ বিশ্বাস। আর হিউহিউ স্বয়ং হচ্ছে মাকড়সা। হয়তো আমার ভাগ্যে বহু আগে থেকেই ওর থাবা নির্ধারিত ছিল।'

বেচারির কথা শুনে মনে হচ্ছিল, এ জায়গায় আমার চেয়ে ভালো কারও থাকা দরকার ছিল। যে হয়তো বিষাক্ত দাঁতের ছোবলের অপেক্ষায় বসে থাকা এই ভীত, আতঙ্কিত মানুষটিকে আসলেই বাঁচাতে পারত।

'লর্ড, আমাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব ছিল, সবই আমরা করেছি,' সাবিলা বলে চলেছে, 'ইসিকোর কি আপনাকে খুঁজতে ভীষণ বিপজ্জনক এক ভ্রমণ করেনি? অভিশাপের ভয় থাকা সত্ত্বেও, সে কি এ দেশের সীমা পাড়ি দেয়নি? সে কি সেই মহান যাদুকরের পরামর্শের জন্য তাকে খুঁজতে যায়নি, যে একবার দূত

পাঠিয়ে হিউহিউর বাগান থেকে "দৃশ্য দেখার গাছের" পাতা নিয়ে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, প্রিন্সেস, সে গিয়েছিল। বলতে বাধ্য হচ্ছি, অভিশাপ থাকা সত্ত্বেও ওর শরীর-স্বাস্থ্য এখনও ভালো। কোনো অসুখ-বিসুখের নমুনা ওর ভেতর দেখছি না।'

'হ্যাঁ, অভিশাপ তার ওপর কাজ করেনি...এখনও পর্যন্ত,' এমন সুরে বলল যেন নতুন কিছু একটা সে বুঝতে পেরেছে।

আমি তখন বললাম, 'তো, এটা যদি ঠিক হয়ে থাকে, তা হলে হয়তো হিউহিউর ক্ষমতাও মানুষের বানানো গাল-গল্প ছাড়া কিছু নয়। বলো আমাকে, তুমি নিজে কি কখনও হিউহিউকে দেখেছ বা তার সাথে কথা বলেছ?'

'না, লর্ড। তবে আপনি বাঁচাতে না পারলে শীঘ্রই তার সাথে আমার দেখা হতে যাচ্ছে।'

'অন্য কেউ কি হিউহিউকে দেখেছে বা কথা বলেছে?'

'না, লর্ড, কেউ তার সাথে কখনও কথা বলেনি। তবে হয়তো তার পুরোহিতেরা বলে থাকতে পারে। যেমন, আমার দূর সম্পর্কের কাজিন, ডাচা। সে পুরোহিতদের প্রধান। ওকে আমি অনেক আগে থেকেই চিনি। এমনকী সে হিউহিউর পুরোহিত হিসেবে নির্বাচিত হওয়ারও আগে থেকেই। হিউহিউর সাথে তার কথা হলেও হয়ে থাকতে পারে। তবে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই।'

'ও, কেউই তা হলে হিউহিউকে সামনাসামনি দেখেনি? দেবতা দেখা যাচ্ছে, খুবই গোপনীয়তার ভক্ত। সে তার পূজারীদের পূজা গ্রহণ করে না। কিন্তু একটা গুহায় পুরোহিতদের নিয়ে বাস করে?'

সাবিলা তখন বলল, 'এ কথা বলিনি যে কেউ তাকে দেখেনি। অনেকেই বলে, তারা হিউহিউকে দেখেছে। ইসিকোরও তাদের

মধ্যে একজন। এক বলির রাতে হিউহিউ যখন গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছিল তখন ইসিকোর তাকে দেখতে পায়। তবে কী দেখেছে তা বলতে পারবে না। কারণ, এ ব্যাপারে কথা বলার শাস্তি মৃত্যু। লর্ড, দয়া করে হিউহিউর ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করবেন না। তার কথা বলতে গেলে আমাদের ওপর অভিশাপ পড়বে। তার ব্যাপারে কথা বলা আমাদের জন্য আইনসম্মতও নয়। তার গোপন কথা, এমনকী তার পুরোহিতদের জন্যও পবিত্র। তারাও বলে না,' বেশ খানিকটা দ্বিধার সাথে বলল সে।

বিরক্ত হয়ে হিউহিউর ব্যাপারে প্রশ্ন করা বাদ দিলাম। জানতে চাইলাম, হিউহিউর পুরোহিতের সংখ্যা কত।

সে বলল, 'মনে হয় বিশ জন।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল, 'তবে এটা তাদের স্ত্রী আর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা হিসেবে না ধরে। তারা হিউহিউর সাথে গুহায় বাস করে না, তারা বাস করে গুহার বাইরের কিছু ঘরে।'

'আর যখন পূজা করতে হয় না, সে সময়টায় পুরোহিতেরা কী করে?'

'তখন তারা চাষাবাদ করে এবং জঙ্গলের বন্য হিউহুয়াদের শাসন করে। সবাই বিশ্বাস করে, জংলীরা আসলে হিউহিউরই সন্তান। ওরা এমনকী, এখানে এসে আমাদের ওপর গুপ্তচরগিরিও করে।'

'তাই বুঝি? সত্যিই কি ওরা তোমাদের, অর্থাৎ ওয়ালুদের শাসনক্ষমতা দখল করে নিতে চায়?'

'সত্যি। আমার বাবা আর আমি মারা যাওয়া মাত্রই ডাচা আমাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করবে। তারপর ইসিকোরকে সরিয়ে দেবে নয়তো মেরে ফেলবে। এবং দখল করবে সর্বময় শাসনক্ষমতা। ডাচা সবসময়ই চায় সবার চেয়ে এগিয়ে থাকতে।'

'তুমি তা হলে ডাচাকে ভালো করেই চেন?'

'হ্যাঁ, লর্ড। সে পুরোহিত হওয়ারও আগে থেকে চিনি।' তারপর একটু যেন লজ্জিতভাবে সে বলল, 'পুরোহিত হওয়ার পর তার সাথে প্রায় নিয়মিতই আমার দেখা হতো।'

'কী বলত সে তোমাকে?'

'বলত যে তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলে আমাকে আর হিউহিউর হাতে পড়তে হবে না।'

'তুমি তখন কী উত্তর দিতে, প্রিন্সেস?'

'তাকে বলতাম, তার চেয়ে বরং হিউহিউর কাছেই যাব।'

'সে-কী, কেন?'

'কারণ ডাচার অনেক স্ত্রী আছে। তা ছাড়া আমি তাকে ঘৃণাও করি। আর হিউহিউর কাছ থেকে পার পাওয়ার একটা সহজ রাস্তা আমার জানা আছে।'

'কী সেটা?'

'মৃত্যু। খুব দ্রুত কাজ করে এমন অনেক বিষ আছে আমাদের দেশে। সেগুলোর একটা আমি সবসময় চুলের ভেতর লুকিয়ে রাখি।'

'বুঝতে পেরেছি। তুমি একসময় আমার পরামর্শ চেয়েছ। একটা পরামর্শ দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে, বাঁচার সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে এবং যদি দেখ পালানোর কোনো উপায়ই নেই, কেবল মাত্র তখন তুমি বিষ খেয়ো। কোনোমতেই তার আগে নয়। জানই তো, "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"। সাধারণ দৃষ্টিতে যখন মনে হয় আর কোনো আশাই নেই, সেখান থেকেও বের হয়ে আসা যায়। কিন্তু মৃত্যু মানে চূড়ান্ত সমাপ্তি।'

কাঁদতে কাঁদতে সাবিলা বলল, 'বুঝেছি, লর্ড। আপনার উপদেশ মেনে চলব। তারপরও বলব: ডাচা বা হিউহিউর চেয়ে মৃত্যু ভাল।'

আমি বললাম, 'জীবন এই তিনের চেয়েও অনেক বেশি ভাল।

বিশেষু সেই জীবনে যদি থাকে ভালবাসা।'

তারপর একবার বাউ করে বিছানায় যাওয়ার কথা বলে সরে এলাম। পিছন পিছন এল হ্যান্স। এবং ও-ও বাউ করল। তবে ওরটা দেখতে লাগল যেন, খেল দেখানো বানর খেলা শেষে ব্যারেলের ওপর দাঁড়িয়ে পয়সার জন্য মাথা ঝোঁকাচ্ছে। দরজার দিকে একবার পিছন ফিরে তাকালাম। দেখি সাবিলা আর ইসিকোর পরস্পরের বাহুর ভেতর। আমাকে ওরা কেউ লক্ষই করেনি। সাবিলা যেভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, তাতে বেশ বুঝতে পারছিলাম, বেচারি কান্নার বেগ থামাতে পারছে না। প্রার্থনা করি ইসিকোরের কাছে যেন সে আমার চেয়ে বেশি সান্ত্বনা পায়। ইসিকোরকে তখন মনে হচ্ছিল ধ্বংসপ্রায় একটা জাতির প্রতীক। তবে স্বীকার করতেই হবে, ওর সাহস আছে। সাহস না থাকলে এমন সব দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কোনোমতেই ও জুলুল্যাণ্ডে পৌঁছাতে পারত না। তবে আগেই বলেছি, হঠাৎই ইসিকোরের সব সাহস যেন উবে গেছে। ও পরিণত হয়েছে এক অন্য রকম মানুষে।

আমাদের ঘরে এসে বসলাম। দরজায় আগেই খিল লাগিয়ে দিয়েছি। ঘরে অবশ্য কোনো জানালা ছিল না। বাতাস চলাচল করত ছাদের ফুটো দিয়ে। হ্যান্সকে কিছু তামাক দিয়ে বললাম আলোর ওপাশে বসতে। ওখানে ব্যাটা ঠিক একটা ব্যাঙের মতো করে বসল। আমি বললাম, 'বলো দেখি, হ্যান্স, এদের কথাবার্তা থেকে কী বুঝলে? এই বেচারি সাবিলা আর তার বুড়ো বাবাকে কীভাবে সাহায্য করা যায়?'

হ্যান্স একবার ছাদের দিকে তারপর দেয়ালের দিকে তাকাল। তারপর খট্টাশের মতো মেঝেতেই তামাকের রস থু থু করে ফেলল। এর জন্য অবশ্য ভীষণ বকা-ঝকা করেছিলাম ওকে। তারপর বলল, 'বাস, আমার মনে হয়, আমাদের উচিত, যতগুলো

সম্ভব সাদা পাথর পকেটে ভরে এই শয়তান আর ভূতের দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া। আর সুন্দরী মহিলাটির উচিত; ইসিকোরের কাছে না গিয়ে বরং ডাচার কাছেই চলে যাওয়া। এমনকী হিউহিউও হয়তো খারাপ হবে না। কারণ ইসিকোর এখন নকসী করা কুপি বাতির মতো হয়ে গেছে। দারুণ সুন্দর। কিন্তু দেখতেই শুধু পুরুষ, ভিতরে ও এই নকসী করা কাঠের কুপির চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

'হয়তো ঠিকই বলেছ। কিন্তু নারীর চিন্তা বড়ই বিচিত্র। এই মহিলাটি নকশাদার কুপিকেই পছন্দ করে। তবে তার ভালবাসার পাত্রের সাহসের অন্তত অভাব নেই। অবশ্য ভূত আর আত্মা ছাড়া। সাহস না থাকলে এমনকী সাবিলার জন্যও এতবড় যাত্রা সে সম্পন্ন করতে পারত না। তার ওপর আমরা কথা দিয়ে এসেছি। এ অবস্থায় ফিরে গেলে পথ উন্মুক্তকারীর কাছে কী জবাব দেব? কিভাবে তাকে বলব– আমরা পালিয়ে এসেছি? আর তার ওই পাতার কথাই বা কী বলব? না, হ্যান্স, এই যাত্রা পালানোর উপায় নেই। খেলা শেষ করতেই হবে।'

'জানতাম, বাস বোকার মতো এমন কথাই বলবেন। আমি একা হলে, দেখতেন ক্যানু নিয়ে ঠিক ভাটির দিকে রওনা হয়ে যেতাম। যাক, বাস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আমরা প্রিন্সেসকে নকশাদার কুপির হাতে বৌ হিসেবে তুলে দিব। তাই হোক। এখন আমি ঘুমাতে যেতে চাই। কাল বা পরশু হয়তো প্রিন্সেসকে বাঁচাতে পারবেন। এ দেশের বিয়ার নিয়ে আমার মোটেও মাথা ব্যথা নেই। এগুলো অতিরিক্ত মিষ্টি। আর সুদর্শন কুপি বাতিগুলো যখন শয়তান আর তার পুরোহিত নিয়ে কথা বলে, শুনলে মনে হয়, অসুস্থ হয়ে যাব। বাতাস যেমন গুমোট হয়ে আছে আর গরম যা পড়েছে, মনে হচ্ছে, বৃষ্টি নামবেই।'

শয়তানটার অপ্রাসঙ্গিক উল্টোপাল্টা কথা শুনে মেজাজ খারাপ

হয়ে যাচ্ছিল। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে আমার তামাকের পাউচটাই ছুঁড়ে মারলাম ওর মাথায়। ও লুফে নিল পাউচটা। তারপর কিছুই খেয়াল করেনি এমন ভঙ্গিতে হাই তুলতে তুলতে বলল, 'যদি সত্যি জানতে চান আমি কী ভাবছি, শুনুন তা হলে। ডাচা নামের কবিরাজটা চায় প্রিন্সেসকে নিজের করে নিতে। একই সঙ্গে সে দখল করতে চায় এখানকার গাধাগুলোকে শাসন করার ক্ষমতা। হিউহিউর কথা জানি না। হয়তো সে পশমি মানবদের একজন। হয়তো সে অনেক অনেক আগেই এখানে এসেছিল। সবচেয়ে ভালো হয়, বাস, কাল সকালে একটা নৌকা নিয়ে চলুন আমরা নিজেরাই দ্বীপে চলে যাই। সবকিছু নিজেদের চোখে দেখলেই আসল সত্য বের হয়ে আসবে। হয়তো "নকসী কাটা কুপি" তার কিছু লোক নিয়ে আমাদের ওপারে দিয়ে আসতে পারবে। আমার আর কিছু বলার নেই। যদি কিছু মনে না করেন, বাস, আমি ঘুমাতে যেতে চাই। আপনার পিস্তলটা রেডি রাখবেন। যদি কোনো পশমি মানব এখানে এসে পড়ে, সেজন্য। মানে, তার বন্ধুকে কে গুলি করেছিল সে ব্যাপারে যদি কথা বলতে আসে, তাই আরকী!'

বলেই এক কোণে গিয়ে চামড়ার কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ও। এবং শোয়ার প্রায় সাথে সাথেই শুনতে পেলাম ওর নাক ডাকার আওয়াজ। কিন্তু নিশ্চিত জানি, ওর এক চোখ খোলা এবং ঘুমের মধ্যেও ঠিকই সজাগ থাকে ওর কান। কোনো পশমি মানব বা অন্য কিছুর সাধ্য নেই ওকে এড়িয়ে আমার কাছে আসবে। আমিও বিছানায় পিঠ লাগালাম। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, হ্যান্সের কথাগুলো শুনতে বাজে মনে হলেও সেগুলো আসলেই বিবেচনাপ্রসূত। এখানকার লোকদের মনে গেড়ে বসা কুসংস্কারের শিকড় আসলেই অনেক গভীর। ফলে ওরা হয়ে গিয়েছিল নির্জীব এবং অকর্মণ্য। তবে যাদের ঘটে সামান্য বুদ্ধিসুদ্ধিও ছিল, তারা

নিজেদের নাম লিখিয়ে দিয়েছিল পুরোহিতের খাতায়। কিন্তু পশমি মানব আসলেই একটা বিশ্রী সমস্যা। পুরোহিতদের হয়তো আসলেই ওদের ওপর শাসন করার ক্ষমতা ছিল। তারপর ভাবলাম, বাকিটুকু আর অনুমান করা উচিত হবে না। "পবিত্র" দ্বীপে গিয়ে নিজেদের চোখে সবকিছু দেখে সত্য-মিথ্যা বুঝতে হবে। ব্যাপারটা বিপজ্জনক হবে সন্দেহ নেই। ভীষণ বিপজ্জনক। কিন্তু উত্তেজকও তো বটে!

দারুণ এক ঘুমে পুরো রাত কাটিয়ে জেগে উঠি পরদিন সকালে। উঠে বাগানে গিয়ে দেখি, ওখানে জন্মে আছে নানা জাতের ফুল গাছ আর লতা গুল্মের ঝোপ। এর অনেকগুলোই আমার পরিচিত নয়। উপরে তাকিয়ে দেখি, পুরো আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। মনে হচ্ছিল, বৃষ্টির পাহাড় জমিয়ে রাখা ভারী মেঘগুলো আরও ভারী হয়ে নীচে নেমে আসছে। তবে এর বেশি আর কিছু দেখতে পারিনি। কারণ চারদিকের দেয়াল এমনভাবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যে, কয়েক মাইল দূরের আগ্নেয়গিরির চূড়াটা ছাড়া আর কিছুই দেখার উপায় ছিল না। ঠিক তখন দরজা খুলে বাগানে ঢুকল ইসিকোর। ওকে খুবই বিষাদগ্রস্ত দেখাচ্ছিল আর একটু যেন পাগল পাগল। মনে পড়ল, গত রাতে সে অনেকক্ষণ সাবিলার সাথে জেগে ছিল। হয়তো খুব শীঘ্রিই তারা চিরতরে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে পরস্পরের সান্নিধ্যে একটু বেশি সময় থাকতে চাইবে সেটাই স্বাভাবিক। অথবা হয়তো সারা রাত সে তার পূর্বপুরুষদের আত্মার কাছে সাহায্য চাইছিল! এমন পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া আসলেই ভীষণ কঠিন কাজ। তবে আমি সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ইসিকোর, নাশতার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমাকে আর হ্যান্সকে ওই দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারবে না?'

‘লেকের ভেতর? দ্বীপে, লর্ড?’ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল সে। ‘কেন? ওটা তো পবিত্র এলাকা!’

‘বলা উচিত না, কিন্তু আমিও পবিত্র। কাজেই আমি যদি ওখানে যাই, সেটা অপবিত্র হবে না। বরং আরও পবিত্র হবে।’

শুনে যতভাবে সম্ভব সে বাধা দিতে চাইল। তর্কে না পেরে ডেকে নিয়ে এল খোদ ওয়ালুকে। সাথে এল পাকা চুলের চামচারা। এদিকে তর্ক বিতর্ক শুনে এগিয়ে এসেছে হ্যান্স আর সাবিলাও। আবিষ্কার করলাম, দিনের আলোয় সাবিলাকে আরও অনেক বেশি সুন্দর ল্যাগে এবং এই তর্ক যুদ্ধে সে-ই আমার একমাত্র মিত্র। সে ওদের চিৎকার চেঁচামেচি উপেক্ষা করে বলল, ‘সাদা লর্ডকে এখানে আনা হয়েছে যাতে আমাদের, যাদের যাদু করা হয়েছে এবং যারা মূর্খ, তারা যেন তাঁর জ্ঞানের পেয়ালায় চুমুক দিতে পারি। এখন তাঁর জ্ঞান যদি তাকে বলে যে, পবিত্র দ্বীপে যাওয়া দরকার, তা হলে তাকে সেখানেই যেতে দিন।’

সাবিলার কথায় কেউ প্রভাবিত হয়েছে বলে মোটেও মনে হচ্ছিল না। আর কী বলার আছে ভেবে না পেয়ে আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন হ্যান্স এগিয়ে এল। জঘন্য উপকূলীয় আরবিতে সে বলল, ‘বাস, অনেক বড় আর শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও ইসিকোর এবং অন্য সবাই হিউহিউ আর তার পুরোহিত্দের ভয় পায়। কিন্তু আমরা ভালো খৃষ্টান। কোনো শয়তান বা দানবকে আমরা ভয় পাই না। কারণ, কীভাবে সেগুলোর মোকাবেলা করতে হয় তা আমাদের জানা আছে। তা ছাড়া আমরাও বৈঠা বাইতে জানি। কাজেই সর্দার যদি ছোট একটা ক্যানু দেয় আর বলে দেয় কোন্দিকে যেতে হবে, তা হলে আমরা নিজেরাই ওই দ্বীপে চলে যেতে পারব।’

শুটিঙের ভাষায় বললে বলতে হয়, “বুলস আই!” হ্যান্সের কথাগুলো একদম জায়গা মতো গিয়ে বিঁধেছে। আগেই বলেছি,

ইসিকোর ছিল সাহসী মানুষ। সে রেগে গিয়ে বলল, 'লর্ড মাকুমাজান, আমি কী কাপুরুষ যে, আপনার চাকরের কাছ থেকে এমন কথা শুনতে হবে? যে ক'জনকে পাই তাদের নিয়ে আমি নিজে যাব আপনাদেরকে পবিত্র দ্বীপে রেখে আসতে। তবে আমরা কেউ মাটিতে পা রাখব না। কারণ, সেটা আমাদের আইন বিরুদ্ধ। এবং লর্ড, আপনারা যদি আর কখনও ফিরে আসতে না পারেন তা হলেও যেন আমাদের দোষ দিতে যাবেন না।'

'ঠিক আছে। কথা পাকা,' আমি শান্ত স্বরে বললাম। 'এখন সম্ভব হলে আমাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো। আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত।'

এর প্রায় দুই ঘণ্টা পর রওনা হই আমরা। আমাদের অতি সামান্য মালামালের সবই সাথে নিয়ে নিলাম। ওগুলোর মধ্যে এক কৌটা গান পাউডারও ছিল। জিনিসটা নেয়ার কারণ হচ্ছে এ দিয়ে ব্যবন্ধু কার্তুজের খোলসগুলো আবার ব্যবহার করা যাবে। আর হ্যান্স চাইছিল না আমাদের কোনো কিছু পিছনে রয়ে যাক। কারণ, ওর মতে, ওগুলো দেখে রাখার কেউ ছিল না। আমাদের যে ক্যানুটা দেয়া হয়েছিল, সেটা ছিল গত দিনের ক্যানুটার চেয়ে অনেক ছোট। তবে এটাও ছিল গাছের গুঁড়ি কুঁদে তৈরি। দাঁড় বাওয়ার জন্য ছিল সাহসী চারজন ওয়ালু এবং স্বয়ং ইসিকোর। ও ক্যানুর হাল ধরেছিল আর বাকি চারজন বৈঠা বাইছিল প্রাণপণে। মূল ভূখণ্ড থেকে দ্বীপটার দূরত্ব ছিল মোটামুটি পাঁচ মাইলের মতো। কিন্তু দ্বীপের পাহারাদারদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য আমরা অনেক বড় একটা বৃত্তাকার পথ ঘুরে রওনা হলাম। ফলে প্রায় দুই ঘণ্টা লেগে গেল দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছাতে।

কাছাকাছি হতে আমার দূরবীন দিয়ে দ্বীপটাকে যতটা সম্ভব দেখে নিলাম। যেমন ভেবেছিলাম দ্বীপটা ছিল তার চেয়েও অনেক বড়। এটির ব্যাস হবে কয়েক মাইল। এবং দ্বীপের মাঝখানে

দাঁড়িয়ে ছিল একটা আগ্নেয়গিরি। দ্বীপের প্রায় সবটুকু জায়গাই দখল করে রেখেছিল ওটা। দ্বীপের মাটি ছিল লেকের পানির সারফেস থেকে সর্বোচ্চ এক কি দুই ফুট উঁচু। তার বেশি কোনোমতেই নয়। লেকের তীরে বানানো কয়েকটা ঘর ছাড়া পুরো দ্বীপই ছিল পাথুরে, অনুর্বর এবং জনশূন্য। প্রাচীন কালে আগ্নেয়গিরি থেকে যে লাভা উদগীরিত হয়েছিল সেসব বহু আগেই জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেছে। ফলে উন্মুক্ত মাটি ছিল না বললেই চলে।

তবে ইসিকোর আমাকে জানায় যে, দ্বীপের উত্তর অংশে যেখানে পুরোহিতেরা বাস করে সেখানে লাভা যায়নি। ফলে ওই অংশটা তখনও ছিল দারুণ উর্বর। আরেকটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি, উদগীরিত লাভার প্রবাহ জমাট বেঁধে দ্বীপের উত্তর দিকে তৈরি করে রেখেছিল উঁচু প্রাকৃতিক পাথুরে দেয়াল। অপর দিকে, দক্ষিণ দিক রয়ে গিয়েছিল নিচু।

দিনটা ছিল ভীষণ আর্দ্র পেট ভরা বৃষ্টি নিয়ে আকাশে জমে ছিল ঘন কালো মেঘের পাহাড়। মনে হচ্ছিল, মেঘদল যেন এখনই আগ্নেয়গিরির মাথা ছুঁতে নীচে চলে আসবে। আকাশের এমন অবস্থার কারণে সবারই চোখ ছিল উপরের দিকে। নীচে আর কেউ খেয়াল রাখেনি। তখন হঠাৎই সবার চোখ পড়ে একটা সরু লাভার স্রোতের ওপর। ওয়ালুরা ভীষণ অবাক হলো। একই সাথে ভয়ও পেল খুব। ইসিকোর তখন আমাদের জানাল যে, পাহাড়টা শত বর্ষ ধরে “ঘুমিয়ে” ছিল। নিশ্চয়ই খুব অস্বাভাবিক কিছু একটা আসছে। নইলে পাহাড়ের ঘুম ভাঙত না।

‘পাহাড়টা আগে থেকেই ছিল ধোঁয়া ছাড়ার মতো যথেষ্ট সজাগ,’ এই মন্তব্য করে আমি আমার মতো চারদিক দেখতে থাকলাম। ইসিকোর এবং অন্যরা এ দ্বীপের প্রাচীন বসতি সম্বন্ধে আগেই বলেছিল। এখানে পাথরের স্তূপের মধ্যে অর্ধেক কবর হয়ে

যাওয়া সেই ঘরগুলো দেখতে পেলাম। ইসিকোর বলল যে, এই এলাকাটা একসময় ছিল তাদের শহরেরেই অংশ। তার বাপ-দাদাদের বসতি ছিল এখানে। জমে পাথর হয়ে যাওয়া তাদের মূর্তিগুলোও কাছাকাছি গেলে দেখা যেতে পারে।

হুবহু জিকালির বলা সেই গল্প... মনে আছে নিশ্চয়ই? ধূসর আকাশ আর অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমে আসার হুমকি সত্ত্বেও চারপাশটা ভালোভাবে দেখার ইচ্ছা কোনোভাবেই দমাতে পারছিলাম না। জীবন্ত মানুষের ফসিলে পরিণত হওয়া পাথর তখন তীব্র শক্তিতে আমাকে টানছিল। হিউহিউ এবং অন্য সবকিছুর কথা তখন ভুলে গিয়েছিলাম। ইসিকোরদের বললাম আমাদের পাড়ে নিয়ে যেতে। এক মুহূর্ত নীরব থেকে তাই করল ওরা। তীরে পা ফেললাম আমি আর হ্যান্স। ইসিকোরকে বলে রাখলাম যে, ওরা যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। আমরা ফিরে এলে পরে আমাদের নিয়ে যাবে পুরোহিতদের কাছে। কথা অনুসারে আমাদের নামিয়ে দিয়েই ওরা তড়িঘড়ি করে একশ গজের মতো দূরে সরে গেল। তারপর ওখানেই নোঙর করল। নোঙর মানে একটা পাথরের সাথে দড়ি বেঁধে সেটা ফেলে দিল পানিতে।

এগিয়ে গেলাম আমি আর হ্যান্স। ধ্বংস স্তূপের কাছাকাছি যেতেই হ্যান্স বলে উঠল, 'দেখুন, বাস, পাথরগুলোর মাঝে একটা কুকুর।' সত্যিই তাই। দেখে মনে হচ্ছিল, কুকুরটা বুঝি ঘুমিয়ে আছে। আমরা কাছাকাছি হতেও ওটার ঘুম ভাঙল না। হ্যান্স একটা পাথর ছুঁড়ল। কিন্তু তাতেও কোনো বিকার নেই। শেষে কাছে গিয়ে দেখি ওটা পাথরের একটা মূর্তি!

'পাথরের কুকুর। এখানকার লোকেরা নিশ্চয়ই ভালো মূর্তি বানাতো,' বললাম আমি। মানুষের পাথরে পরিণত হওয়াটা তখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কারণ গল্পটা অনেক, অনেক

আগে থেকে চলে আসছিল।

তখন হ্যান্স বলল, 'তা হলে বলতে হয়, বাস, মূর্তি বানানোর সময় মূর্তির মধ্যে হাড় ভরে দিত ওরা। দেখুন...' বলে কুকুরটার ভেঙে পড়া একটা পা হাতে নিল ও। দেখি ওটার ভিতরে হাড্ডির ফসিল দেখা যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম সব। কুকুরটা নিশ্চয়ই পাড়ের দিকে যাচ্ছিল এবং তখনই আগ্নেয়গিরি থেকে নেমে আসে বিষাক্ত গ্যাস। তাতেই ওটার মৃত্যু হয়। ওদিকে বিস্ফোরিত আগ্নেয়গিরি থেকে বের হয়ে বাতাসে আগে থেকেই উড়ছিল ঘন ছাই। বৃষ্টির সাথে মিশে সেই ছাই ঘন কাদার মতো নীচে নেমে আসে। সেই কাদায় জমে থেকে এবং আগ্নেয়গিরির বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবে ধীরে ধীরে কুকুরটা পরিণত হয় একটা পাথুরে ফসিলে। গল্পটা তা হলে সত্যি!!

আমরা তাড়াতাড়ি ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। স্বাভাবিকভাবেই ওগুলোর ছাদ নেই। তবে পাথর দিয়ে বানানো ঘরগুলোর দেয়াল ছিল দারুণ মজবুত। সেগুলো তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। যদিও কালের আঁচড়ে দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে বেশ কিছু ঘর। যা-হোক, সেখানে দেখলাম আরও আশ্চর্যজনক দৃশ্য। পাথরের মূর্তি। সংখ্যায় অনেক। কোনোটা খেতে বসেছে! কোনোটা শিকারে যাবে বলে রওনা হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি!

এখান থেকে একটু সামনে আরেকটা ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা একটা পাথরের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল ওটা। সে ঘরটা ছিল অন্যগুলোর থেকে অনেক বড়। সম্ভবত ওটা ছিল এখানকার প্রধান মন্দির। ঘরের ছাদ ধরে রাখার জন্য ছিল বড় বড় পাথুরে কলাম। আরও ভেতরের দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। ওখানে গিয়ে দেখি অভাবনীয় এক দৃশ্য। দেখি, প্রায় সব বয়েসের অনেকগুলো মূর্তি জড়াজড়ি করে পড়ে আছে ওখানে। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ, সব। সন্দেহ নেই ছাদের

পাথরের ফাঁক গলে এসেছিল রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত কাদার স্রোত। এখানে আশ্রয় নেয়া হতভাগাদের ওপর গ্যাস তার কাজ আগেই সেরেছিল। তারপর কাদার স্রোত এদের ঢেকে ফেলে ষোলোকলা পূর্ণ করে। প্রতিটা মূর্তিই ছিল নগ্ন। হয় লাভার আগুনের তাপে তাদের পোশাক পুড়ে গিয়েছিল, নয়তো মূর্তিতে পরিণত হওয়ার লম্বা সময়ে পচে খসে গিয়েছিল পোশাকের শেষ টুকরোটাও। মূর্তি হওয়ার আগেই সম্ভবত এখানে আগুন লেগে গিয়েছিল...এ ধারণাটা মনে হয় ঠিক। কারণ দেখেছি, এদের কারো মাথায় একটা চুলও ছিল না। বেচারিদের চেহারার বৈশিষ্ট্য আলাদা করা ছিল ভীষণ দুঃসাধ্য। তবে শারীরিক গঠন-গাঠন ওয়ালুদের সাথে দারুণ মিলে যায়।

বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে আমরা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে থাকলাম। এক ক্রালে দেখি কতগুলো ছাগল মরে ফসিল হয়ে আছে। আরেকখানে দেখি শুকনো লাভার ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে এক হতভাগার হাত। তার মানে, এখানে লাভার নীচেও পড়ে আছে এমন আরও অসংখ্য মৃতদেহ। মনে হলো, এখানে খোঁড়াখুঁড়ি করলে না জানি আরও কত কিছু আবিষ্কার করা যেত! হয়তো পাওয়া যেত গৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত নানা তৈজসপত্র, অলংকার, আসবাবপত্র এমনকী ওদের দেবতার মূর্তিও! তবে আসবাবপত্র হয়তো সবই পচে নষ্ট হয়ে গেছে। সন্দেহ নেই আরেকটা পম্পেই এখানে খুঁজে পেয়েছি। এবং হয়তো তার নীচে চাপা পড়ে আছে আরেকটা হারকিউলেনিয়াম! কে জানে।

এসব নিয়ে যখন আকাশ পাতাল ভাবছিলাম তখন হ্যান্স লেকের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওর বিশ্রী বোয়ের ডাচে বলল, “কেক”। জানো বোধহয়, কথাটার অর্থ হচ্ছে, ‘দেখুন’। দেখি, আমাদের জন্য অপেক্ষা করা ক্যানুটা প্রাণপণে এগিয়ে

চলেছে ওয়ালুদের পাড়ের দিকে। 'এটা কেমন হলো! ওরা আমাদের ফেলে ওদিকে কেন যাবে?'

হ্যান্স উত্তর দিল, 'কারণ আছে, বাস,' বলে সে বসে পড়ল। তারপর ধীরে সুস্থে পাইপ বের করে আগুন দিল তাতে। বরাবরের মতোই হ্যান্সের কথা এবারও ঠিক। দেখি একটা বাঁকের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে দুটো বিশাল বড় ক্যানু। আমাদের ক্যানুটাকে ধাওয়া করেছে ওদুটো। অবশ্যই ওদের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল না। হ্যান্স মন্তব্য করল, 'দ্বীপের পুরোহিতেরা ওদের দেখতে পেয়েছে। এখন ধাওয়া করছে ধরার জন্য। তবে ইসিকোর বেশ খানিকটা সময় পেয়েছে। মনে হয় পুরোহিতের দল ওদের ধরতে পারবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমরা এখন কী করব, বাস? এখানে এই মরা মানুষদের সাথে থাকা যাবে না। আর পাথরের ছাগলও খাওয়া যাবে না।'

ব্যাপারটা আমার মাথায়ও ঢুকেছে। এক মুহূর্ত আগেও এখানকার মৃত মানুষ আর ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর নিয়ে আমার ভেতর এক ধরনের উচ্ছ্বাস আর আগ্রহ কাজ করছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এগুলো লেকের পানিতে ডুবে গেলেই ভালো হতো। রীতিমত ঘৃণা হচ্ছিল ওসবের প্রতি। এভাবেই প্রেক্ষিত বদলের সাথে সাথে আমাদের মন বেচারাও বদলে যেতে বাধ্য হয়। তখন আমার মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল। দৃঢ় কণ্ঠে হ্যান্সকে বললাম, 'কী করব? একটা কাজই তো করার আছে। হিউহিউ বা তার পুরোহিতদের ডাকতে যাব।'

'জী, বাস। কিন্তু দয়া করে বার্গের গুহায় দেখা হিউহিউর ছবিটার কথা মনে রাখবেন। কারণ হিউহিউ আসলেই মানুষের মাথা মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলতে জানে।'

'হিউহিউর বাস্তব উপস্থিতিতে আমার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নেই। তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে, কেউই আসলে হিউহিউকে

সামনে থেকে দেখেনি। বা আমাদের কাছে ওটার বর্ণনা দিতে পারেনি। কেউই বলতে পারেনি সে কে বা কী বা কী করে। এমনকী জিকালিও না। জিকালি শুধু আগুনের মধ্যে একটা ছবি দেখিয়েছে। তাও আবার আমরা যেটা গুহার দেয়ালে দেখেছিলাম, সেটাই। আমার ধারণা, কোনোভাবে আমাদের মন পড়ে ও ছবিটার কথা জেনে নিয়েছিল। তা ছাড়া খালি পেটে, ধীরে ধীরে কষ্ট পেয়ে মরার চেয়ে ঘাড় মটকে দ্রুত মারা যাওয়াই ভালো। এবং এটাও নিশ্চিত যে, ওয়ালুরাও আমাদের নিতে এদিকে আর আসছে না।'

'হ্যাঁ, বাস। আমারও তাই মনে হয়। ইসিকোরের সাহস আছে। কিন্তু নিজের দেশে আসার পর থেকেই কেন যেন ও সাহস হারিয়ে ফেলেছে। বাস যদি তৈরি হয়ে থাকেন তা হলে মনে হয় রওনা দেয়া উচিত। তবে, বাস যদি তার আগে আরও কিছু মৃত মানুষের মূর্তি দেখতে চান, অসুবিধা নেই। তবে কি না, বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। আর বাস যা ভাবছেন, আমরা এখানে তার চেয়েও বেশি সময় ধরে আছি। ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি-ঘর দেখতে গেলে সময় কোন্ দিক দিয়ে চলে যায় টের পাওয়া যায় না। কাজেই রাত নামার আগেই আমাদের উচিত দ্বীপের অন্য দিকে সরে যাওয়া। ওখানে হয়তো খাবার আর আশ্রয় পাওয়া যাবে।'

কাজেই আমরা রওনা হলাম। পশ্চিম পাশে পৌঁছাতেই দেখি দূরে একটা বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে আমাদের ক্যানুটা। পিছনে আরও দুটো তুলনামূলক বড় বিন্দু। ওগুলো ছিল ধাওয়াকারীদের ক্যানু। এই যখন দেখছি, তখন ওপাড়ের কুয়াশার পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুটো ক্যানু। এগুলো এসেছে ইসিকোরদের পাহারা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তখন পুরোহিতদের নৌকা পরাজয় স্বীকার করে, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল এদিকে।

'প্রিন্সেস সাবিলাকে বলার জন্য এখন ইসিকোরের কাছে

দারুণ একটা গল্প আছে। তবে মনে হয় গল্পটা শুনে প্রিন্সেস তাকে চুমু খাবে না,' হ্যান্স মন্তব্য করল।

'গিয়ে ভালোই করেছে। থাকলে আমাদের তেমন কোনো উপকারে ওরা আসত না। মাঝে বেঘোরে প্রাণ খোয়াত। তবে তোমার কথা ঠিক। ইসিকোর আসলেই অনেক বদলে গেছে।'

শুকনো লাভা জমাট বেঁধে তৈরি হওয়া রুক্ষ জমির ওপর দিয়ে ভীষণ কষ্ট করে এগুতে হচ্ছিল আমাদের। অন্তত প্রথম দিকে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আগ্নেয়গিরির পাশ ঘুরে সামনে এগুতেই মাটির চেহারা পুরোপুরি বদলে গেল। নিজেদের আমরা আবিষ্কার করলাম দারুণ উর্বর জমির ওপর। বুঝলাম এ জমি অবশ্যই সেচের পানির দেখা পায়।

হ্যান্স তখন বলল, 'এ জমির সারফেস নির্ঘাত লেকের পানির সমান। নয়তো এখানে কীভাবে পানি আসবে?'

অন্যমনস্ক ভাবে বললাম, 'জানি না।' কারণ আমি তখন ভাবছিলাম আকাশ থেকে নেমে আসা বৃষ্টির পানি নিয়ে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তবে ওর মন্তব্যটা আমার মাথায় ছিল। এবং সেটা পরে কাজেও লাগিয়েছিলাম। এগুতে থাকলাম আমরা। সামনে এগিয়ে পেলাম একটা পাম গাছের বাগান। সেটার ভেতর দিয়ে চলে গেছে একটা রাস্তা। সেটা পার হয়ে পৌঁছাই একটা গ্রামের সামনে। গ্রামের বাড়িগুলো ছিল পাথর দিয়ে মজবুত ও সুন্দর করে বানানো। গ্রামের মোটামুটি মাঝখানে অনেক বড় একটা বাড়ি চোখে পড়ে। সেটা আক্ষরিক অর্থেই দাঁড়িয়ে ছিল একদম পাহাড়ের পাদদেশে। বাইরে কাউকে দেখতে না পেয়ে আমরা সরাসরি ঢুকে পড়লাম গ্রামের ভেতর। বৃষ্টির কারণে বাইরে কেউ ছিল না। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল কুকুরের ডাকাডাকি। এক মহিলা দরজা দিয়ে মাথা বের করে এক পলক দেখল আমাদের। তারপরই শুরু হলো

সাইরেনের মতো তারস্বরে চিৎকার। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কামানো মাথাঅলা কিছু লোক লম্বা বর্শা হাতে ছুটে বের হয়ে এল। তাদের সবার পরনেই ছিল সাদা রোব। স্পষ্টতই তারা ছিল হিউহিউর পুরোহিত।

হ্যান্সকে বললাম, 'তোমার রাইফেল রেডি রাখ। তবে একান্ত বাধ্য না হলে গুলি করে বোসো না। মনে হচ্ছে ওদের সাথে বুলেটের চেয়ে মুখের কথা বেশি কাজে দেবে।' তারপর, রাস্তার পাশে উপড়ে পড়া একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ল হ্যান্স। দেখাদেখি আমিও বসে পড়লাম ওর পাশে। তারপর আমার পাইপটা ধরিয়ে বসে রইলাম পুরোহিতদের অপেক্ষায়।

অধ্যায়-৯

ভোজ

পুরোহিতরা আমার কয়েক কদমের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমাদেরকে এমন হঠাৎ করে উদয় হতে দেখে দারুণ অবাক হলো ওরা। ওদের চেনা-জানা কারো সাথেই আমাদের কোনো মিল নেই। বলাই বাহুল্য, ওদের চেনা-জানা বলতে শুধু ওয়ালুরা ছাড়া এ এলাকায় আর লোকও নেই। এবং তারা আরও বেশি আশ্চর্য হয়েছে ম্যাচ জ্বালতে এবং ম্যাচ দিয়ে পাইপ ধরাতে দেখে। তামাক চাষের প্রচলন ওদের মধ্যেও ছিল। তবে ওরা তামাক গ্রহণ করত কেবল মাত্র নস্যির মতো করে।

কাঠিটা নিভে যেতেই আরেকটা কাঠি জ্বাললাম। এমন হঠাৎ করে আগুন জ্বলে উঠতে দেখে ওরা সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। তারপর ওদের একজন ম্যাচের আগুনটাকে দেখিয়ে ওয়ালুদের মতো হুবহু একই টানের আরবিতে জিজ্ঞেস করল, 'ও বিদেশী, এটা কী জিনিস?'

'যাদুর আগুন,' কণ্ঠে উৎসাহের ভাব এনে আমি জবাব দিলাম। 'মহান দেবতা, হিউহিউর জন্য এ জিনিস আমি উপহার হিসেবে এনেছি।'

কথাটা ওদের মেজাজ শান্ত করল। হাতের উদ্ধত বর্শা নিচু করল এবং ঢিল দিল পেশিতে। তখন আরেকজন এসে যোগ দিল ওদের সাথে। লম্বা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং চমৎকার দেখতে এ

লোকটার পরনেও ছিল পুরোহিতদের সাদা আলখেল্লা। তবে এর রোবের বর্ডার এমব্রয়ডারি করা ছিল। লোকটা ছিল আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বাঁকা নাক আর জ্বলজ্বলে চোখ জোড়ায় বুদ্ধির দীপ্তিও বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম।

'বাস, লোকটার আকার আকৃতি বিশাল।' হ্যান্সের মন্তব্যের সাথে আমিও একমত ছিলাম। লোকটা আসলেই ছিল বিশালদেহী। দেখি অন্যান্য পুরোহিতরা তাকে বাউ করছে। দেখাদেখি আমিও তাই করলাম।

মনে মনে বললাম, 'ডাচা নিজে হাজির হয়েছে।' আমার কোনো সন্দেহই ছিল না যে, সে ডাচা।

সে এগিয়ে এল। আমার হাতের ম্যাচ বক্সের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আগন্তুক, আপনি যে আগুনের কথা বললেন সেটা কোথায় থাকে?'

'পবিত্র মন্ত্র লিখিণ, সুরক্ষিত এই বাক্সের ভেতর থাকে সেই আগুন,' চোখের সামনে ম্যাচ বক্সের লেবেলটা তুলে ধরে বললাম। (বক্সের লেবেলে লেখা ছিল "ওয়াক্স ভেস্টাস, ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুতকৃত"।) তারপর গম্ভীর স্বরে বললাম, 'সাবধান, ও ডাচা, পবিত্র মন্ত্র না বুঝে কেউ এটা স্পর্শ বা বহন করতে চাইলে নিশ্চয়ই এর ভিতরের আগুন লাফিয়ে উঠে সেই নির্বোধকে গিলে ফেলবে।'

এবার ডাচাও তার সঙ্গীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। তারপর মন্তব্য করল, 'আপনি কীভাবে আমার নাম জানেন? কে-ই বা আপনাকে হিউহিউর জন্য উপহার হিসেবে লাফিয়ে ওঠা আগুন আনতে বলেছে?'

'কেন, ডাচার নাম কী পৃথিবীর শেষ মাথা পর্যন্ত সবার জানা নয়?' তেল দেওয়া কথাটা শুনে দারুণ খুশি হলো সে। 'হ্যাঁ, যে পর্যন্ত তার মন্ত্র যেতে পারে, সেই আকাশ পর্যন্ত সবাই তাকে

চেনে। আর কে এই উপহার পাঠিয়েছে? সেও আরেক মহান যাদুকর। যদিও ডাচার মতো মহান সে হতে পারেনি কখনও। সে জিকালি নামে পরিচিত। তাকে "পথ উন্মুক্তকারী" নামেও ডাকা হয়। আর বলা হয়, সে সেই জন, "যার জন্ম হওয়া উচিত ছিল না"।'

'আমরা তার নাম শুনেছি। আমাদের বাবার আমলে তার দূত এখানে এসেছিল। কী চায় সে আমাদের কাছে?'

'সে চায় একটা গাছের পাতা। যাকে বলা হয় ইন্দ্রজালের গাছ বা দৃশ্য দেখার গাছ। যে গাছ কেবল হিউহিউর বাগানে জন্মে। সে ওই পাতা তার ওষুধ বানাতে ব্যবহার করবে।' গাছের নাম শুনে ডাচা এবং অন্য সব পুরোহিত ওপর-নীচ মাথা দোলাল। অর্থাৎ জিকালি যে নাম বলেছে, সেই নামে এরা সবাই গাছটাকে চেনে। ডাচা প্রশ্ন করল, 'সে নিজে কেন এল না?'

'কারণ, সে বুড়ো এবং অসুস্থ। এবং সে আরও অনেক বড় ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। তা ছাড়া, তার পক্ষে আমাকে পাঠানোই ছিল তার নিজের আসার চেয়ে সহজ। এবং আমি সমস্ত পবিত্র জিনিসকে ভালবাসি। এবং চাই হিউহিউকে তার এবং আমার তরফ থেকে শ্রদ্ধা জানাতে। সেই সাথে চাই মহান ডাচার সাথে পরিচিত হয়ে ধন্য হতে।'

দেখি, শেষের কথাটা শুনে ডাচার চেহারা দারুণ খুশিতে জ্বলজ্বল করছে। বলল, 'বুঝতে পেরেছি ও জিকালির দূত। কী নাম আপনার?'

'আমার নাম "বয়ে যাওয়া বাতাস"। কারণ আসতে বা যেতে কারোও চোখে ধরা না পড়েই যেখানে আমার যাওয়া দরকার সেখানে আমি চলে যাই। এ কারণেই আমি দূতদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে দ্রুতগামী। আর আমার সাথের এই ছোট্ট মানুষটি, যে আকারে ছোট, কিন্তু ক্ষমতায় আর মহত্ত্বে

বিশাল, তার নাম "আগুনের প্রভু" এবং "অন্ধকারের আলো"। (এ নামটা তখন দারুণ কাজে দিয়েছিল।) ওদিকে অন্ধকারের আলো আমার বিদ্রূপ আর রসিকতা বুঝতে পারছিল কিন্তু বেচারা হাসতে পারছিল না। ফলে হাসি চেপে রাখতে গিয়ে ওর অবস্থা খারাপ, দম ফাটার জোগাড় হয়েছে ওর।

আমি বলে চলেছি, "কারণ সে হচ্ছে এই যাদুর আগুনের রক্ষক।" (আসলেই সত্যি। বদমাশটা আসলেই আধ ডজন ম্যাচ চুরি করে এনেছিল।) "ওকে রাগিয়ে দেয়া হলে সে এই দ্বীপ বা এর উপরে থাকা সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। হ্যাঁ, এমনকী ওই পাহাড়ের গর্ভে থাকা আগুনের চেয়েও বেশি আগুন তৈরি করতে পারে সে।'

'হিউহিউর কসম, সত্যি বলছেন?' ডাচা তখন বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে হ্যান্সকে দেখতে লাগল।

'অবশ্যই পারে। আমিও অনেক শক্তিশালী। কিন্তু তারপরও সাবধান থাকতে হয়। কারণ, একটু অসাবধানতাই ওকে রাগিয়ে দিতে পারে। তখন ও আমাকেও জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে ফেলবে।'

তখন কোনো কারণে ডাচার মনে সন্দেহ জাগে। ও প্রশ্ন করে, 'বলুন, ও বয়ে যাওয়া বাতাস এবং আগুনের প্রভু, এ দ্বীপে কীভাবে এলেন? একটু আগে আমরা একটা ক্যানু এখানে আসতে দেখেছি। সেটায় ওপাশে থাকা ওয়ালু নামের এক বিদ্রোহীর ভক্তরা ছিল। তাদেরকে ধরে বন্দী করা হয়েছে। পবিত্র দ্বীপে বিনা অনুমতিতে পা রাখার অপরাধে তাদের বলি দেয়া হবে। হয়তো সেই ক্যানুতে আপনারাও ছিলেন?'

দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, ছিলাম। কাছের ওই শহরটাতে পৌঁছার পর, ওখানে খুবই সুন্দরী এক মহিলার সাথে আমাদের দেখা হয়। নাম, সাবিলা। তাকে জিজ্ঞেস করি, মহান ডাচাকে কোথায় খুঁজে পাব। সে এ জায়গার কথা বলে। এবং জানায় যে

এ এলাকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ তুমি। আরও বলে, সে এবং তার কিছু ভৃত্য, যার মধ্যে ইসিকোর নামে এক গাধাও ছিল, যে সবসময়ই তাকে অনুসরণ করে। তারা সবাই চেয়েছিল এ দ্বীপে আসবে। আসবে এ জন্য যে, হয়তো তোমার সুন্দর চেহারাটা সাবিলা একবার দেখতে পাবে।' (জানিয়ে রাখি বন্ধুরা, আমি আগেই দেখেছিলাম ইসিকোররা নিরাপদে পালিয়ে গেছে। কাজেই আমার মিথ্যা ধরার কোনো উপায় ওদের ছিল না)। 'তাই সে আমাদের এখানে নিয়ে আসে। আমার ইচ্ছে ছিল তোমার সাথে দেখা করার আগে ওপাশের ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরটা একবার ঘুরে ফিরে দেখব। কিন্তু তখন পুরোহিতেরা ওদের কুকুরের মতো ধাওয়া করে। বাধ্য হয়ে তখন আমরা এখানে ঢুকে পড়ি। এটাই আমার গল্প।'

এবার ডাচা যেন একদম নার্ভাস হয়ে গেল! বলল, 'হিউহিউর কাছে প্রার্থনা করি, গাধাগুলো যেন ওদের সাথে সাবিলাকেও মেরে না ফেলে।'

'আমিও তাই প্রার্থনা করি। যে কোনো লোকের জন্য সে হতে পারে আরাধ্যতম স্ত্রী। দাঁড়াও, বলছি ওদের সাথে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে। আগুনের প্রভু, আগুন জ্বালাও।'

একটা ম্যাচ বের করে হ্যান্স তার ট্রাউজারের সিটে আগুন ধরিয়ে সেটা হাতে নিল। ওর সারা গায়ে কেবল ওই একটা জায়গাই তখন পর্যন্ত শুকনো ছিল। আগুনটা হাতে নিয়ে ও বিড়বিড়ানি শুরু করল। এক পর্যায়ে ফিসফিস করে আমাকে বলল, 'বাস, তাড়াতাড়ি, আগুনে আমার আঙুল পুড়ে যাচ্ছে।'

গাম্ভীর্যের সাথে আমি ঘোষণা করলাম, 'সব ঠিক আছে। সুন্দরী সাবিলাকে নিয়ে তার ক্যানু পালিয়ে গেছে। সাতটা...না, আটটা ক্যানু শহর থেকে বেরিয়ে আসে। সেগুলো তার ক্যানুটাকে পাহারা দিয়ে শহরে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে,' হ্যান্সের হাতের পোড়া

আর ম্যাচের কাঠির ছাই ঘেঁটে ক্যানুর সংখ্যা বললাম। ভাগ্য তখন আমাকে দারুণ সাহায্য করে। ঠিক তখনই এক লোক দৌড়ে এল। অনেক বাউ-এর সাথে আমার বলা কথাগুলোই বলে সে। শুনে দারুণ ভয় পাওয়া গলায় ডাচা বলল, 'দারুণ, আমাদের মাঝে এখন একজন যাদুকরও আছেন।'

তখন আবার তার মনে কোনো কারণে সন্দেহ জাগল। বলল, 'লর্ড, এখানের জঙ্গলে বসবাসকারী জংলী পশমি মানবদের শাসক হচ্ছেন হিউহিউ। এ জংলীদেরকে তাদের শাসকের নাম অনুসারে হিউহুয়া নামে ডাকা হয়। এদিকে একটা কথা ছড়িয়ে গেছে যে, কোনো এক আগন্তুকের করা অদ্ভুত এক আওয়াজে তাদের একজন মারা গেছে। সেই ঘটনার সাথে কি আপনার কোনো সম্বন্ধ আছে, লর্ড?'

'আছে। সেই পশমি মানবী আগুনের প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে বিরক্ত করছিল। ফলে তার যা উপযুক্ত পাওনা, তাই পেয়েছে। আগুনের প্রভু তাকে মেরে ফেলেছে। আর আমি আরেক জনের হাতের আঙুল কেটে দিয়েছি। কারণ, আমি যখন তাকে বলেছিলাম চলে যেতে, তখন সে হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল।'

'কিন্তু তাকে মারলেন কী করে, লর্ড?'

এখানে বলে রাখি, এ জায়গায় পা দেয়া অবধি, এখানকার এক সদস্য আমাদের মোটেও স্বাগত জানায়নি। সেটা হচ্ছে একটা মোটাসোটা তাগড়া কুকুর। ওটা এতক্ষণ আমাদের চারদিকে ঘুরছিল আর থেকে থেকে ঘেউ ঘেউ করছিল। কিন্তু হঠাৎ সুযোগ পেয়ে কুকুরটা হ্যান্সের কোটের প্রান্ত কামড়ে ধরে সমানে গরগর করতে থাকে।

তখন আমি ফিসফিস করে ডাচে হ্যান্সকে বললাম, "শ্চীট হ্যান্স, শ্চীট সিন ডুড।" (গুলি কর হ্যান্স। গুলি করে মেরে ফেল)।

হ্যান্স সব সময়ই নতুন নতুন আইডিয়া বের করতে ওস্তাদ। আমার কথা শুনে সে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। তারপর পিস্তলটা পকেটে রেখেই ওটার মাজল কুকুরটার একদম মাথায় ঠেকিয়ে গুলি চালিয়ে দিল। ফলাফল, সব বাজে কুকুর যেখানে যায় ওটাও চলে গেল সেখানেই। ভয়ে তখন মোটামুটি সব পুরোহিতের অবস্থাই খারাপ। এক পুরোহিত তো সাথে সাথেই পপাত ধরণীতল। বাকি সবও লেজ তুলে দৌড়! শুধু দাঁড়িয়ে ছিল ডাচা। সে এক পা-ও নড়েনি।

'ছোট্ট একটু যাদু প্রদর্শনী। যেখান থেকে এটা এসেছে সেখানে এ জিনিসের অভাব নেই।' দেখি হ্যান্সের পকেটে আগুনের ফুলকি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ওখানে চাপড় দিতে দিতে বললাম, 'মহান ডাচা, আগুন নেভানো হয়েছে। আমরা ক্ষুধার্ত। আমাদের জন্য আশ্রয় আর খাবারের ব্যবস্থা করে দাও।'

'অবশ্যই, লর্ড, অবশ্যই,' বলে তার আর হ্যান্সের মাঝখানে আমাকে নিয়ে রওনা হলো সে। তবে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে একবারও তার ভুল হয়নি। পিছন পিছন অন্য পুরোহিতরা আসছিল মৃত কুকুরটাকে নিয়ে।

ভয় একটু কমার পর ডাচা আমাকে জিজ্ঞেস করল, সাবিলা তার ব্যাপারে আর কিছু বলেছে কি না। জবাবে বললাম, 'শুধু একটা কথা বলেছে। বলেছে যে, পৃথিবীতে তোমার মতো একজন থাকার পরও বাধ্য হয়ে তাকে এক দেবতাকে বিয়ে করতে হচ্ছে।' এ কথার ফলাফল দেখার জন্য আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকালাম। দেখি রুক্ষ, কিন্তু সুদর্শন চেহারাটায় ফুটে উঠেছে স্পষ্ট চতুরতার ছাপ। আর ঠোঁট দুটো চেপে বসেছে পরস্পরের ওপর।

'হ্যাঁ, লর্ড, হয়তো তাই। তবে কে জানে। ঘটনা যেমনটা দেখা যায়, সব সময় তেমন না-ও ঘটতে পারে। দেখেছি, লর্ড,

বিশ্বাসী ভৃত্যও কখনও কখনও তার প্রভুর ভেটে ভাগ বসায়।'

ঠিক তখনই আসল ঘটনার আন্দাজ হয়ে যায় আমার। মনে মনে বললাম, 'খোদা! বুঝতে পেরেছি! তুমি নিজেই হিউহিউ, নয়তো হিউহিউর পার্টনার!' তবে মুখে কিছু বললাম না। কারণ কে জানে, ডাচার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা কেমন। হয়তো আমাদের আগুনের প্রভুর মতোই। সে যা-ই হোক, আসল কথা হচ্ছে, ডাচা সত্যি কথাই বলেছে। আসলেই, ঘটনা বাইরে থেকে যেমন দেখায় ভিতরের কাহিনি তেমন না-ও হতে পারে।

আমরা পাথরের একটা প্ল্যাটফর্ম পার হলাম। এর ডান পাশে ছিল বাগান মতো একটা জায়গা। এবং সামনেই ছিল বিশাল একটা গুহার মুখ। এর সামনেই দেখি অবাক করা এক দৃশ্য। ঠিক লেকের পাড়ে জ্বলছে বড় বড় দুটো অগ্নিকুণ্ড বা বলা ভালো জ্বলছিল দুটো অগ্নিস্তম্ভ। পরস্পরের থেকে ও দুটোর দূরত্ব ছিল মোটামুটি বিশ কদম। এবং এ দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল একটা পাথুরে স্তম্ভ। গাছপালা আর মাটির চড়াই উৎরাইয়ের কারণে এগুলো এতক্ষণ ছিল আমাদের দৃষ্টির আড়ালে।

"চির প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা" মনে মনে ভাবলাম আমি। তারপর ডাচার কাছে এর সম্বন্ধে জানতে চাইলাম। জবাবে সে বলল, 'এ আগুন দুটো সেই আদ্যিকাল থেকে এখানে জ্বলে রয়েছে। কিন্তু কেন জ্বলছে জানি না। এমনকী বৃষ্টির পানিতেও এটা নেভে না।'

ভাবলাম, এর নীচ দিয়ে নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক গ্যাস নির্গত হচ্ছে। সেটাই এই আগুনের জ্বালানী। শুনেছিলাম কানাডায়ও এমন একটা ঘটনা ঘটছে। ডান দিকে বাগানের পাশে চলে এলাম আমরা। ওখানে দেখি বেশ বড় বড় কতগুলো একতলা ঘর। মনে হলো যেন কলেজের মতো কিছু একটা এখানে চালানো হয়। পরে জেনেছি, আমার ধারণা ছিল ঠিক। এগুলো পুরোহিতদের এবং তাদের অসংখ্য মহিলার থাকার ঘর। এখানে বলে রাখা দরকার

যে, মূল ভূখণ্ডে দেখে এসেছি, ওখানকার পুরুষরা সবাই ছিল এক নারীতে সন্তুষ্ট। কিন্তু এখানে পুরোহিতদের সবাই ছিল বহুগামী। দেবতার নাম করে হতভাগা ওয়ালুদের ওপর এরা চাপ সৃষ্টি করত। তখন মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দারা দেবতার অভিশাপ আর হিউহুয়াদের অত্যাচারের ভয়ে বাধ্য হতো এই হতভাগীদের এখানে পাঠাতে। আর কখনও যদি ওয়ালুরা তাদের না-ও পাঠায়, তা হলে এরা গিয়ে তাদের তুলে নিয়ে আসত। সোজা কথায়, অপহরণ করত। আর একবার দ্বীপে পা রাখলে, কীভাবে যেন তারা হয়ে যেত দেবতার একনিষ্ঠ সেবায়েত। এবং নিজের লোকদের কাছ থেকে হারিয়ে যেত চিরতরে। পরে তাদের আর কখনো লেকের পানি পাড়ি দেয়ার অনুমতি দেয়া হতো না। এমনকী কখনও তার স্বজনদের সাথে যোগাযোগও করতে দেয়া হতো না। ফলে, এখানে যারা জীবিত থাকত, বাইরের পৃথিবীর কাছে তারা হয়ে যেত মৃত।

হ্যান্স আর আমাকে সবচেয়ে বড় ঘরটার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘরটা দাঁড়িয়ে ছিল একেবারে বাগানের দেয়ালের গা ঘেঁষে। দূত পাঠিয়ে ওখানকার বাসিন্দাদের আগেই সরে যেতে বলা হয়েছিল। আমরা পৌঁছাতেই দেখলাম সরে যাওয়ার জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। সেখানে সাদা রোব পরিহিতা বেশ ক'জন সুদর্শনা মহিলাকে দেখতে পাই। শুনলাম তাড়াতাড়ি করার জন্য তাদেরও তাগাদা দেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে অপর একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। সেখানে ফায়ারপ্লেসের মতো করে আগুন জ্বালানো ছিল। কারণ এখানে রাত হবে হিম শীতল এবং আর্দ্র। টের পাচ্ছিলাম, রাতের ঠাণ্ডা নামা শুরু হয়ে গেছে। ফায়ারপ্লেসের কল্যাণে আমাদের ভেজা জামা-কাপড় শুকানোর সুযোগ পেলাম। একজন পুরোহিত এসে খাওয়ার জন্য ডাক দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

হ্যান্সকে বললাম, 'সব মনে হচ্ছে ঠিকই আছে। আমাদেরকে হিউহিউর বন্ধু হিসেবেই নেয়া হয়েছে। শত্রু হিসেবে নয়।'

'হ্যাঁ, বাস। ম্যাচের কাঠি নিয়ে দারুণ বুদ্ধি খেলিয়েছেন। কিন্তু বাসের মাথায় এখন পরিকল্পনা চলছে?'

'পরিকল্পনা এখনও তেমন কিছু নেই। যেমন চলছে, চলতে থাকুক। মনে রেখো, আমরা এখানে এসেছি সাবিলাকে বাঁচানোর কসম করে। অবশ্য যদি সম্ভব হয় তা হলেই। আমাদের অবশ্যই চোখ খোলা রাখতে হবে আর খুব সজাগ থাকতে হবে। আরেকটা জিনিস, আমাদের মুখ খোলানোর জন্য মদের মতো করে বানানো একটা পানীয় খেতে দেবে। সাবধান, ভুলেও ও জিনিস ঠোঁটের কাছে নিয়ো না। মনে রেখ, এখানকার পানি ছাড়া আর কোনো পানীয়তে মোটেও মুখ লাগানো যাবে না। বুঝতে পেরেছ, হ্যান্স?'

'হ্যাঁ, বাস, বুঝেছি।'

'তা হলে প্রতিজ্ঞা করছ?'

হ্যান্স একবার নিজে পেট হাতিয়ে বলল, 'আমার পেটটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বাস। এত ভেজা আর পাথর হয়ে যাওয়া মানুষ দেখার পর পানির চেয়ে "উষ্ণ" কিছু খেতে পেলেই ভালো হতো। তবুও, বাস, আপনার রেভারেণ্ড বাবার নামে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি শুধু পানি আর কফি খাব। অবশ্য এরা যদি কফি বানায় তা হলেই। আমি নিশ্চিত তা-ও এরা বানায় না।'

'ঠিক আছে, হ্যান্স। জানোই তো, প্রতিজ্ঞা ভাঙলে আমার রেভারেণ্ড বাবা তোমাকে ধাওয়া করবে। আর আমি তো সাথে থাকবই। তা এই দুনিয়ায়ই হোক বা অন্য দুনিয়ায়।'

'হ্যাঁ, বাস, ঠিক আছে। কিন্তু, বাস কী দয়া করে একটু মনে রাখবেন যে, শয়তান ওর বড়শির জন্য শুধু জিনের বোতলের টোপই বানায়নি। একেকজনের জন্য একেকরকম টোপ ফেলে রেখেছে। এখন একটা সুন্দরী মহিলা, যেমন ধরেন মামীনার

মতো সুন্দরী। তেমন কেউ একজন যদি আসে এবং বলে যে, মাকুমাজান দেখতে বড় সুন্দর, সে মাকুমাজানকে ভালবেসে ফেলেছে। সেক্ষেত্রে কী, বাস তার রেভারেন্ড বাবার নামে প্রতিজ্ঞা করছেন...

'বকবকানি বন্ধ করো।' হুকুম করলাম আমি, 'এটা কী মহিলাদের নিয়ে আবোল-তাবোল বলার সময় হলো?'

তবে হ্যান্সের এই সরস মন্তব্য আর জ্ঞানকে আমি আসলেই প্রশংসার চোখে দেখি। সত্যি বলতে, আমার ওপর এই চেষ্টাও চালানো হয়েছিল। গল্পের শেষে দ্রুত যেতে চাইলে অবশ্য সেটা আর বলা হবে না।

আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো বড় একটা হলঘরে। ওখানে সাজানো ছিল অনেকগুলো বড় বড় টেবিল। তবে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো সবচেয়ে বড় টেবিলটার দিকে। ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল ডাচা সহ আরও বেশ ক'জন পুরোহিত আর বেশ কিছু মহিলা। তাদের প্রত্যেকেই ছিল দারুণ সুন্দরী। তাদের জংলী নিয়মে সাজিয়েছিল নিজেদের। এদের মধ্যে একজনের চেহারা দেখলাম সাবিলার সাথে দারুণ মিল। এ শুধু বয়সে সাবিলার থেকে দু'তিন বছরের বড় হতে পারে।

সুন্দর এবং অদ্ভুত রকম নকশা করা টেবিলটাতে বসলাম আমরা। নিজেকে আবিষ্কার করলাম ডাচা এবং সেই মহিলার মাঝে। পরে জানতে পারি, মহিলাটির নাম ড্রামানা। ভোজন পর্ব শুরু হলো। সম্ভবত আমরা কোনো একটা উৎসবের সময় চলে গিয়েছিলাম। পরিবেশিত খাবারটা ছিল দারুণ সুস্বাদু। বহু বছর এমন খাবার আমি খাইনি।

তবে খাবারের পদ্ধতি অবশ্য আমাদের মতো ছিল না। মাটির বিশালাকার পাত্রে করে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছিল। কাঁটা চামচ বা ছুরির প্রশ্নই সেখানে ওঠে না। তার বদলে সবাই ব্যবহার

করছিল নিজেদের হাত আর আঙুল। এবং সবার প্লেটের ওপর রাখা ছিল শাপলা পাতার মতো বড় একটা পাতা। একটা মেনু শেষ করে আরেকটা নেয়ার আগেই সেই পাতাটা তুলে নেয়া হচ্ছিল। এবং তার পরিবর্তে দেয়া হচ্ছিল নতুন একটা পাতা।

যা-হোক, খাবারটা ছিল এক কথায় চমৎকার। মেনুতে ছিল চমৎকার স্বাদ-গন্ধের মাছ, প্রচুর মশলা দিয়ে দারুণ সুস্বাদু করে রান্না করা খাসির মাংস, বন মোরগ এবং মধু আর ভুট্টার ময়দা দিয়ে বানানো পুডিং জাতীয় একটা মিষ্টি খাবার। আর ছিল প্রচুর পরিমাণে স্থানীয় বিয়ার। এটা আবার দারুণ দেখতে একটা মাটির পাত্রে করে পরিবেশন করা হচ্ছিল। বলা বাহুল্য, এ পাত্রটাতেও ব্যবহার করা হয়েছিল হীরের ছোট ছোট দানা ও গুঁড়ো। সাথে ছিল রুবী আর মুক্তো। মুক্তো দেখে বুঝতে পারি, ওখানে মিঠে পানির ঝিনুকও ছিল বেশ। ঝিনুক থেকে এর মাংসল অংশটুকু বের করার পর এর শক্ত খোলসটাকে আগুনে পুড়িয়ে মৃৎপাত্র বানাতে ব্যবহার করা হতো।

মুক্তোগুলোর আকৃতি এক রকম ছিল না বরং একেকটা ছিল একেক রকম। আর মুক্তোগুলোর বেশিরভাগই ছিল ছোট। তবে বড় যে দুয়েকটা ছিল, সেগুলো নেকলেস বানিয়ে গলায় পরেছিল ড্রামানা এবং অন্যান্য মহিলারা। বিস্তারিত বর্ণনায় আর যাচ্ছি না। এসব দেখে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ়মূল হয়েছিল যে, এরা অবশ্যই একসময় ছিল একটা বেশ সভ্য জাতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছিল ধ্বংসের পথে। আর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে নিজেরা ডুবে যাচ্ছিল চূড়ান্ত বর্বতার মাঝে।

একটা টুলে আমার পিছনে বসেছিল হ্যান্স। আমাদের চুক্তি অনুসারে ও বিয়ারের পাত্র স্পর্শও করছিল না। তবে যখনই ওটা তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছিলাম সে গুঙিয়ে উঠছে।

সবাই এত বেশি পরিমাণে বিয়ার গিলেছিল যে, পুরোপুরি মাতাল হয়ে গিয়েছিল সবাই। মাতাল হয়ে কী করছিল, সেটা আর বললাম না। মনে হচ্ছিল মাতাল হওয়ার সাথে সাথে সবার মাথাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পাশে বসা মহিলাদের দিকে বর্বরের মতো হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল তারা। তবে ড্রামানা নামের মহিলাটি খুব একটা বিয়ার স্পর্শ করেনি। এবং তার পাশে যে পুরোহিত বসেছিল, সে আকণ্ঠ বিয়ার গিলে সেই বিয়ারের পাত্রেই মুখ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ফলে বর্বরতার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছে ড্রামানা। ওদিকে আমার বামে বসা আরেক সুন্দরীকে নিয়ে পড়েছে ডাচা। ফলে আমি আর ড্রামানা কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলাম। সম্ভবত সেটা তারও খারাপ লাগছিল না। দুয়েকটা মন্তব্য বিনিময় করার পর নিচু স্বরে সে বলল, 'শুনেছি, আপনি ওপারে সর্দার ওয়ালুর মেয়ে সাবিলাকে দেখেছেন। সে আমার বোন। অনেক দিন হয়ে গেছে তাকে দেখি না। কারণ আমরা কখনও ওপারে যেতে পারি না। আর ওপারের মানুষরাও একান্ত বাধ্য না হলে এপারে কখনও আসে না। সাবিলার কথা বলুন, লর্ড। কেমন আছে সে?'

আমি বললাম, 'খুব সুন্দর হয়েছে সে। কিন্তু আছে ভীষণ ভয়ের মধ্যে। কারণ একজন স্বাভাবিক মানুষের পরিবর্তে তাকে হয়তো এক দেবতাকে বিয়ে করতে হবে।'

'ভয় পাওয়ারই কথা। কারণ আপনার পাশেই বসে আছে সেই দেবতা।' ঘৃণায় কেঁপে উঠে সে খুব সামান্য একটু মাথা নেড়ে দেখাল পাশে বসে থাকা ডাচাকে। ওদিকে ডাচা তখন মাতলামির চরমে উঠে তার বামে বসা আরেক মহিলাকে নিয়ে উন্মত্ততায় ব্যস্ত। তবে সেই মহিলাও বিয়ার কম গেলেনি। ফলে সে-ও মাতাল হয়ে আছে এবং উন্মত্ততা তার মাথায়ও চড়ে বসেছে।

আমি বললাম, 'ডাচা নয়, অন্য দেবতা। হিউহিউকে তার বিয়ে করতে হবে।'

শুনে সে বলল, 'হিউহিউ? লর্ড, আজ রাত পার হবার আগেই আপনি হিউহিউ সম্বন্ধে সব জানতে পারবেন। ডাচাকেই তার বিয়ে করতে হবে।'

'কিন্তু, প্রিন্সেস, ডাচা তো তোমার স্বামী?'

'ডাচা অনেকেরই স্বামী'। বলে সে আশপাশের অনেকগুলো সুন্দরী মহিলার দিকে দৃকপাত করল। তারপর বলে চলল, 'দেবতা তার প্রধান পুরোহিতের ওপর সব সময়ই প্রসন্ন। আমাকে ওই চির প্রজ্বলিত আগুনের মাঝের পাথরে বেঁধে রেখে যাওয়ার পর এমন আটটা বিয়ে হয়েছে তার। যদিও ওদের বেশিরভাগকেই অন্যদের কাছে দিয়ে দেয়া হয়েছে। কাউকে বলি দেয়া হয়েছে অথবা দেবতার বিরুদ্ধে অন্যায় করা বা এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করার অপরাধে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।' তারপর সে কণ্ঠ আরও নামিয়ে নিল। আমার কান যথেষ্ট তীক্ষ্ণ। কিন্তু তারপরও ড্রামানার নিচু গলার আওয়াজ ধরতে আমার সমস্যা হচ্ছিল। সে বলল, 'সাবধান, লর্ড। আপনি যদি হিউহিউর চেয়ে বড় কোনো দেবতা না হন, তা হলে যাই দেখুন বা শুনুন, কোনোমতেই গলা চড়াবেন না বা হাত তুলবেন না। তুললে, ওরা আপনাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। তখন নিজে তো মরবেনই, সাথে নিয়ে যাবেন আরও অনেককে। এবং তাদের একজন হব আমি। এখন অন্য কিছু নিয়ে কথা বলুন। ও আমাদের দেখতে শুরু করেছে। তারপরও প্রার্থনা করছি, ও লর্ড, যদি পারেন সাহায্য করুন। সাহায্য করুন আমার বোনকে আর আমাকেও।'

আশপাশে তাকালাম একবার। দেখি চোখে সন্দেহ নিয়ে ডাচা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। হয়তো আমাদের দুয়েকটা কথা ওর কানে গেছে। হ্যান্সও হয়তো তেমন কিছু একটা সন্দেহ করেছিল।

ও তখন কোনোভাবে বিকট এক আওয়াজ তুলে পড়ে গেল। হয় নড়বড়ে টুলটা ভেঙে ফেলেছে বা হাত থেকে ফেলে দিয়েছে তার কাপটা। আওয়াজ শুনে মাতাল ডাচার মনোযোগ আমাদের দিক থেকে তার দিকে চলে যায়।

তবে বলল, 'ও লর্ড, বয়ে যাওয়া বাতাস, আপনি দেখি প্রিন্সেস ড্রামানাকে প্রসন্ন অবস্থায় পেয়েছেন। আমি অবশ্য তাতে কিছু মনে করছি না। এমন একজন সম্মানিত অতিথিকে তো আমার সর্বোচ্চ সেবার চেষ্টা করা উচিত। বিশেষত দেবতা যেখানে আমার ওপর আজ এত প্রসন্ন হয়ে আছেন। অবশ্য প্রিন্সেস ড্রামানা ভালো করেই জানে, গোপন কথা প্রকাশকারীদের কী শাস্তি হয়। কাজেই, ছোট্ট "বয়ে যাওয়া বাতাস", আপনি নিজেই "বয়ে যাওয়ার" আগেই তার সাথে যত ইচ্ছা কথা বলে নিন।' এই বলে সে আড় চোখে এমনভাবে আমার দিকে চাইল যে, আমার রীতিমত অস্বস্তি লাগছিল।

ওর কথা না বোঝার ভান করে বললাম, 'প্রিন্সেস ড্রামানাকে পবিত্র গাছের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম আমি, যেটার পাতা দিয়ে মহান যাদুকর জিকালি তার ওষুধ বানাবে।'

'ওহ্, তাই নাকি?' এমনভাবে বলল, যেন তার সন্দেহ উবে গেছে, যদিও তার চোখে ছিল স্পষ্ট কুটিলতা। 'আমি ভাবছিলাম, আপনি অন্য কিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন। ওই গাছ অবশ্য কোনো গোপন বিষয় নয়। আপনি চাইলে কাল সকালেই গাছটা সে দেখিয়ে দেবে। আর কিছু কী আপনার দরকার আছে? নয়তো আমি আর আমার ভাইয়েরা এখন ব্যস্ত হয়ে পড়ব। এই যে, এসে গেছে, আমাদের বিশেষ পানীয়, "মায়ার পাত্র"। এটা ওই গাছের ফল থেকেই বানানো। যদিও আপনারা শুধুমাত্র পানি-পায়ী, তবুও আপনাকে এটা খেতে হবে। হ্যাঁ, হলুদ বামন, তোমাকেও এর স্বাদ নিতে হবে। এর মধ্য দিয়ে আমরা মহান দেবতা হিউহিউর

কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। তার উপস্থিতিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ধন্য হয়ে যাব।'

তাড়াহুড়ো করে বললাম যে, আমি অসুস্থ, এখনই আমার অসুস্থ শরীর নিয়ে দেবতার সামনে উপস্থিত হতে চাই না। তাতে হয়তো তাকে ছোট করা হবে।

'এখানে যারা আসে তাদের সবাইকেই দেবতার সামনে উপস্থিত হতে হয়, লর্ড বয়ে যাওয়া বাতাস। জীবিত অথবা মৃত। জিকালি কী আপনাকে এ কথা বলে দেয়নি? এখন সিদ্ধান্ত নিন। জীবিত অবস্থায় দেবতার সাথে দেখা করবেন না মরে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করবেন।'

ভাবলাম, এবার সময় হয়েছে। কে কী তা দেখানো যাক। মুখে বললাম, 'আমার সাথে মৃত্যু নিয়ে কথা বলার তুমি কে? তুমি কী নিশ্চিত যে আমিই মৃত্যুর দূত নই? ঘরের বাইরে পড়ে থাকা ওই কুকুরটার মতো মৃত্যুই কী কেউ এখানে চাইছে? জেনে রাখো, ও হিউহিউর পুরোহিত, আমার বা আগুনের প্রভুর প্রতি অশুভ শব্দ উচ্চারণের ফলাফল কখনোই শুভ হয় না। কারণ, রেগে গেলে আমরা বজ্রপাত দিয়েও আঘাত হেনে বসতে পারি।'

হ্যান্স ততক্ষণে উঠে আমার পাশে চলে এসেছে। এবং ওর বাড়িয়ে ধরা হাতে শোভা পাচ্ছিল বেস্ট ওয়াক্স ম্যাচ বক্সটা। মনে হয় আমার মন্তব্য বা অভিব্যক্তি তখন ডাচাকে ঘাবড়ে দিয়েছিল। দেখি, সাথে সাথেই ডাচার ভেতর ভদ্রতা ফিরে এসেছে। তবে হ্যান্সের দিকে তখন সবাই তাকিয়ে ছিল সন্দেহের দৃষ্টিতে। সবাই ওর হাতের দিকে তাকিয়ে থাকলেও কেউ লক্ষ করেনি যে ওর একটা হাত তখন একদম নিরীহ ভঙ্গিতে পড়ে ছিল ওর কোটের পকেটে। সেটা আসলে জড়িয়ে ছিল ওর কোল্ট পিস্তলের বাট আর ট্রিগার। তবে আমরা আমাদের রাইফেলগুলো এখানে আনতে পারিনি। ওগুলো রয়ে গিয়েছিল আমাদের বিছানার নীচে

লোড এবং কক করা অবস্থায়। কেউ ওগুলো টানাটানি করতে গেলে গুলি ফুটে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। অর্থাৎ, চোরের কপালে খারাবী আছে।

ডাচা বলছে, 'ক্ষমা করুন, লর্ড। আপনার মতো ক্ষমতাশালী একজনকে আঘাত দিয়ে কথা বলব এত সাহস কী আমার আছে? তবে বলে থাকলেও সেটা এই বিয়ারের কারণে হয়েছে। বিয়ারটা আসলেই খুব তেজি।'

ওর কথা মেনে নিয়েছি এমন ভঙ্গীতে আমিও বাউ করলাম। তবে ল্যাটিন প্রবাদটা তখন ভুলিনি যে, মদ সত্যি কথা বের করে আনে। তখন প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য ঘরের শেষ প্রান্তে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। দেখি, খুবই পাতলা এবং প্রায় স্বচ্ছ পোশাক পরিহিতা দু'জন মহিলা ঘরে ঢুকছে। তাদের মাথায় ছিল বিচিত্র শিরাবরণ। দু'জনে ধরাধরি করে নিয়ে আসছিল বিরাট এক পাত্র ভরা মদ। পাত্রে ভাসছিল লাল রঙের কিছু ফুল। (ঘটনাটাকে খুব সহজেই প্রাচীন রোমের রাজ দরবার বা প্রাচীন মিশরের রাজকীয় ভোজ অনুষ্ঠানের সাথে তুলনা করা যায়। এ ধরনের কিছু চিত্রকর্মও আমি দেখেছি।) পাত্রটা ডাচার সামনে নিয়ে আসা হলো। প্রার্থনা বাক্যের মতো কিছু একটা উচ্চারণ করে সেটা উঁচু করে তুলে ধরল সে। তখন ওখানে উপস্থিত-পুরোহিত এবং তার সঙ্গিনীদের মধ্যে যারা তখনও পাঁড় মাতাল হয়ে যায়নি তারা সব উঠে দাঁড়াল এবং উঁচু গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, "মায়ার পাত্র! মায়ার পাত্র!" (The Cup of Illusions! The Cup of Illusions)।

তখন ডাচা আমাকে বলল, 'পান করুন, লর্ড। মহান হিউহিউর মহত্ত্বের নামে পান করুন।' তারপর আমাকে ইতস্তত করতে দেখে আবার বলল, 'না, থামুন। আমিই আগে খেয়ে দেখাচ্ছি যে এতে কোনো বিষ মেশানো নেই।' তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'ও মহান হিউহিউর আত্মা, তোমার পুরোহিতের ওপর

নেমে এসো।' বলে গলায় ঢেলে দিল বেশ অনেকটা "সোম রস"।

তারপর সেই দুই মহিলার একজন একটা কাপ তুলে বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে। ভাব দেখালাম যেন, বিরাট এক ঢোঁক গিলে নিয়েছি। এমনভাবে ঢোঁক গিললাম যে, সবার কাছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হলো। তবে গিলেছিলাম আসলে খুব সামান্য। তারপর হ্যান্সের পালা। ঘাড়ের ওপর দিয়ে ফিসফিসিয়ে বোয়েরদের মধ্যে প্রচলিত ডাচ ভাষায় বললাম, "*বীতজে*"। অর্থাৎ অল্প। মনে হলো, ও-ও উপদেশটা গ্রহণ করেছে।

জিনিসটা দেখতে ছিল সবুজাভ রঙের। আর স্বাদ ছিল অনেকটা চারট্রেউসের (Chartreuse) মত। বোলটা একের পর এক, ঘরের সবার হাতে হাতে ঘুরতে থাকল। এর স্বাদ নিল ঘরের সবাই। আর শেষ চুমুক দিল সেই মেয়ে দুটো, যারা পাত্রটা বহন করছিল।

এই পর্যন্ত দেখেছি বলে আমার মনে আছে। কিন্তু এরপর কী হয়েছিল তার খুব বেশি কিছু মনে পড়ে না। সম্ভবত কয়েক মুহূর্তের জন্য সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলাম। মনে হচ্ছিল জিনিসটা সোজা আমার মাথায় গিয়ে চড়েছে। লাগছিল যেন, চোখের সামনে মেঘের একটা পর্দা নেমে এসেছে। সেই পর্দায় অদ্ভুত সব দৃশ্য ভাসতে দেখছিলাম। যার দুয়েকটা বলার মতোই না! পরিচিত-অপরিচিত, ভালো-খারাপ, সুন্দর-অসুন্দর ইত্যাদি নানা জাতের লোকজন দেখতে পাচ্ছিলাম। এমনকী, এমন সব লোকদেরও দেখছিলাম, যারা বহু আগেই মারা গেছে। এবং দেখেছিলাম এমন কিছু লোককে যাদের আদৌ কখনও দেখিনি। তবে তারা সবাই অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিল! তারপর সেই লোকগুলো মিলে যেন শুরু করল নাটক। যুদ্ধ, প্রেম, আর মৃত্যুর নাটক। মনে হচ্ছিল ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম যেন।

তারপর একসময় হঠাৎ-ই বের হয়ে আসি দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে। দারুণ ভালো লাগার মতো একটা শান্তি শান্তি অনুভূতি হয় তখন। একই সাথে আমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা হয়ে যায় কয়েকগুণ তীক্ষ্ণ। চারপাশে তাকিয়ে দেখি, যারাই এই সোম রসের স্বাদ নিয়েছে, তাদের সবার অবস্থাই কমবেশি একই রকম! প্রথমে সবাই-ই উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর সবার ভেতরই চলে আসে এক ধরনের শান্ত-সমাহিত ভাব। এতই শান্ত যে, তাদের চোখে পলক পর্যন্ত পড়ছিল না। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিল সবাই! সবার চোখেই ছিল শূন্য দৃষ্টি। চেহারা ছিল অভিব্যক্তিহীন। এমনকী কারোও একটা পেশিও নড়ছিল না।

এ অবস্থা বেশ অনেকক্ষণ ধরে বজায় রইল। পরে, যারা প্রথম দিকে খেয়েছিল তারাই একের পর এক ঘোর থেকে জেগে উঠতে শুরু করে। জেগে উঠে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করে খুব নিচু স্বরে। খেয়াল করলাম যে প্রত্যেকের ভেতর থেকে মাতলামির নমুনা পুরোপুরি গায়েব হয়ে গেছে। সবাইকে এত সজাগ দেখাচ্ছিল, যেন তারা এজলাসে বসা বিচারক। মানুষগুলোর চেহারায় ফুটে উঠেছিল গম্ভীর এবং ঠাণ্ডা এক অভিব্যক্তি। এবং চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছিল উদ্দেশ্য অর্জনে বদ্ধ পরিকরতা।

অধ্যায় ১০

বলি দান

বেশ কিছুক্ষণের গম্ভীর নীরবতার পর ডাচা উঠে দাড়াল। দাঁড়িয়ে শীতল কণ্ঠে বলল, 'দেবতার ডাক শুনতে পাচ্ছি আমি। চলো সব। দেবতার উপস্থিতিতে ধন্য হই। আর চড়াই তার জন্য বাৎসরিক বলি।'

উঠে দাঁড়াল সবাই। সবার আগে রওনা হলো ডাচা আর ড্রামানা। তারপর হ্যান্স আর আমি। এরপর ঘরে থাকা বাকি সবাই। সব মিলে ছিল প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো মানুষ।

হ্যান্স তখন ফিসফিস করে আমার কানে মুখ লাগিয়ে বলল, 'বাস, ওদের এই রসটা খেতে বড় ভাল ছিল। আপনি অনুমতি দিলে আরও একটু চেখে দেখণাম। ওটা খাওয়ার পর আপনার রেভারেণ্ড বাবা এসে আমার সাথে কথা বলে গেছেন।'

'কী বললেন তিনি, হ্যান্স?'

'বললেন, আমরা খুব খারাপ লোকদের সাথে আছি। তাই আমাদের অবশ্যই চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। তিনি আরও বললেন যে, এখন প্রকৃত জ্ঞানীর কাজ হবে, যা আমাদের ব্যাপার না তাতে যেন আমরা মোটেও নাক না গলাই।'

ভাবলাম, এক ঘণ্টার মধ্যে দু'দুবার দৈবভাবে একই সাবধানবাণী শুনলাম। কাকতাল? হতে পারে। তবে হ্যান্স যদি আমার আর ড্রামানার কথা শুনে সাথে আরেকটু অনুমান করে বা

বানিয়ে বলে থাকে তা হলে হয়তো কাকতালীয়তার প্রশ্ন থাকে না। তবে ঘটনা যাই হোক, ও যে এই ধারণাটা মেনে চলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো কিছুতেই ও নাক গলাবে না। তবে সব সময়ই পিস্তলটা হাতে রাখবে। যদি জীবন সংশয়ী কিছু ঘটবার উপক্রম হয়, তখন আমাদের বাঁচাতে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করবে সেটা। না হলে একটা আঙুলও নাড়বে না।

আমরা যে টেবিলে খেতে বসেছিলাম সেটার পেছনে একটা দরজা ছিল। আমাদের দলটা সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করল একটা টানেল মতো জায়গায়। তবে টানেলটা পাহাড় খুঁড়ে বানানো হয়েছিল, নাকি পাথরের চাই একের ওপর এক বসিয়ে বানানো হয়েছিল...তা সঠিক বলতে পারব না। গুহায় আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল লণ্ঠন জ্বেলে। গুহা পথ ধরে পঞ্চাশ কদম মতো এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করি আরেকটা বিশাল গুহার ভেতর। বিশাল সেই গুহার এখানে ওখানে বসানো ছিল টিমটিমে কুপির মতো আলো। সেই আলোয় অন্ধকার তো কাটেইনি বরং আবছায়ার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল কেমন একটা রহস্যময়তা। মনে হচ্ছিল যেন, আমাদের ঘিরে আছে অন্ধকারের অপবিত্র চাদর।

হঠাৎই গায়েব হয়ে গেল ডাচা সহ সমস্ত পুরোহিত। অন্তত ওই আবছায়ার ভেতর তাদের কাউকেই চোখে পড়ছিল না। আমাদের সাথে ছিল শুধু মহিলারা। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছিল তারা। যেন নির্জন ক্যাথেড্রালে প্রার্থনা করতে এসেছে সবাই। ধারণা করলাম, আমাদেরকে ড্রামানার দায়িত্বে ছেড়ে যাওয়া হয়েছে। সে-ই আমাদেরকে একটা পাথরের বেঞ্চিতে নিয়ে বসাল। এবং নিজেও আমাদের পাশে একটা আসনে বসল। খেয়াল করলাম, অন্যান্য মহিলাদের মতো মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেনি সে। কয়েক মুহূর্ত আমরা ওভাবেই

বসে রইলাম। চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম গুহার যে জায়গাগুলোতে আলো ছিল না, সেদিকে। অস্বীকার করব না, সেই সময় ওখানকার পরিবেশ, চারপাশের রহস্যময় অন্ধকারাচ্ছন্নতা, পিনপতন নীরবতা আর সামনে মাটিতে বসা মহিলাগুলোর উত্তেজিত অবস্থা সব মিলে আমার স্নায়ুর ওপর দারুণ চাপ তৈরি করে। উদ্বেগ সহ্য করতে না পেরে একসময় ফিসফিস করে ড্রামানাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কিছু কী হবে? হলে কখন? জবাবে সে-ও ফিসফিসিয়ে বলল, 'বলি যজ্ঞ শুরু হলো বলে! চুপ করে থাকুন। দেবতার কান সব কিছুতে আছে। সব শুনছে সে।'

আমিও তাই ভাবছিলাম। কাজেই চুপ করেই রইলাম। আরও প্রায় মিনিট দশেক ওভাবেই পিন পতন নীরবতার মাঝে কেটে গেল। হ্যান্স তখন আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাস, নাটক শুরু হবে কখন?' (ডারবানে থাকতে ওকে একবার থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ওখান থেকে হয়তো ও কিছু শিখবে। সে যাই হোক, গুহার ভিতরের সেই আয়োজনটাকেও হ্যান্স তেমনই একটা নাটক ধরে নিয়েছিল। সত্যি বলতে, আসলেও সেটা ছিল এক ধরনের নাটকই। তবে, অপ্রকৃতিস্থ নাটক।)

ওর মুখ বন্ধ করার জন্য হাঁটুতে হালকা একটা লাথি মারলাম। ঠিক তখনই দূরের একটা কোণ থেকে ভেসে এল প্রার্থনা স্তবকের মতো গুঞ্জন ধ্বনি। অদ্ভুত আর বিষণ্ন এক সঙ্গীত ছিল সেটা। দুই দল লোক গান গাইছিল। একদল এক লাইন গাইলে অপর দল গাইছিল পরের লাইন। এবং প্রত্যেক দলই শেষের শব্দটাকে এমনভাবে উচ্চারণ করছিল যে, শব্দটা কানে আসা মাত্রই গায়ের প্রতিটা রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। এর মাঝেই মনে হলো, অন্ধকারে কিছু একটাকে যেন নড়তে দেখলাম আমি। একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল হ্যান্সেরও। ও ফিসফিসিয়ে বলল, 'বাস,

পশমি মানবেরা পৌঁছে গেছে।'

নিচু গলায় বললাম, 'দেখতে পাচ্ছ ওদের?'

'মনে হয় পাচ্ছি। অন্তত ওদের গায়ের বোটকা গন্ধ তো অবশ্যই পাচ্ছি।'

'তা হলে তোমার পিস্তলটা রেডি রাখ।'

এক মুহূর্ত পর দেখি আমাদের সামনে দিয়ে কেউ একজন একটা মশাল নিয়ে যাচ্ছে। তবে মশালধারীকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। মশালটা নীচে নামানো হলো। লাফিয়ে উঠল একটা ফুলকি এবং দেখতে দেখতেই তা পরিণত হলো বিশাল এক অগ্নিকুণ্ডে। আমাদের থেকে একটু দূরেই একগাদা কাঠ জমিয়ে রাখা ছিল। তাতেই আগুন দেয়া হয়েছে। আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ডাচার বিশাল কাঠামো। তার মাথায় ছিল অদ্ভুত এক শিরাবরণ। আর গায়ে ছিল পুরোহিত-সুলভ সাদা রঙের অদ্ভুত এক আলখেল্লা। খেতে বসার সময় তার পোশাক যেমন ছিল, এখন তারচেয়ে একদম ভিন্ন। এবং সে দুহাতে বাটির মতো করে ধরে ছিল একটা মনুষ্য খুলি। খুলিটার থুতনি ছিল ওপরে আর তালু ধরা ছিল নীচের দিকে।

'জ্বলে ওঠো মায়ার গুঁড়ো, জ্বলে ওঠো। প্রকাশ করো আমাদের ভিতরের ইচ্ছাগুলো...' বলে খুলির ভেতর থেকে বেশ অনেকটুকু গুঁড়ো নিয়ে আগুনে ফেলল সে। ঘন ধোঁয়ায় ভরে গেল সারা গুহা। ধোঁয়ার মেঘ সরে গিয়ে জ্বলে উঠল বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড। এবং উন্মোচিত হলো ভয়াবহ এক দৃশ্য। দেখি, আগুনের ঠিক পেছনে দশ কদম বা তার সামান্য একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে কালো পশমে মোড়া আক্ষরিক অর্থেই একটা দানব! লম্বায় সে অন্তত বারো ফুট তো হবেই। বার্গের গুহায় যে দানবের ছবি দেখেছিলাম, সেই দানব আতঙ্কে অবশ করা চেহারা নিয়ে সশরীরে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে!

তবে গুহার সেই ছবিটা ছিল অতিরঞ্জিত। যেন কোনো উন্মাদ সন্ন্যাসীর অতি-কল্পনার ফসল। আগেই বলেছি, হিউহিউর শরীরটা যেন অতিকায় এক গরিলার, কিন্তু সে গরিলা নয়। এর আকার আকৃতি অনেকটাই মানবীয়। কিন্তু কোনোভাবেই এ মানুষ নয়। এ যেন গল্পের বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা এক মূর্তিমান শয়তান। শরীরের প্রায় সর্বত্রই ছিল লম্বা ধূসর লোম। চিবুকে জটা পাকিয়ে ছিল লাল দাড়ির জঙ্গল। অসম্ভব শক্তিশালী তার প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। লম্বা হাতের পেশিতে ফুটে ছিল আসুরিক শক্তির চিহ্ন। হাতে আঙুলের পরিবর্তে ছিল বড় বড় নখসহ থাবা। ষাঁড়ের মতো মোটা গর্দানের ওপর মাথাটা ছিল অস্বাভাবিক রকম ছোট। এবং মুখমণ্ডলে ছিল বৃদ্ধ মহিলার চেহারার ছাপ। বিশাল বড় মুখটায় ছিল বেবুনের মতো শ্বদন্ত। গোল কপাল, আর কালো চোখে ছিল চকচকে দৃষ্টি। ভাটার মতো জ্বলছিল সেই চোখ। আর এর মুখে লেগে ছিল কুটিল এক হাসি। বার্গের গুহায় দেখা সেই ছবির মতো এখানেও হিউহিউর পায়ের নীচে পড়ে ছিল এক মস্তক-বিহীন ধড়। এবং ধড় থেকে মুচড়ে ছিঁড়ে নেয়া মুণ্ডুটা ধরা ছিল হিউহিউর হাতে।

হ্যান্স বলেছিল গুহায় ছবি অঙ্কনকারী ছিল কোনো বুশম্যান। কিন্তু এখন আমার কোনো সন্দেহই নেই যে- সে মোটেও কোনো বুশম্যান ছিল না। ছিল হিউহিউর পুরোহিত। ভাগ্যের ফেরে কোনো না কোনোভাবে ওই দেশে যায় বা যেতে বাধ্য হয় সে। এবং ওখানেই সে বানিয়ে নেয় তার আরাধ্য দেবতার এক প্রতিচ্ছবি।

চোখের সামনে স্বয়ং হিউহিউকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি তখন ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খেতে থাকি। মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড আতঙ্কে তখনই মাটিতে পড়ে যাব...এতোই ভয়ানক ছিল সেই মূর্তি। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল যে পড়ে যাব,

তখন হ্যান্স আমার হাত আঁকড়ে ধরল। বলল, 'ভয় পাবেন না, বাস। এটা আসল হিউহিউ নয়। পাথর দিয়ে বানানো হিউহিউর মূর্তি। রঙ দিয়ে অমন বীভৎস বানানো হয়েছে।'

আবার তাকালাম ওটার দিকে। দেখি, হ্যান্স ঠিকই বলেছে। ওটা আসলেই একটা মূর্তি! বুঝতে পারলাম, হিউহিউ বেঁচে আছে শুধু তার পূজারীদের মনেই, বাস্তবে নয়! প্রশ্ন জাগল, কেমন ধরনের শয়তানী মন-মানসিকতা থেকে এমন বীভৎস একটা মূর্তি বানানোর চিন্তা মাথায় আসতে পারে? সশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তারপর মূর্তিটা এবং আশপাশের খুঁটিনাটি দেখতে শুরু করলাম। লক্ষ করার মতো অনেক কিছুই তখন ঘটছিল। যেমন, ভয়াবহ নোংরা হিউহুয়ারা মূর্তির পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল। ডান সারিতে ছিল পুরুষরা আর বাম সারিতে ছিল ওদের মহিলারা। ওদের পরনে কাপড় বলতে ছিল শুধু শরীরের মধ্যভাগে প্যাঁচানো এক টুকরো সাদা কাপড়। এদের সামনে, ডাচার নেতৃত্বে দাঁড়িয়ে ছিল হিউহিউর পুরোহিতের দল। আগে দেখিনি, এখন খেয়াল করলাম যে, হিউহিউর মূর্তিটাকে আরও বেশি কর্তৃত্বপূর্ণ করতে এর একটা পা তুলে দেয়া হয়েছে একটা টুলের ওপর। সেই পায়ের সামনে রাখা ছিল একটা মৃতদেহ। আগুনের আভায় স্পষ্ট বুঝলাম সেটা হিউহুয়াদের একটা মহিলার মৃতদেহ।

মৃতদেহটা দেখে হ্যান্স বলল, 'বাস, নদীতে যেটাকে গুলি করেছিলাম, এটাই সেটা। এর "সুন্দর" চেহারা দেখেই চিনেছি।'

উত্তরে বললাম, 'তাই যদি হয়, তা হলে দোয়া করো যেন ওই টেবিলে এখন আমাদের শুতে না হয়।' এর পরপরই আমি সহ সেখানের সবাই যেন একযোগে উন্মাদ হয়ে যাই। মনে হয় আগুনে যে গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয়া হয়েছিল, সেটার ধোঁয়া ততক্ষণে মস্তিষ্কে ঢুকে গিয়েছিল। তাতেই সবাই অমন হয়ে যায়। ডাচা তো আগেই একে "মায়ার গুঁড়ো" নামে ডেকেছিল। তবে এর প্রভাবে

যা দেখেছিলাম সবই ছিল ভয়াবহ। যেন বিকট দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম।

তারপরও, মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার আগে আমার এতটুকু সংজ্ঞা ছিল যে, কী হতে যাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম। চেপে ধরে রেখেছিলাম হ্যান্সের হাত। দেখি ও-ও উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। ওকে তখন বলি চুপ করে বসে থাকতে। তখন এমন সব জিনিসের দেখা পাই...যা বলে বোঝাতে পারব না। তোমরা তো আফিম সেবনের ফলাফল পড়েছ। এটার প্রতিক্রিয়াও ছিল অনেকটা সে রকম। তবে আরও অনেক বেশি জঘন্য। ওই গুঁড়োর প্রভাবে ভীতিকর সব দুঃস্বপ্নের দৃশ্য দেখি। দেখি, হিউহিউ তার টুল থেকে পা নামিয়ে নাচতে নাচতে আমার দিকে এগিয়ে এল। তারপর একবার চুমু খেল আমার কপালে। মনে হয় আসলে ড্রামানা তখন চুমু খেয়েছিল। কারণ ওকেও পাগল মতো হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। জীবনে যত খারাপ কাজ করেছি সবই একের পর এক চোখের সামনে ভেসে উঠছিল তখন। তবে যে দুয়েকটা ভালো কাজ করেছি তার কোনোটাই দেখছিলাম না। যেন আমাকে ঘৃণ্য এক পাপী হিসেবে প্রমাণিত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল সব। ওদিকে, পশমি মানবের দল তখন মূর্তির সামনে এসে জুড়ে দিয়েছে অদ্ভুত নাচ। আর আমাদের চারপাশে বসা মহিলারা শুরু করেছে উন্মাদের মতো আবোল তাবোল বকা। পুরোহিতেরা সব চলে গেছে ঘোরের ভেতর। তারা দুহাত উপরে তুলে ডানে বামে দুলতে শুরু করেছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে ***বাল*** যেমন করেছিল বলে বলা হয়েছে। এক কথায় বললে, সবার ওপরই যেন খোদ শয়তান ভর করেছিল। (বাইল/বিলজেবাব/বালঃ মূর্তিপূজারী বা পেইগানদের এক দেবতা। ধর্ম বিষয়ক অনেক পণ্ডিত একে শয়তানের ভৃত্য বলে অভিহিত করেন। এবং কিছু খ্রিষ্টান পণ্ডিতের মতে বাল খোদ শয়তানেরই আরেক রূপ।) কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার

হচ্ছে, তখন সেই বন্য অসভ্যতা আমি উপভোগই করছিলাম। ব্যাপারটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, আদপে আমরা সবাই কতটা কুটিল মন মানসিকতার অধিকারী।

যা-হোক, একসময় সেই দুঃস্বপ্নেরও ইতি ঘটে। শুরু যেমন হয়েছিল হঠাৎ করে, তেমন তার সমাপ্তিও ঘটে হঠাৎ করেই। জেগে দেখি আমি ড্রামানার কাঁধে মাথা দিয়ে পড়ে আছি। অথবা তার মাথা ছিল আমার কাঁধের ওপর। ভুলে গেছি আসলে কী হয়েছিল। আর হ্যান্সকে দেখি আমার বুটে চুমু খাচ্ছে। ত্রিশ বছর আগে কোনো এক মহিলাকে সে চিনত। তার চিন্তা চলছিল তখন ওর মাথায়। ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে দিলাম ওকে বুটের ওপর থেকে। জেগে উঠে ও যা করেছে তার জন্য ক্ষমা চাইল। বলল ওর জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী দ্রাক্ষার ধোঁয়া তার মাথাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। (দ্রাক্ষা দিয়ে আদিবাসীরা নেশা করে থাকে)।

'হ্যাঁ, আমিও তা বুঝতে পারছি। এটাও বুঝেছি জিকালির যাদু কোত্থেকে আসে। আর কেনই বা সে এই জিনিস এত করে খুঁজছে।'

তারপর কিছু একটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল। মনে হলো গোটা পরিবেশে হঠাৎ অদৃশ্য একটা পরিবর্তন এসেছে। যেন মিসেস গ্রুগ্গির ভূত দখল করে নিয়েছে সবার অস্তিত্ব। সবাই একভাবে তাকিয়ে ছিল তাদের দেবতার মূর্তির দিকে। সবার চোখেই ছিল অবিচল ভক্তি। শুধু আমার কাছে ওদের ভক্তিকে মনে হচ্ছিল কুটিলতার মূর্ত প্রকাশ। সবার চোখেই তখন ফুটে উঠেছিল বিশেষ কোনো নাটকের শেষ দৃশ্য দেখার শীতল আনন্দ। হয়তো ব্যাপারটা ছিল ওদের সেই অপবিত্র বিষাক্ত তরল গেলার ফল। খাবার ঘরে থাকতেই গলা পর্যন্ত মদ গিলে আগে থেকেই সবাই হয়ে ছিল মাতালের চূড়ান্ত। তারপর গিলেছিল বিষাক্ত অপবিত্র তরল, "মায়ার রস"। তারপর, গুহায় আসার পর

সবাই আবার নিঃশ্বাসের সাথে নিয়েছিল বিশেষ এক গুঁড়োর ধোঁয়া। জানি না শেষটায় কোন্ জাহান্নামের রস ওরা গিলেছিল! হতে পারে ওদের প্রভু, শয়তানের দেয়া কোনো কিছু!

আগুনটা তখনও হা হা করে জ্বলছে। তবে ওতে আর নতুন করে কোনো গুঁড়ো বা আর কিছু দেয়া হয়নি। তারপরও আগুন জ্বলছে। ধারণা করি ওই জায়গাটার নীচ দিয়ে হয়তো প্রাকৃতিক গ্যাস নির্গত হতো। আগুনের আলোয় দেখতে পেলাম, মূর্তিটাকে দেখিয়ে আমাদেরকে কিছু একটা করতে বলছে তারা। তবে কী বলছিল তার কিছুই শুনতে পাইনি। কারণ, তখনও আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। কিছু শোনার মতো অবস্থায়ই তখন ছিলাম না। এরপর দেখি ডাচা আমাদের দিকে ফিরে কিছু একটা বলল।

'কী বলছে ও?' জিজ্ঞেস করলাম ড্রামানাকে। ড্রামানা ততক্ষণে উঠে বসেছে। চেহারায় আবার ফিরে এসেছে ভদ্রতা আর সৌজন্য। সে বলল, 'বলছে, আপনি এখন অবশ্যই সামনে এগিয়ে গিয়ে আপনার আনা উপহার দেবতার সামনে পেশ করবেন।'

'কোন উপহার?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম। ভাবছিলাম, নির্ঘাত কোনো যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার শুরু হলো বলে।

'লর্ড, আগুনের প্রভু নিজের সাথে সবসময় যে পবিত্র আগুন বহন করেন, সেই আগুন,' হ্যান্সকে দেখিয়ে ড্রামানা বলল।

মুহূর্ত-খানেকের জন্য হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হচ্ছিল, গাধার দল বলছেটা কী! তখন হ্যান্স আমার চটক ভাঙাল বলল, 'বাস্, ওরা মনে হয় আমাদের ম্যাচ বক্সের কথা বলছে।'

তখন ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল। হ্যান্সকে বললাম, একদম নতুন একটা "বেস্ট ওয়াক্স ভেস্টাস" বের করে বাড়িয়ে ধরতে। তাই করল ও। আমরা দু'জন ওভাবেই এগিয়ে গেলাম। বাউ

করলাম। এবং জানলাম, ডাচার দেখিয়ে দেয়া টেবিলের ওপর ম্যাচ বক্সটা রাখার পর আমাদেরকে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হবে।

যা করলাম আমরা, তার চেয়ে জঘন্য কোনো কিছু চিন্তা করাও মনে হয় অসম্ভব। ভাবতে পার, আমরা দেবতা নামের শয়তানের পায়ের কাছে একটা "উপহার" দিয়ে এসেছি? হোক না সেটা ম্যাচ বক্সের মতো ছোট আর নগণ্য কিছু একটা। সম্ভবত তখন মাথা কাজ করছিল না। বা হয়তো সেখানকার পরিবেশের তাৎক্ষণিক প্রভাব আমাদের দিয়ে এমনটা করিয়ে নিয়েছিল।

ভাবো একবার, আমাদের চোখের সামনে আক্ষরিক অর্থেই টাওয়ারের মতো দাঁড়িয়ে ছিল এক দানবীয় মূর্তি। আর আমাদের ঘিরে ছিল একদল ধর্মোন্মাদ মাথা খারাপ পুরোহিত। সেই সাথে ছিল আধা মানুষ আধা পশু- পশমি মানব, হিউহুয়াদের লম্বা সারি। উজ্জ্বল অগ্নিশিখার আলোয় আরও দেখতে পাচ্ছিলাম একদল ধর্মোন্মাদ পূজারীকে! আর ছিলাম এই আমি! রোদে পোড়া বাদামী চামড়ার ছেঁড়া ফাটা ন্যাকড়ার মতো দেখতে- আমি। সাথে কুৎসিত দর্শন হ্যান্স। ওর বাড়ানো হাতে "শোভা পাচ্ছিল" একটা ম্যাচ বক্স। ও শেষ পর্যন্ত জিনিসটা মূর্তির সামনে টেবিলের ঠিক মাঝখানে রাখল। ওখানে ম্যাচটা ছাড়াও পড়ে ছিল হ্যান্সেরই হাতে মারা যাওয়া সেই পশমি মানবী। পাথুরে টেবিলের বিশাল ব্যাপকতার কাছে ম্যাচের অস্তিত্ব যেন প্রায় শূন্য হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ওটা যেন নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করার জন্য তড়পাচ্ছে! মনের কানে যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম বক্সটার হাহাকার। তবে ম্যাচটা রাখার সময় ব্যাপারটার কৌতুককর দিকটাও এত বেশি চোখে পড়ছিল যে, ভিতরের হাসি চাপতে চাপতে যত দ্রুত পারি আমার সিটে ফিরে এলাম। সাথে টেনে নিয়ে এলাম হ্যান্সকে। দেখি ওর অবস্থাও আমার মতোই। ভাগ্য

ভালো যে, কোনো ঘটনায় হা হা করে হেসে ফেলা হুটেনটটদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য নয়।

'হিউহিউ ম্যাচ দিয়ে কী করবে, বাস? সন্দেহ নেই ও ব্যাটা যেখানে আছে সেখানে আগুনের অন্তত অভাব নেই।'

'হ্যাঁ, আগুন আছে ওর কাছে। তবে সেটা হয়তো অন্য ধরনের আগুন।'

তখন দেখি, ডাচা ডান দিকে হাত তুলে কী যেন দেখাচ্ছে বা কিছু একটা নির্দেশ করছে। সবার চোখ সেঁটে ছিল সেদিকেই।

'বলি আসছে,' বিড়বিড় করে বলল ড্রামানা। ওর কথাটা মুখ থেকে পড়তে পড়তেই দেখি দুই পশমি মানব এক মহিলাকে টেনে নিয়ে আসছে। তার পরনে ছিল সাদা রোব। মহিলাটিকে নিয়ে আসা হলো সেই টেবিলের সামনে, যেটায় আগে থেকেই পড়ে ছিল একটা পশমি মানবীর মৃতদেহ। এবং হ্যান্স যেটায় রেখে এসেছিল ম্যাচ বক্সটা। তবে মহিলাটি সেটার সামনে গিয়েও একদম নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিল!

'এটা কে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হিউহিউর গত বছরের স্ত্রী। একে নিয়ে পুরোহিতদের খায়েশ মিটে গেছে। তাই একে হিউহিউর হেফাজতে পাঠিয়ে দেয়া হবে,' মুখে একটা বিষণ্ন কাষ্ঠ হাসি নিয়ে ড্রামানা উত্তর দিল। আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বেচারিকে কী মেরে ফেলা হবে?'

'দেবতা একে তার নিজের কাছে নিয়ে নিবেন,' কঠিন কণ্ঠে আবার বলল সে।

সেই সময় মহিলাটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জংলী সহকারী তার পরনের পোশাকের উপরের রোবটা একটানে খুলে নিল। প্রকাশ পেল সাদা স্কার্টের মতো পোশাক পরা সুন্দরী এক মহিলা। আমাদের সামনে সে একদম নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচ চিত্তে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন হয়তো কোনো সঙ্কেত পেয়ে দর্শক মহিলাদের দল

দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়িয়ে তারা চিৎকার করে বলতে শুরু করল, 'দেবতার সাথে তার বিয়ে দাও। আর আমাদের পান করতে দাও এর রক্ত। যেন তার মাধ্যমে দেবতার সাথে এক হয়ে যেতে পারি আমরা।'

দুই পশমি মানব তখন তার দিকে এগুতে শুরু করে। দু'জনের হাতেই কিছু একটা লুকানো ছিল। কিন্তু সেটা কী তা দেখতে পাইনি। ওরা এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যায়। সম্ভবত কোনো সঙ্কেতের জন্য অপেক্ষা করছিল। সময় যেন তখন থমকে দাঁড়ায়। একবার আশপাশের সবার দিকে তাকালাম। দেখি, অপার্থিব এবং অপবিত্র উত্তেজনায় প্রতিটা মহিলার মুখ চকচক করছে। সবার হাত বেচারির দিকে বাড়ানো। তবে স্বস্তির সাথে খেয়াল করলাম, ড্রামানা এ দলটায় নেই। অর্থাৎ, বলিদানের অপবিত্র উত্তেজনা তার মধ্যে কাজ করছিল না।

কী হতে যাচ্ছে? হাইতি বা দক্ষিণ উপকূলের নিগ্রোদের মধ্যে প্রচলিত কোনো ভয়াবহ এবং কুৎসিত ভুডু অনুষ্ঠানের চর্চা? সম্ভবত তাই। কিন্তু আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, ঝুঁকি যাই থাকুক, এই অপবিত্র অনুষ্ঠানে বাধা দেবই। কখন যে আমার হাত রিভলভারের হাতলে চেপে বসেছে টেরও পাইনি।

ডাচার চেহারা দেখে মনে হলো কিছু একটা বলতে চলেছে সে। সম্ভবত উন্মাদসুলভ কোনো কথা। ওর আর আমার মাঝের দূরত্বটা চোখ দিয়ে মেপে নিলাম। দেখে নিলাম ওর মাথায় গুলি লাগাতে চাইলে কোথায় রিভলভার তাক করতে হবে। হিউহিউ তা হলে বলি হিসেবে তার পুরোহিতকেই পাবে। যদিও দেবতা হয়তো তেমনটা আশা করছিল না। তবে ও তখন কিছু বলেনি। বললে আমি গুলি চালাতামই। জানোই তো, পিস্তলেও আমার হাত খারাপ না। তবে সেক্ষেত্রে গল্পটা বলার জন্য আজ হয়তো জীবিত থাকতাম না।

ঠিক তখন বলির জন্য আনা সেই মহিলাটি হাত তুলে স্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল, 'প্রাচীন রীতি অনুযায়ী দেবতার হাতে তুলে দেয়ার আগে তার কাছে প্রার্থনা জানানোর অনুমতি চাইছি।'

'করো প্রার্থনা। তবে দ্রুত।' অনুমতি দিল ডাচা।

সে ঘুরে একবার মাথা ঝুঁকিয়ে কুৎসিত মূর্তিটাকে সম্মান জানালো। তারপর শুরু করল কথা বলা। কিন্তু তার কথা শুনে মনে হচ্ছিল, মূর্তি তার লক্ষ নয়। লক্ষ আশপাশের শ্রোতারা। তীব্র, তিক্ত এবং প্রচণ্ড রাগ ভরা কণ্ঠে সে বলল, 'ও হিউহিউ নামের দানব, তোমাকে আমার লোকেরা পূজা করে অথচ তুমি আজ পর্যন্ত শুধু ধ্বংসই দিয়ে এসেছ। আর তোমার ভৃত্যরা আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে আমার নিজের লোকদের কাছ থেকে। কারণ প্রধান পুরোহিতকে দেয়ার জন্য আমার কাছে আর কিছু নেই। এর মূল্য আমাকে এখন প্রাণ দিয়ে শোধ করতে হবে। তা হলে তাই হোক! কিন্তু শুনে রাখো, পুরোহিতরা শয়তানীর শেষ সীমায় চলে গেছে। তারা নিজেদের ভাবছে সর্বশক্তিমান। তাদের নিয়েও আমার কিছু বলার আছে। শোনো, আমার আত্মা আমার অন্তরের চোখ খুলে দিয়েছে। আমি দেখেছি, এ জায়গাটা পানি দিয়ে সাগর হয়ে গেছে। দেখেছি, পানিতে বিস্ফোরিত হচ্ছে আগুনের গোলা। সেই আগুন ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে এই শয়তানের প্রতিমাকে। আর ধ্বংস করে দিচ্ছে তার অন্ধকার মনের পূজারী আর পুরোহিতদেরও। তাদের কেউ আর বেঁচে নেই। এই আমি দেখেছি। এটাই ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে যারা আমার কথা শুনছ, জেনে রাখো, এটা ছিল প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীরই অংশ। সময় হয়ে গেছে। এখন ঘটনা ঘটবে। ঘটবেই।'

তারপর সে আমার আর হ্যান্সের দিকে ফিরল। মনে মনে ঘেমে নেয়ে উঠলাম। মনে হচ্ছিল আমাদের দেখিয়ে কিছু হয়তো সে বলে বসবে। তবে তেমন কিছু চিন্তা করে থাকলেও শেষ পর্যন্ত

কিছু আর বলেনি।

উপস্থিত পুরোহিতরা উত্তেজিত হয়ে আর বাকি শ্রোতারা ভীত হয়ে নীরবতার সাথে শুনল তার বলা কথাগুলো। তারপরই তাদের মধ্য থেকে ভেসে এল হিংস্র এক বুনো চিৎকার। চিৎকারের রেশ যখন কমে এল, শুনলাম ডাচা চিৎকার করে বলছে, 'ধর্মদ্রোহী ডাইনীটাকে খুন করো। বলিদান শেষ হোক।'

দুই জংলী মানব হাতে দড়ির কুণ্ডলী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। স্পষ্টতই ওদের উদ্দেশ্য, বেচারিকে বেঁধে ফেলবে। কিন্তু সে ছিল ওদের চেয়ে অনেক ক্ষিপ্র। লম্বা এক লাফে সে টেবিলটার ওপর উঠে দাঁড়াল। পরমুহূর্তেই দেখি তার হাতে শোভা পাচ্ছে চকচকে একটা ছুরি। নিশ্চয়ই জিনিসটা লুকানো ছিল তার পোশাকের ভেতর। সেটা সে সজোরে গেঁথে দিল তার হৃৎপিণ্ড বরাবর। এবং চিৎকার করে বলল, 'ও হিউহিউর পুরোহিতরা, আমার রক্ত পড়ুক তোমাদের ওপর!'

তারপর টেবিলটার ওপর পড়ে গিয়ে স্থির হয়ে গেল সে। মারা গেছে। তখন শুনি হ্যান্স বলছে, 'বাস, মহিলাটি ছিল দারুণ সাহসী। এবং সন্দেহ নেই, সে যা বলে গেল তার প্রতিটা কথা সত্যি হবে। এখন কথা হচ্ছে, বাস, ওই পুরোহিতটাকে আমি গুলি করব, না আপনি?'

উত্তরে শুধু বলতে পারলাম, 'না।' এরপর আমার মুখ থেকে একটা কথা বের হওয়ারও আগেই গুহার ভেতর শুরু হয়ে গেল তুমুল হই-হট্টগোল। যার সার কথা ছিল, 'দেবতার কাছ থেকে বলি কেড়ে নেয়া হয়েছে, দেবতা এখনও ক্ষুধার্ত। সুতরাং, দেবতার কাছে আগন্তুকদের বলি দেয়া হোক।'

ডাচা আমাদের দিকে একবার তাকাল। ওর চোখে দ্বিধা। মনে হলো, এখনই সময়। কাজেই দেরি না করে উঠে দাঁড়ালাম। চড়া গলায় বললাম, 'জেনে রাখো, ডাচা, আমাদের গায়ে একটা

হাত পড়ার আগেই তোমাকে আমাদের সঙ্গী বানিয়ে ফেলব। যেমনটা আগুনের প্রভু করেছিল তোমাদের ওই কুকুরটাকে।'

আমার কথা বিশ্বাস করল ডাচা। কারণ, দেখি ওর চেহারায় সেই বিনীত ভাবটা আবার ফিরে এসেছে। সে বলল, 'ভয় পাবেন না, লর্ড। আপনারা আমাদের সম্মানিত মেহমান এবং মহান একজনের দূত। চলে যান। নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার।'

তখন তার হুকুমে বা কোনো ইঙ্গিতে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনটাকে ছড়িয়ে দেয়া হলো। ফলে আলো কমে গুহার ভেতর নেমে এল প্রায় অন্ধকার একটা অবস্থা। তখন ড্রামানা বলল, 'আমার পিছন পিছন আসুন। দ্রুত, দ্রুত আসুন।' বলে আমার হাত ধরে অন্ধকারের মাঝে পথ দেখিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করলাম একটা প্যাসেজের মধ্যে। আসার সময় যেটা দিয়ে এসেছিলাম, এটা সেটা নয়। তবে এটাও আমরা যে ঘরে খেয়েছিলাম সেদিকে চলে গেছে। সে ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। কিন্তু প্যাসেজটা ছিল একদম খালি। সেখান দিয়ে ড্রামানা আমাদেরকে আমাদের ঘরে নিয়ে এল। এক পলক চোখ বুলিয়েই নিশ্চিত হলাম যে, রাইফেলগুলো যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম সে অবস্থায়ই আছে। কেউ ছোঁয়নি। অর্থাৎ সবাই-ই চলে গেছে বলিদান অনুষ্ঠানে। কেউই পিছনে পড়ে নেই। তাই ড্রামানার সাথে খোলাখুলি কথা বলা শুরু করলাম। বললাম, 'প্রিন্সেস ড্রামানা, আমার মন কী সত্য ভাবছে, নাকি আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে তুমি হিউহিউর কাছ থেকে মুক্তি চাও?'

সে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চারদিকে দেখল তারপর নিচু কণ্ঠে বলল, 'মুক্তির চেয়ে বেশি আর কিছুই আমার চাওয়ার নেই। মুক্তি না পেলে মৃত্যুই হবে আমার শেষ আশ্রয়। শুনে রাখুন, সাত বছর

আগে আমাকেও একদিন ওই বলির পাথরে বেঁধে রেখে যাওয়া হয়েছিল। আগামী কাল আমার বোন সাবিলাও ঠিক আমারই মতো ওখানে বাঁধা পড়ে থাকবে। আমাকে যেমন বলির জন্য পছন্দ করেছিল দেবতা আর আমাদের মধ্যে থাকা দেবতার পেয়ারের কিছু লোক। আমি নিশ্চিত ওর বেলায়ও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। আরও স্পষ্ট করে বললে, আমাকে চেয়েছিল ডাচা আর ডাচার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ কিছু অন্ধভক্ত অনুসারী।'

'গত বছর যাকে তুলে আনা হয়েছিল এ বছর তাকে বলি দেয়া হলো। কিন্তু তুমি তা হলে এত বছর ধরে জীবিত আছ কীভাবে?'

'আমি কী ওয়ালু জাতির শাসক, সর্দার ওয়ালুর মেয়ে নই? তার রক্ত কী বইছে না আমার গায়ে? হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আমার মা ছিল ওয়ালুর তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী। কিন্তু তারপরও সর্দার ওয়ালুকে কোনোভাবে মানিয়ে নিতে পারলে আমিই কী এদিক থেকে ওয়ালু গোত্রকে শাসন করার দায়িত্ব পেতাম না? আবার এটাও ঠিক যে, সাবিলা হচ্ছে সর্দারের সবচেয়ে বড় স্ত্রীর মেয়ে। শাসন ক্ষমতা সত্যিকার অর্থে তারই প্রাপ্য। তবে কোনো না কোনোভাবে হয়তো ওরও ব্যবস্থা করা হতো। তখন আমিই হতাম ওয়ালুর শাসনকর্ত্রী। কাজেই আমার বেঁচে থাকাই তো স্বাভাবিক।'

'ডাচার আসল পরিকল্পনাটা তা হলে কী?'

'সে অনেক বড় পরিকল্পনা করেছে, লর্ড। শুনেছেন নিশ্চয়ই, অনেক আগে এই দ্বীপের ওপর আমাদের একটা শহর ছিল। পাহাড় থেকে নেমে আসা আগুনে সেই শহরটা ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সময় থেকেই এদেশে চালু ছিল দুটো শাসন ব্যবস্থা। তার একটা ছিল পুরোহিতদের শাসন। সে সময়ের মতো আজও এই পুরোহিতরা আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরায়। ওরা শাসন করে

মানুষের মন। আর শাসন করে জঙ্গলের পশমি মানব-হিউহুয়াদের। যাদেরকে বলা হয় হিউহিউর সন্তান। অপর দিকে সর্দার ওয়ালু শাসন করে মানুষের দেহ। প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা প্রথাবলে এদেশের রাজা বা সর্দারের নাম হয় ওয়ালু। কিন্তু ডাচার ব্যাপার ভিন্ন। যখন সে ওই অভিশপ্ত পাতা দিয়ে বানানো "সোমরস" খেয়ে মাতাল হয়ে না থাকে, তখন সে হয়ে যায় অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক লোক। সে চায় এদেশের সমস্ত মানুষের শরীর এবং মন দুটোই শাসন করার ক্ষমতা। চায় বাইরে থেকে এদেশে নতুন রক্ত (পড়ুন...নতুন লোক) আনতে। আর চায় এই জাতিকে একটা প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী জাতিতে পরিণত করতে। উত্তর বা পশ্চিম থেকে এ দেশে আসার আগে আমরা যেমন ছিলাম বলে প্রাচীন ইতিহাস সাক্ষী দেয়, তেমন হতে চায় সে। আমার বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেছে। সে চাইলেও এখন আর ডাচাকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। ফলে ডাচা এখন চায় আমার বোন সাবিলা, অর্থাৎ ক্ষমতার প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বিয়ে করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হতে। পুরোহিতদের আপনি দেখেছেন। ওরা সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু যে পশমি মানবেরা ওদের হুকুমে চলে, তাদের সংখ্যা কম নয়। ওরা সবাই খুব ক্ষেপে আছে। কারণ দুদিন আগে নদীর ওপর ওদের একটা মহিলাকে মেরে ফেলা হয়েছে। সেটার মৃতদেহকেই দেবতার মূর্তির সামনে শুইয়ে রাখতে দেখেছেন আজ। ওরা ভাবছে এটা ওয়ালুর কাজ। ভুলেও চিন্তা করছে না যে এটা আপনার ভৃত্যের কাজও হতে পারে। আর জানলেও ভাবছে কাজটা করা হয়েছে ইসিকোরের নির্দেশে। শুনেছি তার সাথে আমার বোনের বাগদান হয়েছে। এসব কারণেই হিউহুয়ারা চাইছে ওয়ালুর সাথে বিরাট একটা যুদ্ধ বাধাতে। যুদ্ধে ওদের নেতৃত্ব দেবে দেবতার পুরোহিতরা। আরেকটা কথা, হিউহুয়ারা হিউহিউকে তাদের বাবা ডাকে। কারণ তার মূর্তি দেখতে

অনেকটা তাদেরই মতো। ইতিমধ্যেই হিউহুয়ারা দলে দলে দ্বীপে জড়ো হতে শুরু করেছে। কাঠের গুঁড়ি অথবা নলখাগড়া দিয়ে বানানো ভেলায় চড়ে আসছে ওরা। আগামীকাল রাতের মধ্যেই হিউহুয়াদের সবাই চলে আসবে এখানে। তারপর কাল রাতে "পবিত্র বিয়ে" নামের বর্বরতা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পুরোহিতদের নেতৃত্বে হিউহুয়ার দল আক্রমণ চালাবে ওয়ালুদের শহরে। ওই কাপুরুষরা কেউ এদের বিপক্ষে দাঁড়াবে বলে মনে হয় না। সব আত্মসমর্পণ করবে। তখন ডাচা আমার বুড়ো বাবাকে খুন করবে। আর বাবার পাশে দাঁড়াতে পারে বলে মেরে ফেলবে লর্ড ইসিকোরকেও। তারপর ডাচার অনুসারী, কিন্তু প্রাচীন রাজকীয় রক্তের অধিকারী, এমন কাউকে ধরে বসাবে ওয়ালুর আসনে। এবং তাকেই ঘোষণা করবে নতুন ওয়ালু। এরপর ডাচা এই জংলী পশমি মানবদেরও বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। হ্যাঁ, বিষ নিয়ে খেলার বিদ্যেটাও ডাচার খুব ভালোই জানা আছে। তারপর সে হয়তো এমন লোকদের এ এলাকায় নিয়ে আসবে যাদের আছে জ্ঞান আর অগাধ সম্পদ। তারপর তাদের নিয়ে সে গড়বে নতুন এক সাম্রাজ্য।'

'বিশাল পরিকল্পনা,' বললাম আমি। তবে মনে মনে ওর প্রশংসা না করে পারলাম না। কারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যাওয়া এই জাতিকে নিয়ে সে বিশাল একটা পরিকল্পনা করার সাহস দেখিয়েছে। যা-হোক, জিজ্ঞেস করলাম, 'বুঝলাম, কিন্তু তারপর আমার আর আমার সঙ্গী, যাকে আগুনের প্রভু নামে ডাকা হয়, তার ব্যাপারে ডাচা কী ভেবেছে?'

'সঠিক জানি না, লর্ড। আপনারা আসার পর থেকে ডাচার সাথে আমার খুব কমই কথা হয়েছে। এবং এমন কারো সাথেই কথা হয়নি যে ডাচার গোপন ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে জানে। তবে আমার মনে হয় ডাচা আপনাদের ভয় পায়। সে ভাবে আপনারা

যাদুকর। অথবা সে ভয় পায় দক্ষিণের মহান যাদুকর জিকালিকে। তার সাথে সময় সময় ডাচার যোগাযোগ হয়। আবার এটাও হতে পারে যে, সে হয়তো ভেবে রেখেছে আপনাদের কোনো না কোনো ছুতোয় এখানে রেখে দেবে। এবং পরে তার প্রয়োজন মতো কাজে লাগাবে। তবে পালাতে চাইলে সাথে সাথেই মেরে ফেলবে। আরেকটা ব্যাপারও হতে পারে। সেটা হলো, এখন হোক বা পরে, হিউহুয়ারা একসময় ঠিকই বুঝতে পারবে যে তাদের মেয়েমানুষকে আপনি বা আপনার সঙ্গী খুন করেছেন। তখন যদি ডাচার মনে হয়, আপনাদেরকে হিউহুয়াদের হাতে তুলে দিলে তার লাভ বেশি, তখন তাই করে সে লাভবান হতে চাইবে। তাই সে এখনও আপনাদের জীবিত রেখেছে। হয়তো তখন আপনাদেরকে বলির পাথরে বেঁধে রাখবে। আর আপনাদের গা থেকে ঝরে পড়া রক্ত দিয়ে হিউহিউর পুরোহিত এবং অনুসারীরা করবে মহাভোজ। সম্ভবত এ ব্যাপারটা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে হিউহিউর পুরোহিতদের কাল রাতের সভায়।'

'বিস্তারিত তথ্য দেয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ,' বললাম আমি। ড্রামানা সেদিকে তেমন একটা ভ্রুক্ষেপ না করে বলে চলল, 'তবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিরাপদ। আমি এখানকার তত্ত্বাবধায়কদের প্রধান। আমাকে হুকুম করা হয়েছে যেন আপনাদের ঠিকঠাক মতো দেখেশুনে রাখি। এবং আগামীকাল যখন পুরোহিতরা সবাই "পবিত্র বিয়ের" আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন আমি যেন আপনাদেরকে সবকিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাই। এবং মহান ভবিষ্যৎবক্তা জিকালি যে লতার জন্য আপনাদের পাঠিয়েছেন সেগুলো যেন তুলে দিই আপনাদের হাতে।'

'অনেক ধন্যবাদ।' আবার বললাম, 'আমরা তোমার সাথে বাইরে একবার হাঁটতে যেতে পারলে খুবই খুশি হব। এমনকী তখন বৃষ্টি থাকলেও অসুবিধা নেই। ছাদে পানি পড়ার আওয়াজ

থেকে বুঝতে পারছি বৃষ্টি ভালোই নামছে। আরেকটা ব্যাপার, ধরে নিচ্ছি তুমি চাও এখান থেকে পালিয়ে যেতে এবং তোমার বোনকে রক্ষা করতে। আমিও একটা ব্যাপার বলে রাখছি, ও প্রিন্সেস ড্রামানা, আমার সঙ্গী একটা হলুদ বামন সেজে আছে এবং এই আমি যে এক মহান যাদুকর, আমরা বর্তমান রূপ ধরে আছি। দেখতে যেমনই হই, অনেক অনেক ক্ষমতা আমরা রাখি। তাই আমরা চাইলে অনেকভাবেই তোমাদের উপকার করতে পারি। এবং পারি আরও অনেক জিনিস করতে। তারপরও তোমার সাহায্য আমাদের দরকার। কারণ অনেক সময় খুব বড় কাজও অনেক সহজে করা সম্ভব। তবে তার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে তোমার ওপর আমরা আদৌ নির্ভর করতে পারব কিনা।'

'আমৃত্যু আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব, লর্ড,' বলল ড্রামানা।

'তা হলে তাই হোক। কিন্তু জেনে রেখো, ব্যর্থ হলে মৃত্যু অনিবার্য।'

অধ্যায় ১১

স্লুইস গেট

সারা রাত ধরে সেদিন বৃষ্টি হলো। ট্রপিকাল বৃষ্টিপাতের মতো নয়। বাঁধ ভাঙা বৃষ্টি। এমন বৃষ্টিতে জীবনে খুব কমই পড়েছি আমি। আমাদের ঘরের ছাদটা ছিল অত্যন্ত মজবুত করে বানানো। নয়তো এই বৃষ্টির তোড়ে সবকিছু নির্ঘাত ভেসে যেত। সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন বাইরে গেলাম, দেখি চারদিকে পানি থৈ থৈ করছে। আর বৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে পানির নিরেট একটা পাঁচিল।

হ্যান্স মন্তব্য করল, 'বাস, বন্যা মনে হচ্ছে আসবেই।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমি নিজে এখানে না থাকলে প্রার্থনা করতাম, বানের পানির সাথে দ্বীপের সমস্ত শয়তানও যেন ভেসে যায়,' বললাম আমি।

'তা হতো না, বাস। কারণ শয়তানগুলো তখন পাহাড় বেয়ে ওপরের দিকে উঠে যেত। তবে হয়তো হিউহিউর গুহায় পানি ঢুকে গিয়ে হিউহিউকে গোসলও করিয়ে দিত। ওটাকে গোসল করানো অবশ্য সত্যিই জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'গুহায় পানি ঢুকলে পাহাড়েও পানি উঠতে পারে... বলে থেমে গেলাম। আমার মাথায় ততক্ষণে একটা আইডিয়া গজাতে শুরু করেছে। আগেই লক্ষ করেছি, হিউহিউর গুহাটা ছিল কেন্দ্রের দিকে অনেকটা ঢালু। সন্দেহ নেই প্রাচীন কালে যখন এই

আগ্নেয়গিরিটা খুব সক্রিয় ছিল তখন এখান দিয়ে পাথরের বড় বড় চাঁই ছিটকে বের হতো। চিন্তা করছিলাম, যদি বিপুল পরিমাণ পানি এই গুহাটা দিয়ে পাহাড়ের ভেতর ঢুকে যায়, তা হলে কী ঘটতে পারে? আগেই দেখেছি, দ্বীপের ওপাশ দিয়ে লাভা বের হচ্ছে। তার মানে, আগ্নেয়গিরিটা আসলে খুব একটা নিষ্ক্রিয় নয়। এখনও এর ভেতর চলছে লাভার নড়াচড়া। এখন পানি যদি অতি উত্তপ্ত লাভার ওপর গিয়ে পড়ে তা হলে সেখানে নির্ঘাত বাষ্প তৈরি হবে। সবাই জানে, আগুন আর পানির সম্পর্ক খুব একটা মধুর নয়। প্রাকৃতিক এই ব্যাপারটা কীভাবে ঘটানো যায় তাই ভাবতে হবে। তবে হ্যান্সকে এসব কিছু বললাম না। কারণ ওর "প্রায় জংলী" মগজে এসব ব্যাপার স্যাপার খেলবে না।

একটু পরই খাবার চলে এল। খাবার নিয়ে এসেছে একজন সেবায়েত পুরোহিত। সে খাবারের সাথে ডাচার তরফ থেকে খবরও এনেছে যে, তার হাতে জরুরী অনেক কাজ থাকায় সে নিজে আসতে পারবে না। তবে তার পরিবর্তে ড্রামানা আসবে। বৃষ্টি একটু কমলে এখানে যা কিছু দেখানোর মতো আছে সে-সব সে ঘুরিয়ে দেখাবে। অবশ্য, বৃষ্টি যদি কমে তা হলেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রামানা চলে এল। একা। এমনটাই অবশ্য আশা করেছিলাম। এসেই সে বৃষ্টির কথা পাড়ল। বলল, এ দেশের ইতিহাসে এমন বৃষ্টি তারা আজ পর্যন্ত দেখেনি। সব পুরোহিত এখন স্লুইস্র গেট বন্ধ করার কাজে ব্যস্ত। লেক থেকে দ্বীপে পানি আসার পথ বন্ধ করতে হবে। নইলে বন্যা হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে ওদের সব ফসল।

ড্রামানাকে বললাম এই স্লুইস গেট সম্বন্ধে জানতে আমি আগ্রহী। জিনিসটা কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করলাম তাকে। কিন্তু খুব কমই সে বলতে পারল। এ ব্যাপারে সে নাকি তেমন কিছু জানে না। তবে বলল যে, স্লুইস গেটটা সে

আমাকে দেখাবে। তখন নিজেই সব দেখে নিতে পারব।

ড্রামানাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, লেকের পানি কী বেশি বেড়ে গেছে নাকি। উত্তরে সে জানালো, এখনও পানি অত উপরে আসেনি। তবে সবাই ভয় পাচ্ছে, আজ দিন আর রাতের বৃষ্টিতে পানি উপরে উঠে আসতে পারে। কারণ মূল ভূখণ্ড আর উত্তর দিক থেকে নেমে আসা পানি লেকে জমা হচ্ছে। কিন্তু লেক থেকে সেভাবে বের হতে পারছে না। তাই স্লুইস গেটটা জায়গা মতো বসানো খুবই জরুরী। সে কাজেই সবাই ব্যস্ত। তবে ব্যাপক ওজনের কারণে জায়গা মতো জিনিসটা বসানো একটা বিশাল সমস্যা। অতি কৌতূহলী এক মেয়ে নাকি গতকাল গিয়েছিল ওটা বসানোর কাজে সাহায্য করতে। কিন্তু সে ওটার একটা লিভারে ফেঁসে মারা যায়। (ড্রামানা আসলে বলতে চাচ্ছে বেচারি ওখানে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে)। কিন্তু যেহেতু হিউহিউর পুরোহিত বা আর কারোও জন্য "মায়ার ভোজ" এর সময় মৃতদেহ স্পর্শ করার অনুমতি নেই, তাই সে বেচারি তখনও ওভাবেই স্লুইস গেটের সাথে ভেসে ছিল। এবং আগামী রাতেও "মায়ার ভোজ" হবে। কাজেই কেউ তার মৃতদেহের কোনো গতি করতে যাচ্ছে না। তারপর সে বিশেষ ভঙ্গিতে ইঙ্গিত দিয়ে বলল, যদিও অমন মৃতদেহ তারা সবসময়ই ঘাঁটাঘাঁটি করে থাকে।

'এটা তা হলে রক্তের ভোজ হতে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, লর্ড, তাই। প্রার্থনা করি, আপনার রক্ত যেন তাতে শামিল না হয়।'

জোরের সাথে বললাম, 'নিশ্চিত থাকো, হবে না।' গলায় জোর থাকলেও মনের ভেতর সত্যি আমি খুব দুর্বল বোধ করছিলাম। ড্রামানাকে বললাম, "পবিত্র স্ত্রী" সমর্পণের সময় আসলে ঠিক কী ঘটবে তা যেন আমাকে খুলে বলে।

সে বলল, 'লর্ড, পূর্ণিমার রাতে, মাঝ রাতের ঠিক আগে

ওয়ালুদের গ্রাম থেকে ক্যানুতে করে "কনে"কে নিয়ে আসা হবে। পুরোহিতরা তাকে "বরণ" করে নেবে। এবং তারা বাগানের ওই দুই আগুনের মাঝের বলি চড়ানোর পাথরে বেঁধে রেখে আসবে তাকে। তারপর ক্যানুটা একটু দূরে সরে গিয়ে সকালের আলো ফোটার অপেক্ষায় থাকবে। সে সময় পুরোহিতেরাও ওখান থেকে চলে যাবে। এ সরই আমার জানা আছে লর্ড। কারণ আমাকেও ওসবের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়েছিল। সেখানেই ওই বেচারি ওভাবে হাত পা বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না সূর্যের প্রথম রশ্মি তাকে স্পর্শ করছে। তখন গুহার মুখ থেকে প্রধান পুরোহিত নেমে আসবে। তবে তখন তার পরনে থাকবে দেবতার চামড়া। দূর থেকে দেখে মনে হবে যে স্বয়ং দেবতা বুঝি নেমে আসছে। তার পিছন পিছন আসবে অনেকগুলো মহিলা আর কয়েকটা পশমি মানব। তারা আসবে বিজয়ীর ভঙ্গীতে চিৎকার করতে করতে। দেবতা রূপী ডাচা কনের বাঁধন খুলে দেবে আর অন্যরা তাকে বয়ে নিয়ে যাবে গুহার ভেতর। লর্ড, সেই মুহূর্ত থেকে বাকি দুনিয়ার কাছে চিরতরে গায়েব হয়ে যাবে সে। আর বাস্তবে সে হবে ডাচার বৌ।'

'তোমার কি মনে হয় যে, ওয়ালুরা তাকে নিয়ে আসবেই?'

'অবশ্যই, লর্ড। আমার বাবা বা ইসিকোর যদি তাদের বাধা দেয়, তা হলে তাদের নিজেদের লোকেরাই তাদেরকে মেরে ফেলবে। কারণ তারা বিশ্বাস করে এমন কিছু করলে এ দেশের ওপর নেমে আসবে ধ্বংস আর মৃত্যুর অভিশাপ। তবে আপনি যদি কৌশল খাটিয়ে তাকে উদ্ধার করতে পারেন, সেটা ভিন্ন কথা। নয়তো আমার বোনকে অবশ্যই হিউহিউর স্ত্রী হতে হবে। আরও স্পষ্ট করে বললে, তাকে হতে হবে ডাচার স্ত্রী।'

'ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবব। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমি যদি কিছু করার চিন্তা করি, তা হলে কী

ধরে নেব যে, তুমিও পালাতে চাইছ?'

'সে কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি, লর্ড। সাথে শুধু এতটুকু যোগ করছি যে, ডাচা আমাকে ঘৃণা করে। কারণ ওর হাতে এখন সাবিলা আসছে। আর সে-ই হচ্ছে আমাদের দেশের শাসনভার পাওয়ার প্রকৃত দাবিদার। একসময় আমিও তাই ছিলাম। তবে ও এখানে আসার পর, গতরাতে সেই মেয়ের যে অবস্থা হয়েছিল, আমার ভাগ্যেও ঠিক তাই জুটবে। নিজেকে রক্ষার জন্য আমাকেও তখন ওই বেচারির মতো মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হবে। ওহ্, লর্ড, যদি সম্ভব হয়, দয়া করে আমাকে উদ্ধার করুন!'

'বাঁচাব তোমাকে...যদি সম্ভব হয়।' মন থেকেই কথাগুলো বললাম। ভাবছিলাম, নিজেকে যদি বাঁচাতে পারি তা হলে তাকেও উদ্ধারের চেষ্টা করব। তারপর তাকে বললাম যে বাঁচতে হলে আমি যা বলব, বিনা প্রশ্নে তাকে তাই করতে হবে। সে-ও তা করবে বলে আমার কাছে শপথ করল। তাকে বললাম, যদি সম্ভব হয় সে যেন একটা ক্যানু জোগাড় করে রাখে।

জবাবে ড্রামানা বলল, 'এটা সম্ভব নয়। ডাচা খুবই ধুরন্ধর। ও আগে থেকেই চিন্তা করে রেখেছে, আপনি ক্যানুতে করে পালিয়ে যেতে পারেন। সেজন্য সমস্ত ক্যানু দ্বীপের অন্য পাশে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই এলাকা জংলী পশমি মানবেরা পাহারা দিয়ে রাখে। সেজন্যই ও আপনাকে এভাবে খোলাখুলি ঘুরে বেড়াতে দিচ্ছে। ও জানে, আপনি এখান থেকে পালাতে পারবেন না। তবে আপনার যদি পাখা থাকে তা হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। কারণ, সাঁতার কেটে পাড়ি দেয়ার পক্ষে লেকটা অনেক বেশি চওড়া। তা ছাড়া ওয়ালুদের পাড় কুমির দিয়ে ভরা।'

বুঝতেই পারছ বন্ধুরা, খবরটা আমার জন্য বিরাট একটা ধাক্কা হয়ে এল। ওভাবে যেহেতু সম্ভব নয়, তাই অন্য কিছু ভাবতে

হবে। তখন গা ছাড়াভাবে জানতে চাইলাম, লেকের এ পাড়েও কুমির আছে কি না। জবাবে ড্রামানা বলল, এপারে কুমির নেই। হয়তো সব সময় জ্বলতে থাকা আগুনের আলোর ভয়ে ওগুলো এদিকে আসে না। অথবা ধোঁয়ার গন্ধ ওগুলোকে এদিকে আসতে বাঁধা দেয়।

কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি একটু ধরে এল। কাজেই সুযোগ পেয়ে বাইরে বের হলাম, জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখতে। আবহাওয়া নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। কিন্তু দেখি, বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে ড্রামানা আমার দেখা অদ্ভুততম তিনটা বর্ষাতি নিয়ে এসেছে। ওর জন্য একটা আর আমাদের দু'জনের জন্য দুইটা। জিনিসটা বানানো হয়েছিল দানবীয় আকৃতির জল পদ্মর পাতা একত্রে সেলাই করে। এগুলো লেকের তীরের দিকে জন্মায়। সেলাই করা হলেও এক দিকে ফুটো রাখা হয়েছে। ও দিক দিয়ে মাথা গলাতে হয়। আর পাতাটা এমন কৌশলে সেলাই করা ছিল যে, জোড়ার ভেতর দিয়ে হাত বের করা যাবে।

এই অদ্ভুত সাজপোশাকে সজ্জিত হয়ে রওনা হলাম আমরা। সে, সময় যে বৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল "ধরে এসেছে" সেটাকে এখানে ইংল্যাণ্ডে আমরা ভারী বৃষ্টিপাত বলেই জানি। এই বৃষ্টি সেদিন আমাদের দারুণ উপকারে এসেছিল। কারণ বৃষ্টির চোটে গ্রামের সবচেয়ে ছোঁকছোঁক করা স্বভাবের মহিলাটিও সেদিন বাইরে নাক বের করেনি। কাজেই পুরোহিতদের পুরো গ্রামটিই আমরা খুব ভালভাবে এবং সময় নিয়ে ঘুরে ফিরে দেখতে পারি।

গ্রামটা কখনোই খুব বড় হয়নি। কারণ পুরোহিতের সংখ্যা কখনোই পঞ্চাশ ছাড়ায়নি। এবং প্রতিজন পুরোহিতের জন্য তার বৈধ অবৈধ মিলিয়ে তিন থেকে চারজন স্ত্রী ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, সেখানে কোনো শিশু বা বৃদ্ধ দেখিনি। হয় তেমন কেউ এখানে আসে না অথবা ওই বয়সে যাওয়ার আগেই তাদেরকে

ধরে হিউহিউর নামে বলি দিয়ে দেয়া হয়। আমি দুঃখিত যে, তখন অমন মানসিক চাপের ভেতর ওই বিষয়ে আর কোনো খোঁজ-খবর করতে পারিনি। অথবা করে থাকলেও সেটা এখন আর মনে করতে পারছি না। আর এখন যে কথাটা বললাম, সেটা তখন ধারণা করে নিয়েছিলাম। অথবা হয়তো তাদেরকে মূল ভূখণ্ডে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হতো। সঠিক বলতে পারব না।

আরেকটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি, ড্রামানা এবং অন্য যেসব মহিলাকে বলি দেয়ার জন্য ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, তারা ছাড়া বাকি সব মহিলারাই ছিল দেবতার বেশি ভক্ত। বলা ভালো তারা সবাই ছিল গোঁড়া, কুটিল মনের এবং অন্ধভক্ত। তবে পুরুষদের মধ্যে এত বেশি ভক্তি দেখিনি। এ ব্যাপারটা খেয়াল করেছিলাম আগের রাতে, যখন "মায়ার ভোজ" অনুষ্ঠানে খাবার খেতে গিয়েছিলাম তখন।

বাকি সব কিছুর ব্যাপারে বলা যায়, আমাদের যতটুকু সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছিল অন্যরাও তাই পেত। তবে ওদের কেউ কেউ আরেকটা জংলী জাতি যাদের হিউহুয়া নামে ডাকা হতো, তাদের সেবা পেত। এই চরম নোংরা এবং অসভ্য জংলীরা ছিল তাদের ভৃত্য। দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যানদের মতো এরাও ছিল "চালাক"। প্রশিক্ষণ দিলে এরা অনেক কিছুই করে ফেলতে পারে। এবং তারা ছিল তাদের দেবতার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। আমার বরং এভাবে বলা উচিত যে, দেবতার পুরোহিতদের প্রতিটি হুকুম ওরা নির্দ্বিধায় মেনে নিত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মূল ভূখণ্ডের ওয়ালুদেরকে ওরা প্রচণ্ড ঘৃণা করত এবং ওয়ালুদের সাথে ক্রমাগত লড়াই করেই চলছিল। অথচ ওয়ালুদের থেকেই আসা সত্ত্বেও খুবই পছন্দ করত পুরোহিতদের।

যা-হোক, বৃষ্টির মধ্যেই আমরা ঘর থেকে বের হই। হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই ক্ষেতের দিকে। ড্রামানা জানায়, এসব ক্ষেত চাষ

করে দেয় জংলী হিউহুয়ারা। বছরে একবার ওরা দল বেঁধে এসে চাষ করে দেয়। চাষের কাজ শেষ হলে আবার চলে যায় মূল ভূখণ্ডে- ওদের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের কাছে। তবে দ্বীপে যারা ভৃত্য হিসেবে থাকে, তারা ফিরতে পারে না। দ্বীপের এ পাশের জমি ছিল খুবই উর্বরা। তখন অবশ্য আকাশ ভেঙে নামা বৃষ্টির কারণে ফসলের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। নয়তো কয়েক দিনের মধ্যেই পুরোহিতেরা ফসল ঘরে তুলত। লাভার চাঙড় দিয়ে বড় করে বাঁধের মতো দেয়াল তুলে লেকের কাদা পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল উর্বরা ফসলি জায়গাটা। সেচ দেয়ার জন্য ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে খাল কাটা ছিল। শুকনো মৌসুমে খালটা দিয়ে লেক থেকে পানি এনে সেচ কাজ চালানো হতো। তখনই কাজে লাগত স্লুইস গেট। ক্ষেত-টেত নিয়ে এতটুকুই বলার ছিল। আরেকটা ব্যাপার বলতে পারি। সেটা হলো, ওয়ালুরা যে উন্নত কোনো জাতি থেকে বের হয়ে এখানে এসে বসতি গড়েছে, এই সেচ কাজই ছিল তার আরেকটি প্রমাণ। ক্ষেতটার এক পাশ দ্বীপের রুক্ষ অংশের দিকে বাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। তবে অপরদিক কোথায় গেছে বলতে পারব না। কারণ ওটার ভিতরে আমি যাইনি।

ওখানে দাঁড়িয়ে পানির ওপর আলোড়ন দেখতে পেয়ে ড্রামানাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওগুলো জলহস্তী কিনা। জবাবে সে বলল, 'না, লর্ড, ওরা পশমি মানব হিউহুয়া। দেবতার ডাক পেয়ে একান্ত বাধ্যগত দাসের মতো নলখাগড়ার ভেলায় চড়ে চলে আসছে। এগুলো ওদের যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ। ওয়ালুদের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে ওরা এগুলো জড়ো করছে। পাহাড়ের ওপাশে ইতিমধ্যেই কয়েকশ হিউহুয়া জড়ো হয়ে গেছে। আজ রাতের মধ্যে ওদের সমস্ত সুস্থ লোক এখানে পৌঁছে যাবে। পিছনে বনের গহীনে লুকিয়ে রেখে আসবে শুধু নারী, শিশু এবং

বৃদ্ধদের। আজ থেকে তিনদিন পর ওরা সবাই পুরোহিতদের নেতৃত্বে আবার ওপাড়ে ফিরে যাবে। তবে সেবার যাবে ওয়ালুদের ওপর আক্রমণ করতে।'

'তিনদিনে অনেক কিছুই হওয়া সম্ভব,' মন্তব্য করলাম। এবং বাদ দিলাম এ প্রসঙ্গ।

বাঁধের পাশ দিয়ে হেঁটে আমরা গ্রামের বা গুহার দিকে ফিরে এলাম। বাঁধের ওপর দিয়ে আরেকটা রাস্তা চলে গেছে। সেটা গিয়ে শেষ হয়েছে বলি দেয়ার বেদির সামনে। আমার ধারণা আগ্নেয়গিরির গর্ভে প্রাকৃতিক গ্যাস জমে ছিল। কোনো ফাটল দিয়ে গ্যাসটা অনেক আগে থেকেই বের হয়ে আসছিল। এবং সেটাই ছিল ওই বেদির পাশের দুই অগ্নি স্তম্ভের জ্বালানী। এ দুটোকে খুব বড় আগুন বলা যাবে না। প্রথম যেদিন দেখি, সেদিন থেকেই এগুলো মোটামুটি আট থেকে দশ ফুট উচ্চতায় জ্বলছিল, তার বেশি না। খেয়াল করলাম, বলির পাথরে নতুন রশি বাঁধা হয়েছে। নিঃসন্দেহে সাবিলার জন্য। আগামী কাল ওকে বলির পাথরে তোলার কথা।

আমরা বলি চড়ানোর পাথর দেখলাম। যে সিঁড়ি দিয়ে বলি দেয়ার জন্য আনা মানুষটাকে নিয়ে আসা হবে সেটাও দেখলাম। তারপর চলে এলাম বেশ লম্বা একটা একচালা ঘরের দিকে। এটাই এখানকার মেশিন ঘর। অবশ্য যা কিছু এখানে আছে তাকে যদি মেশিন বলা যায় তা হলেই। যা-হোক, ড্রামানা তার ব্যাগটা থেকে আদিম আমলের একটা অদ্ভুত দর্শন পাথরের চাবি বের করল। এবং সেটা দিয়েই খুলল মেশিন ঘরের দরজা। এটা ডাচা তার কাছে দিয়েছে। সে পইপই করে বলে দিয়েছে, ঘরটা দেখে যাওয়ার পর চাবিটা অবশ্যই তার কাছে ফেরত দিতে হবে। অবশ্য আমি যদি দেখতে চাই তা হলেই যেন এ ঘরটা দেখানো হয়।

ওই ঘরে আসলেই দেখার মতো অনেক কিছু ছিল। ঘরের ভিতরের এক প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছিল মূল সেচ খাল। খালটা ছিল প্রায় বারো ফুট চওড়া। ঘরের ঠিক মাঝখানে বানানো হয়েছিল একটা পিট। তবে সেটা কতো গভীর তা দেখতে পাচ্ছিলাম না। কারণ তার চারদিকে ছিল বর্গাকৃতির খাড়া দেয়াল। এর মুখ ছিল শুধু একদিকে খোলা। বাকি সবদিক বন্ধ। পাথুরে দেয়ালের পুরুত্ব ছিল সাত ইঞ্চি বা তার সামান্য কিছু বেশি। তার খোলা মুখ দিয়ে ওপর-নীচে গভীর করে খাঁজ কাটা। সেই খাঁজ দিয়ে ভারী একটা পাথর স্লাইডিং জানালার মতো করে নীচে নামানো। এটা উপরে ওঠালেই পানির প্রবাহ বন্ধ হয়। এটাই ছিল স্লুইস গেট। এরকম মুখ হওয়ার কারণে স্লুইস গেট হিসেবে কাজ করা ভারী পাথরটা অনায়াসে সেচ খালের পানি-প্রবাহ বন্ধ করে দিতে পারত।

ব্যাপারটাকে আরও সহজ করে বলি। গুড, তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, কিছুদিন আগে আমরা মাদাম তুসোর যাদুঘরে গিয়েছিলাম। ওখানে আমরা একটা গিলোটিন দেখেছিলাম। ফ্রেঞ্চ বিদ্রোহীদের ওটার সাহায্যে শিরশ্ছেদ করে প্রাণদণ্ড দেয়া হতো। সেটার কাজ করার পদ্ধতিটা চিন্তা কর। ওখানে একটা কাঠামো দিয়ে অসম্ভব ভারী একটা ব্লেড উপরে টেনে তোলা হতো। এবং সেই ব্লেডটা হঠাৎ নীচে নেমে এসে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ইহলীলা সাঙ্গ করত। এখন সেই ব্লেডের যায়গায় কল্পনা কর অনেক পুরু এবং ভারী একটা পাথর। এবং প্রক্রিয়াটা উলটো করে ভাবো। কল্পনা করো, পাথরটা তোলা থাকার পরিবর্তে থাকবে নীচে নামানো। তার ওপর দিয়ে পানি আসবে। কিন্তু ওটা তুলে দিলে আর পানি আসার কোনো কায়দা নেই। আশা করি ব্যাপারটা এবার বুঝতে পেরেছ।

এতসব বিবরণ শোনার পরও গুডকে বেশ একটু বোকা বোকা

দেখাচ্ছিল। ওর মাথায় সহজে এগুলো খেলে না। অ্যালান বলে চলেছে:

আরেকটা উদাহরণ দিলে মনে হয় বুঝতে পারবে। গুড, তুমিও পোর্টকালিস দেখেছ। জিনিসটা হচ্ছে চ্যানেলের ভেতর দিয়ে চলতে পারে এমন একটা দরজা। যেটা ওপর থেকে নীচে নামার পরিবর্তে নীচ থেকে উপরে উঠে পানি প্রবাহ বন্ধ করে। এবার তো বুঝতে পারছ। সময় থাকলে জিনিসটা তোমাদের এঁকে দেখাতাম।

গুড বলল, 'এবার বুঝতে পেরেছি। জিনিসটা মনে হয় একটা উইগুল্যাস দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল।'

'গাধা চলতে ইঞ্জিন লাগে বললেই তো পার! বুঝতে পারছ না কেন, ওয়ালুরা উইগুল্যাস পাবে কোথায়? ওদেরটা ছিল আরও অনেক পুরানো কিন্তু কার্যকর এক পদ্ধতি। একটা লিভার দিয়ে পাথরটা তোলার ব্যবস্থা রেখেছিল। মেকানিজমটার মাথার দিকে পাথরে কোনোভাবে ছিদ্র করে নিয়েছিল। ওর ভেতর ছিল একটা ছিটকিনির মতো জিনিস। আর লিভারটা ছিল পাথরের তৈরি। কাঠের নয়। কারণ কাঠ যত শক্তই হোক পানির সংস্পর্শে তা পচবেই। আর এই লিভারটা ছিল বিশাল। সে প্রায় বারো ফুট লম্বা এক পাথরের দণ্ড। হাতে চাপা টিউবওয়েলের কথা চিন্তা কর। ঠিক একইভাবে পাথরটা যখন পানির নীচে চলে যায় স্বভাবতই তখন সেই লিভারটা বা হাতলটা চলে আসে উপরে। সেটার ডগা তখন প্রায় ঘরের ছাদে গিয়ে ঠেকে।'

যখন সেচ খালে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা বা লেক থেকে আসা বন্যার পানি পুরোপুরি থামানোর প্রয়োজন পড়ত তখন দড়ি বেঁধে লিভারটা টেনে নামানো হতো। নীচে বিশাল বিশাল সব পাথরের মধ্যে গর্ত বানিয়ে রাখা ছিল। সেগুলোর সাথে লাগানো পাথরের হুকের সাথে বেঁধে রাখা হতো লিভারটাকে। তখন পানির

প্রচণ্ড চাপ আর দড়ির বাঁধন মিলে লিভারটাকে আক্ষরিক অর্থেই অনড় বানিয়ে ফেলত। এটা ওঠানোর জন্যও অনেক লোকের অমানুষিক খাটুনির প্রয়োজন পড়ত। দণ্ডটা উঠিয়ে দিলে পোর্টকালিসের মতো সেই পাথরটা নীচে চলে যেত এবং আবার শুরু হতো পানি-প্রবাহ।

আর এখনকার ঘটনা হচ্ছে, স্লুইসের দরজা হিসেবে কাজ করা পাথরটাকে এর সর্বোচ্চ উচ্চতায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দেখতে পাচ্ছিলাম, পাথরের মাথা তোলা ছিল পানি থেকে প্রায় ছয়-সাত ফুট উপরে। এবং একে উপরে তোলার ফলে নীচে নেমে আসা হাতলটা ছিল একেবারে নীচের দিকের গর্তের হুকের সাথে বাঁধা।

হ্যান্স আর আমি দু'জনেই জিনিসটাকে ভালোভাবে দেখলাম। ভাবছিলাম, কোনোভাবে হয়তো লিভারটাকে ছাড়িয়ে দিতে পারব। তখন বন্যার পানি ক্ষেতে ঢুকে পড়বে। ভুল! লিভারটা তুলতে অনেক মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। অনেকগুলো মানুষে একে চেপে রেখে বাঁধন খুলে দিলে লিভারটা তৎক্ষণাৎ নিজে নিজে উপরে উঠে পানির ধারাকে মুক্ত করে দেবে। অথবা আরেকটা কাজ করা যায়। লিভারটাকে মাঝখান থেকে ভেঙে ফেলা যায়। তা হলেও একই ঘটনা ঘটবে। ঘটনা দাঁড়াচ্ছে, আমরা মানুষ ছিলাম দু'জন। আমি আর হ্যান্স। আমাদের পক্ষে লিভারটাকে হুক থেকে মুক্ত করা সম্ভব ছিল না। সম্ভবত দশজনও এটাকে নাড়াতে পারত না। আবার আমাদের দু'জনের পক্ষে লিভারটাকে ভেঙে ফেলাও সম্ভব ছিল না। সম্ভব হতো, যদি হাতে থাকত অজস্র সময় আর মার্বেল করাত। পাথর কাটার জন্য শ্রমিকরা এ জিনিস ব্যবহার করে। তারপরও, দেখে মনে হচ্ছিল পাথরের দণ্ডটা লোহার চেয়ে মোটেও কম শক্ত নয়। এবং যেহেতু আমাদের কাছে কোনো মার্বেল করাত নেই, কাজেই লিভারটা

কোনোভাবেই ভাঙা সম্ভব ছিল না সুতরাং ওই পরিকল্পনাও বাতিল করতে হলো।

তারপরও, যদি দণ্ডটাকে কোনোভাবে একটা বড়সড় আঘাত করা যেত, সেটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমার বুদ্ধি আর কাজ করছিল না। তবে আশা করছিলাম হ্যান্স হয়তো কিছু একটা উপায় বের করতে পারবে। কারণ দেখেছি, প্রায়ই ওর "আদিম" বুদ্ধি এমন কিছু একটা বের করে ফেলে যেটা আমার "সভ্য" মগজে খেলে না।

ব্যাপারগুলো হ্যান্সের কাছে তুলে ধরলাম। তবে কথা বললাম ডাচে। কারণ চাইনি, ড্রামানা আমার উত্তেজনাটুকু অনুমান করতে পারুক। হ্যান্সকে বললাম, 'হ্যান্স, ধরো তুমি আর আমি ছাড়া সাহায্য করার মতো কেউ নেই। তবে হয়তো এই মহিলাটা সাহায্য করতেও পারে। এখন এ ক'জন মিলেই এই পাথরের দণ্ডটাকে ভাঙতে হবে। যাতে লেকের পানি এদিক দিয়ে ঢুকে এখানে বন্যা এনে দিতে পারে। এখন বলো, কীভাবে এটা ভাঙা সম্ভব।'

হ্যান্স ওর হ্যাটটা হাতে নিয়ে বরাবরের মতো ঘুরাতে শুরু করল। ফাঁকা দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'আমি জানি না, বাস।'

'তা হলে জানার চেষ্টা করো। কারণ আমাকে বুঝতে হবে, তোমার চিন্তার সাথে আমার চিন্তা মিলছে কি না।'

'মনে হয়, বাস, আমার ধারণার সাথে আপনার ধারণা মিলে গেলে বের হবে, এটা কোনোভাবেই ভাঙা সম্ভব নয়।'

এই ছিল ওর জবাব। চেহারায় এমন একটা নিরাবেগ শুষ্কং-কাষ্ঠং ভাব এনে কথাগুলো বলল যে মন চাচ্ছিল ব্যাটাকে কষে একটা লাথি মারি। আমার মনোভাব বুঝতে পেরে ও নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল। তারপর লিভারটার কাছে গিয়ে খুব ভালোভাবে

দেখতে শুরু করল। দেখলাম, ওর মনযোগ দণ্ডটার দিকে নয়। বরং যে পাথরের হুকের সাথে ওটাকে আটকে রাখা হয়েছিল সেটার প্রতি। দেখতে দেখতে আরবিতে বলল, পিটটা কতটা গভীর সেটা সে জানতে চায়। আরবিতে বলার কারণ ড্রামানা যাতে ওর কথা বুঝতে পারে। বলে, এক মুহূর্ত দেরি না করে ঠিক একটা বানরের মতো তরতর করে লিভারের গোড়ায় উঠে গেল। নীচের অন্ধকার পিটের দিকে তাকিয়ে খোদা মালুম কী দেখল। জায়গাটায় পানি ছিল না বললেই চলে। কারণ, পাথরের দরজাটা আগেই টেনে তুলে দেয়া হয়েছিল। যাতে লেক থেকে পানি আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

'গর্তটা অনেক বেশি অন্ধকার। বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছি না,' বলল হ্যান্স। বল্লে ওদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। স্লুইস গেটে প্রাণ হারানো বেচারির মৃতদেহটা তখনও সেখানেই পড়ে ছিল। তার পরনে ছিল সাদা রোব। আর দশজন সাধারণ ওয়ালুর মতো সে-ও ছিল লম্বা এবং সুন্দর। কিন্তু বাইরে থেকে মৃতদেহটায় কোথাও আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। সম্ভবত লিভার আর পাথরের দণ্ডটার টানাটানিতে বেচারি প্রাণ হারায়। এসব যখন খেয়াল করছিলাম তখন ডাচ ভাষায় হ্যান্স বলল, 'বাসের কী মনে আছে, আমরা কয়েকটা দু পাউণ্ডের টিনে করে খুব ভালো কিছু গান পাউডার নিয়ে এসেছিলাম? ওগুলো ব্যাগ থেকে না নামানোয় আপনি আমাকে বকেছিলেন? বলেছিলেন এই দ্বীপে ওগুলো আমাদের কোনো কাজে আসবে না। তাই আমি যেন বোকার মতো ওগুলো বয়ে না বেড়াই। মনে আছে, বাস?'

আমি তখন বললাম, অল্প-স্বল্প মনে আছে। ওগুলো ছিল খুব ভারী, তাই ও'কথা বলেছিলাম। তখন হ্যান্স ওর জটিল মস্তিষ্ক থেকে ততোধিক জটিল একটা ধাঁধা আমার সামনে ফেলল। বলল, 'ভবিষ্যতে কী ঘটবে সে সম্বন্ধে কে বেশি জানে? বাস

নিজে? নাকি স্বর্গে থাকা বাসের প্রয়াত রেভারেণ্ড বাবা?'

নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললাম, 'সম্ভবত, আমার বাবা।'

'ঠিক বলেছেন। আকাশে বসে থাকা বাসের বাবা, বাসের চেয়ে অনেক বেশি জানেন। কিন্তু কখনও কখনও মনে হয়, দুনিয়ায় বসে থাকা এই হ্যান্স তাদের দু'জনের চেয়েও বেশি জ্ঞানী।'

ওর অপ্রাসঙ্গিক প্রলাপ শুনে আমি নির্বাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও তখনও বকে চলেছে, 'বাস, ওই গান পাউডারগুলো ফেলে আসিনি। ভেবেছিলাম ওগুলো কোনো না কোনো কাজে লাগবেই। তা ছাড়া, ও জিনিস দিয়ে আপনি একবারে অনেক মানুষ বা অন্য কিছুও উড়িয়ে দিতে পারবেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ভয় পাচ্ছিলাম, ওগুলো রেখে আসলে ফিরে গিয়ে আর দেখতে পাব না।'

'খুব ভালো করেছ। এখন বলো, গান পাউডার তুমি কোন কাজে লাগাতে চাইছ?'

'খুব বড় কোনো কাজে নয়, বাস। এই ওয়ালুরা বড় পাথর বইতে চায় না। যেখানে ছোট একটা গর্ত দিয়ে কাজ চলত সেখানে ওরা বড় গর্ত করে রেখেছে। ওই গর্তে এখন দু পাউণ্ড গান পাউডার রেখে দেয়া যাবে।'

'অমন জায়গায় গান পাউডার রাখলেই বা কী?' আমার মাথায় তখন সেই মৃতদেহটার চিন্তা চলছিল। তাই অন্যমনস্কভাবে প্রশ্নটা করলাম।

'তেমন কিছু না, বাস। তবে মনে হয়, বাস আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে এই লম্বা পাথরের হাতলটাকে কীভাবে উপরে ওঠানো যাবে। সেজন্যই বলা। এই গর্তটায় কাদা দিয়ে মুড়ে যদি দুই পাউণ্ড পাউডার রাখা হয় এবং তাতে আগুন দেয়া হয়, তা হলে সেই বিস্ফোরণে হাতলটাকে ধরে রাখা পাথরটা

ছাদে উঠে যাবে। বা হাতলটা ভেঙে যাবে অথবা হয়তো দুটোই হবে। তখন পানি ধরে রাখা পাথরও নীচে নেমে আসবে। এবং লেকের পানি হুড়মুড় করে এসে হিউহিউর পুরোহিতদের ফসলি ক্ষেতে ঢুকে পড়বে। অবশ্য, বাস যদি তার দয়া আর জ্ঞান দিয়ে বিবেচনা করে মনে করেন, পাকা ফসল ঘরে তোলার সময় এত বৃষ্টির পরও তাদের আরও পানির দরকার আছে, তা হলেই এটা করা উচিত।'

'বুদ্ধিমান শয়তান! দারুণ ভেবেছ। দারুণ বুদ্ধি বের করেছ তুমি। এখন আমাকে শুধু আরেকটু ভেবে সমস্ত আয়োজন পাকাপোক্ত করতে হবে।'

'হ্যাঁ, বাস। তবে সবই করতে হবে ঘরে বসে। এ জায়গাটা পুরোহিতদের আস্তানা থেকে মোটেও দূরে নয়। আর এই মহিলা কিছু একটা সন্দেহ করে বসার আগেই চলুন এখান থেকে পালাই। তবে আপনি নিজে পাথরের কারিগরিটা একবার ভালো করে দেখে রাখুন।'

তারপর হ্যান্স হঠাৎ করে মৃতদেহটার দিকে তাকাল। তারপর সেটাকে উদ্দেশ্য করে একবার বাউ করে আরবিতে মন্তব্য করল, 'আল্লাহ্ যেন..., না মানে, হিউহিউ যেন এই মৃতের আত্মাকে তার নিজের স্বর্গীয় স্থানে আশ্রয় দেয়।' এবং যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে পেছনে চলে এল। সবাই চলে এলেও আমি কয়েক মুহূর্ত ওখানে রয়ে গেলাম। পিট আর পাথরটাকে লিভারের সাথে ধরে রাখা পিন, দুটোই খুব ভালো করে পরীক্ষা করে নিলাম। দেখি, হ্যান্স ঠিকই বলেছে। পাথরের হুকের নীচে আসলেই দুপাউণ্ড টিন রাখার মতো জায়গা আছে। আর সেটাকে ধরে রাখা পাথর তিন ইঞ্চির মতোই পুরু। কাজেই ওই পরিমাণ বিস্ফোরক তিন ইঞ্চি পাথরকে ভেঙে দিতে পারবে বলেই মনে হয়। এমনকী বিস্ফোরণ এই পিনটাকেও ভেঙে ফেলতে পারে।

অধ্যায় ১২

পরিকল্পনা

ঘর থেকে বের হয়ে খুব সতর্কতার সাথে দরজায় তালা আঁটল ড্রামানা। তারপর পাথরের চাবিটা ফেরত পাঠাল সাথে আনা পাউচে। এরপর সে আমাদের দেখাতে নিয়ে গেল বিখ্যাত সেই ইন্দ্রজালের গাছ (Tree of Illusions)। এর লতা পাতার রস দিয়েই বানানো হয়েছিল সেদিনের সেই সোম রস। যেটাকে ওরা বলছিল "মায়ার রস"। আর এর শুকনো লতাপাতার গুঁড়োই সেদিন ফেলা হয়েছিল আগুনের ভেতর। যার ফলে আমরা সবাই এক ধরনের মোহের জালে আটকে গিয়ে দেখেছিলাম অদ্ভুত সব দৃশ্য বা দিবাস্বপ্ন। এ গাছটা একটা দেয়াল ঘেরা জায়গায় জন্মেছিল। এটা ছাড়া ওখানে আর কোনো গাছপালা ছিল না। এই একটা মাত্র গাছ থাকা সত্ত্বেও দেয়াল ঘেরা জায়গাটাকে বলা হতো হিউহিউর "বাগান"। ড্রামানা আমাদের জানালো যে, এর আশপাশে আর কোনো গাছ জন্মাতে পারে না। এর হয়তো কোনো ধরনের বিষাক্ত প্রভাব আছে।

বাগানে ঢোকার জন্যও একটা দরজা পাড়ি দিতে হয়। দরজাটা খোলার জন্য ড্রামানা তার পাউচ থেকে আরেকটা অদ্ভুতদর্শন পাথরের চাবি বের করল। খোলা হলো দরজা। এবং আমরা নিজেদের আবিষ্কার করলাম সেই বিখ্যাত ইন্দ্রজালের গাছের সামনে। গাছ বললেও এটা আসলে ছিল লতাগুল্ম ধরনের

উদ্ভিদ। ঝোপের আকারে বেড়ে সর্বোচ্চ বিশ ফিট পর্যন্ত উঠেছিল। মূল কাণ্ডটা উঠেছিল দুই-তিন ফুট পর্যন্ত। তারপর সেটা থেকে অসংখ্য লতা বেরিয়ে মাটির ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল যতটা সম্ভব। হয়তো মাটিতে লেগে থাকা অংশগুলো থেকেও শিকড় গজিয়েছিল এবং চলে গিয়েছিল মাটির ভেতর। তবে এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই।

জিনিসটা দেখতে মোটেও আর দশটা স্বাভাবিক গাছের মতো ছিল না। মনে হচ্ছিল, গাছটা যেন প্রকৃতির এক অপবিত্র উদ্ভাবন। এর রঙ ছিল গাঢ় সবুজ। গাছটা ইউফোরিয়ার ঝাড়ের মতো বেড়ে উঠেছিল। এর পাতাগুলোও সাধারণ পাতার মতো ছিল না। ওগুলো দেখতে ছিল মানুষের আঙুলের মতো। এই গাঢ় সবুজ রঙের এবং আঙুলের মতো দেখতে পাতাগুলোর প্রান্তে জন্মেছিল গাঢ় বেগুনী রঙের ফুল। এর থেকে যে নাড়ী উল্টানো "সুগন্ধ" বের হচ্ছিল তা এক কথায় ছিল ভয়াবহ। গন্ধটা পচা প্রাণীদেহের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। এবং লতাপাতা থেকে আশপাশে ঝুলে থাকা কমলা সদৃশ বস্তু দেখে মনে হচ্ছিল ফুলটাই একসময় পরিণত হয় ফলে। ফলের রঙ ছিল হলুদ। আকার অনেকটা প্রিকলি পেয়ারের মতো। এর কাণ্ড ছিল ধূসর রঙের আবরণে ঢাকা। আর আঙুল সদৃশ পাতাগুলোর ভেতর অন্যান্য ইউফোরিয়ার মতোই ছিল সাদা রঙের এক ধরনের রস। এই গাছ সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলার নেই। শুধু আরেকটু যোগ করছি, গাছটা এই দ্বীপের আর কোনো অংশ বা এমনকী মূল ভূখণ্ডেও জন্মে না। এবং এ গাছ জন্মানোর চেষ্টা করাও ছিল শাস্তিযোগ্য মারাত্মক অপরাধ। এই গাছের ওপর ছিল হিউহিউর পুরোহিতদের একচ্ছত্র অধিকার এবং আধিপত্য।

হ্যান্স গাছটা থেকে লম্বা একটা ডাল কেটে নিতে লেগে পড়ল। উদ্দেশ্য, সেটা জিকালিকে দেবে। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে

হচ্ছিল, জিকালি তো বহু দূর। আমরা এখান থেকে জীবিত বের হতে পারব কি না সন্দেহ। ওদিকে, গাছটার ডাল কাটা মোটেও সোজা কথা ছিল না। কারণ কাটা মাত্রই ও থেকে সাদা কষ বা রস ছিটকে বের হচ্ছিল। রসটা চামড়ায় লাগা মাত্রই এমন যন্ত্রণা শুরু হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল আগুন ধরে গেছে ওখানে। কাটাকাটি পর্ব সমাপ্ত হতে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কারণ এর ফুলের "সুগন্ধ" আর সহ্য করতে পারছিলাম না। তবে এর মাঝেই ড্রামানার অন্যমনস্কতার সুযোগে আমি দুটো ফল তুলে নিই। ভেবেছিলাম, ওই ফলের বীজ যদি রোপণ করা যায় তা হলে আর এর ডালপালার জন্য এত কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু বিধি বাম। আমরা ভাবি এক, আর হয় আরেক। শেষ পর্যন্ত আমার ইচ্ছা পূরণ হয়নি। ফলটা পকেটে রাখার সময় খেয়াল করিনি যে আমার জীর্ণ পকেটে আগে থেকেই বড়সড় একটা ফুটো ছিল। ও দিয়ে ফলটা কখন কোথায় পড়ে গেছে টেরও পাইনি। স্পষ্টতই ইন্দ্রজালের গাছ আর কোথাও জন্মাতে আগ্রহী নয়! অন্তত এমনটাই ছিল হ্যান্সের ধারণা।

ঘরে ফেরার পথে আমাদেরকে একটা লাভা পাথরের পাশ ঘুরে এগুতে হয়। পথে পড়ে সেই মেশিন ঘর। আর পার হতে হয় ছোট্ট একটা ব্রিজ বা কালভার্ট। এর নীচ দিয়ে বয়ে যায় সেচের পানি। পাশেই ছিল পাথর দিয়ে বাঁধানো কয়েকটা ধাপ। নদীর পাশেই বলির বেদি থাকলেও সেটা ছিল "পবিত্র" জায়গা। ওখানে কারও দাঁড়ানোর অনুমতি ছিল না। ফলে এই ধাপগুলোই জেলেদের মাছ ধরার কাজে লাগত। স্লুইস গেটের আগে খালটা ছিল প্রায় বিশ ফিট চওড়া। খেয়াল করলাম, লেক আর এই চ্যানেলের মাঝের দেয়ালে বেশ কয়েকটা আনুভূমিক চিহ্ন দেয়া আছে। এগুলো লেকের পানি বৃদ্ধির হার নির্দেশ করে। এর সবচেয়ে উপরের দাগটাও তখন ছিল পানির বেশ নীচে। যতক্ষণ

দাঁড়িয়ে রইলাম, দেখলাম, পানি খুবই দ্রুত বাড়ছিল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত দাগগুলো বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাও হারিয়ে যেতে শুরু করল দৃষ্টি সীমা থেকে।

পানি নিয়ে আমার আগ্রহ দেখে ড্রামানা বলল, পুরোহিতেরা কখনও এমনটা হতে দেখেনি। তাদের ইতিহাসে কখনও লেকের পানি সবচেয়ে উঁচু চিহ্নটা স্পর্শ করেনি। এমনকী বিগত সবচেয়ে বড় বৃষ্টির সময়ও না। সম্ভবত এই গ্রীষ্মের অস্বাভাবিক গরমের কারণে এবার এত বৃষ্টি হচ্ছে। হয়তো এখানকার মতো উজান এলাকায়ও প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই পানি চলে আসছিল লেকে। কিন্তু লেক থেকে সেভাবে পানি বের হতে পারছিল না। ফলে অতি দ্রুত বাড়ছিল লেকের পানি।

'তোমাদের ভাগ্য ভালো যে, লেকের পানি আটকানোর জন্য এমন শক্তিশালী একটা স্লুইস গেট আছে,' ড্রামানাকে বললাম আমি।

উত্তরে সে বলল, 'হ্যাঁ, লর্ড। কিন্তু কোনোভাবে এটা ভেঙে পড়লে পুরো দ্বীপই তলিয়ে যাবে পানির নীচে। ভালোভাবে তাকালে দেখবেন লেকের পানি ইতিমধ্যেই ক্ষেতের চেয়ে উঁচু হয়ে গেছে। এমনকী হিউহিউর গুহার চেয়েও উঁচুতে উঠে আছে লেকের সারফেস। শত বর্ষ আগে দ্বীপের এই উর্বরা মাটি যখন দেয়াল তুলে লেকের কাদামাটি থেকে আলাদা করা হয়, তখন সেচের জন্য পুরোহিতরা নির্ভর করত বৃষ্টির মর্জির ওপর। তখন খরার প্রকোপে কাটে অনেকগুলো বছর। তখন তারা দেয়ালে একটা গর্ত তৈরি করে। যাতে ওটা দিয়ে লেকের পানি ভিতরে এনে চাষের কাজে ব্যবহার করা যায়। এবং তখনই ওই স্লুইস গেটটা একটা উঁচু জায়গার ওপর বসানো হয়। যেন প্রয়োজনের সময় দেয়ালের ভেতর পানি আসার রাস্তা বন্ধ করা যায়। শুনেছি, সে সময় একজন বয়স্ক পুরোহিত বলেছিল যে, এই স্লুইস গেট

হচ্ছে পাগলামির চূড়ান্ত। একদিন এটা ভেঙে পড়ে সবাইকে দেখিয়ে দিয়ে ছাড়বে। তখন সবাই তার কথায় হেসেছিল। এবং স্লুইস গেট তারা বানিয়ে ছাড়ে। তবে এখন দেখা যাচ্ছে সেই পুরোহিতও আসলে ভুল ধারণা করেছিল। খাল কেটে স্লুইস গেট বসানোর পর থেকে দ্বিগুণ ফসল পাওয়া গেছে। এবং এখন পর্যন্ত যত বড় বন্যাই হয়েছে, কখনওই তা স্লুইস গেট উপচে এপাশে আসতে পারেনি। কারণ গেটের মুখটা ছিল অনেক উঁচু করে বানানো। এত উঁচু যে আজ পর্যন্ত পানি সর্বোচ্চ যতটুকু বেড়েছে, দরজাটা তার থেকে আরও অন্তত এক শিশুর উচ্চতার চেয়েও খানিকটা বেশি উঁচুতে আছে।'

'তারপরও, পানির উচ্চতা আরও বেড়ে গেলে সমস্যা হবে বলেই মনে হচ্ছে।'

'না, লর্ড। খেয়াল করলে দেখবেন এই দেয়ালটা তার থেকেও অনেক উঁচু করে তোলা। বন্যার পানি কখনও অত উঁচুতে পৌঁছায় না।'

'তা হলে, ড্রামানা, বন্যা থেকে তোমাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে কেবল এই স্লুইস গেটের ওপর।'

'হ্যাঁ, লর্ড। কখনও যদি বন্যার পানি অত উঁচুতে পৌঁছায়, অবশ্য স্মরণাতীত কালে পানি কখনও অতটা উঁচু পর্যন্ত পৌঁছেনি। তবে দ্বীপের নিরাপত্তা নির্ভর করছে ওই গেট এবং হিউহিউর গুহার ওপর। ওই পাহাড়টা আগুন উগড়ে আমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রাচীন শহরটাকে যখন ধ্বংস করে ফেলে, তখনই পাহাড়ের গায়ে একটা নতুন মুখ তৈরি করে নেয়া হয়। সেটা বানানো হয় পানির আনুমানিক সর্বোচ্চ উচ্চতার চেয়েও উঁচুতে। কাজেই দুর্ঘটনা যদি ঘটেই যায় তা হলে সবাই অন্তত দৌড়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবে। তখন শুধু ক্ষেতের ফসল নষ্ট হবে। হয়তো খাবারের অভাবও দেখা দেবে। কিন্তু তাতেও খুব

বেশি একটা সমস্যা হবে না। কারণ এমন অবস্থা বা যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য মূল ভূখণ্ডে এবং পাহাড়ের পাশে শস্যের গোপন মজুত গড়ে রাখা আছে।'

স্লুইস গেটের মেকানিজম নিয়ে এত কিছু জানার সুযোগ দেয়ায় ড্রামানাকে ধন্যবাদ দিলাম। ফেরার পথে দেয়ালে পানি বৃদ্ধি পরিমাপক খাঁজের দিকে আরেক নজর তাকালাম। দেখি ওগুলোর কোনো চিহ্নও নেই। অর্থাৎ তখনও লেকের পানি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাড়ছিল। আমরা তারপর আমাদের ঘরের দিকে রওনা হয়ে যাই।

ড্রামানা আমাদেরকে ঘরের সামনে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল সূর্য পড়ে এলে সে আবার আসবে। আমিও তাকে বললাম যেন আসতে সে ভুল না করে। বললাম তার নিজের ভালোর জন্যই। একটা ব্যাপার আগে ব্যাখ্যা করিনি। তা হলো, ও আসুক বা না আসুক, কিছু যায় আসে না। ওর কাছ থেকে যা জানার তা আগেই জেনে নিয়েছি। তবে আমি এখানে ধ্বংসাত্মক কিছু একটা ঘটানোর পরিকল্পনা করে ফেলেছি। এখন ও যদি তা থেকে বাঁচতে পারে তো খারাপ কী? হয়তো সেটা পরবর্তীতে আমাদের পক্ষে যাবে। ও আমাদের প্রতি বন্ধুসুলভ সদয় আচরণ করেছে। তা ছাড়া হিউহিউ আর ডাচাকে ঘৃণা করে সে এবং ভালবাসে তার বোন সাবিলাকে।

মজার ব্যাপার হলো, সে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় হ্যান্স তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। এমনকী পদ্ম পাতা দিয়ে বানানো রেইন কোট পরতেও সাহায্য করল। আমরা যখন বাইরে হাঁটাহাঁটি করছিলাম, তখন বৃষ্টি কমে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার শুরু হয়েছে সেই আগের মতো আকাশ ভাঙা বৃষ্টি।

খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে এসে বসলাম। তারপর হ্যান্স আর আমি শুরু করলাম শলা-পরামর্শ।

'কীভাবে কী করব, হ্যান্স?' হ্যান্সের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাইছিলাম আমি।

'আমার মনে হয়, বাস, মধ্যরাতের পর আমাদের গিয়ে বেদীর কাছের ঘাটের পাশে লুকিয়ে থাকতে হবে। সাবিলাকে বলির পাথরের সাথে বেঁধে ফেললে পরে আমরা সাঁতরে গিয়ে ওই ক্যানুতে চড়ে বসব। তারপর ওটায় করেই চলে যাব ওয়ালুদের শহরে।'

'কিন্তু তাতে তো সাবিলাকে বাঁচানো যাবে না।'

'তা যাবে না, বাস। আমি অবশ্য সাবিলাকে নিয়ে ভাবছিলামও না। আমার বরং মনে হচ্ছিল হিউহিউর সাথে সে আরামেই থাকবে। কিন্তু পালালে আমরা বেঁচে যাব। যদিও তাতে আমাদের কিছু জিনিস এখানে ফেলে যেতে হবে। ইসিকোর এবং অন্যরা যদি প্রিন্সেসকে বাঁচাতে চায়, তা হলে ওরা এখন কাপুরুষ থেকে সাহসী হয়ে উঠুক। কতগুলো পাথরের মূর্তি আর কয়েকজন পুরোহিতের ভয়ে ওরা পেটের ভেতর হাত পা ঢুকিয়ে বসে আছে। পারলে ওরা নিজেরাই নিজেদের কাজ করে নিক।'

'হ্যান্স, আমরা এখানে এসেছিলাম জিকালির জন্য কতগুলো "দুর্গন্ধযুক্ত" লতাপাতা নিতে, আর সাবিলাকে বাঁচাতে। যে কি না এদের কুসংস্কার, ভ্রষ্ট ধর্মাচার আর উন্মাদ দেবতার কারণে বলির পাথরে চড়তে বাধ্য হচ্ছে। জিকালির লতাপাতা তো আমরা পেয়ে গেছি। কিন্তু দ্বিতীয় কাজটা এখনও বাকি। মানে সাবিলাকে উদ্ধার করা অথবা উদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে মারা পড়া।'

'বুঝেছি, বাস। আগেই ভেবেছিলাম আপনি এটাই বলবেন। আমরা সবাই আসলে কিছু ব্যাপারে বোকার চূড়ান্ত। আর, ওদের কুসংস্কারের কথা বলছেন? নিজের ভেতর থেকে কেউ কুসংস্কার কীভাবে মুছে ফেলতে পারে, যেখানে জন্মের আগেই তার মা সেই কুসংস্কার বসিয়ে দিয়ে গেছে তার বুকের গভীরে? সেজন্যই

বলছি, বাস বোকা। অথবা তিনি নির্ঘাত সুন্দরী সাবিলার প্রেমে পড়ে গেছেন। আমি অবশ্য নিশ্চিত না যে কোন্‌টা আসলে ঠিক। এখন নিজেদেরকে মেরে ফেলতে আমাদের অন্য একটা পরিকল্পনা করতে হবে।'

ওর কুটিল রসিকতায় কান না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী পরিকল্পনা?'

'জানি না, বাস। তবে গেলার মতো কড়া কোনো পানীয় পেলে হয়তো চিন্তা করতে পারতাম। জলীয় বাষ্প মাথায় ঢুকে আমার মগজ ঘোলা হয়ে গেছে। একই অবস্থা পেটেরও। ওটাও পানি দিয়ে ভরা। বুঝতে পারছি, বাস চাইছেন যে পাথরের ওই গেটটা যেন ভেঙে ফেলা হয়। তা হলে দ্বীপের ভেতর পানি ঢুকে ওদের ক্ষেত তলিয়ে যাবে। এমনকী চাইছেন, হিউহিউর গুহাটাও যেন তলিয়ে যায়। তাই না?'

'হ্যাঁ, গেটটা ভাঙলে এমনই হবে। আর ঢুকতে শুরু করা মাত্রই পানির প্রচণ্ড শক্তির ধাক্কায় স্লুইসের দুই পাশের দেয়ালও ধসে যাবে। বিশেষ করে এখন যেহেতু প্রবল প্রতাপে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে, কাজেই তা মোটেও অসম্ভব নয়।'

'তা হলে বাস, দেয়ালই পড়ুক। তবে আমরা যেহেতু অত শক্তিশালী নই, তাই এর সাহায্য নিতে হবে,' বলে সে দুই পাউণ্ডের গান পাউডারের একটা টিন বের করল। এবং দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, 'আমাকে এখানের পুরোহিতরা চেনে আগুনের প্রভু হিসেবে। সন্দেহ নেই একাজের জন্য আমাকেই ওরা দায়ী ভাববে।'

'তা ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কাজটা করা যায় কীভাবে?'

'আমার মতে পাথরের দরজার পিন বা হুকের নীচে এই দুই পাউণ্ডের টিন শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। তবে আগে এটাকে কাদা দিয়ে পুরু করে লেপে নিতে হবে, যাতে বিস্ফোরণের জন্য

পাউডার পর্যাপ্ত সময় পায়। কিন্তু তার আগে টিনটার গায়ে গর্ত করতে হবে। এবং টিনটা ওখানে রেখে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা যাতে পর্যাপ্ত সময় পাই, সেজন্য ধীরে জ্বলে এমন সলতে বানাতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, স্লো বার্নিং ফিউজ বা সলতে বানানো যায় কীভাবে?'

আশপাশে তাকালাম। দেখি তাকের ওপর কয়লার আগুনে জ্বলা একটা লণ্ঠন আছে। রাতে ওটা জ্বালানো হয়। পাশেই রাখা আছে নলখাগড়ার মতো দেখতে শুকনো, নরম এক জাতীয় লম্বা লতার একটা কুণ্ডলী। এখানকার লোকেরা বিভিন্ন কাজে এ জিনিস ব্যবহার করে।

'এই তো পাওয়া গেছে।'

লতার কুণ্ডলীটাকে নীচে নামানো হলো। হ্যান্স এর বেশ খানিকটা নিয়ে স্থানীয়দের উদ্ভাবিত তেল জাতীয় তরলে চুবিয়ে নিল। তারপর এতে ভালো করে মাখালো গান পাউডার। পাউডার দিয়েছিলাম একটা কার্তুজ খুলে সেটা থেকে। ব্যস, হয়ে গেল চমৎকার "ধীরে জ্বলা সলতে"। পরীক্ষা করে দেখছি, আমরা যতটুকু বানিয়েছি তা দিয়ে বিস্ফোরণের আগে প্রায় পাঁচ মিনিট সময় পাওয়া যাবে। সে সময় আমাদের করার মতো ছিল এতটুকুই।

কাজ শেষ হওয়ার পর হ্যান্স বলল, 'বাস, যা যা করার ছিল করেছি। কিন্তু পাথরটা ভেঙে পড়ার পর বা পিটে পানি ঢুকতে শুরু করলে তারপর কী হবে? এখান থেকে পালাব কীভাবে? হিউহিউর পুরোহিতদের ডুবাতে গিয়ে আমরা নিজেরাও তো ডুবে মরবো। পানি আসতে শুরু করলে ওরা আর আমাদের দিকে ফিরেও চাইবে না। রক খরগোসের মতো সোজা দৌড় দেবে হিউহিউর গুহার দিকে। তখন যারা ডুববে তাদের সাথে আমরাও রওনা দেব আগুনের দেশে, যে দেশ নিয়ে কথা বলতে আপনার

রেভারেণ্ড বাবা খুব পছন্দ করতেন। বাঁচার কোনো উপায়ই তো দেখছি না। আর প্রিন্সেস সাবিলা যদি তখন বলির পাথরে বাঁধা থাকে, তা হলে তারও পালানোর কোনো উপায় থাকবে না।'

'না, হ্যান্স, আমরা তাকে পিছনে ফেলে যাব না। সব ঠিক থাকলে পিছনে পড়ে রইবে অন্য কিছু।'

হ্যান্স যেন আশার আলো দেখতে পেল। ওর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'বুঝেছি, বাস। সাবিলার পরিবর্তে ড্রামানাকে পাথরে বেঁধে রাখবেন। সে সাবিলার চেয়ে বয়স্ক এবং দেখতেও তার মতো সুন্দর না। সেজন্যই তাকে বলেছিলেন, সে যেন পালানোর সময় আমাদের সাথে থাকে। তাই না? পরিকল্পনাটা ভাল। বিশেষ করে এর ফলে পরবর্তীতে তাকে নিয়ে আমাদের আর চিন্তা করতে হবে না। তবে বাস, বাঁধার আগে তার মাথায় পাথর দিয়ে ছোট্ট করে একটা টোকা দিয়ে নিতে হবে। নয়তো স্বার্থপরের মতো নিজেকে বাঁচাতে যেয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করে অন্যদের জাগিয়ে তুলবে।'

'শয়তান কোথাকার। ভাবলে কীভাবে যে, অমন জঘন্য একটা চিন্তা করেছি?'

'হ্যাঁ, বাস। শয়তান তো আমি বটেই। কারণ অন্যদের ব্যাপারে ভাবার আগে আমি আপনার আর নিজের ব্যাপারে ভাবি। কিন্তু তা হলে কাকে পিছনে ফেলে যাওয়ার কথা ভাবছেন। এমন ভাবছেন না তো যে কনের পোশাক পরিয়ে আমাকে ওখানে বেঁধে রেখে যাবেন?' সত্যিকার আতঙ্কিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি শয়তান তো অবশ্যই, গাধাও বটে। তোমাকে রেখে কীভাবে এখান থেকে বেরিয়ে যাব? এখানে জীবিত কাউকে ফেলে যাওয়ার কথা আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি, পিটে পড়ে থাকা ওই মৃত মহিলাটির কথা।'

প্রশংসার চোখে হ্যান্স আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল,

'বাস চালাক হয়ে উঠছেন। অন্তত একবারের মতো হলেও আমি কিছু ভাবার আগে তিনি নিজেই সমাধান ভেবে রেখেছেন। কাউকে না দেখিয়ে যদি মৃতদেহটাকে আমরা বয়ে নিয়ে যেতে পারি, তা হলে বলতেই হবে পরিকল্পনাটা সত্যিই ভাল। তবে প্রিন্সেস সাবিলা যদি আমাদের দেখে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে বা আনন্দে হেসে বা কান্না করে ওঠে যেমনটা করা বোকা মেয়েদের স্বভাব, তা হলেই গেছি। কিন্তু তারপরও, বাস, আমরা তখন চারজন হব। অত মানুষ ক্যানুতে উঠব কীভাবে? অবশ্য কাপুরুষ ওয়ালুরা যদি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে তা হলেই আর কী।'

'প্রিন্সেস ড্রামানা যদি সব ঠিকঠাক বলে থাকে, তা হলে ক্যানুগুলো সূর্যোদয় পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করবে। ওরা যখন ওখানে অপেক্ষা করতে থাকবে, তোমাকে সাঁতরে ওদের কাছে যেতে হবে। সাথে তোমার পিস্তলটা নিয়ে যাবে। তবে ওটাকে এক হাতে পানির উপরে ধরে রাখবে। যাতে কার্তুজগুলো শুকনো থাকে। তারপর ওখানে যেই থাকুক, তাকে বলবে, তুমি কে। সবাই যখন শান্ত হবে, ড্রামানা মৃতদেহটাকে বয়ে বলির পাথরের কাছে নিয়ে আসবে। এবং বেঁধে রাখবে প্রিন্সেস সাবিলার জায়গায়। তারপর তুমি ক্যানু নিয়ে এদিকে আসবে। আনবে স্লুইসের পাশের বড় পাথরটার সাথের ছোট ঘাটে। যেটা জেলেরা মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করে। বুঝতে পেরেছ, কোন্‌টা?'

'হ্যাঁ, বাস, বুঝেছি। ড্রামানা যেটার কথা বলেছিল, লেকের কাদা থেকে ক্ষেত বাঁচানোর জন্য বানানো হয়েছিল।'

'হ্যাঁ। তোমাকে আসতে দেখলে সলতেয় আগুন দেব। তারপর ছুটে গিয়ে চড়ে বসব ক্যানুতে। আশা করি গুহায় থাকা পুরোহিত আর মহিলারা পাউডারের বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনবে না। কারণ, ওই জায়গাটা এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে। আর ওরা যখন বাইরে বেরিয়ে আসবে ততক্ষণে দেখতে পাবে, দেয়াল

ভেঙে ঢুকতে শুরু করেছে লেকের পানি। ফলে আমাদের পিছু ধাওয়া করা বাদ দিয়ে নিজেদের জান বাঁচানো নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হবে ওরা। তবে সন্দেহ করি, ড্রামানা যাই বলুক, পুরোহিতরা অবশ্যই তাদের কিছু ক্যানু এখানে আশপাশে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তবে সেগুলো কোথায় আছে ড্রামানা তা জানে না। বুঝেছ সবকিছু?'

'হ্যাঁ, বাস। আগেই বলেছি, হঠাৎ করেই বাস অনেক চতুর হয়ে উঠেছেন। সম্ভবত গত রাতে যে ওয়াইনটা খেয়েছিলেন (ও মায়ার রসের কথা বলছে), ওটা হয়তো আপনার মনকে জাগিয়ে তুলেছে। তবে একটা জিনিস বাস ভুলে গেছেন। ধরেন আমি নিরাপদেই ওয়ালুদের ক্যানুতে উঠে গেলাম। কিন্তু এদিকে আসতে ওদেরকে বাধ্য করব কীভাবে? সম্ভবত তারা তখন খুবই ভয়ের মধ্যে থাকবে। অথবা এভাবে বলতে পারেন যে দেবতার বিরুদ্ধে যাওয়া তাদের ঐতিহ্যের মধ্যেই পড়ে না। বা সেই সাহস তাদের মোটেও নেই। কারণ ওরা ভয় পায় অমন কিছু করলে হিউহিউ ওদের ধরে ফেলবে বা তেমনই কিছু একটা।'

জবাবে বললাম, 'প্রথমে তুমি ওদের সাথে কথা বলবে খুবই ভদ্র সুরে। পরিস্থিতি বোঝাবে। মুখের কথা মানলে ভালো। নয়তো পিস্তলের ভাষায় কথা বলবে। দরকার পড়লে ওদের দুই এক জনকে গুলিও করবে। তবে ইসিকোর যদি ওখানে থাকে তা হলে সে অবশ্যই চাইবে সাবিলাকে উদ্ধার করতে। সবকিছু যেহেতু ঠিকঠাক হয়ে গেছে, আমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিচ্ছি। তুমিও তাই করো। ফিউজগুলোকে আমার সাথে রাখছি, যাতে শুকিয়ে যায়। গত রাতে আমাদের খুব কমই বিশ্রাম হয়েছে। আর আজ মোটেও হবে না। কাজেই সময় থাকতে থাকতেই যতটুকু সম্ভব বিশ্রাম নিয়ে নাও। কিন্তু তার আগে ওই মাদুরটা আনো। ওটায় মুড়ে নাও জিকালির দুর্গন্ধময় লতাপাতা। অভিশাপ পড়ুক

ওগুলোর ওপর। এই বিশ্রী জিনিসের জন্যই আমাদেরকে এতদূর আসতে হয়েছে।'

বলে শুয়ে পড়লাম। ভিতরে তীব্র আতঙ্ক নিয়ে ভাবছিলাম; মুখে তো বললাম "সব ঠিক হয়ে গেছে"। কিন্তু "সব ঠিক" যে কতদূর খোদা মালুম! কারণ আমাদের সাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করছে স্রেফ একটা কাল্পনিক সূতার ওপর। সূতাটা আবার এখান থেকে একদম কেপটাউন পর্যন্ত লম্বা! আমাদের তখনকার অবস্থাটা এভাবে বলা যায়ঃ

"যদি আর কিন্তু" দিয়ে হতো যদি কাজ
লাগত না তা হলে আর কর্মকারকে আজ।

যদি হ্যান্স সাঁতার কাটার সময় কারো চোখে ধরা না পড়ে, যদি ওয়ালুদের ক্যানু আসে, যদি সেটা পাথরের পাশে ঘাটে দাঁড়ায়, যদি ওই মূর্তি পূজারী ওয়ালুরা আমাদের তুলে নিতে রাজি হয়, যদি আমাদের গান পাউডার কারো চোখে ধরা না পড়ে এবং ঠিকঠাক কাজ করে, যদি আমাদের পরিকল্পনা মাফিক বিস্ফোরণে স্লুইস গেটের পাথর এবং পিন ভাঙে, যদি আমরা বলির পাথর থেকে সময় মতো সাবীলাকে উদ্ধার করতে পারি, যদি সে নারী-সুলভ কোনো বোকামি করে না বসে, যদি এসব কাজ করার সময় গার্ডেরা আমাদের গলা কাটতে না পারে এবং আরও অনেক "যদি, কেন, কিন্তু"র ওপর নির্ভর করছে আমাদের সফল হওয়া! তারপরও যদি হিউহিউর পুরোহিতরা বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয় পায় এবং ডুবে যায় ইত্যাদি অনেক "যদি" এড়াতে পারব কি না জানি না। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম যে, সে রাতে আর ঘুমানোর সুযোগ পাচ্ছি না। তারপরও যতটুক সময় ছিল, চাইছিলাম ভালো মতো বিশ্রাম নিয়ে নিতে। দৈব কোনো সাহায্য

যখন পাচ্ছি না, তখন জেগে থেকে হা-হুতাশ করে লাভ কী। তার চেয়ে বরং ঘুমিয়ে পড়ি।

খোদার কাছে হাজার শুকরিয়া যে, যে কোনো সময় এবং প্রায় যে কোনো পরিস্থিতিতেই আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারি। এর জন্যও আমি স্রষ্টার দরবারে লক্ষবার শুকরিয়া জানাই। এই ঘুমের আশীর্বাদ আমার ওপর না থাকলে আমার কী অবস্থা হতো, এক খোদা ছাড়া কেউ জানে না। যা-হোক, ঘুমিয়ে পড়লাম তখন।

যখন আমার ঘুম ভাঙে তখন চারদিক ছিল অন্ধকার। দেখি, ড্রামানা দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে। তার প্রবেশের শব্দেই আমার ঘুম চটেছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখি রাত দশটার বেশি বাজে।

'আরও আগে জাগালে না কেন?' হ্যান্সকে জিজ্ঞেস করলাম।

'আগে জাগালে কী লাভ হতো, বাস? এখানে তো এমনকী খাওয়ার মতো একফোঁটা মদও নেই।' বিরস কণ্ঠে মন্তব্য করল সে। এই ছিল ওর মুখের কথা। কিন্তু আসল কথা হলো সে নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিল। তবে ওকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। কারণ এর ফলে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষার অলস প্রহর নিশ্চিন্তে কেটে গেছে। তখন হঠাৎ করেই মনে হলো ড্রামানাকে সবকিছু খুলে বলব। মহিলাটির মধ্যে কিছু একটা ছিল, ফলে তাকে বিশ্বাস করতে দ্বিধা হয় না। এবং ডাচার হাত থেকে যে কোনো মূল্যে সে পালাতে চায়। ড্রামানা যেমন ডাচাকে ঘৃণা করে, তেমন ডাচাও ঘৃণা করে ড্রামানাকে। এমনকী, ডাচা নাকি মনস্থির করে রেখেছে যে সাবিলার দখল পাওয়া মাত্রই ড্রামানাকে বলির পাথরে চড়াবে!

তো ড্রামানা আমার পরিকল্পনা নীরবে শুনল। এবং এর "সুন্দর" দিকটা দেখে রীতিমত বিস্মিত হলো সে। বলল, 'পরিকল্পনাটা ভালো। হয়তো এর শেষও হবে ভালভাবে। তবে একটাই ভয়। সেটা হলো পুরোহিতদের যাদু। যা ওরা চোখে

দেখে না, তা যাদু দিয়ে বের করে নেয়।'

আমি তখন বললাম, 'এই ঝুঁকিটুকু আমি নিতে চাই।'

ড্রামানা আবার বলল, 'আরেকটা ব্যাপার। আমরা ওই স্লুইস গেটের কাছে সহজে পৌঁছাতে পারছি না। গুহায় ফিরে হিউহিউর বাগানের দরজা আর মেশিন রুমের দরজার চাবি ডাচার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এখন ওগুলো কোথায় আছে জানি না। ওই দরজাগুলো খুবই শক্ত। ভাঙা সম্ভব নয়। ওদিকে যদি ডাচার কাছে আবার চাবি চাইতে যাই, সে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে যাবে। বিশেষ করে এবার যখন আমাদের ইতিহাসের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত গতিতে পানি বাড়ছে। ওদিকে পুরোহিতরা গেছে ওই পাথরের দরজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। ওরা পাথরের হাতলটাকে আরও শক্ত করে বেঁধে রাখবে।'

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। চাবির ব্যাপারটা পুরোপুরি আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। এদিকে চাবি নিয়ে আমার মাথা গরম, ওদিকে হ্যান্স দেখি দাঁত বের করে গর্দভের মতো হাসছে।

'হাসছ কেন, গাধা কোথাকার? আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বসেছে আর তুমি দাঁত বের করে হাসছ? এটা কী হাসার সময় নাকি?'

'না, বাস। হাসার সময় না। আবার হাসার সময়ও। এমন কিছু যে হতে পারে সেটা আগেই ভেবেছিলাম। তাই এক ফাঁকে প্রিন্সেসর ব্যাগ থেকে সরিয়ে ফেলেছিলাম চাবিটা। এই যে সেটা,' বলে পকেট থেকে বের করল পাথরে তৈরি অদ্ভুত দর্শন চাবিটা।

'জ্ঞানীর কাজ করেছ, হ্যান্স। এখন, ড্রামানা, তুমি বল, চাবি যদি আমাদের কাছেই থাকে তা হলে পুরোহিতরা মেশিনরুমে গেল কী করে?'

'লর্ড, এমন চাবি আসলে একটি নয়, দুটি আছে। যাকে দ্বার

রক্ষক বলে ডাকা হয় তার কাছে থাকে অপর চাবিটি। তার শপথ অনুসারে ওই চাবিটি সে রাত-দিন তার কোমরে বাঁধা বেল্টে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমার কাছে যে চাবিটি দেয়া হয়েছিল সেটি ছিল প্রধান পুরোহিতের চাবি। সে সাধারণত ওটা ব্যবহার করে সব ঠিকঠাক আছে কি না পরীক্ষা করতে। তবে তেমনটা খুব কমই ঘটেছে।'

'যা হবার হয়েছে। তবে এ ব্যাপারটা আগেই আমাদের জানানো উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ, লর্ড। আমি দুঃখিত। আরেকটা ব্যাপার, গতকাল হিউহিউর কাউন্সিলে এক ওরাকল রায় দিয়েছে যে, কাল পবিত্র বিয়ের ভোজের সময় বা তারপর আপনাদেরকে বলি দিতে হবে। এটা করা হবে পশমি মানবদের সন্তুষ্ট করার জন্য। কারণ, ওরা জেনে গেছে যে, নদীতে সেদিন আপনাদের হাতেই ওদের সেই মহিলাটি মারা গিয়েছিল। ওরা পুরোহিতদের শর্ত দিয়েছে, আপনারা বেঁচে থাকলে ওয়ালুদের বিরুদ্ধে ওরা লড়াই করবে না। মনে হয়, আপনাদের সাথে তখন আমাকেও বলি দিয়ে দেয়া হবে।'

'তাই?' এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন শয়তানগুলোকে ডুবিয়ে মারতে মনের ভেতর এতক্ষণ যে বাধাটুকু ছিল, ড্রামানার কথা শোনার পর তা-ও মন থকে একেবারে হাওয়া হয়ে গেল। ওরা সব পানিতে ডুবে মরলেও বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ আমাকে কাবু করতে পারবে না। তখন বা ভবিষ্যতে কখনো, কোনোভাবেই আমি বলির শিকার হতে চাই না। আর তখন বলির ভেড়া হওয়া থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল ওদের ওষুধ ওদেরকেই গিলিয়ে দেয়া। ঠিক সেই সময় থেকে আমার মন মানসিকতা একদম হ্যাঙ্গের মতো রুক্ষ করে নিয়েছিলাম। বুঝতে পারছি, কেন আমাদের অত সম্মান আর সৌজন্য দেখানো হচ্ছিল। এবং কেনই

বা অবাধে আমাদেরকে যেখানে-সেখানে চলে ফিরে বেড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এ ছিল আমাদের সন্দেহ দূর করার একটা কৌশল মাত্র। আমরা যদি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারাই যাই, তা হলে কী দেখলাম না দেখলাম তাতে কিছুই আসে যায় না। কাউকেই তো আর সেগুলো বলতে পারছি না।

ওরাকল সম্বন্ধে জানতে চাইলাম। কিন্তু ড্রামানা যা বলেছিল তার খুব বেশি কিছু আমার বোধগম্য হয়নি। তবে মূল কথা ছিল, পশমি মানবেরা দাবি করেছিল যে ওদের একটা মহিলাকে মেরে ফেলার দায়ে আমাদের মরতে হবে। নইলে ওরা লড়াইয়ে অংশ নেবে না এবং পুরোহিতদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। কিন্তু পুরোহিতরা যেহেতু তা হতে দিতে পারে না, তাই ওরা হিউহুয়াদের দাবি মেনে নেয়। এটাই ছিল সার কথা। ড্রামানা আরও জানাল যে, ভোরে আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকব তখন আমাদের অস্ত্রগুলো, যেগুলো ওদের মাঝে আগুন উগরানো অস্ত্র নামে পরিচিত সেগুলো চুরি করা হবে। যাতে আটক করার সময় আমরা কোনো রকম বাধা দিতে না পারি।

তা হলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে যে, যাই করি না কেন, এখনই করতে হবে। দেরির সুযোগ নেই।

যতটুকু পারলাম, খেয়ে নিলাম। কারণ খাবার মানেই শক্তি। হ্যান্সেরও দেখলাম একই মত। সে-ও ভরপেট খেল। আমার মনে হয়, ও ব্যাটা এমনকী ওর জন্য প্রস্তুত করা ফাঁসির দড়ির সামনে দাঁড়িয়েও মজা করে খেতে পারবে। হ্যান্সের একটা প্রিয় মোটো ছিল।

"খাও দাও, ফুর্তি কর, আগামী কাল কী হবে কে বলতে পারে।"

সম্ভবত ওর ধারণা ছিল পরদিনই ও মারা যাবে। কাজেই যত পারে খেয়ে নেয়। যা-হোক, আমরা তখন ড্রামানার আনা

নেটিভদের বানানো মদও একটু খেয়েছিলাম। কারণ, জানতাম, সামান্য পরিমাণে এলকোহল আমাদের জন্য উপকারীই হবে। বিশেষ করে হ্যান্সের জন্য তো বটেই। কারণ, সামনে ওর জন্য অপেক্ষা করছে ঠাণ্ডা পানিতে সাঁতার কাটার মতো কঠিন কাজ। তরলটুকু হাতে নিয়েই চালান করে দিলাম গলার ভেতর। যদিও সন্দেহ করছিলাম যে এতে হয়তো কোনো ধরনের মাদক মেশানো থাকতে পারে। কিন্তু তা আর হয়নি। ড্রামানা দেখছিল, যাতে তেমন কিছু কেউ মেশাতে না পারে।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর আমাদের সামান্য মাল সামানা যা ছিল সেগুলো যতটা সম্ভব সুবিধাজনক ভাবে বেঁধে নিলাম। এর অর্ধেকটা ড্রামানাকে দিলাম নিয়ে আসার জন্য। কারণ, ও আসলেই ছিল শক্তিশালী এক মহিলা। এবং যেহেতু হ্যান্সকে সাঁতার কাটতে হবে, কাজেই পিস্তল আর জিকালির জন্য আনা অভিশপ্ত লতাপাতার গাঁটছড়া ছাড়া আর কিছু দিয়ে ওর বোঝা বাড়ানো সম্ভব ছিল না।

রাত প্রায় এগারোটার দিকে রওনা হলাম আমরা। মাথার ওপর ছাগলের চামড়া ফেলে নিয়েছিলাম। যাতে আমাদের আকার আকৃতি কিছুটা হলেও গোপন হয়। অন্তত যতটুকু সম্ভব হয় আর কী!

অধ্যায় ১৩

ভয়ঙ্কর রাত

অতি সন্তর্পণে ঘর থেকে বের হয়ে আসি আমরা। বেরিয়ে দেখি, সন্ধ্যার অতি ভারী বৃষ্টি পরিণত হয়েছে সূক্ষ্ম মিহি কণায়। তবে এর জোর-ও একেবারে কম ছিল না। পানির কণাগুলো খুব ঘন হয়ে উড়ছিল। তার ওপর বায়ু চাপের ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে নেমে এসেছিল ভারী কুয়াশার চাদর। মেঘের মতো ঘন সেই কুয়াশা স্থির হয়ে ছিল লেকের তীর এবং পুরোহিতদের চাষ করা নিচু জমির ওপর। প্রাকৃতিক এই পরিবর্তনটা আমাদের দারুণ উপকার করে। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে, ওই অবস্থায় আমরা যদি প্রহরীদের একেবারে গায়ের ওপর গিয়ে না পড়ি তা হলে ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।

তবে আমার ধারণা বাইরে তখন কোনো প্রহরীই ছিল না। সবাই গিয়েছিল গুহার সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। কারণ, আমরা বাইরে কাউকে দেখিনি বা কারো সাড়াও পাইনি। এমনকী একটা কুকুরও ডাকতে শুনিনি সেদিন। অবশ্য দ্বীপে এই প্রাণীটার উপস্থিতি এমনিতেও ছিল কম। আর যা-ও বা ছিল, এই ঠাণ্ডায় ওগুলো হয়তো গরম জায়গার পাশে শুয়ে মহা আরামে ঘুমাচ্ছিল। কুয়াশার ওপর আকাশে জ্বলজ্বল করছিল পূর্ণিমার ভরা চাঁদ। তার মানে আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসছে। ধারণা করছিলাম বৃষ্টিও

হয়তো একেবারে কমে যাবে। পরে অবশ্য জেনেছিলাম দু'এক-বার আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছিল বটে। কিন্তু এ ছাড়া পুরো মাসই প্রবল ভারী বৃষ্টি ছিল নিত্য দিনের ঘটনা। প্রায় এক মাস পর প্রকৃতির এই রুদ্র মূর্তি শান্ত হয়।

যা-হোক, আমরা স্লুইস গেটের ঘরে পৌঁছাই। এবং অত্যন্ত অবাক হয়ে আবিষ্কার করি ঘরের দরজাটা খোলা। ধরে নিয়েছিলাম, কোনো পুরোহিত হয়তো ঘর দেখতে এসে ভুলে দরজায় তালা না দিয়েই চলে গেছে। আমরা ঘরে ঢুকে আস্তে করে দরজা ভেজিয়ে দিলাম। তারপর জ্বাললাম একটা মোমবাতি। এ জিনিস আমি সবসময়ই কয়েকটা করে সাথে রাখি। মোম জ্বালিয়ে সেটা উঁচু করে ধরলাম যাতে সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই। এবং সাথে সাথে প্রবল আতঙ্কে একটা বিরাট ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে এলাম এক পা! দেখি, বিরাট এক বর্শা হাতে এক লোক বসে আছে পিটের দেয়ালের ওপর।

লোকটার দিকে আবার তাকিয়ে মনে হলো, আধ ঘুমন্ত লোকটা আমার চেয়েও অনেক বেশি ভয় পেয়েছে। হতভম্ব হয়ে ভাবছি কী করব না করব। তখন সিদ্ধান্ত নেয়ার ঝামেলা থেকে উদ্ধার করল হ্যান্স। ও এত দ্রুত লাফ দিয়ে পড়ল যেন একটা চিতা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার শিকারের ওপর। সম্ভবত ওর কসাইয়ের বিরাট ছুরিটা বসিয়ে দিয়েছিল লোকটার বুকে। তবে আসলেই কী হয়েছিল বলতে পারব না। শুধু দেখেছিলাম, লোকটা পিটের ভেতর গায়েব হয়ে গেল।

ড্রামানার দিকে ফিরে তীব্র গলায় বললাম, 'তুমি না বলেছিলে কেউ পাহারায় থাকবে না? এ লোক তা হলে এল কোথা থেকে?' সন্দেহ করছিলাম আমাদের জন্য হয়তো ফাঁদ পাতা হয়েছে।

বেচারি সাথে সাথে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল। ও ভাবছিল তখনই হয়তো ওকে প্রহরীর বর্শাটা দিয়ে খুন করে ফেলব

বর্শাটা আগেই মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। ও করজোড়ে বলল, 'আমি সত্যি জানি না, লর্ড। মনে হয় পুরোহিতরা কিছু একটা সন্দেহ করে একে এখানে রেখে গেছে। অথবা হয়তো লেকের পানি এত দ্রুত বাড়ছে বলে বসিয়ে রেখেছে এখানে। যাতে পানি বাড়ার খবর ওরা দ্রুত পায়।'

ব্যাখ্যাটা মেনে নিয়ে বললাম উঠে দাঁড়াতে। এবং সবাই কাজে লেগে পড়লাম। দ্রুত ঘরের দরজা ভেতর থেকে আটকে দিয়ে হ্যান্স উঠে পড়ল স্লুইসের লিভারের ওপর। ওর ঠিক করা গর্তে দুই পাউণ্ডের ফ্লাস্কটা ভালোমতো ঢুকিয়ে দেয়া হলো। তারপর সাথে করে নিয়ে আসা নুড়ি পাথর দিয়ে ফ্লাস্কটাকে শক্ত করে বসিয়ে দিল ও নিজেই। আমরা নিশ্চিন্তে কাজ সারতে পেরেছিলাম। কারণ ঘরে কোনো জানালা ছিল না। ফলে কেউ যে আমাদের দেখে ফেলবে সে ভয়ও তেমন একটা ছিল না। এরপর সাথে আনা কাদা দিয়ে কয়েক ইঞ্চি পুরু করে ঢেকে দিই ফ্লাস্কটাকে। তবে একটা দিক খোলা রেখেছিলাম যাতে বিস্ফোরণের পুরো শক্তি পাথরটাকে লিভারের সাথে ধরে রাখা ছিটকিনি বা পিনে গিয়ে আঘাত হানতে পারে। তারপর ওটায় আমাদের বানানো সলতে বসাই। সলতেটা ততক্ষণে একেবারে শুকিয়ে গেছে। ফ্লাস্কে আগেই একটা ফুটো করে রেখেছিলাম। সেটা দিয়ে প্রথমে ঢুকাই নলখাগড়ার ফাঁপা একটা নল তারপর নলটার ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিই শুকনো ফিউজ। আশা করছিলাম নলখাগড়াটা ফিউজটাকে আর্দ্র হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে।

এসব করতে করতেই সোয়া এগারোটা বেজে যায়। আমাদের কাজের সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশটায় হাত দিই তারপর। আমি আর হ্যান্স মিলে তুলে আনি পিটের ভেতর পড়ে থাকা হতভাগী মেয়েটার লাশ। ড্রামানা এ কাজে হাত দেয়নি। ও বয়ে আনছিল আমাদের সমস্ত মালামাল। ওগুলো পিছনে রেখে আসার ঝুঁকি

নিইনি। কারণ কেউ দেখে ফেললে পুরো পরিকল্পনাটাই মাটি হয়ে যেতে পারত। যা-হোক, অমানুষিক পরিশ্রম করে আমি আর হ্যান্স মৃতদেহটাকে টেনে আনি। এত পরিশ্রমের কারণ, মেয়েটা ছিল অসম্ভব ভারী। সকালে এ এলাকাটা দেখার সময়ই এদিকে একটা জায়গা ঠিক করে রেখেছিলাম। সেখানেই নিয়ে রাখি বেচারির লাশ। সৌভাগ্যবশত সেই পাথুরে জায়গাটা ছিল আশপাশের মাটির চেয়ে কয়েক ফিট উঁচু এবং সেখানে ছিল একটা গর্তমতো জায়গা। হয়তো অতীতের কোনো এক সময় প্রবল পানির তোড়ে তৈরি হয়েছিল এই গর্তটা। ওখানে মালামাল সহই জায়গা হয়ে যায় আমাদের তিনজনের। জায়গাটার আকৃতি এমন ছিল যে, আমাদের থেকে মাত্র বারো কদম দূরে থাকা সত্ত্বেও চির প্রজ্বলিত দুই অগ্নিস্তম্ভের আলো ওখানে আসতে বাধা পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কদিনের প্রবল বৃষ্টির তোড়ে আগুনের স্তম্ভগুলোও যেন ভেজা ভেজা হয়ে গেছে। কেমন নিস্তেজ হয়ে জ্বলছিল আগুন দুটো।

আমাদের লুকানোর জায়গাটা এমন ছিল যে, দুর্ভাগ্য যদি কাউকে সরাসরি আমাদের গর্তের ওপর টেনে না আনে, তা হলে আমাদের ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। আর এক হতে পারত যে, পিছন থেকে কেউ এলে হয়তো আমাদের দেখতে পেত। যা-হোক, আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইলাম। মধ্যরাতের কিছু আগে শুনতে পেলাম লেকের পানিতে বৈঠা পড়ার আওয়াজ। ক্যানু আসছে! কয়েক মিনিট পরই খুব কাছ থেকে শুনতে পেলাম মানুষের কথা বলার শব্দ।

খুব সাবধানে পাথরের ওপর মাথা একটু তুলে চারদিকে তাকালাম একবার। দেখি, বিরাট এক ক্যানু এসে ভিড়ছে। আর ঘাটের ওপর, যদিও ঘাট অনেক আগেই পানির নীচে ডুবে গেছে, সেটার পাশের একটা পাথরের ওপর চারজন পুরোহিত দাঁড়িয়ে

আছে। তাদের সবার পরনেই ছিল সাদা রোব। এবং তাদের মুখ-মাথা ঢাকা ছিল বস্তার মতো মুখোশ দিয়ে। দেখার জন্য মুখোশের চোখ বরাবর সামনে ছিল দুটো ফুটো। এমনভাবে মার্চ করে ওরা নীচে ক্যানুর দিকে নামছিল যে, দেখতে লাগছিল ছবি থেকে উঠে আসা প্রাচীন স্প্যানিশ যাজকদের মতো। ওরা যখন শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছল, ঠিক তখনই ক্যানুটা এসে ভিড়ল ঘাটে। ক্যানু থেকে ধাক্কা দিয়ে বা টেনে নামানো হলো আগা-গোড়া সাদা ক্লোক দিয়ে মোড়া লম্বা এক নারী মূর্তিকে। উচ্চতা আর কাঠামো দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, এ অবশ্যই সাবিলা।

পুরোহিতরা গম্ভীর নীরবতার সাথে তাকে গ্রহণ করল। যেন মূকাভিনয় দেখছি। এই "নাটকের" পুরোটাই অভিনীত হলো সুগভীর নীরবতার মধ্য দিয়ে। তারপর কুয়াশার ধূসর আবছায়ার ভেতর দিয়ে দেখলাম খানিকটা টেনে, খানিকটা বয়ে সাবিলাকে নিয়ে যাওয়া হলো বেদীর পাথরের ওপর। মনে মনে কুয়াশাকে বড় করে ধন্যবাদ জানালাম। কুয়াশাটা যেন স্রষ্টার তরফ থেকে বিশেষ রহমত হয়ে এসেছিল আমাদের জন্য। তারপর যেমনটা ড্রামানা বলেছিল, ঠিক সেভাবেই পুরোহিতরা তাকে পাথরের ওপর বেঁধে রেখে চলে গেল। সাবিলাকে বয়ে আনা ক্যানুটাও সরে গেল ঘাট থেকে। তবে বেশি দূরে যায়নি। পানিতে ক'বার বৈঠা পড়ল গুনে রেখেছিলাম। তা থেকেই বুঝতে পারি ক্যানুটা বেশি একটা দূরে সরেনি। নিয়ম মাফিক একটু সরে গিয়ে পরবর্তী ঘটনার অপেক্ষায় ভেসে ছিল ওখানেই।

ড্রামানা যেমন বলেছিল, সবকিছু ঘটছিল সেভাবেই। ফিসফিস করে ড্রামানাকে জিজ্ঞেস করলাম পুরোহিতদের আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা কতটুকু। জবাবে ও জানাল, সূর্য ওঠা পর্যন্ত আর কারোও ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। সূর্য ওঠার পর হিউহিউ তার সঙ্গিনীদের নিয়ে গুহা থেকে বের হয়ে আসবে পবিত্র কনেকে

দখল করে গুহায় নিয়ে যেতে। ড্রামানা শপথ করে বলল যে, ও যা বলেছে তার সবই সত্যি। কারণ ওদের মধ্যে দিগন্তে সূর্য ওঠার আগে পবিত্র কনের দিকে তাকানোকে গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

শুনে আমি বললাম, 'তা হলে যত দ্রুত শুরু করা যায় ততই ভালো।' এর মধ্যেই ড্রামানাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, মহিলাদের নিয়ে হিউহিউ নেমে আসবে বলতে সে আসলে কী বোঝাল। কারণ আমরা তো ভালো করেই জানি, অমন কিছু করার মতো একজন লোকই আছে এই দ্বীপে। আর হ্যান্সকে তাড়া দিয়ে বললাম, 'কুয়াশা পাতলা হয়ে আসছে। যে কোনো সময় সরে যাবে।'

দ্রুত আমরা গর্ত থেকে মাথা জাগালাম। সাথে টেনে আনলাম মৃতদেহটা। আগুনের কাছাকাছি পৌঁছাতে মনে হলো যেন এক যুগ লেগে গেল। তখন বাতাসের মৃদু একটা ঝাপটা এল। সেই ঝাপটার সাথে আগুন থেকে ভেসে আসা ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলে একেবারেই অদৃশ্য করে দিল আমাদের। ওদ্দিকে পোস্টের সাথে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছিল সাবিলা। তখন ওর যেমন অবস্থা দেখতে পাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল, যে-কোনো সময় জ্ঞান হারাবে। হ্যান্স তখন নিশ্চিত করে যে এ অবশ্যই সাবিলা। কারণ, তার "গন্ধ" নাকি হ্যান্সের খুব পরিচিত। এর গায়ের গন্ধও ওর কাছে একদম তেমনই লাগছিল। তবে আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। কারণ আমার তো আর হ্যান্সের মতো অমন "নাক" নেই। তাই, মনে প্রবল সন্দেহ আর ভয় নিয়ে তার সাথে কথা বললাম। কারণ, তার চাহনি আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছিল না। সত্যি বলতে, ভয় পাচ্ছিলাম যে, মেয়েটা সত্যি সত্যি সাবিলা হলেও সে হয়তো ভয়েই লুকিয়ে রাখা বিষের বোতল গলায় উপুড় করে দেবে। বললাম, 'সাবিলা, চিৎকার কোরো না। এখানে আছি আমি, লর্ড

মাকুমাজান আর আছে আগুনের প্রভু। আমরা তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।'

বলে প্রবল উৎকণ্ঠায় রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে তার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। মনে হচ্ছিল ও হয়তো আর কখনও কথাই বলবে না। কিন্তু আমাকে স্বস্তির সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে মাথাটা একটু তুলে আমাদের দিকে তাকাল সে। বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম, 'স্বপ্ন। আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি!'

'না, সাবিলা। স্বপ্ন দেখছ না। আর দেখলেও এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখো। নয়তো সবাই চিরতরে স্বপ্নের দেশে চলে যাব।' তারপর জিজ্ঞেস করলাম, রশির গিঁঠ কোথায়। ও মাথা ঝাঁকিয়ে নীচে দেখাল। হাত তো আর নাড়তে পারছিল না, কারণ ও দুটো বাঁধা ছিল পোস্টের সাথে। বলল, 'পা বাঁধা, লর্ড।'

হাত দিয়ে খুঁজে সেটা পেয়ে গেলেও কাটলাম না। কারণ রশিটা কেটে ফেললে বাঁধার মতো আর কিছু পাব না। সৌভাগ্যবশত গিঁঠটা শক্ত করে বাঁধা হয়নি। সম্ভবত এর প্রয়োজন হতে পারে তা-ই কেউ ভাবেনি। কারণ, কোনো পবিত্র স্ত্রী-ই সেদিনের আগে পালাতে চেষ্টা করেনি। ফলে ঠাণ্ডায় আমার হাত প্রায় জমে যাওয়ার অবস্থা হলেও খুব একটা অসুবিধা ছাড়াই খুলতে পারলাম গিঁঠটা। এক মিনিটের মধ্যেই সাবিলার হাত বেঁধে রাখা রশি কেটে ওকে মুক্ত করে ফেললাম। তবে পরের কাজটা ছিল অনেক কঠিন এবং ঝামেলাপূর্ণ। এবার মরদেহটি সাবিলার জায়গায় বাঁধার পালা। ওদিকে, দেহে প্রাণ না থাকায় তার ভারসাম্য থাকার প্রশ্নই আসে না। ফলে দেহের পুরো ওজনই চলে গিয়েছিল হাত বাঁধা রশির ওপর। তবে হ্যান্স আর আমি মিলে কোনোভাবে ব্যাপারটা ম্যানেজ করে নিলাম। তার আগে সাবিলার ক্লোক দিয়ে মৃতদেহটাকে ঢেকে নিতে হলো।

বাঁধাছাঁদা শেষ করে নিজের হাতের কাজ দেখতে দেখতে

সকৌতুকে হ্যান্স মন্তব্য করল, 'আশা করি, হিউহিউ একে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে।'

কাজ শেষ করে দ্রুত পিছিয়ে এলাম ওখান থেকে। কুয়াশার স্তর তখন ভাসছিল মাটি থেকে মাত্র তিন ফুট উঁচুতে। এবং ইংল্যাণ্ডের শরৎ কালের মতো হালকা হয়ে গিয়েছিল কুয়াশার স্তর। গর্তে পৌঁছলাম। হ্যান্স এমনভাবে সাবিলাকে গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দিল যেন সে তার বোন ড্রামানার পিঠের ওপর পড়ে। বেচারি ততক্ষণে ভয়ে মরার অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এমন মিলন আর কেউ কখনও দেখেছে কি না সন্দেহ। ওদিকে আমি ছিলাম গর্তে ঢোকা ছোট্ট দলটার সর্বশেষ ব্যক্তি। এবং ঢুকতে ঢুকতে চারপাশ একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিলাম।

তখন যা দেখলাম তাতে আমার আত্মা উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। দেখি, হিউহিউর গুহা থেকে খুব দ্রুত দৌড়ে নেমে আসছে সাদা কাপড় পরা দু'জন পুরোহিত। অগ্নি স্তম্ভদ্বয়ের কাছে এসে থামল তারা। সেটাকে ঘিরে দুবার চক্কর দিল। বেদীতে বাঁধা বলিকে সেখানে ঝুলে থাকতে দেখে যেমন দ্রুত এসেছিল ফিরেও গেল তেমনই দ্রুত। ওদের চেহারায় কোনো অনুভূতির প্রকাশ ছিল না। তবে দেখে মনে হয়েছিল ওরা সন্তুষ্টই হয়েছে।

'এর অর্থ কী, ড্রামানা? তুমি না বলেছিলে, সূর্য ওঠার আগে পবিত্র স্ত্রীর দিকে তাকানো এদের জন্য নিষেধ?'

'ঠিক বলতে পারব না, লর্ড। এমন করা তো আইন বিরুদ্ধ অবশ্যই। মনে হয় পুরোহিতরা সন্দেহ করছে যে কিছু একটা ঘটছে এদিকে। তাই দূত পাঠিয়েছিল খবর নিতে। আগেই তো বলেছি, লর্ড, হিউহিউর পুরোহিতরা দক্ষ যাদুকর।'

মন্তব্য করলাম, 'তা হলে বলতে হচ্ছে ওরা ভুয়া যাদুকর। কারণ, এসে তো কিছুই বুঝতে পারল না।'

মুখে এটা বললেও, মৃতদেহটাকে ওখানে বেঁধে রাখার বুদ্ধি

দেয়ায় মনে মনে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম অন্তরের অন্তস্তল থেকে। দেহটাকে পিট থেকে তুলে বয়ে আনার সময়ও হ্যান্স বলছিল, আমরা অযথা পরিশ্রম করছি। কারণ, ড্রামানা তো বলেছেই, কনেকে দেখতে কেউ আসে না। আমাদের শুধু সাবিলাকে মুক্ত করলেই চলে।

তবে সৌভাগ্যবশত এবার আমি ওর কথা শুনিনি। শুনলে হয়তো গল্পটা বলার জন্য আমি এখানে থাকতাম না। যদি সাবিলার হাত থেকে কাটা দড়িটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে না আসতাম, তা হলেও একই ঘটনা ঘটতে পারত। ওটার কথা প্রথমে ভুলেই গিয়েছিলাম। পরে আবার দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসি। দড়িটা ওখানে পড়ে থাকতে দেখলেই কাজ হয়ে যেত। ওদের সন্দেহ করতে সময় লাগত না মোটেও।

'হ্যান্স, তোমার সাঁতার কাটার সময় হয়ে গেছে। দ্রুত যেয়ো, নইলে ধরা পড়ে যাবে। কুয়াশা সরে যাচ্ছে।'

'না, বাস। ধরা আমি পড়ব না। যাওয়ার সময় ওই শয়তানের গাছের বোঝাটা মাথায় বেঁধে নেব। দেখে মনে হবে, পানিতে বুঝি ঝোপ-ঝাড় ভেসে যাচ্ছে। তবে, বাস নিজে গেলে কী ভালো হতো না? কারণ, তিনি আমার চেয়ে ভাল সাঁতারু। আর ঠাণ্ডাকেও তেমন একটা ভয় পান না। তা ছাড়া তিনি চালাক। নৌকায় থাকা ওয়ালু গাধারা আমার চেয়ে তার কথা বেশি মানবে। আর যদি গুলি করার দরকার পড়ে, তা হলেও বলতে হচ্ছে, তিনি আমার চেয়ে অনেক ভালো শুটার। প্রিন্সেস সাবিলা আর অন্য প্রিন্সেসকেও আমি দেখে রাখতে পারব। আর আমিও সলতেয় আগুন দিতে পারি।'

জবাবে বললাম, 'না। এখন আর পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা যাবে না। তবে তোমার জায়গায় আমি নিজে যেতে পারলেই বেশি খুশি হতাম।'

‘ঠিক আছে। বাস অবশ্যই আমার চেয়ে বেশি জানেন।’ তারপর কারো দিকে না তাকিয়ে গা থেকে ভারী পোশাকগুলো খুলে ফেলল ও। ওগুলো একটা মাদুরে পেঁচিয়ে নিয়ে ভরল লতাপাতার বোঝার ভেতর। বলল যে, নৌকায় উঠে শুকনো কাপড় পরতেই বেশি আরাম লাগবে। অথবা জীবন নদীর ওপারে গিয়ে হলেও শুকনো কাপড়ই ভালো!

ওর বোঝাটা মাথায় তুলে বেঁধে দিলাম। বেচারা ঠাণ্ডায় এমন কাঁপছিল যে, বলার মতো না। যাওয়ার আগে সে আমার হাতে একবার চুমু খেল। জিজ্ঞেস করল, ওপারে আমার রেভারেণ্ড বাবাকে বলার জন্য কোনো খবর আছে কি না। ওর ধারণা, সেই জায়গাটা অবশ্যই এখানকার চেয়ে অনেক বেশি গরম হবে। বেচারার তখন রীতিমত দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেছে। ও আরও ঘোষণা করল প্রিন্সেস সাবিলাকে উদ্ধারের জন্য এত ঝামেলা করার আসলে কোনো দরকার ছিল না। বিশেষ করে সে যখন অন্য কাউকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। তারপর বলল, যদি এই বাজ পড়া জায়গা থেকে আদৌ বেরুতে পারি, তা হলে প্রথম যে শহরে জিন কিনতে পাওয়া যাবে সেখানেই ওই জিনিস আকণ্ঠ গিলে দুদিন ধরে মাতাল হয়ে পড়ে থাকবে। আমার ভালো করেই মনে আছে, এই শপথটা ও খুবই বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছিল। তারপর রিভলভার আর গুলি ভরা বাকস্কিনের খাপটা মাথার ওপর ধরে একটা ভোঁদড়ের মতো দ্রুত এবং নিঃশব্দে ও পানিতে নেমে গেল।

যেমনটা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম, খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছিল কুয়াশার আড়াল। তখন আবার এল পূবালী বাতাসের ঝাপটা। অনেকবারই খেয়াল করেছি, আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় মাঝরাত থেকে ভোর রাতের মধ্যে প্রায়ই এই বাতাসটা দমকে দমকে বইতে থাকে। সে রাতেও বইছিল। তবে বাতাসের দমকা সত্ত্বেও

নদীর ওপর ঝুলে ছিল হালকা কুয়াশার মেঘ। সেই হালকা কুয়াশার ভেতর দিয়ে অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি, প্রায় একশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে ছিল ওয়ালুদের ক্যানুটা।

ঠিক তখন আমার হৃৎপিণ্ডটা ধুমাধুম লাফাতে শুরু করল। কারণ, হালকাভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম ক্যানুতে কিছু একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। দেখলাম, ক্যানুটা ঘুরে গেল। এবং মনে হলো কয়েকটা কণ্ঠ শুনতে পেলাম, যেগুলো কিছু একটা দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছে। হতভম্ব কয়েকটা মনুষ্য মূর্তি উঠে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর পানিতে ছলাৎ করে একটা আওয়াজ শুনলাম, তারপর আবার নীরব হয়ে গেল সব। ধরে নিলাম, হ্যান্স নিরাপদেই ক্যানু পর্যন্ত পৌঁছেছে। তবে ও ক্যানুতে চড়তে পেরেছে কি না তখনও বুঝিনি। আশা করছিলাম শুধু, ও ঠিকঠাক আছে।

অসম্ভব বিপজ্জনক এই গুহায় বসে থাকার আর কোনো দরকার ছিল না। কাজেই এটা ছেড়ে স্লুইস গেটের ঘরে যাওয়ার জন্য উঠলাম। সাবিলা তখনও আধা অচেতন মতো হয়ে ছিল। ওকে সাহায্য করতে আমি ধরলাম ওর ডান হাত আর ড্রামানা ধরল বাম হাত। ধরে যতটা সম্ভব দ্রুত দৌড়ে আমরা পৌঁছে গেলাম মেশিন ঘরের পাশে। নিরাপদেই ঢুকতে পারলাম সেখানে। ওদের দু'জনকে ওখানে বসালাম। তারপর গেলাম জেলেদের ব্যবহার করা সেই পাথরটার পাশে। ওটার পাশ থেকে খুব সাবধানে একটু একটু করে মাথা তুলে দেখতে লাগলাম এবং অপেক্ষায় রইলাম হ্যান্সের।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমাদের পরিকল্পনাটা ছিল, ওকে আসতে না দেখা পর্যন্ত আমি ফিউজে আগুন দেব না?

কিন্তু কোনো ক্যানু এদিকের ছায়াও মাড়াল না। সূর্যের আলো ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষায় রইলাম। অপেক্ষার ঘণ্টাগুলো তখন অনন্ত

কালের মতো লম্বা মনে হচ্ছিল। বারবার করে উঠে গিয়ে দেখে আসছিলাম, সাবিলা আর ড্রামানা ঠিকঠাক আছে কি না। এই আসা যাওয়ার মধ্যেই আবিষ্কার করি, ক্যানুতে ওদের বাবা, সর্দার ওয়ালু এবং ইসিকোর দু'জনেই ছিল। তবে এই "জ্ঞান" ওদের এদিকে না আসার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। ওদিকে হ্যান্স নৌকায় পৌঁছেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন ওরা আসছিল না তা-ও বুঝতে পারছিলাম না। হতে পারে, ক্যানুতে চড়ার চেষ্টায় কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে গেছে ও। এমন কিছু হলে ওদের না আসার একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। সেটা হচ্ছে, এখানে আমরা যে মহাবিপদ মাথায় নিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করছি, সেটা কেউ জানেই না। আরেকটা হতে পারে, ওদের অসভ্য ধর্মীয় কারণে ওরা আমাদের উদ্ধার করতে আসবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে।

চিন্তায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো ফুটবে। কোনো সন্দেহ নেই তখন ধরা পড়ে যাব। ফলাফল, নিশ্চিত মৃত্যু। সম্ভবত, সাথে তখন ফাও হিসেবে জুটবে ধীর এবং তীব্র যন্ত্রণাদায়ক অত্যাচার। অপর দিকে, যদি এখন পাউডারে আগুন দেই তা হলেও বিকট শব্দ হবে। এমনকী এভাবেও ধরা পড়ে যাব। তারপরও কথা থেকে যায়। কারণ, বিস্ফোরণ হলে বিপুল পরিমাণ পানি ঢুকে যাবে এই এলাকায় মনে হলো, বন্যার পানি তখন পুরোহিতদেরকে বাধ্য করবে আমাদের "শিকার করা" বাদ দিয়ে, নিজেদের জান বাঁচানো নিয়ে চিন্তা করতে।

নদীর দিকে তাকালাম। কুয়াশার কারণে ক্যানুটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। সেটা ওখানে থাকতেও পারে আবার ফেরত গিয়ে থাকতে পারে। তবে ওটা যদি চলে যেত, তা হলে হ্যান্স নিশ্চয়ই ওর রিভলভার থেকে গুলি করে আমাকে সতর্ক করে দিত। অথবা হয়তো সাঁতরে দ্বীপে ফিরে আসত। যাতে বিপদ যাই হোক,

দু'জন মিলে যেন সেটার মোকাবেলা করতে পারি। তবে শেষ কথা হলো, যতই এসব নিয়ে চিন্তা করলাম ততই দ্বিধা বাড়তে থাকল। অবশ্যই কিছু একটা হয়েছে ওর। কিন্তু কী?

এদিকে লেকের পানি বাড়ছেই। সিঁড়ির সবগুলো ধাপই ততক্ষণে চলে গিয়েছিল পানিতে তলিয়ে গেছে। আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি উঠলেই সবচেয়ে উঁচু ধাপটাও চলে যাবে পানির নীচে। ওদিকে এর ওপর উপুড় হয়ে থেকেই আমাকে সবদিক দেখতে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই লেকটাকে আড়াল করা এই বাঁধ উপচে পানি আসতে শুরু করবে এদিকে। সেক্ষেত্রে মেশিন ঘরকে আর কোনোমতেই নিরাপদ আশ্রয় ভাবা যাচ্ছিল না।

মনে হয় তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে, ঘাটের পাশেই একটা বিরাট পাথর ছিল। ওটার উচ্চতা অন্তত সাত আট ফুট তো হবেই। সম্ভবত দূর অতীতে আগ্নেয়গিরি থেকে ছিটকে এসেছিল পাথরটা। এটার ওপর অনায়াসে তিনজনের জায়গা হয়ে যাবে। আর ওটায় চড়তেও খুব একটা অসুবিধা হবে না। তার ওপর বন্যার পানি তৎক্ষণাৎ এটাকে ডুবাতে পারবে বলেও মনে হচ্ছিল না। কারণ, তা হতে হলে পুরো অঞ্চলটাকেই তলিয়ে যেতে হতো অনেক গভীর পানির নীচে। ঠিক তখন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। হঠাৎ করে অমন দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মনে হচ্ছিল, কোনো অপার্থিব ইশারা আমাকে দিয়ে চিন্তা করিয়ে নিয়েছে।

সিদ্ধান্ত নিলাম ড্রামানা আর সাবিলা, দু'জনকেই ওই পাথরটার ওপর নিয়ে যাব। তারপর ওদেরকে ঢেকে দিব ড্রামানার কালো চাদরটা দিয়ে। আশা করছিলাম নির্মল চন্দ্রালোক থাকলেও প্রহরীরা ওদেরকে খেয়াল করবে না। অবশ্য যদি কোনো প্রহরী আদৌ বাইরে পাহারায় থেকে থাকে, তা হলেই। তারপর আমি মেশিন ঘরে ফিরে গিয়ে বোমার সলতেয় আগুন দিব। এবং ফিরে

এসে পাথরটায় চড়ে অপেক্ষায় থাকব ক্যানুর আসার। তবে ততক্ষণে আমার মনে ঘোর সন্দেহ দেখা দিয়েছিল যে ক্যানুটা আসলেই তখনও ওখানে ছিল কিনা।

সমস্ত দ্বিধা আর সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে কাজে লেগে গেলাম। মনে হচ্ছিল অন্যরকম এক শক্তি যেন কাজ করছিল আমার ভেতর। দুই বোনকে নিয়ে এলাম পাথরের ওপর। ওরা ভাবছিল উদ্ধারকারীরা বোধহয় চলে এসেছে, তাই যতটা সম্ভব দ্রুত পথ চলল দু'জনেই। ওদের আর আমাদের টুকিটাকি যা কিছু ছিল, সব তুলে দিলাম পাথরের ওপর। তুলে ঢেকে দিলাম ড্রামানার কালো ক্লোক দিয়ে। তারপর মেশিন ঘরে গিয়ে আগুন দিলাম ফিউজে। শুকনো ফিউজটা খুব ভালোমতো জ্বলছে দেখে বাইরে এসে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করলাম। তারপর দিলাম ঝেড়ে দৌড়। দৌড়ে এসে চড়ে বসলাম পাথরের ওপর।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। এতক্ষণেও কিছু হচ্ছে না দেখে ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম যে, আমাদের এত সাধের পরিকল্পনায় বুঝি পানি পড়ে গেল। ঠিক তখনই কানে এল বিস্ফোরণের গুরুগম্ভীর শব্দ। তবে গম্ভীর হলেও খুব বেশি ছড়ায়নি আওয়াজটা। মাত্র পনেরো কদম দূরে ছিলাম আমরা। ওখান থেকে যতটা আওয়াজ শুনেছি, তাতে মনে হয়েছিল খুব মনোযোগ দিয়ে কান পেতে না থাকলে এই আওয়াজ শুনতেই পাবে না কেউ। মেশিন ঘরটা খুব ভালোভাবে বানানো হয়েছিল। বিস্ফোরণের অনেকটা শব্দ ওটার পুরু দেয়াল আর ছাদ হজম করে ফেলে। শব্দটা এমনকী একটা রাইফেলের গুলি ফোটার আওয়াজকেও হারাতে পারবে না। বিস্ফোরণের শব্দটা ভেসে আসার পরই শুনতে পেলাম খুব ভারী কিছুর মাটিতে ভেঙে পড়ার আওয়াজ।

কিন্তু ওদিকে তাকিয়ে থেকেও কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

তারপর দেখি, সেচ খালের স্থির পানি হঠাৎ করেই গতি পেয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তেই মেইল ট্রেনের গতি পেয়ে গেল স্রোতধারা। সাফল্যের তীব্র উচ্ছ্বাসে মনে মনে চিৎকার করে উঠলাম, আমি পেরেছি!

ভেঙে গেছে স্লুইস গেট। বাঁধ ভাঙা শক্তি নিয়ে হুড়মুড় করে দেয়ালের ভেতর ঢুকছে বন্যার পানি। তবুও চাতক পক্ষীর মতো ওদিকে তাকিয়ে রইলাম আরও কিছু ঘটার অপেক্ষায়। হ্যাঁ, কয়েক মুহূর্ত পরই দেখি চ্যানেলের পাশ থেকে ধসে পড়ল একটা বড়সড় পাথর। তারপর আরেকটা, আরেকটা, আরেকটা। এভাবে ধসে পড়তে শুরু করল পুরো দেয়ালটাই। লেকের পানির আগ্রাসী জোয়ারকে আটকে রাখা বাঁধে গর্তের আকার ক্রমেই বড় থেকে বৃহত্তর হতে থাকল। এবং তা দিয়ে সর্বগ্রাসী শক্তি নিয়ে ঢুকতে থাকল লেকের পানি। ক্রমেই বেড়ে চলল পানির গতি এবং শক্তি। দারুণ মজবুত করে বানানো সত্ত্বেও মেশিন ঘরটা বিধ্বংসী এই পানির স্রোতের সামনে পড়ে স্রেফ খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। মুহূর্তেই নেই হয়ে গেল ওটার ভিত্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা খুঁটিগুলো বেশ অনেকটা দূরে দেখতে পাচ্ছিলাম ঘরের চাল ভেসে যাচ্ছে। পানির স্রোত ততক্ষণে বাঁধের বাইরের অন্যান্য নিচু এলাকা ডোবাতে শুরু করে দিয়েছে

পুব দিকে তাকালাম। আলো ফুটতে শুরু করেছে যেখানে মনে হচ্ছিল আকাশ গিয়ে লেকের সাথে মিশেছে, ধূসর হতে শুরু করেছে সেখানটা ভোর আসন্ন।

বাঁধের গর্তটা তো আগে থেকেই ক্রমাগত বড় হচ্ছিল, হঠাৎ একটা গম্ভীর গর্জনের সাথে সেটা অনেকটা বড় হয়ে গেল। দেয়ালের বড় একটা অংশ ধসে পড়েছে। স্রোতের গতি এক লহমায় বেড়ে গেল কয়েক গুণ। পানি ওখান দিয়ে ঢুকতে থাকল অবিশ্রান্ত এবং সচল একটা দেয়ালের মতো। দৃশ্যটা মনে নিরেট

একটা আতঙ্কের পর্দা দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিল। আমাদের আশ্রয় দেয়া পাথরটা ততক্ষণে আক্ষরিক অর্থেই পরিণত হয়েছিল সমুদ্র পরিবেষ্টিত একটা দ্বীপে।

তখন পুব আকাশে দেখা দিল সূর্যের প্রথম রশ্মি। যেন মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের বুকে গিয়ে ঢুকল আলোর বর্শা। আশপাশের ঘটনা ভুলে যেতে পারলে এমন দৃশ্য আসলেই মনকে তুলে নিয়ে যায় এক অপার্থিব সুন্দরের মাঝে। তবে সে মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এটাই হবে আমার দেখা শেষ সূর্যোদয়। তারপরও দারুণ আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করলাম অনিন্দ্য সুন্দর সেই দৃশ্য।

এদিকে আমার পাশে বসা মহিলাটি তখন উঠে বসে কাঁদতে শুরু করেছে। ভয় পাচ্ছিল, আমাদের আশ্রয়দানকারী পাথরটাও হয়তো স্রোতের তোড়ে ধসে যাবে। সত্যি বলতে, আমারও যে খুব একটা দ্বিমত ছিল তা বলব না। টের পাচ্ছিলাম পাথরটা কাঁপতে শুরু করেছে। যে কোনো সময় ওটা তার আদি ভিত্তির আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারে। স্রেফ একবার উল্টাতে হবে ওটাকে। তারপরই আমরা ভেসে চলে যাব লেকের অতল পানির ভেতর। এবং এ থেকে উদ্ধারের কোনো বাস্তব উপায়ও ছিল না। কাজেই ঠিক করলাম, ওদের আতঙ্কের দিকে মোটেও খেয়াল দেব না। যা হয় হোক!

ঠিক তখনই আমাদের কয়েক ফুট দূরে কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ওয়ালুদের ক্যানুর গলুই। সেটার হাল ধরে থাকা লোকটার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হ্যান্স। পানির অব্যাহত গর্জনের কারণে বৈঠা বাওয়ার কোনো শব্দই আমার কানে আসেনি।

যা-হোক, উঠে দাঁড়ালাম। হ্যান্সও আমাকে দেখতে পেল। ওদেরকে ইশারা দিয়ে দেখিয়ে দিলাম কোথায় থামাতে হবে। ব্যাপারটা আসলেই ছিল দারুণ বিপজ্জনক একটা কাজ। প্রতি

মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ক্যানুটা স্রোতের ভেতর পড়ে গেল। কিন্তু ওয়ালু দাঁড়িরা ছিল যথেষ্ট দক্ষ এবং বুদ্ধিমান। তার ওপর হ্যান্সের তাক করা পিস্তলটা ছিল ওদের জন্য বাড়তি প্রেরণা!

ক্যানুর গলুই এসে ঘষা খেল পাথরের সাথে। হ্যান্স আমার দিকে ছুঁড়ে দিল রশির একটা প্রান্ত। ওটা এক হাতে ধরে রেখে ড্রামানা আর সাবিলাকে ঠেলে পাঠালাম ক্যানুতে। তারপর ছুঁড়ে দিলাম আমাদের জিনিস পত্রের পোঁটলা। তারপর নিজেও দিলাম মরিয়া এক লাফ। কারণ, টের পাচ্ছিলাম, পায়ের নীচে পাথরটা গড়াতে শুরু করে দিয়েছে। তবে ঠিকমতো ল্যাণ্ড করতে পারলাম না। অর্ধেকটা শরীর পড়ল ক্যানুর বাইরে। হ্যান্স এবং আরেকজনের বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরে উঠে পড়লাম ক্যানুর ওপর। পিছনে তাকিয়ে দেখি, হলুদ, নোংরা পানির নীচে গায়েব হয়ে গেছে পাথরটা।

পাক খেয়ে দুলে উঠল আমাদের বাহন। তবে ক্যানুটা ছিল যথেষ্ট বড় এবং মজবুত। চিৎকার করে হ্যান্স বলল, কোন্ দিকে যেতে হবে। দাঁড়িরা যেন প্রাণ হাতে নিয়ে বৈঠা বাওয়া শুরু করল। এভাবে ওদেরকে বাইতে হয়নি আর কখনও। কেটে গেল আতঙ্কে অবশ করা কয়েকটা মুহূর্ত। আমাদেরকে প্রবল শক্তিতে টানছিল তীব্র স্রোত। এক ইঞ্চিও এগুতে পারছি বলে মনে হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত এগুতে শুরু করলাম আমরা। তবে এবার বলির বেদীর দিকে। তার এক মিনিটের মধ্যেই স্রোতের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারি।

'আরও আগে এলে না কেন, হ্যান্স?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ও, বাস, কারণ আলো না ফোটা পর্যন্ত এই ওয়ালু গাধাগুলো মোটেও নড়তে চাইছিল না। ওয়ালু আর ইসিকোর যদিও চেয়েছিল, কিন্তু অন্যরা নাকি তা হলে তাদেরকে মেরে ফেলবে।

বলেছিল অমন কিছু করা ওদের ধর্ম বিরুদ্ধ।'

'ওদের দশ পুরুষ পর্যন্ত অভিশপ্ত হোক!' বলে চুপ করে গেলাম। কারণ এই প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের সাথে কথা বলেই বা কী লাভ। সত্যি বলতে, কুসংস্কারই এখন পর্যন্ত পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কখনও কখনও এটা ধর্মের চেহারা নিয়ে বিভ্রান্ত করছে তার শিকারকে। একই ঘটনা ঘটছিল ওখানেও। বিভ্রান্তির শিকার এই ওয়ালুরা নিজেদেরকে ভাবত খুব "ধার্মিক" একটা জাতি। যা-হোক, এভাবেই শেষ হয় ভয়ঙ্কর সেই রাত।

অধ্যায় ১৪

হিউহিউর বিনাশ

ক্যানু থামানো হলো বলির পাথরের গা ঘেঁষে। ক্যানুর মাঝখানে বসে ছিল রাজকীয় পোশাক পরিহিত "রাজা" ওয়ালু। তার মাথায় জড়ানো ছিল ওয়ালুদের ঐতিহ্যবাহী পাগড়ি। দেখে মনে হচ্ছিল যেন মাতাল হয়ে ওখানে বসে আছে সে। আমি তখন জানতে চাইলাম যে তাদের আসতে এত দেরি হলো কেন। জবাবে নিঃস্পৃহ কণ্ঠে সে বলল, 'কারণ, এটাই আমাদের আইন, লর্ড। আইনের কারণে সূর্য উঠার পর মহান হিউহিউর আগমনের অপেক্ষায় থাকি আমরা। থাকি যতক্ষণ সে পবিত্র স্ত্রীকে গ্রহণ না করে, সে পর্যন্ত।'

আমি তখন বললাম, 'ভালোই বলেছ। "পবিত্র স্ত্রী" তো এখন আমার হাঁটুর উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। (কথাটা সত্যি। সেই যখন সাবিলাকে উদ্ধার করে এনেছি, তখন থেকেই ও আমার সাথে থাকছে। অন্য কারও উপর সে মোটেও ভরসা রাখতে পারছিল না। একই মনোভাব ছিল ড্রামানারও। ও শুয়েছিল আমার অপর হাঁটুর উপর মাথা দিয়ে।) হিউহিউ, তা সে মহান হোক বা না হোক, সে যেন পবিত্র স্ত্রী খুঁজতে এখানে না আসে। তবে সে যদি চায়, তার শরীরে মুঠোর মতো বড় একটা গর্ত হবে, তা হলে অবশ্য ভিন্ন কথা।' ওয়াটারপ্রুফ কেসে আরামে শুয়ে থাকা আমার এক্সপ্রেস রাইফেলে চাপড় দিয়ে কথাগুলো বললাম।

'তারপরও আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কারণ আমাদের আইন বলে, পবিত্র স্ত্রীর বাঁধন আলগা না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ জায়গা ছেড়ে নড়তে পারব না। ওই তো পাথরের সাথে আরেকটা "পবিত্র স্ত্রী" বাঁধা দেখতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, পবিত্র। বরং বলা উচিত পবিত্রতম! কারণ বহু আগেই সে মারা গেছে। আর সব মৃতদেহ-ই তো পবিত্র। একান্তই যদি থাকতে হয়, থাকো। আমিও দেখতে চাই শেষ পর্যন্ত কী হয়। হিউহিউ এখানে আমাদের ধরতে পারবে বলে মনে হয় না।'

কাজেই আমরা বসে রইলাম। সূর্য উঠছে। দিক-দিগন্তে আলোর বর্শা ছুঁড়ে অন্ধকারকে হটিয়ে উঠে এল বিরাট হলুদ থালার মতো সূর্য। এ এমন শ্বাসরুদ্ধকর, অনিন্দ্য-সুন্দর দৃশ্য, যার বর্ণনা মুখের কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

ওদিকে, গত এক সপ্তাহের প্রচণ্ড ভারী বৃষ্টির ফলে লেকে জমা হওয়া পানি অস্বাভাবিক গতি আর শক্তিতে দেয়ালের ভাঙা অংশটা দিয়ে ভিতরে ঢুকছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, এ এক অপ্রতিরোধ্য সেনা দল। কোনো বাধা-বিঘ্নের কাছেই মাথা নোয়াতে জানে না। ওদিকে পানির তীব্র কামড়ে দ্বীপের বাঁধ সদৃশ দেয়ালের গর্তটা প্রতি মুহূর্তেই বড় হচ্ছিল। মনে মনে তখন অবাক হয়ে ভাবছিলাম, দুনিয়ায় কী পানির চেয়ে অপ্রতিরোধ্য আর কিছু আছে? চাষ করা প্রায় সবটুকু জমিই ততক্ষণে তলিয়ে গেছে কয়েক ফুট পানির নীচে। তবে পানি তখনও পাহাড়ের কোলে বানানো ঘরগুলোর নাগাল পায়নি। ওগুলোর একটাতেই ছিলাম আমরা। এবং বন্যা তখনও বলির পাথরটাকেও তলাতে পারেনি। মনে আছে নিশ্চয়ই, বলেছিলাম, ওই পাথরটা ছিল মাটি থেকে এক মানুষের চেয়েও বেশি উঁচু। সুদূর অতীতের কোনো এক সময় হয়তো এই সমতল চূড়াঅলা জিনিসটা লাভার স্রোতের সাথে ভেসে এখানে চলে এসেছিল। পরে এটাকে বানিয়ে নেয়া

হয় বলি দানের বেদী। তবে পাথরটা হিউহিউর গুহার দিকে কাত হয়ে থাকায় হয়তো আমার ধারণা নিয়ে সন্দেহ হতে পারে। তবে আগ্নেয়গিরির ভেতরের প্রবল চাপ এবং আরও অন্যান্য কারণে এমনটা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

যেহেতু পাথরটা পানির নীচে তলিয়ে যায়নি এবং গুহা থেকে নেমে আসার পথেও কোনো বাধা ছিল না, তাই সঙ্গী-সাথী সহ উদয় হলো হিউহিউ। এবং নেমে আসতে শুরু করল সে। ধারণা করি, বিগত বছরগুলোতেও সে এভাবেই নেমে এসেছিল তার জন্য আনা "পবিত্র স্ত্রী"র দখল নিতে!

ঠিক তখন অ্যালানকে বাধা দিল আমাদের ক্যাপ্টেন গুড। বলল, 'তা কীভাবে সম্ভব? একটু আগেই না বললে যে তুমি হিউহিউর মূর্তি দেখেছ মাত্র, জীবিত হিউহিউকে নয়? তা হলে একটা মূর্তি কীভাবে হেঁটে এল?'

অ্যালান তখন পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কখনও মূর্তিকে বয়ে এক জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিতে দেখনি? তবে এখানে ঘটনা তেমন ছিল না। এখানে হিউহিউ নিজেই হেঁটে গুহা থেকে বেরিয়ে আসে। তখন তার সাথে ছিল কিছু মহিলা আর কয়েকটা পশমি মানব। হিউহিউকে তখন দেখতে লাগছিল বিশাল এবং এক কথায় দানবীয়। দুটো জিনিস বুঝলাম তখন। প্রথমত, সাবিলা বলেছিল যে অনেকেই হিউহিউকে দেখেছে দ্রুত চলতে। ইসিকোরও তা-ই বলেছিল। বলেছিল, সে-ও হিউহিউকে দেখেছে খুব দ্রুত হেঁটে যেতে। দ্বিতীয়ত, "কনেকে" নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ক্যানুগুলোকে একটু দূরে সরে থাকাই কেন ওদের "আইন"।

ব্যাপার হচ্ছে, জনসমক্ষে এর উপস্থিতি প্রমাণ করছে যে, হিউহিউ বাস্তবেও তার "ভক্তদের" মাঝে বিরাজমান। সে স্রেফ একটা বীভৎস মূর্তি নয়। এবং ওয়ালুদের ওপর হুকুম ছিল, ওরা যেন কখনও কারো সাথেই হিউহিউকে নিয়ে কোনোরকম আলাপ-

আলোচনা না করে। ওয়ালুদেরও বিশ্বাস ছিল, তেমন কিছু করলে তাদের উপর নেমে আসবে ভয়াবহ অভিশাপের খড়গ।'

গুড আবার আপত্তি জানাল। বলল, 'কিন্তু হিউহিউ নিজে যে এসেছিল সেটা তো প্রমাণ হচ্ছে না।'

জবাবে অ্যালান বলল, 'হ্যান্সের ভাষায় বললে, গুড তুমি আসলেই "চালাক"। তোমার অসাধারণ "দূরদৃষ্টি" দিয়ে বুঝে ফেলেছ আসলে কী ঘটেছিল। ওখানে আসলেই কোনো হিউহিউ ছিল না। তবে কথা হচ্ছে, তুমি যদি লম্বা আয়ু পাও তা হলে বুঝতে পারবে, দুনিয়ায় প্রতারকের অভাব নেই।' ভদ্র কণ্ঠে কথাগুলো বললেও অ্যালানের কণ্ঠের বিদ্রূপ আর বিরক্তি মোটেও চাপা ছিল না। অ্যালান বলে চলেছে, 'আর ইন্দ্রজালের গাছ শুধুমাত্র হিউহিউর বাগানেই জন্মায় না। যেমনটা বললে, হিউহিউ বাস্তবে ওখানে ছিল না। ছিল হিউহিউর নকল। উঁচু দরের একজন অভিনেতাকে হিউহিউর চামড়া পরিয়ে সেখানে হাজির করা হয়েছিল হিউহিউর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য। এত চমৎকার ছিল তার অভিনয় যে মাত্র পঞ্চাশ কদম দূর থেকেও গুহায় দেখা মূর্তি আর এটার মধ্যে প্রায় কোনো পার্থক্যই করা যাচ্ছিল না।'

আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে প্রায় বারো ফুট লম্বা হিউহিউ দ্রুত নেমে আসছিল গুহা থেকে। অথবা অন্যভাবে বললে ডাচা নেমে আসছিল হিউহিউর সাজ নিয়ে। হিউহিউর শুকনো চামড়া ছিল তার গায়ে। আর মুখে ছিল ক্যানভাস বা অন্য কিছুর উপর রঙ-চং লাগিয়ে প্রায় হুবহু হিউহিউর মতো করে বানানো মুখোশ।

ওদিকে আমাদের ক্যানুর "ধার্মিক" আরোহীরা "স্বর্গীয় দেবতার" মর্ত্যাগমন প্রত্যক্ষ করে প্রবল ভক্তিতে মাথা নুইয়ে দিচ্ছিল। পারলে শুয়ে পড়ে আর কী! দেখি ইসিকোরও একই কাজ করছে। এমনকী ভুক্তভোগী দুই সহোদরা, ড্রামানা আর সাবিলাও মাথা নুইয়ে দিয়েছে! তবে ওদের দৃষ্টিতে ছিল বিতৃষ্ণা

আর ঘৃণার অভিব্যক্তি। ড্রামানার ব্যাপার হলো, সে অনেক দিন পুরোহিতদের মাঝে থাকায় ওদের গোপন প্রায় সবকিছুই ছিল তার জানা। কাজেই তার ঘৃণা অস্বাভাবিক নয় মোটেও। তবে সাবিলার ব্যাপারটা ছিল ভিন্ন। সম্ভবত সে তখনও ভাবছিল যে হিউহিউ হয়তো আসলেই একজন আছে। এবং ইসিকোরের উচিত ছিল এই "দেবতাকে" আরেকটু কম সম্মান জানানো। এবং তাকে দেবতার কাছে সমর্পণে রাজি না হওয়া। তোমরা সবাই-ই হয়তো খেয়াল করেছ যে, মহিলারা যতই ধার্মিক হোক না কেন, একটা পর্যায়ে গিয়ে তারা ঠিকই বাস্তববাদী হয়ে যায়।

যা-হোক, এগিয়ে আসছিল, হিউহিউ। এবং তাকে অনুসরণ করে আসছিল সাদা রোব পরিহিতা, তার ভক্ত মহিলার দল। তাদের কণ্ঠে বাজছিল একটা সুরেলা সঙ্গীত। সম্ভবত বিয়ে বিষয়ক কোনো গান। এবং এই দলের পেছন পেছন আসছিল তাদের পশমি সহকারীরা। তবে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, দলের মহিলারা ব্যাপারটা মোটেও উপভোগ করছিল না। ওদের একজন একবার পানির দিকে এক পলক তাকাল। তারপরই চেষ্টা করল পিছন ফিরে দৌড় দিতে। কিন্তু সে বেচারিকে ধরে ফেলল তাদের সাথের মহিলারা। কারণ, হতে পারে এমন "অনুষ্ঠান" থেকে পালানো মারাত্মক অপরাধ। যা-হোক, "বরযাত্রা" এক সময় এসে দাঁড়াল বেদীর সামনে। কনের "সহায়তাকারী" উঠে দাঁড়াল বেদীর ওপর। আর তার পিছনে এসে দাঁড়াল হিউহুয়ার দল।

ঠিক পরমুহূর্তেই দেখলাম হিউহিউর সাথে আসা মহিলাদের একজন হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তার গলা দিয়ে যে চিৎকারটা বের হলো, তাতে মনে হয় কেঁপে উঠল পুরো লেক আর তার আশপাশের সবকিছু। একদম বাষ্পীয় ট্রেনের হুইসেলের মতো বেজে উঠল তার গলা। এবং সাথে সাথেই অন্য মহিলারাও শুরু করে দিল সাইরেন বাজানো। তবে তাদেরটা ছিল

আর্তনাদের সাইরেন। অবস্থা দেখে হিউহিউ স্বয়ং ঘুরে এগিয়ে গেল ওদিকে। এবং তাকিয়ে দেখল মেয়েটির দিকে একবার। তারপর মৃত মেয়েটির মুখের সামনে যে পর্দাটা আমি ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম একটানে ছিঁড়ে ফেলল সেটা। পরমুহূর্তেই পিছন ফিরে গুহার দিকে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটল তার পক্ষে যতটা জোরে সম্ভব।

আর আমার সহ্য হলো না। কেস থেকে তুলে নিলাম লোড করে রাখা আমার ডাবল ব্যারেল এক্সপ্রেস রাইফেলটা। তবে নিশানা করলাম, যেখানে আশা করছিলাম হিউহিউর খোলসের ভেতর ডাচার মাথা থাকবে তার কিছুটা উপরে। চাইছিলাম না যে ও একবারে মরে যাক। বরং চাইছিলাম ভয় দেখাতে। সূর্য উঠে গেছে। আলোও ছিল বেশ। ফলে নিশানা ভুল হওয়ার সুযোগ নেই। গুলি চালালাম। লাগলও সেটা একদম জায়গা মতো। সেই সাথে পরিষ্কার হয়ে গেল, ওখানে আসলেই কৌশল খাটানো হয়েছিল। খোলসটা বেবুনের শুকনো চামড়া বা অন্য যা কিছু দিয়েই বানানো হোক, গুলি খেয়ে ফুটো হয়ে গেল সেটা। ওই দেশে আর কখনও ডাচার মতো অমন ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ একজনকে জনতার সামনে এমন নাঙ্গা হওয়ার মতো অবস্থায় পড়তে দেখেনি কেউ!

মনে হলো, সময় যেন থমকে গেছে। ডাচা তার "রাজকীয়" বা "স্বর্গীয়" মুখোশ সহ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত সে ওভাবেই পড়ে রইল। তারপর দেবতার সাজ পোশাক ওখানে ফেলেই আর্তনাদরত মহিলা আর পশমি মানবদের পিছন পিছন দিল ছুট।

বন্দুকের তেলেসমাতিতে আতঙ্কিত ওয়ালু আর তার সহযোগীদের দিকে ফিরে আমি বললাম, 'দেখলে তো, তোমাদের দেবতা কীসের তৈরি?'

সর্দার ওয়ালু কোনো জবাব দিল না। স্পষ্টতই সে নিদারুণ বিস্মিত হয়েছে। বিস্ময়ের আতিশয্যে ভাষা হারিয়ে ফেলেছে সে। এমন প্রতারণার স্বীকার হতে দুনিয়ার কে-ই বা পছন্দ করে। তবে তার একজন সহযোগী, যে ছিল আনুষ্ঠানিক সময় গণনাকারী, সে ঘোষণা দিল, সূর্য উঠে গেছে। পবিত্র বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাও শেষ। কাজেই সময় হয়েছে ফিরে যাবার।

আমি তখন স্পষ্ট গলায় বললাম, 'না। আমি এখানে তোমাদের জন্য অনেক লম্বা সময় ধরে অপেক্ষা করেছি। এখন তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করবে। দেখতে চাই, শেষ পর্যন্ত কী হয়।'

গণনাকারী লোকটাকে মনে হলো এক কথার মানুষ (বেশির ভাগ সময়)। সে তার দাঁড় পানিতে নামিয়ে দিল। দেখাদেখি একই কাজ করল অন্য দাঁড়িরাও। যেন ওটা ছিল কোনো সঙ্কেত। তখন হ্যান্সের পিস্তলের বাট গিয়ে পড়ল সময় গণনাকারীর কপালের উপর। তারপর লোকটার কপালে ঠেসে ধরল ওর পিস্তলের ব্যারেল। এবার সময় রক্ষক বুঝল, আমার কথা মেনে নেয়াই তার জন্য "স্বাস্থ্যকর"। সে একবার বিড়বিড় করে হ্যান্সের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভদ্র লোকের মতো পানি থেকে তুলে নিল তার দাঁড়খানা। অন্যদেরও তাই করতে বলল।

কাজেই ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। অপেক্ষায় রইলাম কী ঘটে দেখার। সত্যি বলতে, দেখার মতো অনেক কিছুই তখন ঘটছিল। যেমন, পানি বাড়তে বাড়তে বেদীর পাথরের উপর উঠে গেল। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পৌঁছে গেল "চির প্রজ্জ্বলিত" শিখা অনির্বাণের গোড়ায়। ফলে অগ্নিশিখাটিকে আর "চির প্রজ্জ্বলিত" বলার উপায় রইল না। কারণ, পানির স্রোত ওটাকে নিভিয়ে দিয়েছে। ধোঁয়া আর বাষ্পের মেঘ উঠছিল শুধু ওখান দিয়ে। এ ঘটনার তিন মিনিটের মধ্যেই পানি যেতে শুরু করে

হিউহিউর গুহার দিকে। তখন থেকে শুরু করে একশ পর্যন্ত গুনে সারার আগেই দেখি গুহার ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে ভেতরের লোকজন। এমনভাবে দৌড়াচ্ছিল সবাই, যেন খোদ শয়তান তাড়া করেছে তাদের। প্রধান পুরোহিত ডাচাও শামিল ছিল সেই মিছিলে। বুদ্ধিমানের মতো সে-ও পিতৃপ্রদত্ত জান বাঁচাতে সবার সাথে দৌড়ে গুহা থেকে বের হয়ে আসে।

ডাচা এবং অন্য যারা প্রথম দিকেই গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল তারা পানির প্রথম ধাক্কায় ভেসে যায়নি। বরং জল কাদার ভেতর দিয়ে আছড়ে-পাছড়ে কোনোরকমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল পাহাড়ের অন্য পাশে। কিন্তু পরের দলটি অতটা ভাগ্যবান ছিল না। কারণ, মুহূর্তের মধ্যেই পানির স্রোত কয়েক ফিট উঁচু হয়ে যায়। এর সাথে কোনোভাবেই লড়াই করা সম্ভব ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা সবাই হারিয়ে যায় স্রোতের ঘূর্ণি আর বুদ্বুদের ভেতর। এর মিনিট দুয়েকের ভেতর ধসে যায় আগ্নেয়গিরির পাদদেশের সবগুলো ঘর। যেন দৈব ইঙ্গিতে এক সাথে ধসে পড়ল সবগুলো ঘর এবং মুহূর্তেই সলীল সমাধি পেল সেগুলো।

এই ধাক্কায় মনে হলো প্রায় সবাই মারা গেছে। ভাবছিলাম, ডাচার কপালে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে ওকেও নিকেশ করে ফেলব কি না। ও ব্যাটা তখন পাহাড়ের একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ওর রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যেতে দেখছিল। সবই ছিল ওর। ওর পাহাড়, ওর মন্দির, ওর শহর, ওর দেবতা, ওর ভৃত্য আর ওর মহিলা (পড়ুন, বৈধ-অবৈধ স্ত্রী)। যা গেল সবই ছিল ওর। তবে শেষ পর্যন্ত ওকে আর গুলি করিনি। তখন মনে হচ্ছিল, কিছু একটা যেন আমার ভেতর থেকে বলছে, বদমাশটাকে যেন ওর ভাগ্যের হাতেই সঁপে দিই। ওর সাথে তাই হোক যা নিয়তি হিসেবে লিখে রাখা আছে। আমি তখন দাঁড় নামানোর জন্য প্রায়

বলেই ফেলেছিলাম, এমন সময় পাহাড়ের চূড়ার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে হ্যান্স।

তাকালাম সেদিকে। দেখি, পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে বিপুল পরিমাণ বাষ্প আর ধোঁয়ার মেঘ। যেন একটা দানবীয় আকারের বাষ্পীয় ইঞ্জিন সচল হয়েছে। এবং বাষ্পের প্রচণ্ড চাপে পাগলের মতো ফুঁসছে সেটা। তবে এই হিসেবটাকেও কয়েক মিলিয়ন দিয়ে গুণ করে কল্পনা করতে পারলে ব্যাপারটার কাছাকাছি একটা চিত্র বোঝা যেতে পারে। আর এমন অবস্থায় বাষ্পীয় ইঞ্জিন যেমন তীক্ষ্ণ হুইসেল দিয়ে ভিতরের চাপ কমায় এখানেও তেমনটাই ঘটল। তবে এখানে হুইসেলের পরিবর্তে ভয়ঙ্কর হুঙ্কার কল্পনা করে নাও। বড় ভয়াবহ ছিল সেই শব্দ!

'কী করব?' চিৎকার করে জানতে চাইলাম আমি।

'জানি না, বাস। মনে হচ্ছে পাহাড়ের ভেতর পানি আর আগুন কথা বলছে। তবে বেশ বুঝতে পারছি, কেউ কাউকে পছন্দ করেনি। ও'কথাই ওরা পরস্পরকে বলছে। ঠিক একটা অসুখী দম্পতির মতো, যাদের কখনও মতের মিল হয় না। তাই একই ছাদের নীচে থেকে ঝগড়া করতে শুরু করেছে। কিন্তু বের হতে পারছে না কেউই। হিসস্, বের হও হে মহিলা। বেরিয়ে এস ও পুরুষ...,' এ পর্যন্ত বলে হঠাৎ ওর আবোল তাবোল বকবকানি থামিয়ে দিল। রসগোল্লার মতো বড় বড় চোখ করে বেকুবের মতো তাকিয়ে রইল পাহাড়ের দিকে। তারপর আবার বলল আগের সেই অর্থহীন কথাই। তবে এবার অনেক ধীর গতিতে। সাথে শুধু যোগ করল, 'দেখুন, বাস। দেখুন একবার পাহাড়টাকে!'

ঠিক সেই সময়, বজ্র গর্জনের চেয়েও অনেক, অনেক গুণ জোরে ভয়াবহ বিকট এক বিস্ফোরণের সাথে আগ্নেয়গিরিটা স্রেফ দু'টুকরা হয়ে গেল! এর চূড়াটা ঠিক একটা মিসাইলের মতো

রওনা হলো সোজা আসমানের দিকে!

'বাস, আমাকে আগুনের প্রভু নামে সবাই ডাকে। তবে এখন আমি আগুনের প্রভু নই। এই কেয়ামতের নমুনা থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চাই। এর থেকে যত দূরে সরতে পারব ততই নিরাপদ থাকব। *এলেম্যাগেটর!* (মানে, ও খোদা!) ওদিকে তাকান, বাস!' বলে ও আকাশ থেকে নেমে আসতে থাকা লাভার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিশাল সব তরল লাভার দলা ঝরে পড়ছিল আকাশ থেকে। এক একটা দলা যখন পড়ছিল, পানি এমনভাবে বিস্ফোরিত হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন লক্ষ বস্তুতে আঘাত করে বিস্ফোরিত হচ্ছিল টর্পেডো।

'জান বাঁচাতে হলে দাঁড় বাও,' ওয়ালুদের দিকে ফিরে চিৎকার করে বললাম। সাথে সাথে ওরা শুরু করল সর্বশক্তি দিয়ে দাঁড় বাওয়া। তবে আমার কাছে মনে হচ্ছিল এক একটা দাঁড় পানিতে পড়তে যেন এক যুগ সময় লাগছিল। তখন চোখে পড়ল আতঙ্ককর এক দৃশ্য। দেখি, পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামছে তরল লাভা। আর তার সামনে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে ডাচা। তবে দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন নাচতে নাচতে দৌড়াচ্ছে সে। স্বাভাবিকভাবেই ও ছিল আহত। পানির প্রথম তোড় ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারলেও ভালোই আঘাত করেছিল বোঝা যাচ্ছে। ও ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। আর ঠিক তখনই আসতে শুরু করল বিশালাকার এক ঢেউ। সন্দেহ নেই আগ্নেয়গিরির সেই মারাত্মক বিস্ফোরণের ধাক্কাই তৈরি করেছে এই বিশাল জল-তরঙ্গ। সেই দানবীয় ঢেউয়ের মাথায় ডুবতে ডুবতে ভাসছিল হিউহিউর (সাবেক) প্রধান পুরোহিত ডাচা।

ওকে ওভাবে দেখে হ্যাঙ্গের সরস মন্তব্য, 'বাস, মনে হচ্ছে পুরোহিত ব্যাটা আমাদের নৌকায় আশ্রয় চায়। দ্বীপের সুখী জীবন তার জন্য শেষ হয়েছে। এখন থেকে হয়তো ও মূল ভূখণ্ডেই

থাকতে চাইবে।'

'তাই? কিন্তু এ ক্যানুতে ওর জন্য কোনো জায়গা নেই,' বলতে বলতে আমি পিস্তল বের করলাম।

ঢেউ ডাচাকে টেনে আনল আমাদের খুব কাছে। তখন নীচ থেকে পানি তাকে এমনভাবে চাপ দিচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল সে পানির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ও তখন আমাদের দেখতে পেল। দেখে মুঠো ঝাঁকিয়ে অভিশাপের পর অভিশাপ দিয়ে গেল আমাদের। বিশেষ করে ইসিকোর আর সাবিলাকে উদ্দেশ্য করে। দৃশ্যটা সত্যি ছিল আতঙ্ক জাগানিয়া।

তবে হ্যান্সের মনে এসব কোনো দাগ কেটেছে বলে মোটেও মনে হয়নি! দেখি, ও হাত তুলে প্রথমে আমাকে দেখাল। তারপর ইসিকোর এবং সবশেষে সাবিলাকে দেখিয়ে সবার তরফ থেকে নাক-মুখ কুঁচকে ভেঙচি কাটল!

গতির তোড় পড়ে আসতেই পানি আর ডাচার ওজন ধরে রাখতে পারল না। ডুবে গেল সে। হ্যান্স মন্তব্য করল, "হিউহিউকে খুঁজতে গেছে"। এভাবেই শেষ হলো ডাচা নামের কুটিল মনের, কিন্তু শক্ত-সমর্থ এবং যোগ্য একজন লোকের ইতিহাস।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে হ্যান্স বলল, 'বাস, আমি খুশি যে হিউহিউকে খুঁজতে যাবার আগে পুরোহিত ব্যাটা জেনে গেছে, কে ওকে ওর দেবতার কাছে পাঠিয়েছে। না জানলে অবশ্য ও এত রাগ দেখাত না। বাস কী ধরতে পেরেছেন যে, আমরা আসলে কতটা চালাক? আমাদের পরিকল্পনা ঠিকই কাজ করেছে। তবে আমি ক্যানুতে ওঠার পরও এই শয়তানের ভৃত্যগুলো আপনাকে আর ওই দুই মহিলাকে উদ্ধার করতে যেতে রাজি হচ্ছিল না। বলছিল সেটা তাদের আইনবিরুদ্ধ। তখন সন্দেহই হচ্ছিল যে, আমাদের সব আয়োজন হয়তো ভেস্তে যাবে। ক্যানুতে চড়ে

শুকনো কাপড় পরার আগেই ওদের বলেছিলাম আপনাদের তুলে আনতে যেতে। কিন্তু ওরা রাজি হচ্ছিল না। তখন একবার ভেবেছিলাম, এই গরুগুলোর একটাকে মেরে বাকিগুলোকে যেতে বাধ্য করব কি না। কিন্তু তখন মনে হলো, আরেকটু অপেক্ষা করেই দেখি। কারণ, একজনকে মারলে বাকি মূর্খগুলো হয়তো গণ্ডমূর্খ হয়ে যেত। তখন সবকটা মিলে আমাকে মেরে ক্যানু নিয়ে চলে যেত এখান থেকেও দূরে। তাই ঠিক করি, আরেকটু অপেক্ষা করব। বাসও হয়তো স্বীকার করবেন, যা করেছি জ্ঞানীর মতোই করেছি। শেষ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক মতোই শেষ হয়েছে। সন্দেহ নেই, এভাবেই সবকিছু হবে বলে পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন আকাশে বসে আমাদের দিকে লক্ষ রাখা আপনার রেভারেণ্ড বাবা।'

আমি বললাম, 'বুঝেছি। কিন্তু যদি গুলি করতে, তা হলে কাকে গুলি করার কথা ভেবেছিলে? ওয়ালুকে?'

'না, বাস। ওকে মেরে কী হবে। ও ব্যাটা তো বুড়ো অথর্ব। আর মরা প্যাঁচার মতো গর্দভ। গুলি করতাম ইসিকোরকে। ওর কাপুরুষতা দেখতে দেখতে আমি তিতি-বিরক্ত হয়ে গেছি। ওকে গুলি করে প্রিন্সেস সাবিলাকে ওর হাতে আরও বেশি বিরক্ত হওয়া থেকে উদ্ধার করতাম। ও কী একটা পুরুষ? ও এসেছে নিজের হবু বৌকে একটা শয়তানের হাতে তুলে দিতে। আর যখন তাকে উদ্ধারের সুযোগ এল তখনও সে নৌকায় বসে বিলাপ করছে আর বলছে যে, প্রাচীন আইন ভাঙা যাবে না। ভাঙলে দেবতার অভিশাপ নেমে আসবে! ওকে যখন বলেছিলাম, আপনাদের তুলে আনতে এগিয়ে যেতে, ও তখন আমাকে এসব শুনিয়েছিল।'

'কী বলব বুঝতে পারছি না, হ্যান্স। এসব ওদের নিজস্ব ব্যাপার। ওদেরই মিটমাট করতে দাও। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, বাস। একটু পরেই প্রিন্সেস জ্ঞান ফিরে

পাবেন। তখন ইসিকোরের সাথে উনি যা করবেন, সেটা ভেবে ইসিকোরের জন্য সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে। ও যখন প্রিন্সেসকে বলবে, "আমাকে চুমু খাও"। তখন প্রিন্সেস বলবে, "এসো, আছাড় দিই তোমাকে"! ওই দেখুন, বাস। সে এরই মধ্যে ইসিকোরের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে দিয়েছে। তবে, বাস, ওদের কোনো কিছুতেই আমার কিছু যায় আসে না। আপনারও মনে হয় না, কিছু আসে যায়। কারণ, প্রিন্সেস ড্রামানা তো আপনার জন্য আছেই। সে তো আর আপনার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে বসেনি। বরং সেই তখন থেকেই সে শুধু আপনাকেই দেখছে। আর মনে মনে বলছে, "এতদিনে আমার আসল হিউহিউকে খুঁজে পেয়েছি। হোক না সে ঝাঁটার মতো খাড়া খাড়া চুলের ছোট্ট একটা মানুষ, আর দেখতে কুৎসিত"। এটাই হলো আসল পুরুষের বৈশিষ্ট্য। বাইরে থেকে দেখতে সে যেমনই হোক না কেন! আমি যখন বয়সে তরুণ ছিলাম, মেয়েরা তখন আমাকে এগুলোই বলত।'

এসব আবোল তাবোল প্রলাপ ছিল জাহান্নাম থেকে পালিয়ে আসতে পেরে ওর খুশির বহিঃপ্রকাশ। তবে ও যতই বিশ্বস্ত হোক, আমাদের পরস্পরের চিন্তা-ভাবনা ছিল ভিন্ন। ওর এসব অর্থহীন কথাবার্তা কানে ঢোকাতে চাইছিলাম না। রাইফেলটা তুলে নিলাম। ইচ্ছে ছিল, ওটার বাটটা হ্যান্সের পায়ের পাতার উপর "অনিচ্ছাকৃতভাবে" ফেলে দেব। কিন্তু তা আর করতে হয়নি। সহসাই অন্যদিকে ফিরে যায় আমাদের মনোযোগ। কারণ, তখন আগ্নেয়গিরি থেকে ছুটে আসা বড়সড় একটা বোল্ডার উড়ে এসে পড়ে আমাদের খুবই কাছে। এর পরপরই এক মহা বিস্ফোরণ ঘটে আগ্নেয়গিরির ভেতর।

আসলে কী ঘটেছিল, ঠিক ঠিক বলতে পারব না। শুধু দেখলাম, বিশালাকার তরল আগুনের কুণ্ডুলি যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে। সাথে উঠছে বিপুল পরিমাণ বাষ্পের মেঘ। এবং

গুরুগম্ভীর বজ্রনাদের মতো শব্দে ঘটছে একের পর এক বিস্ফোরণ। সাথে আসছে ভূমিকম্পের প্রবল দোল। এবং প্রতিটা বিস্ফোরণের সাথে আগ্নেয়গিরি থেকে ছুটে আসছে ছোট-বড় নানা সাইজের পাথর আর তরল লাভা। অতি উত্তপ্ত লাভা আর পাথরের স্পর্শে সাথে সাথেই হিসহিস শব্দে ফুটতে শুরু করে দিচ্ছিল পানি। এর পরপরই পানিতে ওঠে পাহাড়ের মতো উঁচু জলোচ্ছ্বাস। সেই জলোচ্ছ্বাসের "উচ্ছ্বাস" আমাদের ক্যানুটাকে নাচাতে লাগল যাচ্ছেতাই ভাবে। যেন ওটা কাঠ কুঁদে বানানো ভারী ক্যানু নয়, স্রেফ বাদামের খোসা! তার ওপর আগ্নেয়গিরি থেকে উঠে আসা উত্তপ্ত ছাই বৃষ্টি দৃষ্টিসীমা প্রায় শূন্য বানিয়ে ফেলেছিল তখন। চোখের সামনে এক গজ দূরে কী আছে দেখতে পাচ্ছিলাম না। সব মিলিয়ে ঘটনাটা ছিল প্রকৃতির মহারোষের এক নিদারুণ প্রদর্শনী! মনে মনে তখন ভাবছিলাম, এরই এই অবস্থা, কেয়ামত না জানি কেমন হবে!

'হিউহিউ আমাদের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে! পবিত্র স্ত্রী ছিনিয়ে আনায় হিউহিউ আমাদের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে', বলে তখন হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো আর্তনাদ করে উঠল সর্দার ওয়ালু। তবে তার আর্তনাদের আওয়াজ বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ারও সময় পেল না, উত্তপ্ত লাল একটা পাথর সোজা ছুটে এসে আঘাত করল তার মাথায়। হ্যান্সের ভাষায়, ওয়ালুকে "গুবরে পোকার মতো পিষ্ট করে দিয়েছিল।" মুহূর্তেই চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল তার মুখ। তখন সবার চিৎকার শুনে হুঁশ ফিরে আসে সাবিলার। যেন রাজদণ্ডের ভার তার উপর পড়েছে বুঝে সম্বিৎ ফিরে পায় সে। তখন বলে, 'কয়লাটা তুলে ফেলে দাও। নয়তো ওটা ক্যানুর তলা পুড়িয়ে দেবে। তখন ক্যানুসুদ্ধ সবাইকে ডুবতে হবে।'

একটা বৈঠা দিয়ে কয়লাটা তুলে বাইরে ফেলে দিল ইসিকোর। ওয়ালুর মৃতদেহ ঢেকে দেয়া হলো একটা ক্লোক

দিয়ে। সবাই শুরু করল জান-প্রাণ দিয়ে বৈঠা বাওয়া। তখন বাতাস বইতে শুরু করে। সৌভাগ্যবশত বাতাস বইছিল মূল ভূখণ্ড থেকে দ্বীপের দিকে। ফলে আমাদের উপর থেকে সরে যায় গরম ছাইয়ের বৃষ্টি। সেই সাথে ক্রমেই বাড়তে থাকে দৃষ্টি সীমা। বিপদ বলতে রইল শুধু, আচানক মাথার উপর উত্তপ্ত উড়ুক্কু পাথর পড়ার হুমকি। আশপাশে পানির উপর প্রতি মুহূর্তেই অমন ছোট বড় কয়লার মতো উত্তপ্ত পাথর পড়ছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমাদের উপর আকাশ থেকে ভারী বোমাবর্ষণ হচ্ছে! তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্যানুতে কোনো পাথর বা কয়লা পড়েনি। মোটামুটি নিরাপদেই আমরা মূল ভূখণ্ডের দিকে ফিরতে থাকি। পৌঁছে দেখি, আগ্নেয়গিরি থেকে ছিটকে ওঠা ছোট-খাট কিছু পাথর পৌঁছে গিয়েছিল ও পর্যন্তও!

তবে মাটিতে পা দেয়ার আগে আমাদেরকে আরেকটা বিপত্তি পার হতে হয়। লেকের মোটামুটি মাঝখানে পৌঁছুতেই নলখাগড়া বা ব্রাশউডের ঝোপ দিয়ে বানানো কতগুলো ক্যানু আমাদের ঘিরে ফেলে। ক্যানুর আরোহীরা ছিল 'হিউহিউর "সন্তান"...হিউহুয়া। ওদের সবার হাতেই ছিল লগির দুই মাথা পুড়িয়ে বানানো বর্শার মতো অস্ত্র।

এদের কথাই হয়তো ড্রামানা বলেছিল। বলেছিল, "হিউহিউ"র হুকুম তামিল করতে এরা সব এদিকে চলে এসেছে। উদ্দেশ্য ছিল ওয়ালুদের শহর আক্রমণ করে দখল করে নেয়া। অথবা হতে পারে, বিপদের আভাস পেয়ে পালিয়ে চলে এসেছিল এরা। আসল ঘটনা কী ছিল, সঠিক বলতে পারব না। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে, মানবিক বুদ্ধিমত্তা বা মানবিকতার বিচারে এদের অবস্থান যত নীচেই হোক, দ্বীপে যা হয়েছে তার সাথে যে আমাদের সম্পর্ক আছে সেটা বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি ওদের ছিল। ওরা ওদের অদ্ভুত ভাষায় কিচিরমিচির করে কী সব যেন

বলছিল আর হাতের বর্শা দিয়ে ইশারা করে দেখাচ্ছিল আমাদের।

তারপর হঠাৎ করেই "হিউহিউ" বলে চিৎকার করতে করতে আক্রমণ করে বসল আমাদের উপর। পিতৃপ্রদত্ত জানটা বাঁচানোর স্বার্থে করার মতো কাজ তখন একটাই ছিল। সেটা হলো ওদের ওপর গুলি চালানো। তাই করলাম আমি আর হ্যান্স। এবং একই সঙ্গে আমাদের ক্যানুর উচ্চগতির সুবিধা আদায়ে সচেষ্ট হলো আমাদের দাঁড়িরা। তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেদিন ওই কুৎসিত দর্শন, অর্ধ মানবেরা যে সাহস দেখিয়েছিল তা সত্যিই ছিল বীরত্বব্যঞ্জক। চোখের সামনে নিজেদের একের পর এক সঙ্গী মারা পড়তে দেখেও তারা একটুও দমে যায়নি। ক্রমেই এগিয়ে আসতে থাকে। ওদের লক্ষ ছিল আমাদের ক্যানুর তলা ফাটিয়ে আমাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মারা। যতটা সম্ভব দ্রুত গুলি চালিয়ে গেলাম আমি আর হ্যান্স। কিন্তু তারপরও ওদের কেবল এক দশমাংশকেই সামলাতে পারছিলাম আমরা। তখন একমাত্র ভরসা ছিল আমাদের ক্যানুর তুলনামূলক উচ্চগতি। তখন সাবিলা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে দাঁড়িদের বলে, কোন্‌দিকে আমাদের যেতে হবে। অপর দিকে আমি আর হ্যান্স প্রথমে রাইফেল ব্যবহার করছিলাম। রাইফেলের গুলি ফুরাতেই তুলে নিলাম আমাদের রিভলভার।

কিন্তু তা-ও শেষ রক্ষা হলো না। প্রায় গরিলাকারের এক হিউহুয়া আমাদের ক্যানুর গলুই ধরে ফেলে। ও ব্যাটার চুল নেমে এসেছিল কুটিল চোখের ভ্রু পর্যন্ত। ও ক্যানুটা ধরেই এ-পাশ ও-পাশ দোলাতে শুরু করে। কিন্তু আমরা ওর কিছুই করতে পারছিলাম না। কারণ রাইফেলের পর আমাদের রিভলভারের গুলিও শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর আমাদের ঘুষিগুলোর দিকে গরিলাটা ভ্রুক্ষেপ মাত্রও করছিল না। যেন আমরা তুলা ভরা বালিশ দিয়ে ওকে পালকের মতো হালকা আঘাত করছি! ওদিকে

আরও হিউহুয়া এসে যোগ দিতে শুরু করেছে ওর সাথে। দোলের চোটে দু'দিক থেকেই পানি ঢুকতে শুরু করেছে ক্যানুতে।

ঠিক যে ভয়টা করছিলাম, সেটাই উৎকট চেহারা নিয়ে সামনে হাজির। মনে হচ্ছিল, পানিতে ডুবেই কপালে মরণ লেখা আছে। কিন্তু সে যাত্রা আমাদের বাঁচিয়ে দিল সাবিলা। দ্বীপের মেশিন ঘরে যে গার্ডটা মারা পড়েছিল, তার বর্শাটা তখনও আমাদের সাথেই ছিল। সেটা তুলে ও বসিয়ে দিল গরিলার জাতভাই, হিউহুয়া নামের অর্ধ মানবটার কাঁধে। সেই আঘাতে ও বাধ্য হয় ক্যানু ছেড়ে দিতে। তারপর নিপুণ দক্ষতার সাথে বর্শাটা সে সোজা গেঁথে দেয় সেই বিরাটকার হিউহুয়ার বুকে। ওদিকে ওটা একবার ক্যানু ছেড়ে দিলেও আবার ধরে ফেলেছিল। চাইছিল নিজের ওজনের চাপে ক্যানুর গলুই পানির নীচে ডুবিয়ে দিতে। কিন্তু সাবিলার বর্শার আঘাতে শেষ পর্যন্ত ক্যানু ছেড়ে নিজেই রওনা হয় পাতালপুরীর দিকে। এরপর আর ওরা আমাদের আটকাতে পারেনি। দারুণ কৌশলে ওদের নলখাগড়ার ভেলাগুলোকে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে আসে আমাদের ক্যানু। এবং এর তিন মিনিটের মধ্যেই ওদের পেছনে ফেলে চলে আসি। হিউহুয়ারা ওদের রুক্ষ তলাবিশিষ্ট ক্যানু বা ভেলা, কোনোটা নিয়েই আর আমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে পারেনি।

তখন ভ্রু থেকে ঘাম মুছতে মুছতে হ্যান্স বলে, 'আজ রাতে অনেক খাটতে হয়েছে, সামনেও হয়তো হবে। এখন এই গাধার দল যদি আমাদেরকে হিউহিউর উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে না দেয় বা আমরা যদি পাড়ে পৌঁছানোর আগেই কুমিরের লাঞ্চ হয়ে না যাই অথবা যদি বজ্রপাতে না মরি, তা হলে বাস কী আজ রাতে আমাকে স্থানীয় বিয়ার একটু চেখে দেখার অনুমতি দেবেন? চারদিকে এত আগুন- আমার ভেতরটাকে শুকিয়ে একেবারে লাকড়ি হয়ে গেছে।'

যা-হোক, শেষ পর্যন্ত তীরে পৌঁছলাম আমরা। ফিরে এসে মনে হচ্ছিল, এ দু'দিনে যেন আস্ত এক জিন্দেগী অতিক্রম করে ফেলেছি! পাড়ে নেমে দেখি ভীত, সন্ত্রস্ত এক পাল ভেড়ার মতো ওয়ালুদের সবাই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। সর্দার ওয়ালুর মৃতদেহ ওরা গ্রহণ করল গম্ভীর নীরবতার সাথে। তবে মনে হচ্ছিল না যে, কেউ তার মৃত্যুতে এক ফোঁটাও কষ্ট বা দুঃখ পেয়েছে। মনে হচ্ছিল, আবেগ নামের কোনো কিছুই এদের মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই! দীর্ঘ সংগ্রাম সঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে এবং দেবতা নামের শয়তানের পূজা করতে করতে আবেগ সংক্রান্ত সকল অনুভূতিই হারিয়ে ফেলেছিল ওরা। ওরা ছিল যেন, স্রেফ হেঁটে চলে বেড়ানো প্রাণহীন মানব দেহ। যারা কেবল দেবতার হুকুমের অপেক্ষায় থাকে। আর প্রকৃতির সামান্যতম শব্দের মধ্যেও খুঁজে নেয় দেবতার ইশারা বা আদেশ। সত্যি বলতে, তখন এদের প্রতি আমার আর কোনো আগ্রহই ছিল না। বরং ভিতরে ভিতরে ঘৃণাই করতে শুরু করে দিয়েছিলাম। সে যত উন্নত সভ্যতা থেকেই এরা এসে থাকুক!

সাবিলার পুনরুপস্থিতি এদেরকে দারুণ বিস্মিত করলেও কাউকে এক বিন্দুও খুশি হতে দেখিনি। উল্টো একজনকে বলতে শুনলাম, 'ও হচ্ছে দেবতার স্ত্রী। ও দেবতার কাছ থেকে পালিয়ে আসার কারণেই দুর্ভাগ্য আর অভিশাপ নেমে আসছে আমাদের উপর।'

সাবিলাও কথাগুলো শুনতে পেয়েছে। সে ঘুরে দাঁড়াল ওদের দিকে। দেখতে পাচ্ছিলাম, বেচারি নিজেকে ভালভাবেই ফিরে পেয়েছে। তবে অবাক ব্যাপার হচ্ছে, ভেবেছিলাম, ওকে ফিরে পেয়ে ইসিকোর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে দেখাচ্ছিল খুবই মলিন এবং মনমরা। এবং সারা পথই ও ছিল একদম নীরব!

সাবিলা তখন কথা শুরু করেছে, 'দুর্ভাগ্য! হ্যাঁ, এটা সত্যি যে, আমার বাবা মারা গেছেন। তিনি মারা গেছেন ছুটে আসা একটা উত্তপ্ত পাথরের আঘাতে। তার জন্য আমার মন কাঁদছে। তারপরও বলব, তিনি ছিলেন একজন বয়স্ক মানুষ, যিনি কিছুদিনের মধ্যে এমনিতেই অন্ধকারের দেশে পাড়ি দিতেন। আর এই দুই বিদেশী নিজেদের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে ডাচার হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছেন আমাকে- সর্দারের মেয়েকে। এটাই কী তোমাদের কাছে দুর্ভাগ্য বলে মনে হচ্ছে? আমি বলছি শোনো, ডাচা-ই ছিল তোমাদের দেবতা। যেই দেবতার তোমরা পূজা কর, সে স্রেফ একটা রঙ করা পাথুরে মূর্তি ছাড়া আর কিছু না। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তা হলে এই সাদা লর্ডকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার। অথবা জিজ্ঞেস করো আমার বোন ড্রামানাকে, যাকে তোমরা সম্ভবত ভুলেই গেছ। তাকেও ডাচার হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল পবিত্র স্ত্রীর নাম করে। এটাই কী তোমাদের কাছে অশুভ মনে হচ্ছে যে, ডাচা আর তার পুরোহিতের দল তাদের ভৃত্য হিউহুয়াদের বেশিরভাগকে নিয়ে ডুবে গেছে, যারা ছিল আমাদের শত্রু? না, এটা দুর্ভাগ্য যে, আগ্নেয়গিরির আগুনের সাথে গলে গেছে হিউহিউর রহস্যময় গুহা? না কি, দক্ষিণ থেকে আসা এই সাদা লর্ড আমাদেরকে সব বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করেছেন সেটা তোমাদের কাছে দুর্ভাগ্য বলে মনে হচ্ছে? ওই কালো গুহা থেকে বের হওয়া ওরাকল আর ভবিষ্যৎ বক্তার দল-ই তো বলেছিল যে তিনি এমনটা করবেন।'

এই তীব্র বাক্যবাণে হতভম্ব শ্রোতারা একবার মাথা দুলিয়ে স্রেফ কাঠের পুতুলের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভেড়ার দলের দিকে দৃকপাত করে সাবিলা আবার বলা শুরু করল, 'ইসিকোর, আমার বাগদত্ত হবু স্বামী, সামনে এগিয়ে এসো। এদের বলো, আসলেই কী ঘটেছিল। বলো যে, আমার জন্য

সাহায্য আনতে কীভাবে তুমি গিয়েছিলে দক্ষিণের মহান যাদুকরের কাছে। বলো তিনি আমাদের জন্য সাহায্যকারী পাঠিয়েছিলেন কি না। আর এদের শোনাও, কিভাবে তিনি আমাকে উদ্ধার করে এনেছেন। বলো, দেবতার সাথে বিয়ে দিতে তুমি নিজেই আমাকে দাঁড় বেয়ে নিয়ে গিয়েছিলে কি না। তবে এ জন্য আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। কারণ পদবির কারণে অমনটা করতে বাধ্য ছিলে তুমি। অথবা হয়তো ছিলে প্রাচীন অভিশাপের বাঁধনে বাঁধা। তবে এখন আমি মুক্ত। তোমার দ্বারা নই অবশ্যই। তুমি তো ভেবেছিলে সাদা লর্ড "পবিত্র দ্বীপে" মারা গেছেন। তাই আমাকে সমর্পণ করতে গিয়েছিলে দেবতার হাতে। সেই দেবতা তার সমস্ত পুরোহিতদের নিয়ে এই সাদা লর্ডের জ্ঞান আর শক্তির কাছে পরাজিত এবং ধ্বংস হয়েছে। এদেরকে জানাও যে, দুর্গম পথের উপর দিয়ে তোমার দুঃসহ ভ্রমণ বৃথা যায়নি। তাই কতটা আনন্দ তুমি পাচ্ছ। আর এই আমি এখন এখানে জীবিত দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেছে হিউহিউ আর তার অভিশাপ। এই লোকগুলোকে বলো সেই গল্প। আর এই সিংহ হৃদয় আগন্তুকদের ধন্যবাদ জানাও। কারণ তারাই আমাদের উপর থেকে দূর করেছেন অভিশাপের মেঘ। সেই সাথে উদ্ধার করে এনেছেন আমার বোন ড্রামানাকে সহ আমাকে।'

আগ্রহ নিয়েই আমি তাকিয়ে ছিলাম। কারণ ইসিকোর কী বলতে পারে তা নিয়ে বেশ কৌতূহল হচ্ছিল আমার। সে এগিয়ে এল। কথা যখন শুরু করল, দেখি তার কণ্ঠে বেশ দ্বিধা। সে বলল, 'তুমি ফিরে আসায় সত্যিই আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তবে দক্ষিণ থেকে আসা এই সাদা লর্ডকে পবিত্র দ্বীপে নামিয়ে আসার সময়ই আমার মনে হয়েছিল কোনো না কোনোভাবে তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেনই। তবে ভাবিনি আগুন আর পানি দিয়ে তিনি দেবতার আবাস গুঁড়িয়ে দেবেন। আর শুরু থেকেই যাদের

আমরা পবিত্র বলে জেনে এসেছি, সেই পুরোহিতদেরও এভাবে মেরে ফেলবেন। প্রিন্সেস সাবিলা, তুমি ঘোষণা দিয়েছ, হিউহিউ মারা গেছে। কিন্তু আমরা কীভাবে বুঝব, সে আসলেই মারা গেছে? হিউহিউ হচ্ছে একটা "আত্মা"। আত্মা কী কখনও মরতে পারে? তাহলে কী মৃত দেবতাই পাথর ছুঁড়ে তোমার বাবাকে মেরে ফেলল? অমন আরও পাথর ছুঁড়ে সে যে আমাদের মেরে ফেলবে না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে? তা ছাড়া, সাবিলা, পবিত্র স্ত্রীর সাজে বেদীর উপর দাঁড়িয়েছিলে তুমি। ছিলে দেবতার জন্য নির্ধারিত একজন। তোমার উপর সে প্রতিশোধ নেবে না, তাই বা কীভাবে বুঝতে পারছ?'

তখন হ্যান্স আমার কানে মুখ লাগিয়ে প্রশ্ন করল, 'বাস, আপনার কী এখনও মনে হয়, ইসিকোর পুরুষ মানুষ? আমার তো মনে হয়, ও আসলে একটা কাঠের পুতুল। গায়ে শুধু রঙ করা হয়েছে যেন মানুষের মতো দেখায়। যেমন ডাচা সেজেছিল হিউহিউর সাজে।'

বললাম, 'জিকালির কালো গুহায় যখন দেখেছিলাম তখন তো পুরুষ বলেই মনে হয়েছিল। তবে তখন ও ছিল হিউহিউর থাবার অনেক বাইরে। তবে এখন ও যে কি, বলতে পারব না। হয়তো ধীরে ধীরে একসময় ও আবার নিজেকে ফিরে পাবে।'

হতবাক সাবিলা তার প্রেমিকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকবার চোখ বুলিয়ে দেখল। তবে তাকে উদ্দেশ করে আর কিছুই বলল না। অন্তত আমাদের সামনে আর কিছু সে বলেনি। তারপর উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে হুকুমের স্বরে সে বলল, 'শোনো সবাই। আমার বাবা মারা গেছে। এখন আমিই নতুন ওয়ালু। আমিই তোমাদের সর্দার এবং আমাকেই তোমাদের মানতে হবে। যেহেতু হিউহিউ এবং বেশিরভাগ হিউহুয়া মারা গেছে, কাজেই নির্ভয়ে তোমরা দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করতে থাকো।

আমি এখন বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি। আর আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি আমার উদ্ধারকর্তা এবং মেহমান এই সাদা লর্ড এবং তার সঙ্গীকে। পরে আবার তোমাদের সাথে কথা বলব। এবং কথা বলব তোমার সাথেও, ও লর্ড ইসিকোর। আমার বাবা, প্রয়াত ওয়ালুকে নিয়ে যাও ওয়ালুদের গোরস্থানে।'

তারপর তার পরিবারের সদস্য এবং আমাদের নিয়ে সে তার বাড়িতে গিয়ে ঢোকে। নিজের ঘরের কাছে গিয়ে সে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। আমার হাতটা টেনে নিয়ে তার পিঠে একবার আলতো করে চুমু খায় সে। তখন তার চোখে ঝরছিল কৃতজ্ঞতার অশ্রু। আমাকে সে ধন্যবাদ জানালো। বলল যে, নিজেদের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে তাকে উদ্ধার করায় সে আমাদের প্রতি ভীষণ কৃতজ্ঞ। একইভাবে আমাদের বিদায় জানালো তার বোন ড্রামানাও। তারপর আমরা বিশ্রাম নিতে চলে এলাম। বিশ্রাম তখন আমাদের দরকারও ছিল। অমন তীব্র মানসিক আর শারীরিক ধকলের কারণে আমরা সবাই-ই প্রায় অর্ধ মৃত হয়ে গিয়েছিলাম।

খেতে বসে হ্যান্স বলল, 'এটা কেমন হলো, বাস? আমিও তো ওদের দু'জনকে উদ্ধার করতে অনেক কিছু করেছি। ওরা আমার হাতে কেন চুমু খেল না?'

জবাবে বললাম, 'হয়তো ওরা ক্লান্ত ছিল, তাই। অথবা তারা হয়তো ধরে নিয়েছিল যে, একজনের হাতে চুমু খেলে দু'জনেই খুশি হব।'

'বুঝতে পেরেছি। মনে হয়, বাস, এই বুড়ো হ্যান্সের হাতে চুমু খাওয়ার পক্ষে আগামী কালও ওরা অনেক দুর্বল আর ক্লান্ত থাকবে,' বলে ওর কাপ স্থানীয় বিয়ার দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি করে নিল। ওটুকুই ছিল জগের শেষ বিয়ার। সবটুকু এক চুমুকে পেটে চালান করে দিয়ে বলল, 'বাস, আমি যতক্ষণ বিয়ার পাচ্ছি,

ততক্ষণ আপনি যত ইচ্ছে চুমু খান, কোনো অসুবিধা নেই।'

শুনে না হেসে পারলাম না। সত্যি বলতে, তখন মনে হচ্ছিল আরও এক গ্লাস বিয়ার খেলে হয়তো মন্দ লাগত না। তারপরই তলিয়ে যাই গভীর ঘুমে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই। ঘুম ভাঙে পরদিন ভোরে যখন সূর্যের প্রথম রশ্মি জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকে, তখন। ঘুম ভাঙার সাথে সাথেই মনে হচ্ছিল, আমি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে গেছি।

ঘুম আসলে খোদার দেওয়া একটা নেয়ামত বিশেষ। কয়েক ঘণ্টার নিরুপদ্রব ঘুম একটা ক্লান্ত মানুষকে একদম নতুন মানুষ বানিয়ে দেয়।

জেগে উঠে দেখি, হ্যান্স আমার আগেই উঠে গেছে। উঠে আমাদের বন্দুক পিস্তলগুলো পরিষ্কার করতে বসেছে। ভাবছিলাম, কতোটা সাহস, তীক্ষ্ণধী আর আমার জন্য কতোটা ভালবাসা ওর হলুদ চামড়ার ভেতর লুকিয়ে আছে! হ্যান্স না থাকলে এতক্ষণে আমাদের সবার মৃতদেহ পড়ে থাকত দ্বীপের বুকে। ওর মাথা থেকেই বের হয়েছিল স্লুইস গেটের হাতলের গোড়ায় গান পাউডার রাখার ফন্দি। আমি তখন অন্য কোনো বুদ্ধির জন্য হাতড়ে ফিরেছি। পাইনি। এটাই ছিল আমাদের বেঁচে ফেরার একমাত্র বুদ্ধি। ছোট্ট একটা কাজ। অথচ এর জোরেই এমন একটা বিরাট ফল পাওয়া গেল। সবটুকু কৃতিত্ব অবশ্যই হ্যান্সের পাওনা।

হ্যাঁ, কিছু বুদ্ধি আমার মাথা থেকেও বের হয়েছিল। যেমন, চেয়েছিলাম আমরা যখন পালাব, তখন যেন বন্যার পানির কারণে পুরোহিতদের মনযোগ অন্যদিকে ঘুরে যায়। কিন্তু আমাদের তৈরি করা বোমাটা প্রকৃতির ভয়ঙ্কর এক শক্তির আগল ভেঙে দিয়েছিল। চির প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার নীচের ফাটলের ভেতর দিয়ে ঢুকে গিয়েছিল বন্যার পানি। একই সময় অন্য কোনো দিক দিয়েও

পানি ঢুকে পড়ে আগ্নেয়গিরির গর্ভে। তখন লাভার প্রচণ্ড উত্তাপে সেই পানি পরিণত হয় বাষ্পে। এবং সেই বাষ্পের কারণে আগ্নেয়গিরির ভেতর তৈরি হয় অস্বাভাবিক চাপ। আর চাপ ধরে রাখতে না পেরে গোটা আগ্নেয়গিরিটাই বিস্ফোরিত হয় প্রচণ্ড শক্তিতে। সেই বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায় পুরোহিত এবং পূজারীসহ হিউহিউর পুরো আস্তানা। হ্যান্সের পরিকল্পনার ফলেই সেদিন উন্মোচিত হয়েছিল স্বর্গীয় শক্তির ভীষণ রুদ্র রূপ। আর খোদ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণটাই কাজ করেছিল স্বর্গের হাতিয়ার হিসেবে।

হ্যাঁ, আমার কাছে তেমনটাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, হটেনটটের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবী থেকে মুছে দেয়া হলো দেবতা নামের এক রক্তচোষা শয়তানের নাম নিশানা। সেই সাথে তুলে নেয়া হলো কুসংস্কারাচ্ছন্ন আর রক্তের নেশায় পাগল তার অন্ধভক্ত পূজারী এবং পুরোহিতদের। সন্দেহ নেই...অন্তত আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, সেই প্রথম থেকেই ব্যাপারটাকে এভাবে ঘটানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রথমবার যখন প্রকৃতি এদের উপর প্রতিশোধ নেয়, তখন সেখান থেকে হিউহিউর কিছু পূজারী পালিয়ে যায়। তারাই কোনো একসময় গিয়ে আশ্রয় নেয় ঝড়ের রাতে আমাদের আশ্রয় নেয়া সেই বার্গ পাহাড়ের গুহার ভেতর। শত বর্ষ আগে তারাই সেখানে এঁকে রেখেছিল হিউহিউর প্রতিকৃতি। সেই থেকেই স্বর্গীয় শক্তি এই ঘটনা ঘটাবার ছক কেটে রাখে। হয়তো জিকালিও একই কাজ করতে চেয়েছিল। তবে সেটা হয়তো ছিল ওর "যাদুর" লতাপাতা পাওয়ার জন্য। অথবা হতে পারে ওর অনির্বাপিত জ্ঞান ক্ষুধার আগুন নেভাতে। কারণ যা-ই হোক না কেন, এখানে আসতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করে জিকালি। এর পরের ঘটনা তো এতক্ষণ বললামই।

যা-হোক, এত কিছুর পর এই তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে হ্যান্স আবার

সাঁতরে যায় ওয়ালুদের ক্যানুর কাছে। ও চেষ্টা করেছিল, আমি যেভাবে বলেছিলাম, সেভাবে ওদেরকে এদিকে নিয়ে আসতে। কিন্তু দেখে যে, এই মূর্তি পূজারী ওয়ালুদের মতিগতি ভাল না। বেশি জোরাজুরি করলে ওরা বেঁকে বসতে পারে। অথবা পারে ওকে মেরে ফেলে ওখানেই চুপচাপ বসে থাকতে। সেক্ষেত্রে আমার তো কোনো উপকার হতোই না, ড্রামানা বা সাবিলাকেও কোনোমতেই উদ্ধার করা সম্ভব হতো না। তখন ও বুদ্ধিমানের মতো ধৈর্য ধরে। ও অবশ্য বলেছিল, ওর মন একবার চাইছিল ওদের কারো উপর গুলি চালিয়ে বাকিদের এদিকে আসতে বাধ্য করতে। আবার এটাও মনে হচ্ছিল, তাতে উল্টো ফলও হতে পারে। কাজেই সে ধৈর্য ধরার পথই বেছে নেয়। ধৈর্য ধরে ততক্ষণ, যতক্ষণ না ওয়ালু নামের গাধার দলের হিসেবে "আইনত" উপযুক্ত সময় আসে। তখন ওরা নিজেদের ইচ্ছেতেই এদিকে আসতে বাধ্য হয়।

আমার চিন্তা-ভাবনার মোড় হ্যান্স থেকে ঘুরে ইসিকোরের দিকে চলে গেল। মনে হলো, এদেশে আসার পর থেকে এই লোকটার আচরণ এতটা কেন পরিবর্তিত হলো? হাজার বিপদের ভয় তুচ্ছ করে সাহায্য আনতে হাজার মাইল দূরে একা চলে যাওয়াটা মোটেও চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য প্রচণ্ড মনের জোর আর আকাশের মতো বিশাল সাহসী হৃদয় দরকার। আসার পথে ও খুবই কম কথা বলেছিল। এবং বেশিরভাগ সময়ই ছিল অন্যমনস্ক। তবে তাতে তার উৎসাহ আর শক্তিতে ভাটা পড়েনি কখনও। কিন্তু নিজ দেশের মাটিতে পা রাখার সাথে সাথেই সে হয়ে যায় একদম ভিন্ন এবং ভীতু এক মানুষ। এমনকী আমাদেরকে দ্বীপে রেখে আসতেও ছিল তার ভীষণ অনীহা। এবং সেদিন বিপদের প্রথম চিহ্ন দেখা মাত্রই আমাদেরকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে সে পালিয়ে চলে আসে। তার উপর ও নিজে

গিয়েছিল তার হবু স্ত্রীকে দেবতা নামের একটা শয়তানের হাতে তুলে দিতে! ওই বেচারিকে তার ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য একটা আঙুলও নাড়েনি সে। যদিও জিকালির কালো গুহায় বসে মনে হয়েছিল, যথেষ্ট শক্ত মন মানসিকতার মানুষ এই ইসিকোর। অথচ কিছুক্ষণ আগেই সে সবার সামনে দাঁড়িয়ে এমন কিছু কথা বলল যা স্রেফ একটা কাপুরুষের মুখ দিয়েই বের হতে পারে। এবং তার বলা কথাগুলো এমনকী সাবিলার মনেও তার প্রতি ঘৃণা এনে দেয়। আর এই সাবিলা, সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসে যেন হয়ে উঠেছে অনেক বেশি সাহসী আর দৃপ্ত। যেন ইসিকোর যা হারিয়েছে তা হাতে পেয়েছে ওয়ালুদের নতুন সর্দার সাবিলা।

এই ব্যাপারটার রহস্য মাথায় খেলছিল না। শেষে হ্যান্সকে জিজ্ঞেস করলাম যে এ বিষয়ে ওর কী মত। ও প্রথমে ভালো করে শুনল। তারপর বলল, 'মনে হয়, বাস তার চোখ খোলা রাখতে ভুলে গেছেন। অন্তত দিনের বেলা তো বটেই। কারণ দিনে তিনি ভাবেন যে সব ঠিকঠাক আছে। চোখ খোলা থাকলে তিনি অবশ্যই বুঝতে পারতেন, কেন এই ইসিকোর একটা গরম লোহার মতো নরম হয়ে আছে। আচ্ছা, বাস, বলুন তো, পুরুষকে কোন্ জিনিসটা নরম বানিয়ে রাখে?'

'প্রেম, সম্ভবত।'

'হ্যাঁ। কখনও কখনও। প্রেম বাসের মতো লোকদের নরম করে। তবে অন্যদের ব্যাপারে কী বলেন?'

'মদ ছাড়া আর কি?' ও যেমন আমাকে নিয়ে মস্করা করল তেমন আমিও এবার ওকেও খোঁচা দিলাম।

'হ্যাঁ, বাস। মদও মানুষকে নরম আর ভোঁতা করে ফেলে। কিন্তু সেটা আমার মতো মানুষের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু আমি তো এখন জ্ঞানীর মতো ওই জিনিসে হাত লাগাচ্ছি না। এই

দেখুন, আমরা জ্ঞানের আলো দেখতে পাচ্ছি না, বাস। সম্ভবত স্বর্গে থাকা জন আমাদের জ্ঞানী হতে দেখে হিংসা করছে। তাই সে জ্ঞানের ভাগ দিতে চাইছে না। বাস, আমি বলছি, কোন জিনিস সমস্ত মানুষকে নরম বানিয়ে ফেলে। আবার একবার আপনাকে আমি "জ্ঞান" শেখাচ্ছি, বাস। কারণ, আপনার রেভারেণ্ড বাবা আমাকে হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন যে, "যখনই দেখবে, তোমার বাস অ্যালান তার নিজের বুদ্ধিতে আর কাজ করতে পারছে না বা আত্মভোলার মতো গাড্ডায় গিয়ে পড়ছে, তখন তুমিও ওতে নেমে পড়বে। দরকার হলে সাঁতরে গিয়ে তাকে ডাঙায় টেনে আনবে"।'

'মিথ্যুক কোথাকার,' উষ্মা প্রকাশ করলাম আমি।

ও সেদিকে খেয়ালই দিল না। বলে চলল, 'বাস, ভয় সবাইকে একদম কাদার মতো নরম করে ফেলে। ইসিকোরও একই কারণে এমন গরম লোহার মতো নরম হয়ে গেছে। ওর ভিতরে দাউদাউ করে জ্বলছে বিশাল একটা ভয়ের আগুন।'

'কিন্তু কিসের ভয়?'

'আগেই বলেছি, চোখ খোলা রাখলে আপনি নিজেই বুঝে যেতেন। দেখেননি, বাস, আমরা যেদিন এখানে প্রথম আসি, সেদিন কালো লম্বা এক পুরোহিত এসেছিল? তাকে এগিয়ে আসতে দিতে লোকজন সরে গিয়ে পথ করে দিয়েছিল?'

'দেখেছি। ওকে তো দেখেছিলাম, ভদ্রভাবে ইসিকোরকে বাউ করতে। তারপর কোনো উপহার তুলে দিল যেন ইসিকোরের হাতে।'

'সেই উপহার কী ছিল, তা কী দেখেছিলেন? বা উপহার নিয়ে ওরা কী বলেছিল সেটা শুনতে পেয়েছিলেন? বাস মাথা নাড়ছেন। মানে শোনেননি। আমি শুনেছি। উপহারটা ছিল আইভরি বা কোনো কিছুর খোলস কুঁদে বানানো কালো রঙের একটা খুলি।

পালিশ করা লাভার চাঙড় দিয়েও ওটা বানানো হয়ে থাকতে পারে। আর ওই পুরোহিত বলেছিল, "এটা লর্ড ইসিকোরের জন্য মহান হিউহিউর তরফ থেকে পাঠানো উপহার। এ উপহার তাদের কাছে পাঠানো হয়, যারা তার অনুমতি ছাড়া ওয়ালুর দেশের বাইরে পা ফেলে"।'

ওদের কাছাকাছি ছিলাম বলে কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু বাসের কাছে বলিনি। কারণ, দেখতে চেয়েছিলাম পরে কী হয়। জিনিসটা ইসিকোরের হাতে দিয়ে সেই পুরোহিত চলে যায়। তবে ওই কালো খুলিটা দিয়ে ইসিকোর কী করেছিল তা জানি না। ও সম্ভবত সেটাকে একটা লকেটের মতো করে গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছিল। এদের তো আর চেইন ঘড়ি জাতীয় কিছু নেই যে অন্য কোনোভাবে সাথে রাখবে। মানে বলতে চাইছি, কোনো মহিলার দেয়া কিছু সাথে রাখতে হলে বাস নিজে যেভাবে রাখেন, এদের তো আর তেমন কিছু নেই!'

'তা সেই খুলিটা কী অর্থ বহন করে, হ্যান্স?' ওর আজেবাজে কথায় কান না দিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'সেদিন নৌকায় বসে আমি সাথের বুড়ো লোকদের কাছে এটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ইসিকোর তখন ছিল ক্যানুর অন্য প্রান্তে বসা। ও আমাদের কথাবার্তা শুনতে পায়নি। খুলিটা হচ্ছে "মৃত্যুর পয়গাম"। বাসের কী মনে নেই, জিকালির কালো গুহায় বসে আমরা কী শুনেছিলাম? বলা হয়েছিল, যে-ই হিউহিউর দেশ ছেড়ে বের হয়ে আসে সে রহস্যময় অসুখে আক্রান্ত হয় এবং শেষে মারা যায়। তবে ও যখন এই দেশ থেকে বেরিয়ে যায় তখন পুরোহিতরা সেটা জানতে পারেনি। তাই তখন ও অসুস্থ ছিল না। কিন্তু চারের টানে মাছ যেমন এসে বঁড়শিতে ধরা দেয়, ও-ও তেমন সাবিলার টানে এদেশে ফিরে এসেছিল। সেটাই ছিল ওর কাল। পুরোহিতরা জেনে যায় যে ও বিনা অনুমতিতে দেশের

বাইরে গিয়েছিল। তখন থেকেই ওরা তার ফেরার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকে। আর এখন বঁড়শি গেঁথে আছে ওর গলার অনেক গভীরে।'

'কী উল্টোপাল্টা বকছ! পুরোহিতরা সবই তো মারা গেছে। ওরা কীভাবে ইসিকোরের ক্ষতি করতে পারে?'

'হ্যাঁ, বাস, পুরোহিতরা সব মারা গেছে। কিন্তু সেদিন ইসিকোর যখন বলল হিউহিউ মারা যায়নি, প্রকারান্তরে ও আসলে ঠিকই বলেছিল। কারণ শয়তান আসলেই কখনও মারা যায় না। পুরোহিতরা মারা গেলেও বুড়ো ওয়ালুকে ঠিকই মেরে ফেলেছে হিউহিউ। আর এখন মারতে যাছে ইসিকোরকে। এই দেব পূজারীদের মাঝে অনেক রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপার আছে যেগুলো আপনার আমার মতো ভালো খৃষ্টান কখনও বুঝব না। ওদের এসব তুক-তাক আমাদের অর্থাৎ ভালো খৃষ্টানদের উপর কাজ করবে না। সে কারণেই হিউহিউ আমাদের মারতে পারবে না। কিন্তু এই কালো শয়তানটাকে যারা পূজা করে, তাদের কল্লা ও ঠিকই নিয়ে নিতে পারে।'

মনে মনে বললাম, কঠিন এবং অত্যন্ত গভীর একটা সত্য হ্যান্সের মুখ দিয়ে বের হয়ে এসেছে। যদিও ও নিজেও তা খুব বেশি অনুধাবন করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। ঠিক যেন হিব্রু বাইবেলে উল্লেখ করা "বালের" আফ্রিকান সংস্করণ।

"যে-ই বালের কাছে মাথা ঝুঁকিয়েছে সেই বালের ভৃত্য। জীবন এবং মৃত্যুতে তাকে সবসময় বালেরই হুকুম মেনে চলতে হবে।"

কিন্তু সে বালই হোক বা হিউহিউ অথবা হোক খোদ শয়তান, এদের পূজার ফল সবসময়ই এক। যা-হোক, এ নিয়ে হ্যান্সের সাথে কোনো তর্ক করলাম না। শুধু জানতে চাইলাম, ও আসলে কী বোঝাতে চাইছে। জবাবে ও বলল, 'যা বলেছি, বাস তাই

বোঝাতে চেয়েছি। বোঝাতে চেয়েছি, ইসিকোর মরতে বসেছে। ওই বুড়ো ক্যানুতে বসে আমাকে বলেছিল, যে-ই ওই খুলি হাতে পায়, সে-ই ওটা পাওয়ার এক মাসের মধ্যে মারা যায়। কখনও বা আরও তাড়াতাড়ি। আর ইসিকোরের চেহারা দেখে মনে হয়েছে ও আর এক সপ্তাহও হয়তো টিকবে না। দেখতে-শুনতে ভারী সুন্দর হলেও ও আসলে হাওয়াই মিঠাই। ভিতরে কিছুই নেই। আর প্রিন্সেস সাবিলাও খুব তাড়াতাড়িই ওর হাত থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। সে কারণেই ইসিকোরের ভেতর এত পরিবর্তন এসেছে। কারণ মৃত্যুর রূপ সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। একই কথা সাবিলার ব্যাপারেও বলা যায়। তবে ওর বেলায় সেটা হবে বিপরীতভাবে। ওর মাথার উপর থেকে মৃত্যুর ছায়া কেটে গেছে। ফলে সে হঠাৎ করে হয়ে উঠেছে দারুণ সাহসী।'

'কি জানি!'

মুখে এ ছাড়া আর কিছু বলিনি। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ে আমার ভালোই সন্দেহ ছিল। এই সব দেবতার আরাধনা নিয়ে আমার অল্প স্বল্প জানা আছে। যদিও এর এক কণাও আমার বিশ্বাস হয় না। বরং আমার বিশ্বাস, এসব চর্চা ভীষণ বিপজ্জনক ব্যাপার পূজারীর অন্তরে যদি হিউহিউর মতো অপদেবতার ব্যাপারে তীব্র ভয় বা ভক্তি কাজ করে, তা হলে ইসিকোরের মতো ঘটনার ফলাফল ভয়ানক হতে বাধ্য। তার উপর পূজারী যদি হয় আদিম এবং অশিক্ষিত তা হলে তো কথাই নেই। আর যদি অবচেতন মন এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যায়, তখন তার স্বরূপ হয় খুবই ভয়ঙ্কর এবং ভীষণ বিপজ্জনক। পুরোহিত বা ভবিষ্যৎবক্তা যদি বলে যে সে খুব শীঘ্রিই মারা যাবে, তা হলে দশটার মধ্যে নয়টা ঘটনাতেই দেখা যাবে, সে লোক আসলেই মারা গেছে। কিন্তু অবাক ব্যাপার হচ্ছে কিছুই আসলে তাকে মেরে ফেলে না।

হ্যান্সের ভাষায় বললে, "ভয় তাকে দুর্বল বানিয়ে ফেলে"। এবং তার বিশ্বাসই তাকে নিয়ে যায় এক ধরনের ঘোরের ভেতর। তখন ভেতর থেকে দুর্বল হতে হতে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। ফলাফল, মন এবং স্নায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা। শেষ পর্যন্ত যে নির্দিষ্ট সময়ের কথা ওরাকল বলে, সেই সময়ে গিয়ে তার শরীর এবং মন দুটোই আশা ছেড়ে দেয়। পরিণতিতে বেচারা মারা পড়ে। এ-ও এক ধরনের আত্মহত্যা। বা বলা চলে নিজের হাতে নিজের "আত্মার হত্যা"।

এই ছিল ইসিকোরের ঘটনা।

অধ্যায় ১৫

সাবিলার বিদায়

গল্পটা নিয়ে আর খুব কমই বলার আছে। রাতও অনেক হয়েছে। তোমরা সবাই দেখি হাই তুলছ! [কথাটা মোটেও সত্যি নয়। আমরা কেউই হাই তুলছিলাম না। বরং সবাইই গল্পের শেষটা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম।] কাজেই বাকিটা সংক্ষেপে বলছি। এ অংশটাকে অবশ্য গল্পের অংশ না বলে বরং বলা উচিত মন্তব্য বা উপসংহার।

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা গেলাম সাবিলাকে দেখতে। গিয়ে দেখি ওর অবস্থা খুব একটা ভাল না। মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত ছিল সে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। অত্যন্ত কঠিন অবস্থার ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ওর মনের উপর সেগুলোর বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। তা ছাড়া, এতদিন সাবিলাকে সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে আগলে রেখেছিল তার বাবা, সর্দার ওয়ালু। তাকে সে হারাল মুহূর্তের মধ্যে। চোখের সামনে বাবার এমন করুণ মৃত্যু দেখে সহ্য করা অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন। তারপরও, সাবিলার এমন অবস্থার আসল কারণ ছিল ভিন্ন।

ইসিকোর হঠাৎ করেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু তার কী হয়েছে, কেউ ধারণা করতে পারছিল না। তবে সাবিলা নিশ্চিত ছিল, তাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। সাবিলা অনুরোধ করে,

তখনই যেন ইসিকোরের সাথে দেখা করে আমি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা নিই। সত্যি বলতে, অনুরোধটা শুনে বিরক্তই হয়েছিলাম। তবে বিরক্তি প্রকাশ না করে সাবিলাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলি যে, ওদের স্থানীয় বিষের উপর আমার কোনো জানাশোনা নেই। তার ওপর আমার কাছে বিষের কোনো প্রতিষেধকও ছিল না। যাও-বা একটা ছিল, সেটা ছিল সাপের বিষের প্রতিষেধক। তারপরও সাবিলাকে বলে আসি, ইসিকোরকে আমি দেখতে যাব। যদি কিছু করার থাকে, করব। যদিও জানতাম, করার আসলে কিছুই ছিল না।

কয়েকজন বয়স্ক সর্দার আমাদেরকে ইসিকোরের বাড়ির দিকে নিয়ে যায়। সম্ভবত, এরা ছিল ওয়ালুর কাউন্সিলের সদস্য। জুলুল্যাণ্ডে এমন পরামর্শদাতাদের ডাকা হয় ইন্দুনা নামে।

ইসিকোরের বাড়িটা ছিল শহরের শেষ মাথায়। চমৎকার একটা বাড়ি। ওখানে যেতে হয় লেকের ধার ঘেঁষে বানানো একটা রাস্তা ধরে। রাস্তাটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে "পবিত্র" দ্বীপের অবস্থা দেখার সুযোগ মিলল। দু'দিন আগেও যেটা ছিল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা আগ্নেয়গিরি সহ একটা দ্বীপ, এখন তার অবস্থা খুবই সঙ্গিন। ওটা এখন স্রেফ একটা পরিত্যক্ত ভূখণ্ড। দ্বীপ বরাবর আকাশে ঝুলেছিল লাভা থেকে ওঠা বাষ্পের এক খণ্ড মেঘ। বাতাস যখন মেঘখণ্ডটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল; দেখি, দ্বীপের ধ্বংসাবশেষ থেকে লেকের ভিতর নেমে আসছে মন্থর গতির লাভা স্রোত। তবে তীব্র লাভা উৎক্ষেপণের কোনো নমুনা ছিল না। আর এখানে যে একটা আগ্নেয়গিরি ছিল, লাভা দেখা না গেলে তা-ও বোঝার কোনো উপায় ছিল না। তবে তখনও আকাশ থেকে হালকা ছাই এবং ধুলো নেমে আসছিল। রাস্তা এবং আশপাশের সব গাছপালার উপর পড়ে ছিল ছাই আর ধুলোর ধূসর আস্তরণ। কম-বেশি একই অবস্থা ছিল অন্য সব কিছুরও। মনে হচ্ছিল,

প্রকৃতির সমস্ত কিছুর উপর কেউ যেন জোর করে ছড়িয়ে দিয়েছে ধূসর রঙের প্রলেপ। এ ছাড়া মূল ভূখণ্ডের আর কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। শুধু কিছু কিছু নীচু জায়গায় জমে ছিল বন্যার পানি। এবং এখানে ওখানে ইতস্তত পড়ে ছিল, আগ্নেয়গিরি থেকে ছিটকে আসা ছোট-বড় কিছু পাথর। লেকের পানি কমতে শুরু করেছে। কিন্তু তারপরও বিপদ সীমার অনেক উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল।

ইসিকোরের বাড়িতে পৌঁছে ওর সাথে দেখা করার জন্য গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখি, কয়েকজন মহিলা তার সেবা শুশ্রূষা করছে। সম্ভবত তারা ছিল ইসিকোরের আত্মীয়। হ্যান্স আর আমাকে দেখে বাউ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তারা। বেচারার দিকে এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারি, ওর দিন ফুরিয়ে এসেছে। চমৎকার চোখ দুটোয় তখন ছিল শুধুই শূন্য দৃষ্টি। কাঁপতে থাকা হাতের মুঠো ক্ষণে ক্ষণে আপনাআপনিই খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল। এবং কিছুক্ষণের বিরতি দিয়ে দিয়ে ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠছিল তার পুরো শরীর। প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো ধরনের জ্বরের কারণে বোধহয় এমন হচ্ছে। কিন্তু থার্মোমিটার দিয়ে গায়ের তাপমাত্রা মেপে দেখি তা স্বাভাবিকেরও দু'ডিগ্রী নীচে! আমি প্রশ্ন করলে পরে সে জানায়, শরীরে কোনো ব্যথা নেই। কিন্তু ভয়ানক দুর্বল বোধ করছে এবং থেকে থেকে ভীষণ চক্কর দিয়ে উঠছে তার মাথা। ধরে নিলাম মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনার ফল।

প্রশ্ন করলাম, কেন এমন হচ্ছে বলে সে মনে করে। উত্তরে ও বলল, 'হিউহিউর অভিশাপ, লর্ড। হিউহিউই আমাকে মেরে ফেলছে।'

জানতে চাইলাম, কেন সে বোকার মতো অমনটা ভাবছে। জবাবে সে বলল, 'দুটো কারণে, লর্ড। প্রথমত, দেবতার অনুমতি ছাড়াই আমি দেশের বাইরে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয়ত, আমি

আপনাকে আর ছোট হলুদ মানুষ, আগুনের প্রভুকে নিয়ে গিয়েছিলাম পবিত্র দ্বীপে। সেখানে বিনা আমন্ত্রণে বা বিনা হুকুমে যাওয়া সবচেয়ে বড় অপরাধ। এসব কারণে এমনিতেই আমার মৃত্যু হওয়ার কথা। এ ছাড়াও আরেকটা ব্যাপার আছে। সেটা হচ্ছে, আমি গিয়েছিলাম সাবিলার জন্য সাহায্য চাইতে। এই তার প্রমাণ' বলে কোনো একটা লুকনো জায়গা থেকে বের করল কালো রঙের কুৎসিত একটা খুলি। আমাকে ওটা স্পর্শ করতে না দিয়েই আবার কোথাও লুকিয়ে ফেলল সে জিনিসটা।

হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলাম ওর কথা। কিন্তু সে একটা দুঃখ মাখা শুষ্ক হাসি দিয়ে বলল, 'আমি জানি, লর্ড, ওয়ালুর শহরে পৌঁছার পর থেকে যেমন আচরণ করেছি, তাতে আপনি আমাকে একটা কাপুরুষ বলে ভাবছেন। কিন্তু সত্যি হচ্ছে, এখানে আসার পর থেকেই হিউহিউর অভিশাপ আমার ওপর কাজ করতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা দয়া করে সাবিলাকে বুঝিয়ে বলবেন। গতকাল ওর চোখ দেখেই বুঝেছি, ও-ও আমাকে কাপুরুষই ভাবছে। এখন শক্তি থাকতে থাকতেই আপনাকে কিছু কথা জানিয়ে যেতে চাই। প্রথমেই, লর্ড, হিউহিউর থাবা থেকে সাবিলাকে উদ্ধার করার জন্য আপনাকে আর হলুদ মানুষকে আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জানি না কোন যাদুবলে এই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। সাবিলাকে উদ্ধার করতে গিয়ে ধ্বংস করতে হয়েছে হিউহিউর বাড়ি আর তার পুরোহিতদের। আর ধ্বংস করেছেন তার "প্রতিমা"। তবে হিউহিউর মৃত্যু নেই। সে থাকবে। হয়তো সে হয়ে যাবে আকৃতি এবং মন্দিরহীন দেবতা। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো তার আর কোনো পূজারীও থাকবে না। সে কারণে হয়তো মন আর শরীরের ওপর হিউহিউর ক্ষমতাও আর খাটবে না। সময়ের সাথে সাথে হয়তো হিউহিউকে পূজা করাও একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে।

হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের কেউ আর এই দেবতার অভিশাপে মারা পড়বে না।'

'কিন্তু, ইসিকোর, তোমাকে কেন মরতে হবে?'

'কারণ, আমার উপর অভিশাপ পড়েছে, লর্ড। হিউহিউর অভিশাপ! যে একসময় ছিল ওয়ালুদের পার্থিব শাসক, তার অভিশাপ!'

আমি প্রতিবাদ করতে যাব, তখন ও হাত নেড়ে আমাকে বাধা দিল। বলল, 'লর্ড, আমার হাতে সময় খুবই কম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আর থাকব না। এবং কিছুদিনের মধ্যেই সবাই আমাকে ভুলে যাবে। এমনকী যার স্বামী হওয়ার কথা ছিল আমার, সেই সাবিলাও মনে রাখবে না। সেজন্য বলছি, আপনি সাবিলাকে বিয়ে করুন।'

শুনে ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খেয়ে উঠলাম আমি। কিন্তু আমাকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে ও বলে চলল, 'আমি ইতিমধ্যেই ওকেও জানিয়ে দিয়েছি, এটাই হচ্ছে আমার শেষ ইচ্ছা। এবং ওয়ালুদের সমস্ত বয়স্ক সর্দারদেরও এই কথা জানিয়েছি। আলোচনা করে আজ সকালে তারা জানিয়েছে তাদেরও এতে অসম্মতি নেই। বরং এটাই হবে জ্ঞানীর কাজ। সকালে ওরা আমার কাছে দূত পাঠিয়েছিল। পাঠিয়েছিল এটা বলতে যে, যত দ্রুত সম্ভব আমি যেন মারা যাই! তা হলে ওরাও দ্রুত বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করতে পারবে!'

'ও খোদা!' আমি ভিরমি খেতে খেতে বলে উঠলাম। কিন্তু এবারও আমাকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে ও বলে চলল, 'আমি জানি, লর্ড, সাবিলা আপনার জাতির মেয়ে নয়। কিন্তু ও খুবই সুন্দর। আর জ্ঞানীও বটে। আপনাকে স্বামী হিসেবে পেলে ও হয়তো এই ডুবন্ত জাতিকে আবার আগের সেই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারবে। অর্থাৎ, হিউহিউর অভিশাপ

পড়ার আগে এই জাতি যেমন ছিল বলে আমাদের ইতিহাস সাক্ষী দেয়, তেমন। এখন তো হিউহিউর অভিশাপ কেটে গেছে। আর আপনিও অনেক জ্ঞানী। এমন অনেক কিছু আপনি জানেন যা সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্রও ধারণা নেই। আমার লোকজনও আপনাকে তাদের প্রধান হিসেবে মানবে। আপনি যদি তাদের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করতে পারেন আর পারেন একটা শক্তিশালী জাতি বানাতে, তখন হিউহিউর জায়গায় তারা আপনার পূজাও করতে পারে! প্রথম প্রথম এই চিন্তা আপনার কাছে অদ্ভুত আর খারাপ লাগলেও, পরে দেখবেন এটা আসলে মোটেও খারাপ না। আরেকটা ব্যাপার হলো, আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছায় এখন আর কিছু আসে যায় না। এমনটাই হবে বলে ঠিক করা হয়ে গেছে।'

'কিন্তু কেন?' নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে প্রশ্ন করে ফেললাম আমি।

'কারণ জীবনের বাকি দিনগুলো আপনাকে এখানেই কাটাতে হবে। আপনি এখন থেকে বন্দী। আপনার অসীম সাহস আর উৎসাহ দিয়েও এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন না। কারণ, কেউ আপনাকে নিয়ে ক্যানু চালাবে না। আর কাউকে যাতে জোর করতে না পারেন সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে। ঘরে ফিরে দেখবেন আপনার সমস্ত কার্তুজ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সাথের কয়েকটা গুলি ছাড়া আপনি এখন অস্ত্রহীন। আর যেহেতু এ দেশে আপনাকে থাকতেই হবে, তাই আমি মনে করি, অন্য কোনো মেয়ের চেয়ে সাবিলাকে বিয়ে করাই আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল। কারণ ও চালাক আর সুন্দরী। আর ও যেহেতু রক্তের অধিকারে এখানকার শাসক, তাই ওকে বিয়ে করলে আপনি হবেন নতুন ওয়ালু। আমাদের বিয়ে হলে যেমনটা হতাম আমি। তা ছাড়া ভয় করছি, ওকে বিয়ে না করলে কোনো না কোনোভাবে মেরে ফেলা হতে পারে আপনাকে।'

এ পর্যন্ত বলে ইসিকোর চোখ বন্ধ করল। মনে হচ্ছিল ও চেতনা হারিয়েছে বা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ করেই চোখ খুলল। তারপর দুর্বলভাবে হাত তুলে আর্তনাদের মতো চিৎকার করে বলে উঠল, 'স্বাগত! দীর্ঘজীবী হোক ওয়ালু! মহত্ত্বর হোক তার নাম!'

এখানেই শেষ নয়। আমাকে আতঙ্কে অস্থির করে দিয়ে পর্দার ওপাশ থেকে কিছু মহিলাও একই কথা বারবার বলতে থাকল। এরপর ইসিকোর আবার অজ্ঞান হয়ে যায়। অন্তত আমি তখন কী বলেছি না বলেছি তার কিছুই ওর কানে ঢোকেনি। তারপর আরও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হ্যান্স আর আমি ফিরে আসি। ভাবছিলাম জ্বরের ঘোরে ও উল্টোপাল্টা কী বলেছে না বলেছে সে-সব ওখানেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যি হচ্ছে, কিছুই শেষ হয়নি। সন্ধ্যা নাগাদ ইসিকোর মারা যায়। মারা যাওয়ার আগে কিছুক্ষণের জন্য একবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল। তখন সাবিলা দেখা করে ওর সাথে। ধারণা করি সে সময়ই বেচারা ইসিকোর সাবিলাকে তার "অবশ্য করণীয়" সম্বন্ধে বলে। আমার দেখা এই দারুণ আত্মত্যাগী আর নিঃস্বার্থ লোকটা শুধুমাত্র তার দেশের মঙ্গলের জন্য এমন একটা কাজে সাবিলাকে "প্রায়" সম্মত করে আনে।

ইসিকোরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে হ্যান্স বলে, 'বাস, আমাদের এখন ঘরে ফিরে যাওয়া দরকার। বুঝতে পারছি, এটাই এখন আপনার নিজের বাড়ি। লেকের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই, বাস। দেখতে পাচ্ছেন না, ওয়ালুরা এতই দয়ালু যে, আপনার জন্য "সর্দারের প্রহরী" দিয়ে দিয়েছে।'

তাকালাম আশপাশে। দেখি, হ্যান্সের কথা খুবই সত্যি। যাওয়ার পথে কয়েকজন বয়স্ক লোক আমাকে ইসিকোরের ঘরের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তাদের জায়গায় বিশজন

বর্শাধারী প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। পারলে ওরা আমার গায়ের উপর উঠে পড়ে আর কী। ওই সৈন্যদের মতো বেশভূষা-ধারী এবং দেখতেও সৈন্যদের মতো লোকগুলো অতি ভদ্রতা সহকারে আমাদের ঠিক পেছন পেছন আসতে থাকল। তখন হ্যান্স শুরু করল বক্তৃতা দেয়া। বলল, 'এই ভয়ই করেছিলাম, বাস। একটা লোক যদি ভিতরে ভিতরে মহিলাদের খুব পছন্দ করে, তা হলে তারা সেটা কোনো না কোনোভাবে ঠিকই টের পেয়ে যায়। হাজার কথার ফুলঝুরি দিয়ে সেটা সামনাসামনি না বললেও চলে। আর যাদের মন একটু নরম তারা তো সহজেই গলে যায়। এখানেও ঠিক তাই ঘটেছে। যে মুহূর্ত থেকে লেডি সাবিলা আপনাকে দেখেছে বাস, তখন থেকেই তার কাছে ইসিকোরের দাম একটান নস্যির চেয়েও কমে গিয়েছিল। যদিও ইসিকোর দেখতে ছিল খুবই সুন্দর। এবং সাবিলার জন্য সে অনেক, অনেক লম্বা একটা পথ পায়ে হেঁটে, একা পাড়ি দেয়ার মতো চরম দুঃসাহস দেখিয়েছিল। কিন্তু, বাস, সাবিলা আপনার মধ্যে এমন কিছু দেখেছে যেটা সে দুই কদম দূরে থাকা ইসিকোরের মধ্যে খুঁজে পায়নি। আর সত্যি বলতে তো ইসিকোর ছিল একটা খালি ড্রামের মতো। বাড়ি দিলে ধুমধাম আওয়াজই শুধু হয়। জানেনই তো, বাস, খালি কলসি বাজে বেশি। যা-হোক, ও বেচারা যা-ই হয়ে থাকুক, তার সময় এখন ফুরিয়েছে। কাজেই ওর ব্যাপারে কথা বলে সময় নষ্ট করার আসলে কোনো মানেই হয় না। তবে এখন যেহেতু হিউহুয়াদের প্রায় সব মারা পড়েছে, কাজেই থাকার জন্য এ দেশটা মনে হয় অতটা খারাপ হবে না। ওই দেখুন, নদীর পাড়ে হিউহুয়াদের কতগুলো মৃতদেহ পড়ে আছে। তা ছাড়া, এখানে তামাক আছে। আর ওরা বিয়ার যেটা বানায়, একটু এদিক-সেদিক করে সেটাকে আরও শক্তিশালী করে নেয়া যাবে। কাজেই এখানে থাকতে খুব একটা খারাপ লাগবে না। অন্তত

যতদিন না একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হই। ততদিনে সম্ভবত পালাবার কোনো না কোনো উপায় ঠিকই বের করে ফেলব। তারপরও বলতে হচ্ছে, আমাকে কেউ বিয়ে করতে চায়নি বা ওদেরকে "গর্ত" থেকে তুলতে গাধার খাটুনি খাটতে বলেনি, তাতেই আমি খুশি।'

এভাবেই হ্যান্স ওর ভিতরের কথাগুলো উগরে দিচ্ছিল। কিন্তু আমার মনের অবস্থা তখন এতই কাহিল ছিল যে, ওর কোনো কথারই জবাব দিতে পারিনি। সত্যি বলতে, আমার সাথে সবসময়ই কেন যেন এমন সব অঘটন ঘটে যায়। ফেঁসে যাই বারবার। গত কদিনে অনেকগুলো বিপদ আর ঝামেলার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ওগুলোর মোকাবেলাও করেছি। কিন্তু এবারেরটা এমনকী দুঃস্বপ্নেও আসতে পারে বলে ভাবিনি। ভাগ্য আর কাকে বলে! সোনার কারুকাজ করা খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকতে তো হবেই, সাথে জীবিকার জন্য খাটতেও হবে। শিকলে বাঁধা সার্কাসের বাঁদরের অবস্থায় পড়েছি! মনে মনে ভেবে নিলাম, পালাবার রাস্তা একটা বের না করেছি তো আমার নাম অ্যালান কোয়াটারমেইন নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেই উপায়টা কী? সে সময় আমার চোখে কোনো উপায়ই ধরা পড়ছিল না। মনে হচ্ছিল, আমার জন্য বানানো জেলখানার গরাদগুলো খুবই মোটা আর শক্ত। তার ওপর ছিল গায়ের সাথে কাঁঠালের আঠার মতো সেটে থাকা বর্শাধারী বিশজন প্রহরী।

যা-হোক, আমরা ঘরে পৌঁছাই। এদিক-ওদিক খানিক খোঁজাখুঁজি করে হ্যান্স ঘোষণা দিল, 'ইসিকোর ঠিকই বলেছিল, বাস। আমাদের কার্তুজ সব গায়েব। এখন শুধু আমাদের দু'জনের কাছে থাকা পিস্তলের চব্বিশটা গুলি ছাড়া আর কিছুই নেই।'

কথা সত্য। আমাদের কাছে আসলেই আর কোনো কার্তুজ নেই। এবং জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে

গেলাম। ওখানে আমার "নিরাপত্তার" জন্য আসা বিশ জনের থাকার ঘর তোলার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে!

'ওরা ওখানেই থাকবে, বাস। যদি কখনও বাসের ওদেরকে দরকার পড়ে বা ওদের দরকার পড়ে বাসকে সেজন্য।' গলায় গাম্ভীর্য টেনে বলল হ্যান্স। সাথে যোগ করল, 'মনে হয়, ওয়ালুর সাথে সবসময়ই বিশজন প্রহরী থাকাই এদের নিয়ম।'

পরের কদিন আর সাবিলা বা ড্রামানা, কারো সাথেই দেখা হয়নি। কারণ ওরা তখন ব্যস্ত ছিল ওয়ালু এবং ইসিকোরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে। হয়তো ধর্মীয় বা অন্য কোনো কারণে আমাকে সেখানে ডাকা হয়নি। সে দিনগুলোতে আমার বিরক্তি চরমে তোলার জন্য দরজার পাশে সবসময় মজুত থাকত কয়েকজন ইন্দুনা! ভুলেও যদি দরজা দিয়ে নাক বের করেছি অমনি কোত্থেকে যেন উড়ে এসে হাজির হতো এরা। এসে অতি ভদ্রতাভরে বাউ করে শুরু করত বকবকানি। চলত ওয়ালুদের রীতিনীতি আর ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান দান। তখন মনে হতো, ভুল করে আবার বাল্যকালে ফিরে গেছি! বাধ্য হচ্ছি "স্যাণ্ডফোর্ড অ্যাণ্ড মের্টন" পড়তে। জোর করে গেলানো হচ্ছিল জ্ঞান নামের কুইনাইন। শেষে এই বয়স্ক লোকগুলো রীতিমত আমার গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ওদেরকে ঝেড়ে ফেলতে খুব দ্রুত গতিতে লম্বা সময় ধরে হাঁটতাম। কিন্তু ওরাও ছিল আমার সাথে জাহান্নাম পর্যন্ত যেতে সদা প্রস্তুত! ক্লান্ত হয়ে বসে না পড়া পর্যন্ত ওরাও আমার সাথে সাথে হাঁটত এবং একই সাথে চালিয়ে যেত অবিরাম-অবিশ্রান্ত বকবকানি। তবে আমার গার্ডরা ছিল হাঁটাহাঁটির মহা ওস্তাদ। কখনও যদি হাঁটতে হাঁটতে ইন্দুনাদের বেশি পিছনে ফেলে দিলে বা যেদিকে আমার যাওয়ার কথা না সেদিকে যাওয়া শুরু করলে, ওদের অর্ধেক সামনে চলে যেত এবং বিনীতভাবে সামনে এগুতে বাধা দিত।

তিন বা চারদিন পর শেষ হয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান। তখন সাবিলার সাথে দেখা করার জন্য ডাক পড়ে আমার। সে উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল জাঁকালো এক অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানটা সম্বন্ধে আমার মত হচ্ছে, পুরো আয়োজনটাই ছিল দুঃখজনক। এক সময়ের উন্নত একটা জাতি আজ বর্বরতায় ডুবতে বসেছে। তাদের ভুলতে বসা আনুষ্ঠানিকতার জৌলুস নিয়ে এর বেশি কী-ই বা বলার থাকতে পারে! তবে হ্যান্সের মতে আয়োজনটা ছিল ভারী চমৎকার। অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিল সাবিলা। সেদিন তাকে দেখতে অন্যান্য দিনের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর লাগছিল। তার পরনে ছিল অর্ধসভ্য, কিন্তু তাদের হিসেবে জমকালো এক পোশাক। সেদিনের অনুষ্ঠানে সে ছিল রানীর আসনে আসীন। হয়তো তার পূর্ব-পুরুষরাও এমন সাড়ম্বর আনুষ্ঠানিকতা করত। হয়তো তারা বসত আরও বড় কোনো মঞ্চে এবং আরও অনেক বেশি লোকের সামনে! তবে এখানে তার চারপাশে ছিল পক্বকেশ ইন্দুনাদের সরব বিচরণ। ওরা ছিল এই জাতির হারিয়ে যাওয়া আমলাদের ওয়ালু সংস্করণ।

রাণীর আসনে বসালেও সাবিলা আসলে রাণী ছিল না। আফ্রিকায় প্রচলিত সাধারণ সর্দারি প্রথার সাথে মিশে গিয়েছিল তার রাণিত্ব। এবং তার আশপাশে থাকা ইন্দুনারাও ছিল আফ্রিকার আর দশটা সর্দারকে ঘিরে থাকা চাটুকারের মতোই সাবিলাকে ঘিরে ডাস মাছির মতো সারাক্ষণ ভনভন করছিল ওরা সেদিনের অনুষ্ঠানটা ছিল অসম্ভব দীর্ঘ এবং ভীষণ বিরক্তিকর ইন্দুনাদের প্রত্যেকেই তার নিজের ভাষায় বলছিল আগের বক্তা যা যা বলেছে সে সব। সাথে যোগ করছিল, আমি আর হ্যান্স মিলে কতটা বীরত্বের কাজ করেছি এবং পবিত্র দ্বীপে গিয়ে কী কী করেছি উদ্ভট-উদ্ভট বিশেষণযোগে তার সাড়ম্বর বর্ণনা!

তবে ওদের অতিকথন থেকে একটা জিনিস জানতে পারি যে, আগ্নেয়গিরিটা বিস্ফোরিত হওয়ায় হিউহুয়াদের বেশিরভাগই মারা গেছে। যারা বেঁচে ছিল, তারাও ছিল সংখ্যায় অতি নগণ্য। এবং বেঁচে যাওয়াদের বেশিরভাগই ছিল নারী, শিশু এবং কিছু বয়স্ক হিউহুয়া। তাই ওয়ালুরা এখন নিরাপদ। অন্তত আগামী কয়েক পুরুষ ধরে তাদের বিরক্ত করার বা তাদের উপর আক্রমণ করার আর কেউ নেই। যেসব হিউহুয়া তখনও বেঁচে ছিল, তারাও চলে গেছে পাহাড়ের গভীরে। ওদের জন্তু-সুলভ আর্তনাদ থেকে এতসব তথ্য এরা আবিষ্কার করেছে। আর্তনাদের কথাটা সত্য। বাতাসের সাথে ভেসে আসা ওদের গা শিউরানো আর্তনাদের শব্দ আমিও শুনেছি। ঠিক যেন আহত জন্তুর তীব্র যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ। তখন ওয়ালুরা ভাবছিল, ওদের সামনে হিউহুয়াদের শেষ নারীটিকে পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চমৎকার সুযোগ এসেছে। এবং সেই কাজ করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত লোকটি হচ্ছি আমি!

ইন্দুনাদের পরে এল সাবিলার পালা। সে তার সিংহাসনের মতো চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার সাথে সম্বোধন করল আমাদের। প্রথমেই সে এই বলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল যে, সে এমন একজন নারী যাকে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে খুব বড় বড় দুটো দুঃখজনক আঘাত সইতে হয়েছে। প্রথমত তার অতি আপন জন, তার বাবার মৃত্যু। এবং তার পরপরই সেই লোকের মৃত্যু, যার সাথে তার বাগদান হয়েছিল এবং কথা ছিল খুব শীঘ্রই তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এতসব আঘাত আর অপূরণীয় ক্ষতিতে তার হৃদয় তীব্র ব্যথায় ভারাক্রান্ত। তারপর হিউহিউর থাবা থেকে তাকে উদ্ধার করে আনায় হৃদয়স্পর্শী ভাষায় ধন্যবাদ জানায় আমাকে আর হ্যান্সকে। বলে যে, সেদিন তাকে উদ্ধার না করলে আজ হয়তো

সে থাকত মৃত অথবা হতো হিউহিউর ঘরের দাসী। তারপর তাকে এবং এই দেশকে আবার একবার স্বাধীনতার স্বাদ এনে দেয়ায় ধন্যবাদ জানায় আমাদের।

এরপরের কথাগুলো ছিল পূর্ব প্রস্তুতকৃত বক্তৃতা। বলল এত কিছুর পরও অতীতের কথা, তার বাবা বা প্রেমের কথা ভেবে শোক করার সময় এখন নয়। এখন সে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চায়। এবং আমি যেসব বীরত্বব্যঞ্জক কাজ করেছি তার উপযুক্ত পুরস্কার হতে পারে, আমার হাতে ওয়ালুদের শাসনভার তুলে দেয়া। সেই সাথে তার নিজেকে আমার হাতে সমর্পণ করার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে আমাকে ধন্যবাদ জানানো যেতে পারে।

সুতরাং, ইন্দুনাদের কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে সেদিন থেকে চারদিন পর আমাদের বিয়ের দিন ধার্য করা হলো। এবং বিয়ের পর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে জনসমক্ষে নতুন ওয়ালু হিসেবে ঘোষণা করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত হলো। তখন সে আমাকে ডাকল তার পাশে গিয়ে বসার জন্য। যেন বিবাহ প্রস্তাবে রাজি হওয়ার স্বাক্ষর হিসেবে আমরা পরস্পরকে চুমু খেতে পারি। (আগে সেভাবে খেয়াল করিনি, ওখানে আগে থেকেই একটা শূন্য চেয়ার রাখা ছিল)।

শুনেই আমার অবস্থা খারাপ! জীবনে আর কখনও সেই বিপজ্জনক মুহূর্তের মতো চেয়ারের সাথে অত সুন্দরভাবে আটকে যাইনি! কী বলব তা-ও বুঝতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল জিভটা যেন আঠা দিয়ে তালুর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। কী বলব বা করব বুঝতে না পেরে ওয়ালু গাধাগুলোর চোখের সামনে হতভম্ব হয়ে ওভাবেই চেয়ারে বসে রইলাম। দেখি, চোখের কোণ দিয়ে সাবিলা আমাকে খেয়াল করছে। নীরবতা তখন "হিরণ্ময়" না হয়ে "উদ্বেগজনক" হয়ে উঠছিল। অবস্থা

বেগতিক দেখে গলা খাঁকারি দিয়ে কথা বলা শুরু করল হ্যান্স। ফিসফিসিয়ে বলল, 'উঠে দাঁড়ান, বাস। এগিয়ে যান। ব্যাপারটাকে যতটা খারাপ মনে করছেন, আসলে তার অর্ধেক খারাপও না। উল্টো কিছু লোক বরং এটাকে দারুণ পছন্দ করত। তা ছাড়া মনে হচ্ছে, এখন ওই মহিলাকে চুমু না খেলে গলাটা কাটা যাবেই। কাজেই বাস, গলা কাটা যাওয়ার চেয়ে একটা সুন্দরী মহিলাকে চুমু খাওয়া নিঃসন্দেহে অনেক ভাল। এই ব্যাটাদের ভাবসাব মোটেও সুবিধার ঠেকছে না আরেকটা ব্যাপার, একটা মহিলা সবার সামনে আপনাকে চুমু খেতে ডেকেছে। সবার সামনে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হলে তার পরিণতি ভালো হতে পারে না!'

মনে হলো হ্যান্সের কথায় যুক্তি আছে। তাই... লম্বা গল্প ছোট করে বলছি, ওই চেয়ারে গিয়ে বসি। এবং... কী বলব, যা করা দরকার ছিল তাই করি। খোদা! আমার যে তখন কেমন লাগছিল। আমাদের ঘিরে চিৎকার করে উল্লাস করছিল ওয়ালুরা! কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল খাঁচায় ভরা বেবুনের দল ভেঙচি কাটছে! আর মঞ্চের নীচে দাঁড়িয়ে মাড়ি বের করে হাসছিল হ্যান্স তবে পুরো ব্যাপারটাই ছিল স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা আমি সাবিলার ভ্রুতে একবার আলতো করে ঠোঁট ছুঁয়ে দায় সারি। একই রকম আনুষ্ঠানিকতা দেখায় সাবিলাও।

এরপর পাশাপাশি বসে এক মহান বীর আর এক দেবীর বিয়ে নিয়ে কাউন্সিলরদের বেসুরো কণ্ঠে গাওয়া গান নামের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। (সন্দেহ করি, ভয়াবহ সেই গানটা তাৎক্ষণিকভাবে বানানো হয়েছিল) সে সময় হইচইয়ের আড়ালে ফিসফিস করে সাবিলা আমাকে কিছু কথা বলে। বলে, 'লর্ড, আপনার চেহারাটাকে আরেকটু কম অসুখী বানাতে চেষ্টা করুন। নয়তো এরা সন্দেহ করে বসবে। তখন আমরা কী বলছি শোনার

জন্য ওয়ালুরা এগিয়ে আসবে। আমাদের বিয়ের রীতি হচ্ছে, আজকের পর থেকে বিয়ের দিন পর্যন্ত আমাদের আর কোনোমতেই দেখা হবে না। কিন্তু আপনার সাথে একান্তে কথা বলা জরুরী। তাই আজ রাতে আপনার সাথে দেখা করব। ভয় পাবেন না।'

তারপর একটা কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বলল, 'আমি একা আসব। তবে আপনি চাইলে আপনার ভৃত্যকে সাথে আনতে পারেন, অসুবিধা নেই। কারণ তখন যা বলব তার সাথে আপনাদের দু'জনেরই সম্পর্ক আছে। এই ঘর থেকে আপনার ঘরে যাওয়ার পথের মাঝ বরাবর একটা প্যাসেজ আছে। মাঝরাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন সেখানে পৌঁছে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। ওই প্যাসেজে কোনো জানালা নেই। আর দেয়ালগুলোও যথেষ্ট পুরু। তাই আমাদের কথা শুনবে বা আমাদের কেউ দেখে ফেলবে...সেই ভয় নেই। তবে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে আসতে ভুলবেন না। বুঝতে পেরেছেন তো সব?'

তখন ইন্দুনাদের সঙ্গীত (পড়ুন, সঙ গীত) শেষ হলো। দারুণ জোরে হাতে তালি দিতে শুরু করলাম আমি। ভাব দেখালাম ওদের গান আমার ভারী পছন্দ হয়েছে। খুশিতে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছি! তারপর ফিসফিস করে সাবিলার কথার উত্তরে বললাম, 'বুঝতে পেরেছি।' তারপর সাবিলা আবার বলল, 'ঠিক আছে। গান শেষ হলে বলবেন যে আমার কাছে আপনার একটা অনুরোধ আছে। বলবেন, আগামী কাল যেন আপনাকে দাঁড়িসহ একটা ক্যানু দেয়া হয়। সেটা দিয়ে দ্বীপে গিয়ে ঘুরে-ফিরে দেখবেন, সেখানে আর কোনো হিউহুয়া বেঁচে আছে কি না বা ওখানের বর্তমান অবস্থা কী। কেউ বেঁচে থাকলে আপনি তাদের "ব্যবস্থা" নেবেন। ঠিক আছে? এখন আর কথা

বলা যাবে না।'

খোদার অশেষ রহমতে শেষ পর্যন্ত গান শেষ হলো। একই সাথে শেষ হলো সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা। সাবিলা তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সম্মান জানালো। আমিও দাঁড়িয়ে সর্বোচ্চ বিনীত ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বাউ করলাম। এবং "বিয়ের" আগ পর্যন্ত পরস্পরকে বিদায় জানালাম আমরা। তারপর সাবিলার কথামতো, সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে জোরালো গলায় বললাম যে, দ্বীপে কেউ আর বেঁচে আছে কি না দেখার জন্য ওদিকে যেতে চাই। তাই আমাকে একটা ক্যানু দেয়া হোক।

উত্তরে সে বলল, 'আমার লর্ড যা চান সেভাবেই ব্যবস্থা নেয়া হোক।' এই বলে, কাউকে দ্বিতীয় কোনো কথা বলার বা প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়ে বের হয়ে গেল সে। পেছন পেছন গেল তার চাকরানীদের ছোটখাট একটা দল আর গেল ড্রামানা। ড্রামানাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যা ঘটল, তাতে সে মোটেও খুশি হতে পারেনি।

সরাসরি মাঝরাতের ঘটনায় চলে যাই। সাবিলার বলে রাখা সময়ে হ্যান্সকে নিয়ে ওই প্যাসেজে চলে যাই আমি। তবে ওখানে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই ওর ছিল না। জোর করে সাথে নিতে হয়েছিল। না যেতে চাওয়ার কারণ হচ্ছে, ওর মতে, দু'জনে সঙ্গী হয়। কিন্তু তিনজনে কোনো কিছুই হয় না। যা-হোক, অন্ধকারে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম সাবিলার অপেক্ষায়। কয়েক মিনিট পর প্যাসেজের দূরবর্তী প্রান্তের দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। তার কয়েক মুহূর্ত পরই উপস্থিত হলো সাবিলা। তার পরনে ছিল সাদা পোশাক আর হাতে ছিল লণ্ঠন। জানি না আলো-আঁধারির কারণে কি না, তখন তাকে যে কোনো সময়ের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর লাগছিল! সামনে এল সে।

কোনো ধরনের শুভেচ্ছা বিনিময় ছাড়াই সরাসরি কাজের কথা পাড়ল। বলল, 'লর্ড, মাকুমাজান, আপনি আমার অনুরোধ রেখেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সে-সময় হয়তো অনুরোধটা আপনার কাছে অদ্ভুত লেগেছিল। কিন্তু তখন সব বুঝিয়ে বলার সময় ছিল না। এখন বলছি। আমার মনে হয়, আমাদের বিয়ে আপনার কাছে মোটেও কাম্য নয়। কারণ আমি আপনার জাতির মেয়ে নই। তা ছাড়া, আপনার চোখে আমাকে স্রেফ একটা আধ বুনো মেয়ে বলেই মনে হবে, যাকে মহা লজ্জা বা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। না, লর্ড, অস্বীকার করবেন না। কিছু সত্য মেনে নেয়াই ভালো। এবং একই কারণে আরও একটি সত্য আপনাকে বলতে এসেছি। সেটা হচ্ছে, আমিও চাই না বিয়েটা হোক। কারণ, আমি ইসিকোরকে ভালবাসতাম। ছোটবেলা থেকেই ও ছিল আমার খেলার সাথী। তাই ছিল, যতদিন না তার চেয়ে বড় সম্পর্কের দেখা আমরা পাই।'

তখন ওকে বাধা দিয়ে বললাম, 'আমিও জানি, ও তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। কিন্তু মৃত্যু শয্যায় শুয়ে ও এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল কেন?'

'কারণ, ইসিকোরের হৃদয়টা ছিল অনেক বড় আর মহান। কিন্তু ও কখনও আপনার মতো মহৎ হৃদয়ের মানুষ দেখেনি। ওর ধারণা ছিল আপনি অনেক অনেক উঁচু স্তরের একজন মানুষ। ওর ভাবনায় আপনি ছিলেন অর্ধ দেবতা। ভেবেছিল আপনি আমাকেও সুখী রাখবেন আর এ দেশটাকেও খুব ভালোভাবে শাসন করতে পারবেন। একই সাথে ভেবেছিল, কেবল আপনিই পারবেন এই দেশের ঘুমন্ত মানুষগুলোকে আবার জাগিয়ে তুলতে। ও আরও একটা জিনিস জানত। সেটা হচ্ছে, আমাকে বিয়ে না করলে আপনি এবং আপনার ভৃত্য, উভয়কেই হয়তো

মেরে ফেলা হবে। তবে এ ধারণাটা ভুলও হতে পারে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যে বিষের প্রভাবে ওর স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনা লোপ পাওয়ার পথে ছিল। ও শুধুমাত্র ভয়ে মারা গেছে, এ আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। ওর উপর অবশ্যই বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল।'

'বুঝেছি। ইসিকোরের প্রতি আমার অটুট সম্মান আছে।'

'ধন্যবাদ, লর্ড। যদিও আমি অজ্ঞ, তবুও মনে করি মৃত্যু দরজার ওপারে আবার তাকে আমি পাব। এ বিশ্বাসটা হয়তো আমার ভিতর এসেছে আমার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। তারা হিউহিউ ছাড়াও আরও অন্যান্য দেবতারও পূজা করত। আশা করি খুব শীঘ্রই ওই দরজার দেখা পাব আমি। সেখানে আবার খুঁজে পাব আমার ইসিকোরকে। পাব, হিউহিউর অভিশাপে পড়ার আগের প্রাণোচ্ছল ইসিকোরকে। সে কারণেই আমি আর কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই না।'

'তোমার অনুভূতিকেও আমি সম্মান জানাচ্ছি,' বিড়বিড় করে বললাম আমি।

'আবারও আপনাকে ধন্যবাদ, লর্ড। এখন অন্যান্য ব্যাপারের দিকে তাকাই, আসুন। আগামীকাল দুপুরের পর আপনাদের জন্য একটা ক্যানু প্রস্তুত থাকবে। ওতে থাকবে আপনার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র। ক্যানুতে থাকবে চারজন দাঁড়ি। ওরা চারজনই আসলে ছিল পুরোহিতদের নিয়োজিত স্পাই। ওদের কাজ ছিল আমাদের উপর নজর রাখা। সময়মত ওরাও হিউহিউর পরিপূর্ণ পুরোহিত হয়ে উঠত। কিন্তু হিউহিউর যেহেতু পতন হয়েছে, তাই ওদেরও মরণ ঘনিয়ে এসেছে। হয়তো এখনই নয়, কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে অবশ্যই। ইসিকোরের মতো একইভাবে বিষের প্রভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যু হতো ওদের। কারণ সভাসদরা ভয় পাচ্ছে, ওরা বেঁচে থাকলে আবার এদেশে হিউহিউর শাসন প্রতিষ্ঠা করবে।

এবং এটা যে ঘটবেই সেটা সভাসদরাও ভালভাবেই জানে। এবং ওরাও খুব ভালভাবে জানে এ দেশে থাকলে ওদের কী দশা হবে। তাই দেহে প্রাণ থাকতে থাকতেই ওরা এ দেশ থেকে পালাতে চায়।'

'তুমি ওদের দেখেছ, সাবিলা?'

'আমি দেখিনি। তবে ড্রামানা দেখেছে। এখন আরেকটা ব্যাপারে কথা বলব। মনে হয়, আপনি নিজেও বিষয়টা আন্দাজ করেছেন। ড্রামানা চায় না, আমাদের বিয়ে হোক। আমার মতো ড্রামানাকেও আপনি উদ্ধার করে এনেছিলেন। সেই থেকেই ওর চোখেও আপনার স্থান মানুষরূপী দেবতার আসনে। সে কারণেই ও চায়, আপনি যেন এখান থেকে চলে যেতে পারেন। তাতে, ও যদি আপনাকে না পায়, তা হলে আমাদের দু'জনের কারোই আপনাকে পাওয়া হবে না। অনেক বলে ফেলেছি, তাই না, লর্ড?'

'যথেষ্ট।' উত্তরে বললাম আমি। কারণ, আমিও জানতাম সাবিলার কথা সত্যি।

'আর কী বলব। আপনাদের শুভ কামনা জানাচ্ছি। আশা করি আগামীকাল সন্ধ্যা নাগাদ আপনি আর আপনার ভৃত্য, এই হলুদ লোক, দু'জনেই নিরাপদে এই অভিশপ্ত দেশের বাইরে চলে যেতে পারবেন। সূর্য ডোবার পর এবং চাঁদ ওঠার আগে দাঁড়িরা আপনাদের ক্যানুটাকে নদীর মোহনায় নিয়ে যাবে। নদীটা রাতের অন্ধকারেই পাড়ি দিতে হবে। আশা করি, নিজের দেশে বসে কখনও কখনও ধ্বংসের মুখে চলে আসা ওয়ালু জাতির এই দুঃখী, ভগ্ন হৃদয়া সর্দারনীকে মনে করবেন। সে-ও তার ঘুমে বা জাগরণে, উত্থানে এবং পতনে মনে করবে আপনাকে, যে তাকে এবং তার জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। বিদায়, ও রাতের অতন্দ্র প্রহরী।

তোমাকেও বিদায়, ও অন্ধকারের আলো।'

তারপর সে আমার হাতখানা তুলে নিয়ে তাতে আলতো করে একবার চুমু খায়। তারপর আর একটি কথাও না বলে, যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমন নিঃশব্দেই পিছন ফিরে চলে যায়।

সেই ছিল সাবিলার সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ। এরপর সুন্দরী সাবিলাকে আর কখনও দেখিনি বা কোথাও ওর নামও শুনিনি। মাঝে মাঝে ভাবি, ও দীর্ঘদিন বেঁচেছিল কি না। মনে হয় না। কারণ সে রাতে সাবিলার চোখে মৃত্যুর ছায়া দেখেছিলাম।

অধ্যায় ১৬

জান বাঁচানোর রেস

নিশি-অভিযানের পরের দিনের কথা। হ্যান্স আর আমি আমাদের জন্য নির্ধারিত "ওয়ালুর" ঘরেই বসে ছিলাম। সম্ভবত এদেশের রীতি যে, হবু বর বিয়ের আগের কয়েকদিন ঘর থেকে বাইরে বের হয় না। সন্দেহ নেই ধারণাটা কোনো আদিম মাথা থেকে বের হয়েছিল। সম্ভবত এই কারণে যে, তাতে বরের মাথায় বিয়ে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর বা অন্য কোনো "সৌন্দর্যের আসর" পড়তে পারে!

যা-হোক, দুপুর নাগাদ আমরা খেয়ে নিলাম। বললাম বটে যে খেয়ে নিলাম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে আসলে কিছুই নামছিল না। আসন্ন যাত্রার উদ্বেগ-উত্তেজনায় ক্ষুধা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর আমাকে টেনশন থেকে উদ্ধার করতে আসে আমাদের প্রহরীদের সর্দার। বা বলা ভাল আমাদের "জেলার"। বলল ক্যানুতে করে আমাদের দ্বীপ নিরীক্ষা করতে যাওয়ার কথা। তাই আমাদেরকে ক্যানুর কাছে নিয়ে যেতে হুকুম পেয়েছে সে। জবাবে বললাম, আনন্দের সাথেই আমরা সেখানে যাব। কাজেই আমাদের "সম্পত্তি" যা ছিল, অর্থাৎ এক দুটি অতিরিক্ত কাপড় এবং "ইন্দ্রজালের গাছের" লতাপাতার বোঝা, সেগুলো সাথে নিয়ে বের হলাম আমরা। গার্ডের দল আমাদের এসকর্ট করে নিয়ে এল। এদের মুখ দেখতে দেখতে আমি তিতি-বিরক্ত হয়ে

গেছি। ঘাটে পৌঁছে দেখি ওখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে চার দাঁড়ির একটা ছোট ক্যানু। চারজন দাঁড়ির চেহারাই ছিল নেকাবে ঢাকা। তবে সবাই ছিল শক্ত সমর্থ লোক। তারা হাতের বৈঠা তুলে আমাদের স্যালুট জানাল। তখন সেখানে সাদা রোব গায়ে, নেকাবে মুখ ঢাকা একজন মহিলা ছাড়া আশপাশে আর কোনো জন-মানুষ ছিল না।

আমরা যখন ক্যানুতে পা রাখতে যাব তখন সেই মহিলাটি এগিয়ে এসে মাথা থেকে ঘোমটা সরিয়ে ফেলল। দেখি সে আর কেউ না, লেডি ড্রামানা! বলল, 'লর্ড, আমাকে পাঠিয়েছে আমাদের নতুন ওয়ালু, আমার বোন। বলেছে আপনাদের লোহার নলগুলো, যেগুলো থেকে আগুন বের হয়, সেগুলো গলুইয়ে একটা মাদুরের নীচে ঢেকে রাখা আছে। আর, "এক সময়ের পবিত্র দ্বীপ" যাত্রায় আপনাদেরকে সে "শুভ কামনা" জানিয়েছে।'

জোর গলায় আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, আমার হয়ে তাকে যেন সে ধন্যবাদ পৌঁছে দেয়। আরও বললাম, সে চেহারার উপর থেকে "পর্দা সরানোর আগেই" আমরা আবার ফিরে আসতে পারব বলে আশা রাখি। এই বলে ঘুরে ক্যানুতে উঠব বলে পা বাড়ালাম। তখন ড্রামানা আবার ডাক দিল।

'লর্ড, আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। ওই দ্বীপে আমি ভৃত্য হিসেবে কাটিয়ে এসেছি অনেক লম্বা সময়। এখন মুক্ত, স্বাধীন অবস্থায় ওখানে আরেকবার যেতে চাই। দয়া করে আমাকেও আপনার সঙ্গে নিন।'

আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ততক্ষণে তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছে। এবং বলছে, একটা বিষম পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে। যেটা একই সাথে নরম এবং শক্ত হাতে সামাল দিতে হবে।

'না, ড্রামানা। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীর জন্য তার পুরনো জেলখানায়

ফিরে যাওয়া অশুভ ব্যপার। পুরানো খাঁচা তাকে আবার আঁকড়ে ধরতে পারে।'

'কিন্তু, পুরানো বন্দির কাছে কখনও কখনও মুক্তির স্বাদও বিস্বাদ লাগে, লর্ড। তখন তার মন আবার বন্দিত্বের স্বাদ নিতে চায়। লর্ড, আমি ভালো দাসী। আর দেখতেও সুন্দর। আমাকে আপনার সাথে নেবেন?'

ক্যানুতে উঠতে উঠতে বললাম, 'না, ড্রামানা। ক্যানু ভরে গেছে। তুমি এখন এতে উঠলে কারোও জন্যই ভালো হবে না। তোমারও না, আমাদেরও না। কাজেই বিদায়।'

বেচারি চোখে আকুলতা নিয়ে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই প্রত্যাখ্যাত মহিলাটির চোখের ব্যগ্রতা পরিণত হলো রাগে। এবং তার রাগ আর অপমান প্রবাহিত হলো অশ্রু হয়ে। সাথে মুখ থেকে বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে এল, 'চলে যান।' ঘুরে চলে গেল সে। আমি দাঁড়িদের ইশারা করলাম বাঁধন খুলে ক্যানু ছেড়ে দিতে। নিজেকে তখন একটা বেঈমান আর চোর ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছিলাম না। তারপরও, আসলেই কী আমাকে খুব বেশি দোষ দেয়া উচিত? এটা সত্যি যে, ড্রামানা আমাদের খুব ভালো একজন বন্ধু হয়েই ছিল। আমিও তাকে পছন্দই করতাম। কিন্তু বন্ধুত্বের প্রতিদান তো ওকে দিয়েছিলামই। ওকে কী হিউহিউর হাত থেকে উদ্ধার করে আনিনি? আর ঝকিটুকুর ব্যাপারে বলা যায়, কোথাও না কোথাও একটা সীমা তো টানতেই হতো। একবার ক্যানুতে উঠলে ও আর নামত বলে মনে হয় না। মানে, সম্ভাবনার কথা বলছি আর কী।

যা-হোক, আমরা আবার ফিরে এসেছি প্রকৃতির কোলে। সব জটিলতাকে পেছনে ফেলে ভাসছি লেকের খোলা পানিতে। মাথার উপর তখন গনগনে রোদ ছড়াচ্ছিল উজ্জ্বল সূর্য। দ্বীপের উদ্দেশ্যে ক্যানু চালালাম আমরা। অন্তত, ওয়ালুদের ওদিক থেকে দেখে

তাই মনে হবে। যেতে যেতে পৌঁছে গেলাম দ্বীপের প্রাচীন শহরের কাছে। ওখানেই দেখেছিলাম পাথর হয়ে যাওয়া প্রাণী এবং মনুষ্য মূর্তি। তবে দ্বীপে পা ফেলিনি। কারণ, যেদিকেই তাকাই, দেখি জ্বলজ্বলে লাভার ধীর গতির স্রোত নেমে আসছে লেকের পানিতে। সবকিছুই ঢাকা পড়ে গেছে গভীর ছাইয়ের আস্তরের নীচে। কেউ আর কখনও দেখতে পাবে না এখানে কী ছিল। আমরা ঘুরে চলে গেলাম বলি চড়ানোর পাথরের কাছে। এখানেই ভীষণ ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়েছিল আমাদের। এখন আর সেই পাথরটার অস্তিত্বও নেই। বিস্ফোরিত আগ্নেয়গিরি তার অগ্নি নিঃশ্বাসে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে বর্বর পঙ্কিলতার শেষ নিশানাটুকুও। সেই সাথে মুছে গেছে হিউহিউর গুহা, হিউহিউর বাগান, ইন্দ্রজালের গাছ এবং পুরোহিতদের চাষ করা সমস্ত উর্বর ক্ষেত। লেকের কর্দমাক্ত পানি এসে ছলকে পড়ছে প্রাক্তন আগ্নেয়গিরির বর্তমান ধ্বংসাবশেষ...টিলার গায়ে। "পবিত্র দ্বীপের" মধ্যে অবশিষ্ট বলতে তখন ছোটখাটো ওই টিলাটাই শুধু ছিল। দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর আগ্নেয়গিরিটা তখন তেল ফুরনো নিভন্ত কুপির মতো টিমটিম করে জ্বলছিল। যেন এর প্রাণরসই বের হয়ে আসছিল ধীর গতির লাভা স্রোত হয়ে। ভাবছিলাম, এই শ্বাসরুদ্ধ আগ্নেয়গিরির ভিতরের আগুন অন্য কোনো দিক দিয়ে বের হয়ে আসছে কি না কে জানে। হয়তো ইতিমধ্যেই প্রকৃতির অমোঘ প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়ে গেছে অন্য কোথাও!

দ্বীপে কোনো প্রাণী জীবিত থাকার সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না। দ্বীপের পুরোটাকে ঘুরে ওপাশে যেতে যেতে পানিতে এখানে ওখানে ভাসতে দেখি হিউহুয়াদের ফুলে উঠা মৃতদেহ। ওয়ালুর শহরের দৃষ্টি সীমার বাইরে আসতে আসতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তখন আমাদের দাঁড়ি, হিউহিউর পুরোহিতের প্রাক্তন চরেরা ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল একবার।

তারপরই আমরা রওনা হলাম আমাদের পালানোর পথের দিকে। তখন তীরের দিকে চালানোর বদলে ক্যানু চালানো হলো তীরের সমান্তরালে। এভাবেই চলতে থাকল যতক্ষণ না কালো নদীর মুখ দেখতে পেলাম আমরা। ততক্ষণে এতটাই অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল যে ঠিক কোনসময় আমরা লেক ছেড়ে নদীতে পড়ি সঠিক বলতে পারব না। এমনকী নদীর শক্তিশালী স্রোতের টান অনুভব করার আগ পর্যন্ত বুঝতেই পারিনি, নদীতে ঢুকে পড়েছি। বন্যার পানি নদী দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। ফলে নদীতে স্রোতের বেগ ছিল খুব বেশি। স্রোতের কল্যাণে প্রচণ্ড গতিতে এগুচ্ছিলাম। ভয় পাচ্ছিলাম, অন্ধের মতো এই গতিতে চলতে থাকলে নির্ঘাত গিয়ে তীরে কোনো পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ব। নয়তো ঝুলে থাকা কোনো ডালে বেঁধে দুর্ঘটনা ঘটবেই! তবে আমার আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হলো। দাঁড়িরা নদীর প্রতিটা ইঞ্চি তাদের হাতের তালুর মতোই চিনত। তারা আমাদের ক্যানুটাকে ধরে রাখল নদীর ঠিক মাঝ বরাবর। সম্ভবত ওরা প্রবল গতির স্রোতটাকেই অনুসরণ করছিল।

চাঁদ ওঠা পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকল আমাদের ক্যানু। তখন দাঁড় বাওয়ার উপর খুব বেশি জোর দেয়া হয়নি। স্রোতের সাথে সাথে চললাম আমরা। কিছুক্ষণ পরই চাঁদ উঠল। চাঁদের আকার দেখে বুঝলাম পূর্ণিমার আর হয়তো দুয়েক দিন বাকি। প্রায় ভরা চাঁদের কল্যাণে জোছনার আলো যথেষ্টই পাচ্ছিলাম। এরপর দাঁড়িরা চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

হ্যান্স তখন বলল, 'মনে হয় সবকিছু ঠিকঠাকই আছে, বাস। এত সুন্দর একটা শুরু করার পর ওয়ালুরা ইচ্ছে করলেও আমাদের আর ধরতে পারবে না। আমরা সৌভাগ্যবানও। কারণ ওই দুই সুন্দরী মহিলাকে আপনি পেছনে ফেলে আসতে পেরেছেন। ওখানে থাকলে ওরা আপনাকে মাঝ বরাবর দু'টুকরো

করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করত! আমার জন্যও ব্যাপারটা সৌভাগ্যজনক। কারণ, ভয় হচ্ছিল, ওখানে থাকলে হয়তো ওই গর্দভস্য গর্দভদের মধ্যে দম আটকেই মরে যেতাম।'

এ পর্যন্ত বলে ও একটু বিরতি নিল। তারপর আর্তনাদ করে বলে উঠল, '*এলেম্যাগেটর* (ও খোদা)! আমরা আসলে অতটা ভাগ্যবান নই, বাস। আসল জিনিসের কথাই বেমালুম ভুলে গেছি আমরা!'

'কী জিনিস?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলাম।

'সেই লাল আর সাদা পাথর, বাস? "ক্রান্সিক" (অর্থাৎ পাগল) হিউহিউকে মারতে পারলে ওই পাথর আমরা যত চাই তত দেবে বলে কথা দিয়েছিল বুড়ো ওয়ালু। একবার শুধু যদি সাবিলার কাছে চাইতাম তা হলে ও নৌকা ভরে ওসব দিয়ে দিত। তখন আর কাজ করে খেতে হতো না। দারুণ দারুণ ঘরে বসে বাকি জীবন অলসতায় কাটিয়ে দিতে পারতাম। আর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আকণ্ঠ গিলতে পারতাম দামি আর সেরা সব জিন।'

কথাগুলো কানে আসা মাত্রই অসুস্থ বোধ করতে শুরু করলাম। কথা সত্যি। জীবন, মৃত্যু, বিয়ে আর স্বাধীনতার টানাপোড়নে একদম ভুলে গিয়েছিলাম স্বর্ণ আর হীরের কথা। তবে অন্যান্য ঘটনাগুলো বিবেচনা করে দেখে মনে হলো, তখন আসলে এমন পরিস্থিতিই ছিল না যে, ওসবের কথা তুলব। হ্যান্স হয়তো চাইতে পারত। কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে, আমার দ্বারা তা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, পারিশ্রমিক চেয়ে বসলে পুরো চিত্রটাই পালটে যেত।

সাবিলা আমাকে সাধারণের চেয়ে অনেক উপরের মানুষ বলে ভেবেছে। কিন্তু হীরে চেয়ে বসলে তখন আমাকে সে কী ভাবত? চিন্তার বিষয় আরও একটা ছিল। আমরা বেরিয়েছিলাম দ্বীপ পরীক্ষা করতে। সেই আমরাই যদি তখন ধন-রত্ন নিয়ে টানাটানি

শুরু করতাম, তা হলে সবার মনেই আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ জাগত। তার উপর ওসব অনেক ভারী জিনিস। ফলে ওগুলো সাথে থাকলে দ্রুত নড়াচড়া করা হতো খুবই অসুবিধাজনক। চেষ্টা করলাম হ্যান্সকে এসব বলে বুঝ দেয়ার জন্য। তারপরও স্বীকার করছি, আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগছিল। আমার সামনে থেকে আবার একবার হাওয়ায় মিলিয়ে গেল দ্রুত সম্পদ পাওয়ার স্বপ্ন।

দার্শনিকের মতো হ্যান্সকে বললাম, 'স্বর্ণের চেয়ে জীবনের দাম অনেক বেশি। আর সম্মানের দাম এ দুটোর চেয়েও বেশি।'

কথাগুলো মুখস্থ বুলির মতো শোনাল। তবে আশা করছিলাম "প্রবাদ প্রবচন" সম্বন্ধে খুব বেশি ধারণা হ্যান্সের নেই। কিন্তু দেখি ও ব্যাটা আমার চেয়েও বেশি জানে! আমার কথার জবাবে বলল, 'হ্যাঁ, বাস, আপনার রেভারেণ্ড বাবা এমন কথাই বলতেন। তিনি আরও বলতেন, পেট খালি থাকলেও শান্ত মন নিয়ে ওয়াটার ক্রেসের (বিশালাকার পদ্ম পাতা) উপর বসে থাকার মধ্যেও শান্তি আছে। বিশেষ করে, ঘরে যদি থাকে দু'জন ঝগড়াটে মহিলা। আপনার বেলায় কথাটা পুরোপুরি ফলে গেছে। ওয়ালুদের ওখানে থেকে গেলে আপনাকেও ওই অবস্থার মধ্যেই পড়তে হতো। তবে আমরা এখন নিরাপদ, যদিও আপনি বলছেন হীরে আর সোনাগুলো আমাদের জন্য অনেক ভারী হতো। তবুও এখন আমরা নিরাপদ! এতই নিরাপদ যে এখন ঘুমাতে যাব বলে ভাবছি। এলাম্যাগেটর, বাস, কীসের শব্দ ওটা?'

'হিউহুয়াদের মহিলারা চিৎকার করে কাঁদছে,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললাম আমি। ওদের তীব্র আর্তনাদের শব্দ নদীর শান্ত নীরবতাকে ভেঙে খানখান করে দিচ্ছিল। এত তীব্র ছিল সেই শব্দ যে, বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত তা আমার কানে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকল। তা ছাড়া, আমার মাথায় তখনও হীরের কথা ঘুরপাক

খাচ্ছিল।

হ্যান্স বলল, 'শুধু তা হলে তো ভালোই হতো। চিৎকারের চোটে ধড় থেকে ওদের মাথা ছিঁড়ে পড়ে গেলে আরও বেশি খুশি হতাম। কিন্তু ওটা ব্যাপার না। দাঁড় বাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, বাস। ওই শুনুন! ওয়ালুরা আমাদের পিছু ধাওয়া করে আসছে।'

আমাদের বেশ খানিকটা পেছনে একসঙ্গে অনেকগুলো দাঁড় পানিতে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। অন্তত পঞ্চাশটা তো হবেই। ওয়ালুদের বিশাল একটা ক্যানু আমাদের পিছু ধাওয়া করে আসছিল।

'বাস, আবার আপনার দোষে আমরা ফাঁসছি। লেডি ড্রামানা নিশ্চয়ই আপনাকে এত বেশি ভালবেসে ফেলেছিল যে, আপনার দূরে সরে যাওয়া সে সহ্য করতে পারেনি। তাই একটা বড় ক্যানু পাঠিয়েছে আপনাকে বেঁধে নিয়ে যেতে। তবে...' পরের কথাগুলো বলল চরম আশাবাদীর মতো, '...লেডি সাবিলা যদি আমাদের জন্য হীরে আর স্বর্ণ পাঠিয়ে থাকে তা হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। হয়তো সে চায়, আমরা যেন ভবিষ্যতেও তাকে মনে রাখি, তাই এই উপহার।'

'সাবিলার না, ওয়ালুদের উপহার। উপহার হিসেবে বর্শা পাঠিয়েছে,' ভারী গলায় বললাম, 'রাইফেলগুলো রেডি করো। আমাকে জীবিত অবস্থায় ওদেশে নিয়ে যেতে দিচ্ছি না।'

কারণ যাই হোক, বাস্তবতা হচ্ছে ওরা আমাদের ধাওয়া করে আসছিল। তবে "কারণের" সাথে যদি ড্রামানার সম্বন্ধ থাকে তো আমি মোটেও অবাক হব না। সত্যি বলতে, ও বেচারির সাথে আমি রুক্ষ আচরণই করেছি। কিন্তু আর তো কিছু করারও ছিল না। তা ছাড়া, পুরোহিতদের সাথে থেকে ওদের কুটিলতার শিক্ষাও সে কম পায়নি। তবে আশা করি...তখনও করতাম, এখনও করি যে, ওই প্রতারণার সাথে ওর কোনো সম্বন্ধ নেই।

তবে আসল ঘটনা কখনও আর জানতে পারিনি।

আমাদের দাঁড়ি, প্রাক্তন পুরোহিত কাম স্পাইরাও ওয়ালুদের দাঁড়ের শব্দ শুনেছে। দেখলাম ওরা পরস্পরের দিকে একবার ভীত চোখে চাইল। এরপর শুরু করল সর্বশক্তিতে দাঁড় বাওয়া। খোদা! সেদিন ওরা কীভাবেই না দাঁড় বেয়েছিল। ওরাও জানত, ফিরে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। একে তো আমাদের পালাতে সাহায্য করেছে, তার ওপর ওরা ছিল পুরোহিতদের স্পাই। সেক্ষেত্রেও ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল ফাঁসির দড়ি নয়তো বিষের বোতল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তীব্র গতির স্রোতের উপর দিয়ে ততোধিক গতিতে বয়ে চললাম আমরা। তারপরও প্রতি মিনিটেই শুনতে পাচ্ছিলাম ওয়ালুদের ক্যানুর কাছিয়ে আসার শব্দ। আমাদের ক্যানুটা ছিল দারুণ দ্রুতগতির। কিন্তু তারপরও পঞ্চাশ দাঁড়ির একটা ক্যানুর সাথে মাত্র চার দাঁড়ির একটা ছোট ক্যানু নিয়ে পাল্লা দেয়ার কথা শুধু স্বপ্নেই চিন্তা করা যায়।

তখন, এখানে আসার সময় যে জায়গাটায় ঘুমিয়েছিলাম সেই জায়গাটা পার হলাম। বন পার হয়ে ঢুকে গেছি ক্লিফের এলাকায়। ওদেশে যাওয়ার সময় যে গতিতে গিয়েছিলাম, ফিরে আসছিলাম তার প্রায় দ্বিগুণ গতিতে। আমাদের ধাওয়া করে আসা বিরাট ক্যানুটাকেও দেখতে পাচ্ছিলাম তখন। ওটা তখন আমাদের থেকে খুব বেশি হলে আধ মাইল মতো দূরে ছিল। আরও দেখলাম, ওটা ছিল ওয়ালুদের সবচেয়ে বড় ক্যানুগুলোর একটা। চাঁদের অপূর্ণ অবস্থা আর দু'পাড়ে ক্লিফের আড়াল থাকায় নদীর উপর জোছনা খুব একটা ছিল না। ফলে পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা আর ওটার দেখা পাইনি। দেখিনি, কিন্তু শব্দ ঠিকই শুনতে পাচ্ছিলাম। শুনছিলাম প্রতি মুহূর্তেই ওটা আরও কাছিয়ে আসছে। পলায়নরত ক্রীতদাসকে গন্ধ শুঁকে খুঁজতে বের হওয়া ব্লাড হাউণ্ডের মতো ওটাও ঠিক একইভাবে এগিয়ে আসছিল।

ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল আমাদের দাঁড়িরা। তখন আমি আর হ্যান্স দাঁড় তুলে নিই। দু'জনকে একটু অব্যাহতি দিই যেন ওরা খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারে। ওদের বিশ্রাম হয়ে গেলে আবার নিলাম বাকী দু'জনের জায়গা। যেন ওরাও একটু আরাম করে নিতে পারে। তবে ওদের বিশ্রাম দিতে গিয়ে আমরা সামান্য পিছিয়ে গিয়েছিলাম। কারণ এভাবে বৈঠা বাওয়ায় আমরা তো আর ওদের মতো অত দক্ষ নই। তবে বন্যার ফলে ফুলে-ফেঁপে ওঠা নদীর পানি এত গতিতে বইছিল যে আমাদের অদক্ষতা খুব একটা প্রভাব ফেলেনি।

শেষে একসময় ভোরের আলো ফুটতে শুরু করে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লিফের মাথা ছুঁয়ে দিল কুয়াশা কেটে বেরিয়ে আসা আলোর রেখা। কিন্তু সেই আলোও অনেক মলিন হয়ে এসে পৌঁছুল নদীর উপর। এবং সেই মলিন আলোয় দেখতে পেলাম ধাওয়াকারী ক্যানুটা আমাদের থেকে আর একশ গজও দূরে নেই। ওখান থেকেই শুরু হয়েছিল নদীর দু'পাশে আকাশ ঢেকে ফেলা বিশাল খাড়া ক্লিফ। এর মাঝ দিয়েই কোনোমতে দেখতে পাচ্ছিলাম ফিতার মতো সরু এক চিলতে নীল আকাশ। ভাবো একবার, মাথার উপর দেখতে পাচ্ছি সরু একটু আকাশ, চারদিকে প্রায় অন্ধকার। আর পিছনে নদীর সাদা পানির পটভূমিতে কোনোমতে দেখা যাচ্ছিল ধাওয়ারত ওয়ালুদের পঞ্চাশ দাঁড়ির ক্যানুটার আউটলাইন। অপরদিকে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া চারজন দাঁড়িকে নিয়ে চলছি আমরা।

'ওরা খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে, বাস। কিন্তু এখনও অনেক পথ বাকি,' বলল হ্যান্স।

গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, 'ওদের তা হলে থামাতে হবে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও।'

কাজেই ক্যানুর পেছনে শুয়ে পড়লাম দু'জনই। রাইফেল

রাখলাম স্টার্নের উপর এবং অপেক্ষায় রইলাম সঠিক সময়ের। তখন পৌঁছাই অপেক্ষাকৃত চওড়া ক্লিফের এলাকায়। ওখানে আলো পাচ্ছিলাম অনেক বেশি। তারপরও অবশ্য সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেষ্ট আলো তখন ছিল। হ্যান্সকে বললাম, 'ব্যারেল নীচে রেখো। আর সাবধানে তাক করে গুলি ছুঁড়ো।' বলে রাইফেলের দুটো ব্যারেলই খালি করি ধাওয়াকারী ক্যানুর প্রথম দুই দাঁড়িকে লক্ষ্য করে। হ্যান্সও গুলি করতে থাকল। ওর কাছে ছিল পাঁচ গুলির উইনচেস্টার। ফলে আমি থেমে যাওয়ার পরও ও গুলি চালিয়ে গেল।

ফলাফল হয়েছিল চমৎকার। কয়েকজন দাঁড়ি দাঁড় ফেলে দিয়েছে পানিতে। ওদের বেশ ক'জন হতাহত হয়েছে। তবে হতাহতের সঠিক সংখ্যা বলতে পারব না। যে লোকটা দাঁড়িদের সর্দার ছিল, পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িদের দিক নির্দেশ দিচ্ছিল, সে-ও ছিল আহতদের দলে। ধাওয়াকারী ক্যানু থেকে ততক্ষণে আহতদের আর্তনাদের বিকট রব উঠে গেছে। ওদিকে হঠাৎ তাল হারিয়ে ফেলায় স্রোতের মুখে আড়াআড়ি ঘুরে যায় ওদের ক্যানু। ফলে যে কোনো সময় উল্টে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল তারা। আমি ততক্ষণে আবার লোড করে ফেলেছি। দুটো গুলিই চালিয়ে দিলাম ওদের দিকে। আশা করছিলাম, ক্যানুর তলায় লাগাতে পারব। তলা ফুটো হলে ওরা আর আমাদের পিছু ধাওয়া করে আসতে পারবে না। তবে মনে সন্দেহ ছিল। কারণ ওদের ক্যানু কী কাঠ দিয়ে বানানো আর কতটা পুরু কে জানে। তবে মনে হয় ঠিকঠাক মতোই গুলি লেগেছিল। কারণ, যখন ওরা আবার আমাদের ধাওয়া করা শুরু করল, দেখি ওদের গতি অনেক ঢিমে। এবং পানি সেচছে একজন।

এই ঘটনার যতটা সম্ভব সুবিধা নিলাম আমরা। কিন্তু

সারারাত দাঁড় টানার অমানুষিক পরিশ্রমে আমাদের দাঁড়িরা ছিল ভীষণ ক্লান্ত। সেই সাথে ক্রমাগত চামড়ার সাথে দাঁড়ের ঘষায় হাতের তালুতে ক্ষত তৈরি হয়ে গেছে। ওরা তখনও দাঁড় বাইছিল স্রেফ জান বাঁচানোর তাগিদে। কাজেই আমাদের গতি ঢিমে হতেই থাকল। অপরদিকে ওয়ালুদের ক্যানুর যে আকার, তাতে ওরা অবশ্যই অতিরিক্ত দাঁড়ি রেখেছে। ফলে গতির দৌড়ে আবার ওরা আমাদের হারিয়ে দিতে শুরু করে।

তখন যে জায়গায় আমরা ছিলাম, সেটা ছিল নদীর বাঁক-বহুল একটা এলাকা। ফলে বেশ কিছুক্ষণ পরপর ওদের দেখা পাচ্ছিলাম। তবে যখনই দেখতে পাচ্ছিলাম তখনই উইনচেস্টার থেকে কয়েকটা করে গুলি পাঠিয়েছি ওদের দিকে। এতে ওদের গতি কিছুটা ধীর করা সম্ভব হয়।

শেষ পর্যন্ত আমরা চলে আসি নদীটার শেষ একটা চওড়া অংশে। মরুভূমিতে বিলিন হয়ে যাওয়ার আগের শেষ এক মাইল মতো খোলা পানি। এ জায়গার বর্ণনা অবশ্য আগেই দিয়েছি। প্রচণ্ড ক্লান্তির কারণে এখানে এসে আমাদের এবং ধাওয়াকারী ওয়ালু, উভয়ের গতিই একদম কমে যায়। এর মাঝে যখনই সুযোগ পেয়েছি ধাওয়ারত ওয়ালুদের দিকে গুলি পাঠাতে ভুল হয়নি আমার। কিন্তু তারপরও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ নীরব ঘাতকের মতো আমাদের পিছে লেগে থেকেছে ওরা। একবারও সরে যায়নি। শেষবার যখন পিছে তাকাই, দেখি ওরা আমাদের থেকে মাত্র বিশ কদম বা পঞ্চাশ ফিট দূরে। তখন ওদের কয়েকজন আমাদের দিকে বর্শা ছুঁড়ে মারে। ওগুলোর একটা এসে বিঁধে যায় আমার পায়ের মাত্র কয়েক ইঞ্চি নীচে, ক্যানুর তলায়। এখানে আমাদের দু'পাশের পাথুরে দেয়াল এত চেপে এসেছিল যে ওদের আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। ফলে গুলি করা বন্ধ করলাম। তা ছাড়া আমাদের গুলিও প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। শেষ যে কটা ছিল,

সেগুলো রেখে দিয়েছিলাম ওদের শেষ আক্রমণ সামলাবার জন্য।

আমরা তখন পৌঁছে গেছি তীরের কর্দমাক্ত মাটির খুব কাছে। ওদিকে ওয়ালুদের মধ্যে যারা তখনও আহত হয়নি তারা আমাদের ধরতে শেষ একটা বেপরোয়া চেষ্টা চালায়। মরুভূমির উজ্জ্বল আলোয় দেখতে পাচ্ছিলাম, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে প্রায় সবারই জিভ বেরিয়ে আছে। তারপরও খুনের নেশায় চকচক করছে ওদের চোখ। কার্তুজ আর টুকিটাকি যা ছিল, সেগুলো হাতে নিতে নিতে সবাইকে চিৎকার করে হুকুম করলাম, 'বন্ধ কর সব, এখুনি পালাতে হবে!'

সবাই তাই করে। শুধু বৈঠাগুলো ছাড়া আর কিছু ক্যানুতে ফেলে এসেছিলাম বলে মনে হয় না। ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে জলার পাড় ধরে দৌড়ানো শুরু করলাম। পিছনে এল আমার সাথের বাকি সবাই। কিন্তু পঞ্চাশ কদম যেতেই একটা খাড়া গর্তে পড়ে যাই আমি। ওদিকে দীর্ঘক্ষণ ক্যানুতে বসে থাকায় আমার ক্র্যাম্প ধরা পা আর শরীরের ভার বইতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল ওখানেই পড়ে থাকি। মরতে হয় ওখানেই মরব। কোনোমতেই আর ছুটতে পারব না।

ওখানে বসেই ওয়ালুদের অপেক্ষায় রইলাম আমরা। নিশ্চিত ছিলাম যে ওরা আমাদের ধাওয়া করে আসবেই। কিন্তু এল না কেউ। নদীর কাদাময় তীরে ওরা বসে রইল। শ্বাস ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত ওখানেই বসে থাকল ওরা। তারপর ওই বোবা ওয়ালুরা প্রথমবারের মতো মুখ খুলল। এবং মুখ খুলেই অভিশাপের বানে ভাসিয়ে দিচ্ছিল আমাদের। বিশেষ করে আমাদের সাথের হিউহিউর চার প্রাক্তন পুরোহিত কাম স্পাই ছিল ওদের প্রধান লক্ষ। বলল, নদী পাড়ের মাটি ত্যাগ করা ওদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যেহেতু ওরা নিষেধ ভেঙেছে তাই ইসিকোরের মতো ওদেরও একই পরিণতি ভুগতে হবে। তখন

আমাদের চারজনের একজন চিৎকার করে বলল যে, আমাদেরকে মাটিতে আটকে রাখতে চাইলে ওদেরও ক্ষতি হবে। এবং তা শুরু হয়েও গেছে। ওরা কী গুনে দেখেছে যে কতজন ওরা নিয়ে এসেছিল, আর কতজন এখন ওদের সাথে আছে?

এই অকাট্য সত্য আমাদের পিছু ধাওয়া করে আসা ওয়ালুদের মুখে একদম তালা এঁটে দিল। এবং কে ওদের পাঠিয়েছিল তা-ও আর আমাদের কাছে খোলাসা করেনি। এরপর ওরা আমাদের ছোট ক্যানুটা সাথে নিয়ে ফিরে চলে যায়। ওটায় করে বয়ে নিয়ে যায়- যারা আমাদের গুলিতে মারা গিয়েছিল তাদের মৃতদেহ। সেই শেষ। ওয়ালুদের চমৎকার চেহারা এরপর আর কখনই দেখিনি। এবং ওদের সেই অভিশপ্ত দেশেও আর কখনও পা রাখিনি। ওখানে মৃত্যুর খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম। এবং বন্দিই হয়ে গিয়েছিলাম। বলার অপেক্ষা রাখে না, ওদেশে বন্দিত্ব হতো মৃত্যুর চেয়েও অনেক বেশি খারাপ।

হ্যান্স তখন বলেছিল, 'বাস, আমাদের এই অভিযানটা ছিল খুবই চমৎকার। এটা থেকে চিন্তা-ভাবনা করার মতো অনেক কিছুই পাওয়া গেছে। তবে, আমাদেরকে বন্দি করতে চাওয়া ওই ওয়ালুদের আরও কটাকে মারতে পারলে আরেকটু ভালো লাগত।'

জবাবে বলেছিলাম, 'না, হ্যান্স। ওদেরকে গুলি করতে হওয়ায় আমার খুবই খারাপ লেগেছে। ওদের সম্বন্ধে আর কিছুই ভাবতে চাই না আমি। তবে দুঃস্বপ্নে যদি চলে আসে, সে কথা ভিন্ন।'

'তাই, বাস? বিপদ কেটে গেলে অমন "ভালো ভালো" চিন্তা করতে আমিও পছন্দ করি। বিশেষ করে আমাদের মারা যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা বেঁচে গেছি। আর যাদের ছিল বেঁচে থাকার কথা তারা মারা গেছে। মরে গিয়ে এখন ওরা নিশ্চয়ই হিউহিউর কাছে তাদের কৃতকর্মের বয়ান দিচ্ছে।'

'যার যার চিন্তা তার তার মতো। তোমার চিন্তার সাথে আমার চিন্তা মিলবে না,' বিড়বিড় করে বললাম আমি।

হ্যান্স ওর পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে আবার বলল, 'মজার ব্যাপার খেয়াল করেছেন, বাস...ওই বেগার খাটুনে ভূতের দল একবারও ক্যানু থেকে নামেনি। অথচ ওরা এসেছিল আমাদের ধরতে! ধরতে না পেরে শেষে দূর থেকেই বর্শা ছুঁড়ে মারে। সম্ভবত ওরা আমাদের রাইফেলগুলোকে ভয় পাচ্ছিল।'

'না, হ্যান্স। ওরা ছিল সত্যিকারের সাহসী লোক। বুলেটকে ওরা মোটেও ভয় পায়নি। ওরা ভয় পেয়েছে তার চেয়েও বড় কিছুকে। ভয় পেয়েছে ওদের দেশের মাটি ছেড়ে আসার অভিশাপকে। ওরা মানে, ওই মাটি ত্যাগ করলে ওদের উপর হিউহিউর অভিশাপ নেমে আসবে। আর মৃত্যুর পর ওরা নরকের আগুনে জ্বলবে অনন্ত কাল ধরে। তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, হিউহিউর প্রতি ওদের ভয় আমাদের ভালোই উপকারে এসেছে।'

'তা এসেছে, বাস। সন্দেহ নেই, আগুনের মধ্যে পড়ে হিউহিউ ব্যাটাও এখন ভালো খৃষ্টান বনে গেছে। ও এখন ওর শয়তানীর ক্ষতিপূরণ হিসেবে আগুনে জ্বলতে থাকা লোকদের সাহস আর উৎসাহ যোগাচ্ছে। মনে আছে, বাস, আপনার রেভারেণ্ড বাবা স্বর্গ নিয়ে কী বলতেন? তিনি বলতেন, তুমি যদি স্বর্গকে ভালবাসো, তা হলে স্বর্গই তোমাকে দেখে রাখবে। আর তোমাকে টেনে তুলেও আনবে। তা তুমি যে গর্তেই পড়ে থাক কেন। সে কারণেই, বাস, কুমিরের লাঞ্চ হওয়ার বদলে আজ এখানে বসে পাইপ টানতে পারছি। তবে একটা ব্যাপারই শুধু একটু কেমন যেন হয়ে গেল! স্বর্গ যদি পাথরের কথা ভুলে না যেত, তা হলে বলা যেত, সবকিছুই খুব সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে। তবে সন্দেহ নেই, স্বর্গে ওসব জিনিসের অভাব নেই, তাই অ ওদিকে তার চোখ পড়েনি।'

'না, হ্যান্স। স্বর্গ মনে রেখেছিল যে, জিকালির বোঝা, আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি ইত্যাদির পর আবার পাথরের বোঝাও যদি আমাদের সাথে থাকত তা হলে ওয়ালুরা অনেক আগেই আমাদের ধরে ফেলত। আমরা পালাতে পারতাম না।'

'বুঝেছি, বাস। স্বর্গ আমাদের ভালো চেয়েছে। মনে হয়, এখন আমাদের উচিত রওনা হয়ে যাওয়া। কারণ, ওই ওয়ালুরা কয়েক মুহূর্তের জন্য অভিশাপ-টভিশাপের কথা ভুলে গিয়ে আমাদের দেখতে আসতে পারে। স্বর্গের কাজ-কর্ম বড় অদ্ভুত। কখন যে খুশি থাকে আর কখন যে বিগড়ে যায় কে জানে! শেষে, রেগে গিয়ে ড্রামানার মতো কিছু একটা করে বসলেই গেছি!'

গল্পের এ জায়গায় এসে অ্যালান নিজের জন্য প্রচুর পানি মিশিয়ে একটু হুইস্কি নিল গ্লাসে। তারপর সকৌতুকে বলল, 'গল্পটা এখানেই শেষ। জানি না তোমাদের কেমন লাগল, তবে বকবক করতে করতে আমার গলার অবস্থা একদম শুষ্কং কাষ্ঠং। এরপর বেশ ঝক্কি ঝামেলা সয়ে মরুভূমির উপর দিয়ে হেঁটে আমাদের ওয়াগনের কাছে পৌঁছে যাই। ততক্ষণে আমাদের আর তিনটা মাত্র বুলেট অবশিষ্ট ছিল। কারণ লেকে হিউহুয়াদের আক্রমণ সামলাতে প্রচুর গুলি খরচ হয়েছিল। তারপর সেই রাতে, নদীর ওপরও প্রচুর গুলি চালাতে হয়...যাতে ওয়ালুদের হাতে ধরা না পড়ি। তবে ওয়াগনে গুলি রাখা ছিল বলে পরে আর সমস্যা হয়নি। ফিরে আসার পথে চারটা বিশালাকার হাতি শিকার করি। সেগুলোর আইভরিগুলো বিক্রি করেই ওই অভিযানের খরচ তুলে নিয়েছিলাম।'

আমি তখন অ্যালানকে জিজ্ঞেস করি, 'জিকালি কী শেষ পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে ওই গরুগুলোর দাম নিয়েছিল?'

জবাবে অ্যালান বলে, 'নাহ। ওই টাকা আর দিতে হয়নি।

কারণ ওকে বলেছিলাম যে, টাকা চাইলে ওর জন্য আনা বিষাক্ত ওই "যাদুর" গাছের লতাপাতা, যেগুলো এত ঝক্কি ঝামেলা সহ্য করে নিয়ে গিয়েছি, তার একটাও দেব না। যেহেতু ওগুলো তার খুবই দরকার ছিল, তাই সে ওগুলোর বিনিময়ে উপহার হিসেবে গরুগুলো আমাকে দিয়ে দেয়। এবং ফিরে গিয়ে দেখি আমার নিজের গরুগুলোও ততদিনে খেয়ে দেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে আজব ব্যাপার হলো, জিকালিকে আমাদের অভিযানের ব্যাপারে একটা শব্দও বলার আগেই দেখি ও ব্যাটা অনেক কিছু জেনে বসে আছে! সম্ভবত আমাদের সাথে পালিয়ে আসা হিউহিউর পুরোহিতদের চার চরের কোনো একজনের কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছিল ও। বলতে ভুলে গেছি, আমাদের ওই সঙ্গীগুলো ছিল চরম মুখচোরা আর বেঈমান। ফিরে আসার পথে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সব কটা গায়েব! সম্ভবত আমরা এখানে এসে পৌঁছারও আগেই ওদের কেউ এদিকে চলে এসেছিল। হয়তো সে জিকালির সাথে দেখা করে তার "আশীর্বাদ" নিয়ে যায়। কারণ জিকালি ছিল ওই এলাকার সবচেয়ে বড় যাদুকর এবং তার পেশার শ্রেষ্ঠতম।'

প্রথম যে কথাটা জিকালি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল সেটা ছিল, 'আপনি হীরে আর স্বর্ণ আনেননি কেন? ওগুলো নিয়ে এলে আজ আপনি আর গরিব থাকতেন না। হয়ে যেতেন বড় লোকদের একজন।'

'আনিনি, কারণ ওগুলোর কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, জানি আমি। আপনি ওগুলোর কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আপনি তখন ওই সুন্দরী মহিলা, যার নাম আমার জানা নেই, তার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার দুঃখ কীভাবে ভুলবেন তাই নিয়ে অস্থির ছিলেন। ও হো, হো, হো! এ শুধু আপনাকেই মানায়, মাকুমাজান। শুধুই আপনাকে মানায়। হো, হো, হো।'

তারপর ও ফিরে চাইল সামনে জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে। এটার সামনেই ও সব সময় বসে থাকে। আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল, 'তারপরও আমার মনে হয়, মাকুমাজান, হীরে দিয়েই আপনি একদিন বড়লোক হবেন। তবে সেদিন আপনাকে বিদায় বলার জন্য ওখানে কোনো মহিলা থাকবে না।'

ওর এ কথাটাও দৈবক্রমে ফলে গিয়েছিল। তবে আমার বিশ্বাস, ওটা ছিল "ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে" এমন একটা ঘটনা। আর তোমরা তো জানোই, সলোমনের ধনভাণ্ডারের হীরে দিয়েই আমি সম্পদের মুখ দেখেছিলাম। এবং সেখানে সত্যিই আমাকে বিদায় বলার জন্য কোনো মহিলা ছিল না! **[সলোমনের গুপ্তধন দ্রষ্টব্য]**

এ জায়গায় আমাদের গুড মাথা নাড়তে শুরু করল। সম্ভবত ফুলাটার কথা মনে পড়ে গেছে। যা-হোক, অ্যালান বলে চলল, 'জিকালি ছিল অভিযানের প্রতিটা খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জানতে খুবই আগ্রহী। ফলে ওর কালো গুহায় আমাকে বেশ কয়েক দিন থাকতে হয়।'

জিকালি সে সময় স্বীকার করে যে হিউহিউ যে একটা পাথরের মূর্তি তা সে জানত। বলে, 'আমি জানতাম হিউহিউ শুধু এক পাথুরে মূর্তি বই কিছু নয়। কিন্তু আপনাকে জানাইনি। চেয়েছিলাম, ব্যাপারটা আপনি নিজেই আবিষ্কার করুন। ঠিক একইভাবে জানতাম, সেই সুদর্শন মানুষ, ইসিকোর...সে-ও মারা যাবে। কিন্তু সে কথাও ওকে বলিনি। কারণ, বললে আপনাকে ওদের দেশে নিয়ে যাওয়ার আগেই মারা যেত। তা হলে আর আমার *মৌতি* (ইন্দ্রজালের গাছের লতাপাতা, ওর যাদুর বিষাক্ত ওষুধ) পাওয়া হতো না। ওগুলো ছাড়া আগুনের মধ্যে ছবি আঁকতাম কী করে। আর সেই গাছ যেহেতু পুড়ে গেছে, তাই এ জিনিস আবার পাওয়ার কোনো উপায়ও নেই। তবে আপনি যা

এনেছেন তা দিয়ে আমার বাকি জীবন কেটে যাবে। অনেক আছে এখানে। আর গাছটা জ্বলে যাওয়ায়ও আমি খুশিই হয়েছি। কারণ, আমি চাই না, পথ উন্মুক্তকারী, জিকালির মতো মহান আরেকজন যাদুকর এদেশে জন্মাক! এই গাছ যতদিন ছিল, ততদিন হিউহিউর প্রধান পুরোহিতও ছিল প্রায় আমার মতোই শক্তিশালী একজন। কিন্তু এখন ও নেই। ফলে এই রাজত্ব কেবল মাত্র আমার। আমি একাই এখানে রাজা। ওকে মারার জন্যই আমি আপনাকে ওখানে পাঠিয়েছিলাম, মাকুমাজান। ও-ই ছিল আমার মূল লক্ষ্য।'

'বুড়ো শয়তান কোথাকার!' রেগে গিয়ে বললাম আমি।

'হ্যাঁ, মাকুমাজান, আমি শয়তান। ঠিক যেমন আপনি খুব ভোলা আর সাধারণ। আমার আত্মা আমার চামড়ার মতোই কালো। ঠিক যেমন আপনার আত্মা আপনার চামড়ার মতো সাদা। আর এ কারণেই আমি হাজার হাজার লোকের উপর ক্ষমতা রাখি। আর পূরণ করতে পারি আমার সমস্ত ইচ্ছা। আর আপনি একজন ছোট মানুষ যার কোনো ক্ষমতাই নেই। এবং মারা যাবেন আপনার প্রায় সব ইচ্ছাই অপূর্ণ রেখে। তারপরও, শেষ পর্যন্ত কী হবে কে বলতে পারে। হিউহিউও এক সময় ছিল মহান এবং বিরাট কেউ একজন। কিন্তু এখন সে কোথায়?'

'হিউহিউ নামে কেউ কখনও ছিলই না,' আমি মন্তব্য করলাম।

'হিউহিউর পুরোহিত ছিল। তা ছাড়া, মানুষ কী সব সময়ই তাদের সামনে হাজার হাজার দেব দেবী খাড়া করিয়ে নেয়নি? তারাও তো কেউ ছিল না। কিন্তু তাদের পুরোহিত ছিল। আর ছিল পুরোহিতদের হাতের বর্শা। ওই বর্শার জোরেই তারা কী সব শাসন করেনি? তা হলে দেবতা থাকুক বা না থাকুক, কী আসে যায়? বর্শা আর পরকালের ভয় দেখিয়ে পূজারীর মন শাসন করার

জন্য পুরোহিতই তো যথেষ্ট! অর্থাৎ, পুরোহিতরাই দেবতা বা দেবতারাই হচ্ছে পুরোহিত। কথাটা এখন নিজের মতো করে বুঝে নিন।'

'না, জিকালি, সব সময় অমনটা হয় না।' তবে এ নিয়ে জিকালির সাথে তর্কে যেতে চাইছিলাম না, তাই প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিলাম। বললাম, 'হিউহিউর গুহায় তার মূর্তি কে বানিয়েছিল জানো? ওয়ালুদের জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওরাও কেউ জানে না।'

'আমিও জানি না, মাকুমাজান। আমাদের পৃথিবীটা আসলে অনেক পুরনো। এখানে এমন অনেক মানুষ ছিল যাদের সম্বন্ধে আমরা কেউই কিছু জানি না। অন্তত আমার আত্মা এমনটাই বলছে। সন্দেহ নেই, অমন অজানা কেউই ওই মূর্তিটা বানিয়েছিল। সম্ভবত তারা ছিল অভিযাত্রী। তাদেরই একটা অংশ তাদের মূল এলাকা ছেড়ে চলে আসে দক্ষিণে। সেখানেই তারা শত্রুদের কাছ থেকে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। তারা লুকিয়ে থাকে বন্য এলাকার ততোধিক বন্য, আদিম জংলীদের মাঝে। এই জংলীরা এতই জংলী ছিল যে, এদের রীতিমত ভূত-প্রেতের সাথে তুলনা করা চলে! ওখানে লেকের মাঝে দ্বীপের এক গুহায় তারা তাদের দেবতার প্রতিমূর্তি দাঁড় করিয়ে নেয়। অথবা হতে পারে, সেই মূর্তি ছিল বন্য জংলীদের দেবতার প্রতিমা। যেটা দেখতে ছিল অনেকটা ওদেরই মতো। হতে পারে, এই জংলীগুলো হিউহিউর কাছ থেকে তাদের নাম ধার করেছে। অথবা উল্টোও হতে পারে। অর্থাৎ, হিউহিউই হয়তো তার নাম নিয়েছে এই জংলী হিউহুয়াদের কাছ থেকে। কে জানে, কোনটা ঠিক। আসল কথা হচ্ছে, লোকে যখন কোনো দেবতা খুঁজে পেতে চায়, তারা তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য দিয়েই দেবতার প্রতিরূপ তৈরি করে নেয়। সেটাকে শুধু আরও বড়, আরও কুৎসিত আর শয়তানী চেহারা দিয়ে নেয়। অন্তত ওয়ালুদের দেশে তো অবশ্যই। তবে

স্বীকার করছি, অন্য কোথাও হলে দেবতা কেমন হতো আমার জানা নেই। খেয়াল করবেন, ওরা বলেছিল, হিউহিউ ছিল এক সময় তাদের রাজা। অর্থাৎ, ওরা ধরে নিয়েছিল, ওদের পূর্বপুরুষরাই ওদের জীবন দিয়েছে। আর যেহেতু পূর্বপুরুষরা ওদের জীবন দিয়েছে সুতরাং কোনো না কোনোভাবে তাদের সাথে শয়তানের যোগাযোগ আছেই! [আফ্রিকান বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সে সময় প্রচলিত সাধারণ ধর্ম বিশ্বাস।] বা ভেবে নিয়েছিল, তারা নিজেরাই ছিল খোদ শয়তান। এ দেশের মহান পূর্বপুরুষদের সবাই ছিল প্রথম দিকের "দেবতা"। এবং খেয়াল করেছেন হয়তো, শয়তান না হলে তারা কেউই "মহান" হতে পারত না। উদাহরণ হিসেবে "চাকা"র দিকে তাকান। তাকে বলা হতো জুলুদের সিংহ। সে ছিল অতি মাত্রায় ধুরন্ধর, অত্যন্ত কুটিল মনের এবং ভয়াবহ হিংস্র স্বভাবের লোক। এ কারণেই তাকে বলা হয় "মহান"। আর অন্যরাও যারা "মহান" হয়েছে তাদের সবার মধ্যেই ছিল কমবেশি একই "গুণ"। কিন্তু যারা সফল হয়নি, তাদের সম্বন্ধে মানুষ ভিন্ন কথা বলবে।'

'তোমার এই বিশ্বাস কিন্তু খুব একটা সুবিধার না, তা জানো?'

'মাকুমাজান, এই পৃথিবীর খুব বেশি কিছু কী ভালো? যদিও পৃথিবী নিজে খুব সুন্দর! হিউহুয়াদের কথাই ভাবুন। ওরা কি সুন্দর ছিল? না। তবে আপনি যখন ওই পাহাড়টা উড়িয়ে দিয়ে ওদের সবাইকে মেরে ফেললেন সেটা নিঃসন্দেহে ছিল একটা ভাল কাজ। হিউহিউও সুন্দর ছিল না। এমনকী তার পুরোহিতরাও নয়। শুধু ওয়ালুদের মহিলারা ছিল অনিন্দ্য সুন্দর। কারণ ওদের শিরায় এখনও বইছে প্রাচীন এবং বিশুদ্ধ রক্ত, যেটা ওদের থেকে শুষে খাচ্ছিল, হিউহিউ।'

'এখন তো আর হিউহিউ নেই। ওয়ালুদের কী হবে, বলতে পারো, জিকালি?'

'জানি না, মাকুমাজান। মনে হয়, এখনও ওরা হিউহিউর-ই পূজা করবে। কারণ ওদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে হিউহিউর দাসত্ব। কাজেই ওদের আত্মাকে সে নিজের দিকে টেনে নেবে। কিন্তু তাতেই বা কী। ওরা স্রেফ একটা পচা গাছের অবশিষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। গাছটা অতীতে কোনো একসময় হয়তো ছিল লম্বা আর সুন্দর এক মহীরুহ্। কিন্তু সময়ের করাল গ্রাসে এমন কত গাছই তো ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছে। তাতেই বা কার কী এসে যায়। অমন কত নতুন গাছই তো আবার গজিয়ে উঠছে। একসময় সেগুলোও হয়তো তলিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এভাবেই চলতে থাকবে সব। এবং সবকিছুর শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবেই চলবে ভাঙা-গড়ার খেলা।'

'এমন আরও অনেক কিছু সেদিন জিকালি বলেছিল, যার বেশির ভাগই আমি এখন ভুলে গেছি। ও সেদিন যা বলেছিল তার সবই ছিল নগ্ন সত্য। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে কথাগুলো ছিল ভীষণ রহস্যময়। কথাগুলো যেন আমার মনকে একদম হতদ্যম করে দিচ্ছিল। তাই সেগুলো আর মনে রাখিনি। তা ছাড়া ওর কথাগুলো আসলে খুব বেশি কিছু ব্যাখ্যাও করছিল না। যেমন, ও আমাকে স্পষ্টভাবে বলতে পারেনি যে, এই ওয়ালুরা আসলে কারা বা কোথা থেকে এসেছিল। অথবা হিউহুয়ারাই বা কারা এবং মূলত কী কারণে তারা হিউহিউর পূজা করত। বা শেষ পর্যন্ত কী ঘটতে পারে ওদের ভাগ্যে। এগুলোও শেষ পর্যন্ত রহস্যই রয়ে যায়। ওদের কারও সম্বন্ধে পরে আর কখনও কোনো কিছু শুনিনি। কোনো ভবঘুরে পর্যটকও যদি কখনও ওদিকে গিয়ে থাকে, তা হলেও তার পক্ষে ওই নদী পাড়ি দেয়া প্রায় অসম্ভব। তারপরও যদি কেউ নদী পাড়ি দিয়েই ফেলে. তার পক্ষেও পরে আর ওখান থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হতো বলে মনে হয় না।

যদি আরও কিছু জানতে চাও, তা হলে তোমাদের ওই দেশে গিয়ে নিজেদের জেনে নিতে হবে। তবে ওখানে আমি আবার কোনোমতেই ফিরে যাচ্ছি না।'

'দারুণ গল্প হে!' গুডের মুখে স্তুতি ঝরে পড়ছিল। সে বলছিল, 'আমি নিজে বললে তোমার থেকে এক ফোঁটাও ভাল করে বলতে পারতাম বলে মনে হয় না।'

'না, গুড। তা পারতে না। কারণ সত্য ঘটনা এক জিনিস, আর তুমি যেটাকে বল, "গল্প" সেটা ভিন্ন জিনিস। যা-হোক, শুভ রাত্রি।'

আমরা সবাই এরপর যার যার বিছানায় চলে যাই।

***

শুভম ক্রিয়েশন